PREFACE

জ্ঞান বিনা জন্ম বৃথা ক , বিনা জ্ঞান

কলিকাতা

বারাণসী ঘোষের স্ট্রীটের ৪৫ । ২ নং ভবনে

হিতৈষী যন্ত্রে ।

শ্রীগোবিন্দচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত ।

বাং ১২৭৪ । ইং ১৮৬৮ ।

মূল্য ১৲ টাকা

Bidyabhushana and to Pundita Rajkrishna Gupta;—to whom, I avail myself of this opportunity, to express my sincere feelings of gratitude. I also tender my best thanks, on this occasion, to others of my friends and to my brother-teachers who have, in any way, assisted me in the completion of this little volume.

Any suggestions tending to the improvement of this work will be most thankfully received,

Many terms have been newly coined. A list of the most difficult and new-coined words with their corresponding English terms will be found at the end.

Some of the articles here contained were formerly published in the *Somaprakaska*. The plan of the work and the subjects treated of in it will be known by a reference to the annexed table of contents

G. C. BANERJEE.

Calcutta, March, 1864.

PREFACE TO THE SECOND EDITION.

At the suggestions of Baboos Kashikant Mookherjee and Brahma mohana Mullio, a few additions and alterations have been made in this edition, and two entire chapters have been added, one on the Training System, and the other on Gymnastic Exercises. The former has been inserted in the body of the work, the latter in the appendix.

G. C. BANERJEE.

Calcutta, March 1868

CONT

APPENDIX.

চতুর্থ প্রকরণ।

পঞ্চম প্রকরণ।

ষষ্ঠ প্রকরণ।

শুদ্ধিপত্র।

		পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ	পৃষ্ঠা	পংক্তি
	ন	৬	২৬	যুক্তযক্ত	যুক্তিযুক্ত	২৫	২৪
	ার	৫৭	১৪	ভয়প্রদর্শন	ভয়প্রদর্শন	৯৮	১৩
	নুভূতি	৯৯	৩	প্রনয়মূলক	প্রণয়মূলক	১০৩	২৬
	প্রণয়াস্পদ	১০৭	২	অহংকার	অহঙ্কার	১১২	২৭
আচ্ছন্ন	আচ্ছন্ন	১১৫	২৫	স্থিতিস্থাশক	স্থিতিস্থাপক	২০৪	১৩
দর্শন	দর্শন	২০৫	৪	সম্মাথে	সম্মুখে	২৮৯	১১
প্রণিধান	প্রণিধান	২৯২	২৫				

শিক্ষাপ্রণালী।

প্রথম প্রকরণ।

অধ্যাপনা অতিশয় কঠিন, অতিশয় গৌরবার্হ ও অতিশয় আনন্দজনক।

১। শিক্ষকের কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করা একান্ত দুরূহ। মনোগত ভাব সকল বাক্য দ্বারা সুস্পষ্টরূপে ব্যক্ত করাই কঠিন কর্ম্ম। আবার সেই সকল ভাব ও অন্যের লেখার ভাব বাক্য দ্বারা বিশদরূপে ব্যক্ত করিয়া বিভিন্নপ্রকৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বালকগণের সুন্দররূপে হৃদয়ঙ্গম করিয়া দেওয়া যে কত কঠিন তাহা বলা যায় না। অনেক সুবিজ্ঞ শিক্ষকের উপদেশ ছাত্রগণের সুখবোধ্য না হওয়াতে মরুভূমিনিক্ষিপ্ত বীজের ন্যায় নিষ্ফল হয়। যেরূপ ক্ষেত্র বিশেষের শস্য বিশেষোৎপাদিকা শক্তি থাকিলেও কোন্ ক্ষেত্রের কিরূপ শস্যোৎপাদিকা শক্তি তাহা না জানিয়া, যে কোন ক্ষেত্রে যে কোন বীজ বপন করিলে শস্য-সম্পত্তি লাভ হয় না, সেইরূপ অনেক বালকের স্বাভাবিকী মনোবৃত্তি সুশোভনা থাকিলেও যে যেমন পাত্র তাহাকে তদনুরূপ উপদেশ প্রদান না করিলে বালকদিগের সুশিক্ষা-লাভ হইতে পারে না। কৃষিকর্ম্মের সহিত শিক্ষকতা কার্য্যের অনেক অংশে সৌসাদৃশ্য লক্ষিত হয়। যেমন কোন্ সময়ে কোন্ ক্ষেত্রে কিরূপ শস্য উৎপন্ন হইতে পারে, ইহা জানা কৃষকের পক্ষে সবিশেষ আবশ্যক, সেইরূপ কোন্ সময়ে বালকগণের কোন্ কোন্ মনোবৃত্তি প্রবল থাকে এবং কোন্ সময়ে কিরূপ উপদেশ দিলে তাহারা তাহা অনায়াসেই গ্রহণ করিতে সমর্থ হয়, ইহা জ্ঞাত হওয়া শিক্ষকেরও নিতান্ত আবশ্যক। ক্ষেত্র কর্ষণ, সার ক্ষেপণ, যথা কালে বীজ বপন,

সময়োচিত বারিসেচন, এবং অনিষ্টকর কন্টকপ্রভৃতির উৎক্ষেপণ না করিলে যেমন কৃষকের শ্রম সম্যক্‌রূপে সফল হওয়া দুর্ঘট হয়, সেই-রূপ শিশুদিগের নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি নিস্তেজ করিয়া তাহাদিগের সুকোমল মানসক্ষেত্রকে উপদেশ-গ্রহণক্ষম না করিলে, যথাকালে সদুপদেশরূপ বীজ বপন না করিলে, এবং দৃষ্টান্তদ্বারা উপদেশের প্রামাণ্য ও উপযোগিতা সংস্থাপন না করিলে কোন শিক্ষকই সফল-প্রয়াস হইতে পারেন না। যাঁহারা কিছু কাল অধ্যাপনায় অতি-বাহিত করিয়াছেন, তাঁহারাই এবিষয়ের কাঠিন্য অনুভব করি-য়াছেন। যাঁহার উপরে বহুবালকের শিক্ষাদান-কার্য্যের ভার সমর্পিত থাকে কেবল উপদেশ দান করিলেই তাঁহার কর্ত্তব্য সাধন হয় না, তাঁহাকে মধ্যে মধ্যে ব্যবস্থাপক, বিচারপতি ও দণ্ডনেতার কার্য্যও করিতে হয়।

২। অনেকে কহিয়া থাকেন, যে সকল ব্যক্তি বিদ্যালয়ে থাকিয়া বহুকালব্যাপী পরিশ্রমদ্বারা নানা শাস্ত্রার্থ অবগত হইয়া-ছেন, তাঁহারা কেন না সুশিক্ষক হইতে পারিবেন। তাঁহাদিগের একথা সর্ব্বথা বিচারসিদ্ধ নয়। বহুজ্ঞ হইলেই যে সুশিক্ষক হওয়া যায় এরূপ নয়, শিক্ষকতা কার্য্যে দক্ষতালাভ উপদেশগ্রহণসাপেক্ষ। আপনা হইতেই সুশিক্ষক হইতে পারেন এমন লোক অতি বিরল। বালকগণের মনোরঞ্জন পূর্ব্বক সদুপদেশ দান ও তদ্দ্বারা তাহাদিগকে সৎপথে আনয়ন করিবার ক্ষমতা ঈশ্বর অতি অল্প লোককে প্রদান করিয়াছেন। নর্ম্যাল বিদ্যালয় শিক্ষকতা কার্য্যের উপদেশ লাভের এক উৎকৃষ্ট উপায়। শিক্ষক প্রস্তুত করিবার নিমিত্তই স্থানে স্থানে ঐ বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে। উপদেশ গ্রহণ, দৃষ্টান্ত দর্শন, ও স্বয়ং কার্য্যের অনুষ্ঠান, এই ত্রিবিধ উপায় দ্বারা শিক্ষিতব্য বিষয়সকলে যেরূপ সংস্কার জন্মে, অন্য কোন রূপে সেরূপ সংস্কার হইবার সম্ভাবনা নাই। নর্ম্যাল বিদ্যালয়দ্বারা এই ত্রিবিধ উদ্দেশ্যই সুসিদ্ধ হইবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা আছে। নর্ম্যাল

বিদ্যালয়ের ছাত্রেরা শিক্ষকের নিকট কেবল উপদেশ প্রাপ্ত হন এমন নয়, উপদেশ দিয়াও থাকেন। প্রত্যেক নর্ম্যাল বিদ্যালয়ের অধীনে এক একটী আদর্শ বিদ্যালয় থাকে। নর্ম্যাল বিদ্যালয়ের ছাত্রদিগকে আদর্শ বিদ্যালয়ের ছাত্রগণকে পাঠ দিতে হয়; বিদ্যালয়ের তত্ত্বাবধায়ক তথায় উপস্থিত থাকিয়া শিক্ষাদানের ফলোপধায়িনী পদ্ধতি দেখাইয়া দেন এবং তৎকালে যে উপদেশ দান আবশ্যক বোধ করেন তাহাও দিয়া থাকেন; এতন্নিবন্ধন অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা উভয়েরই ফল লাভে তাঁহাদিগের অধিকার হইবার সম্ভাবনা আছে। কখন কখন তাঁহাদিগের সমক্ষে শিক্ষকেরা আদর্শ বিদ্যালয়ের ছাত্রদিগকে উপদেশ দেন। এইরূপে তাঁহারা স্বচক্ষে পাঠদান-পদ্ধতি দর্শন করেন এবং আবশ্যক হইলে তাহার দোষ গুণ বিচার করেন। এই সকল উপায় দ্বারা অনেকে শিক্ষকতা কার্য্যে নৈপুণ্য লাভে সমর্থ হন। কিন্তু শিক্ষকতা কার্য্যে নৈপুণ্য জন্মিলেই অভীষ্ট সিদ্ধি হয় না। উত্তম শিক্ষকের আরও অনেকগুলি উৎকৃষ্ট গুণ থাকা আবশ্যক। কিন্তু সে সমুদায় গুণ প্রায় একাধারে দৃষ্ট হয় না। শিক্ষকের আরও যে যে গুণ থাকা আবশ্যক, তাহা অবসরক্রমে উল্লিখিত হইবে।

৩। যে কার্য্য সম্পন্ন করিতে অধিক বিদ্যা, অধিক পরিশ্রম, অধিক চিন্তা, ও অধিক নিঃস্বার্থ প্রবৃত্তির প্রয়োজন হয়, যে কার্য্যের ভার লইলে গুরুভার বহন করিতে হয়, যে কার্য্য দ্বারা জনসমাজের সম্পূর্ণ উপকার দর্শিবার সম্ভাবনা আছে, যদি সেই কার্য্যেরই অধিক গৌরব হয়, তবে শিক্ষকের কার্য সকল কার্য্য অপেক্ষা অধিক গৌরবান্বিত বলিয়া অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। অল্প বিদ্যা, অল্প পরিশ্রম, অল্প চিন্তা, ও অল্প উৎসাহে শিক্ষকের কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন হইবার নয়। চিকিৎসকেরা ঔষধ ও সুপথ্যদ্বারা শারীরিক পীড়ার শান্তি বিধান করিয়া লোকের জীবন রক্ষা করেন; শিক্ষকেরা অনুযোগবাক্যাদিরূপ ঔষধ ও সদুপদেশরূপ সুপথ্যদ্বারা কুপ্রবৃত্তিরূপ

মানসিক রোগের উপশম করিয়া ছাত্রগণকে ধর্ম্মপরায়ণ করেন। তাঁহারা জীবনের জীবন যে অমূল্য পরম পবিত্র জ্ঞান তাহাই প্রদান করেন। অপর, লোকে ব্যবহারাজীবের উপর বিশ্বাস করিয়া তাঁহার হস্তে বিষয়াদি রক্ষার ভার সমর্পণ করে; চিকিৎসকের উপর বিশ্বাস করিয়া তাঁহার হস্তে প্রাণ সমর্পণ করে; শিক্ষকের উপর বিশ্বাস করিয়া তাঁহার হস্তে বিষয় ও প্রাণ অপেক্ষাও প্রিয়তম যে সন্তান তাহার ঐহিক ও পারলৌকিক শুভাশুভ সকলই সমর্পণ করিয়া থাকে। অতএব যাঁহারা বালকগণের শিক্ষাদানে প্রবৃত্ত হইয়াছেন তাঁহারা কি গুরুতর ভার গ্রহণ করিয়াছেন! তাঁহাদিগের পরিশ্রম ও উপদেশের উপর কেবল যে বালকগণের ঐহিক ও পারত্রিক মঙ্গল নির্ভর করে এমন নয়, বালকদিগের পিতা মাতা, আত্মীয় বন্ধু, ও প্রতিবেশিগণেরও সুখস্বচ্ছন্দতা তাঁহাদিগের পরিশ্রম ও যত্নের উপর নির্ভর করে; এমন কি দেশের উন্নতি, রাজ্যের সুখ সমৃদ্ধি প্রভৃতিও তাঁহাদিগের যত্নমূলক বলিতে হইবে। বালকেরা সুশিক্ষিত হইয়া গুণবান্ হইলে, কি ক্ষুদ্র কি মহৎ, কি বালক কি বৃদ্ধ, কি কৃষক কি বণিক্, কি ধনী কি দরিদ্র, কি রাজা কি প্রজা, কি স্বদেশী কি বিদেশী, সকলেরই, সাক্ষাৎ সম্বন্ধে হউক বা পরম্পরা সম্বন্ধে হউক, কোন না কোন প্রকারে উপকার দর্শিবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা আছে; আর যদিও কাহার বিশেষ উপকার না হয়, তথাচ তাহাদিগের দ্বারা কখন কাহার কোন অপকার হইবার কিছুমাত্র সম্ভাবনা থাকে না। কোন গ্রামে এক ব্যক্তি মূর্খ ও দুশ্চরিত্র হইলে তাহার আত্মীয় পরিজনগণের এবং সেই গ্রামস্থ লোকের কত শত কষ্ট উপস্থিত হয়। আর গ্রামস্থ একটী গুণবান্ সচ্চরিত্র ব্যক্তি দ্বারা কত প্রকারে কত শত লোকের যে কত উপকার হয়, তাহা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। গুণবান্ ব্যক্তিরা কেবল যে জীবদ্দশাতেই পরোপকার সাধন করেন এমনও নয়, তাঁহারা পরলোক গমন করিয়াও, অনেক বিষয়ে আদর্শ স্বরূপ হইয়া, পরহিতসাধন করিতে থাকেন। তাঁহাদিগের

ব্যবহারদ্বারা কার্য্য দ্বারা অথবা রচিতগ্রন্থপাঠদ্বারা কত শত লোকের যে কত উপকার হইতেছে তাহার ইয়ত্তা নাই। যুধিষ্ঠির ও আরিষ্টিডিসের সদাচার অবগত হইয়া কত শত লোকের ধর্ম্মানুরাগ জন্মিতেছে। চিফ জষ্টিস গ্যাসকইন রাজপুত্র পঞ্চম হেনরির অত্যাচারে অসন্তুষ্ট হইয়া অকুতোভয়ে তাঁহাকে কারারুদ্ধ করিয়াছিলেন, এবং টার্কুইনিয়সকে পুনরায় রাজ্যাভিষিক্ত করণার্থ যে ষড়্যন্ত্র হইয়াছিল, তাহাতে স্বীয় পুত্রেরা লিপ্ত ছিল বলিয়া, রোম নগরের কন্সল জুনিয়স ব্রুটস সেই পুত্রদিগের প্রতি প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা প্রদান করিয়াছিলেন; ইহাতে কেবল যে, উক্ত মহোদয়দ্বয়ের মহত্ত্ব প্রকাশ হইয়াছে এমন নয়, তাঁহাদিগের ঐরূপ আচরণ অবগত হইয়া বিচারাসনে উপবেশন করিয়া কিরূপ অপক্ষপাতিতার সহিত বিচার করিতে হয়. কত শত বিচারপতি তাহার উপদেশ পাইতেছেন। নিউটন, গালিলিও, ওয়াট, ফ্রাঙ্কলিন প্রভৃতির আবিষ্ক্রিয়া দ্বারা জগতের কত মহোপকারলাভ হইতেছে। অলোকসামান্যকবিত্বশক্তিসম্পন্ন কালিদাস ও সেক্সপিয়ারের সুললিত নীতিগর্ব্ভ কাব্যসকল পাঠ করিয়া কত দেশে, কত লোকে কত প্রকারে যে উপকৃত হইতেছেন তাহা বর্ণনা করিয়া কে শেষ করিতে পারে ?

৪। যাঁহার উপদেশবলে বলবীর্য্যবিহীন, কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যবিবেচনারহিত, অজ্ঞানাচ্ছন্ন, মৃৎপিণ্ডপ্রায় শিশু, বীর্য্যবান্ জ্ঞানালোকসম্পন্ন ধর্ম্মপরায়ণ মনুষ্য বলিয়া পরিগণিত হয়, যাঁহার উপদেশবলে জন্মকালে সর্ব্বজীব অপেক্ষা বলহীন ও নিরাশ্রয় হইয়াও মনুষ্য আপন প্রভাব ও বুদ্ধি প্রকাশ করিয়া পরে সকল জীবের উপর স্বীয় প্রভুত্ব সংস্থাপন করেন, যাঁহার উপদেশবলে মনুষ্য স্বকর্ত্তব্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান দ্বারা স্বকীয় পদের গৌরব রক্ষা করিতে সমর্থ হন, যাঁহার প্রসাদে মনুষ্য সাহিত্য বিজ্ঞানাদি নানা শাস্ত্র চর্চ্চা করিয়া পরমপবিত্রপ্রীতিপ্রফুল্লান্তঃকরণে অনুক্ষণ নিরতিশয়-সুখ-সাগরে ভাসমান হইতে থাকেন, যাঁহার প্রসাদে মনুষ্য জগদীশ্বরের পরমাদ্ভুত সুকৌশলসম্পন্ন

কার্য্যকলাপ পর্য্যালোচনা করিয়া তাঁহার অচিন্ত্য শক্তি, অপরিসীম জ্ঞান, অনুপম করুণা ও অপার মহিমার প্রচুর পরিচয় প্রাপ্ত হইয়া এক কালে বিমোহিত হইতে থাকেন, এবং যাঁহার প্রসাদে মনুষ্য সর্ব্বান্তঃকরণ সমর্পণ পূর্ব্বক অকপট শ্রদ্ধা ও ভক্তিসহকারে ঈশ্বরের অর্চনা করিয়া স্বীয় জন্মের সার্থকতা সম্পাদনে সমর্থ হন, সেই পরমপবিত্র দুর্লভ সুহৃত্তম শিক্ষক অপেক্ষা আর কোন্ ব্যক্তি অধিক গৌরবান্বিত, পূজ্যপাদ ও প্রেমাস্পদ বলিয়া পরিগণিত হইতে পারেন? অনেক সুবিজ্ঞ মহাশয় ব্যক্তি এরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে রাজ্যমধ্যে শিক্ষক না থাকিলে যত ক্ষতি হয়, ধর্ম্মোপদেশক যাজক না থাকিলে তত ক্ষতি হয় না; কারণ বয়োবৃদ্ধদিগকে ধর্ম্মোপদেশদান অপেক্ষা শিশুদিগকে সদুপদেশদানই অধিক আবশ্যক ও অধিক ফলোপধায়ক। শিক্ষকের পদের যে কি গৌরব তাহা মহানুভব ভনটর্ক বিলক্ষণ বুঝিয়াছেন। উক্ত মহাত্মা অতি ভদ্রকুলে জন্মপরিগ্রহ করিয়া অল্প বয়সে নিজ বিদ্যাবুদ্ধির প্রভাবে প্রসিয়ার এক ধর্ম্মাধিকরণে বিচারপতির পদ প্রাপ্ত হন এবং চতুর্দ্দশবর্ষ সেই পদের কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করেন। এতাবৎ কাল মধ্যে তাঁহার নিকট যত ফৌজদারী মোকদ্দমা উপস্থিত হয়, প্রায় তৎসমুদায়ই বাল্যকালোচিত সুশিক্ষার অভাবে ঘটিয়াছে, ইহা জানিতে পারিয়া সুশিক্ষাবঞ্চিত কৃতাপরাধ ব্যক্তিদিগের প্রতি দণ্ডের আজ্ঞা প্রদান করিতে হইলে তিনি অতিশয় কাতর হইতেন, অবশেষে তাদৃশ দণ্ডের আজ্ঞাপ্রদান তাঁহার পক্ষে নিতান্ত অসহ্য হইয়া উঠিল। তিনি বিচারপতি পদে থাকিয়া বিদ্যালয়সমূহের তত্ত্বাবধায়কের পদও প্রাপ্ত হইলেন। শেষোক্ত পদের কার্য্য করিতে করিতে তাঁহার মনে এই সিদ্ধান্ত স্থির হইল যে, যিনি কৃতাপরাধ ব্যক্তির প্রতি দণ্ডের আজ্ঞা প্রদান করেন সেই বিচারপতি অপেক্ষা, যিনি লোকের কুক্রিয়া প্রবৃত্তি নির্ম্মূল করেন সেই শিক্ষক শতগুণে শ্রেষ্ঠ ও উপকারক। পরে তিনি প্রভূতগৌরবলাভের ও বিপুল অর্থাগমের

প্রতি দৃষ্টিপাত না করিয়া শিক্ষক হইবার মানসে তাদৃশ উচ্চ বিচারপতির পদ পরিত্যাগ করেন এবং সুইজর্লাণ্ড দেশে গিয়া পেষ্টালজির নিকট তিন বৎসর থাকিয়া তাঁহার শিক্ষাদানপদ্ধতি দর্শন করেন। তদনন্তর স্বদেশে প্রত্যাগমন করিয়া পট্‌সডাম নগরের পিতৃমাতৃহীন সন্তানদিগের বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষকের পদে নিযুক্ত হন এবং বোধ হয় অদ্যাবধি সেই পদে থাকিয়া সাতিশয় আনন্দের সহিত স্বীয় কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করিতেছেন। অনেকানেক মহানুভব ব্যক্তি একান্ত স্বার্থসাধনপ্রবৃত্তিরহিত হইয়া পরহিতসাধনব্রতে দীক্ষিত হন। তাঁহাদিগের কার্য্য দর্শন করিয়া লোকে নানা সদুপদেশ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। তাদৃশ মহাত্মাদিগের মধ্যে এক জন প্রধান বলিয়া মহামতি ভনটুর্ক অবশ্যই সর্ব্বত্র পরিগণিত হইবেন। হায়! কোন্ ভুবনবিজয়ী যোদ্ধা, কোন্ জগদ্বিখ্যাত রাজনীতিজ্ঞ মন্ত্রিবর, অথবা কোন্ সুবিজ্ঞ শ্রোতৃবর্গশ্রবণমনোহর বচনরচনাচতুর বাগ্মী পরিণামে জনসাধারণের এতাদৃশ অসাধারণ হিতকর ব্যক্তির বাহ্যাড়ম্বরশূন্য নির্ম্মল আন্তরিক সুখসম্ভোগের অভিলাষ না করিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারেন?

৫। অধ্যাপনাদ্বারা কেবল যে অধ্যেতৃগণের উপকার হয় এরূপ নয়, অধ্যাপয়িতৃগণেরও সবিশেষ উপকার হইয়া থাকে। বিদ্যাধন দানে ক্ষয় প্রাপ্ত না হইয়া বরং বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। বিদ্যাধন যতই বিতরণ করা যায় ততই তাহা আপন আয়ত্ত হইতে থাকে, ততই তাহার গৌরব বৃদ্ধি হইতে থাকে। অধীতি, বোধ, আচরণ ও প্রচারণ, এই চারি উপায় দ্বারা শাস্ত্রবিদ্যা উপার্জ্জিত ও সংরক্ষিত হয়। উপার্জ্জিত বিদ্যাকে পরিপক্ক করিয়া আয়ত্ত রাখিবার জন্য অধ্যাপনাই প্রধান উপায়; স্বয়ং দশবার পাঠ করিলে যে ফল না হয় এক বার পড়াইলেই সে ফল হয়। আপনি অগ্রে কোন বিষয় সুন্দররূপে না বুঝিলে অন্যকে তাহা বুঝাইয়া দেওয়া যায় না; অতএব যে বিষয় অন্যকে বুঝাইয়া দিতে হইবে সেই বিষয় সুন্দররূপে হৃদয়ঙ্গম

করিবার জন্য সবিশেষ যত্ন হয় এবং তাহা পাঠ করিবার সময়ে সমধিক মনোযোগ হইয়া থাকে। অপর, একটি বিষয় কি প্রকারে বুঝাইয়া দিলে অন্যে তাহা অনায়াসে বুঝিবে এই চিন্তায় সেই বিষয়েরও চর্ব্বিতচর্ব্বণ হইতে থাকে। এক বিষয়ের পুনঃপুনঃ আলোচনা হইলে অবশ্যই সেই বিষয়ে পরিপক্ক সংস্কার জন্মে। প্লেটো বলেন যে, "যদি কেহ কোন বিষয় সুন্দররূপে অবগত হইবার বাসনা করেন, তবে যেন তিনি আন্তরিক যত্নের সহিত সেই বিষয়ের অধ্যাপনায় নিযুক্ত হন, তাহা হইলেই সিদ্ধমনোরথ হইবেন।"

৬। অনেকেই বোধ করেন, শিক্ষকগণের তুল্য হতভাগ্য এবং অধ্যাপনার তুল্য ক্লেশকর কর্ম্ম আর নাই। একদা এক বিষণ্নবদন বালককে দেখিয়া ডাক্তর জনসন্ বলিয়াছিলেন "এই বালকটীকে শিক্ষকের সন্তানের ন্যায় দেখাইতেছে; শিক্ষকের সন্তান হওয়া অতিশয় দুর্ভাগ্যের বিষয়, যাহারা দুবদৃষ্টক্রমে শিক্ষকের সন্তান হয়, পিতাকে স্মরণ হইলেই প্রহারাদিজনিত দুঃখ তাহাদিগের মনে উদয় হইতে থাকে, সুতরাং তাহারা সদা অপ্রসন্নচিত্তে কাল ক্ষেপণ করে; তাহাদিগের পিতা থাকায় কোন ফল নাই, না থাকাই বরং ভাল।" অতি সুবিজ্ঞ নীতিবিশারদ ডাক্তর জনসন্ সাহেব স্বয়ং শিক্ষক হইয়াও যখন শিক্ষকগণকে এইরূপে অনাদর করিয়াছেন, তখন অপরে যে শিক্ষককে অবজ্ঞা করিবে এবং অধ্যাপনাকে ক্লেশদায়িনী বলিয়া হেয়জ্ঞান করিবে তাঁহা বিচিত্র কি? কিন্তু অধ্যাপনা কার্য্য নিতান্ত ক্লেশকর বলিয়া লোকের যে সংস্কার আছে, অনুধাবন করিয়া দেখিলে তাহা যে ভ্রান্তিমূলক ইহা অবশ্যই প্রতীয়মান হইবে।

৭। অধ্যাপনা কার্য্য অতিশয় আনন্দজনক, কিন্তু সকল অধ্যাপকের পক্ষে নয়। অর্থোপার্জ্জনই যাঁহাদিগের মুখ্য উদ্দেশ্য, তাঁহারা তাহার প্রকৃত সুখানুভব করিতে অসমর্থ। উপচিকীর্ষাবৃত্তিপ্রেরিত হইয়া অনুরাগসহকারে যাঁহারা অধ্যাপনায় প্রবৃত্ত হন, যাঁহারা

প্রণয়দ্বারা বালকগণকে বশীভূত করিতে সমর্থ, এবং যাঁহাদিগের মনে এই দৃঢ় প্রত্যয় সদা জাগরূক আছে যে, দেশের পরম সৌভাগ্যের নিদানস্বরূপ সন্তানগণের সুশিক্ষা সুচারুরূপে সম্পন্ন হইলেই একটী মহৎকার্য্য সম্পন্ন হয়, সেই সকল স্বদেশানুরাগী মহাত্মারাই অধ্যাপনা হইতে বিমল আনন্দসুখ সম্ভোগ করিতে সমর্থ হন। ক্ষুধার্ত্ত ব্যক্তিকে অন্নদান, তৃষ্ণাতুরকে পানীয় দান, শীতার্দ্দিতকে বস্ত্র দান, তপন তাপিত ব্যক্তিকে ছায়া দান, নিরাশ্রয়কে আশ্রয় দান, দরিদ্রকে ধনদান এবং রোগীকে ঔষধ দান যদি সুখদ হয়, তবে জ্ঞানার্থীকে জ্ঞান দান ও কুপথগামীকে সৎপথপ্রদর্শন অবশ্যই সুখদ হইবে। ছাত্রেরা কৃতবিদ্য হইয়া লোকের নিকট প্রশংসনীয় ও আদরণীয় হইলে শিক্ষকের অন্তঃকরণ অপার আনন্দসাগরে নিমগ্ন হয়। বিদ্যার বিমল জ্যোতিঃ বিকীর্ণ হইয়া যতই অজ্ঞানতিমিরকে তিরোহিত করিতে থাকে, মানবগণের মনোমন্দির হইতে পাপ-পিশাচ দূরীভূত হইয়া যতই ধর্ম্মকে স্থান দান করে, ততই পরহিতৈষিব্যক্তি মাত্রেরই বিমলান্তঃকরণে অপরিসীম আনন্দের আবির্ভাব হইতে থাকে; অতএব ইহাতে দেশহিতৈষিসুশিক্ষকগণের অন্তঃকরণে যে কি অনুপমসুখসঞ্চার হয়, তাহা কে ব্যক্ত করিতে পারে! একটী পুত্র গুণবান্ হইলে লোকের সুখের পরিসীমা থাকে না, অতএব পুত্রতুল্য প্রেমাস্পদ ছাত্রদিগকে গুণিগণমধ্যে গণ্য, সচ্চরিত্র ও সদা পরহিতে রত দেখিয়া শিক্ষকগণ যে ইহলোকে এক প্রকার স্বর্গসুখ সম্ভোগ করেন তাহা বলা বাহুল্য। সর্ব্বস্বান্ত ও প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করিয়া বিদ্যাদানে সদা ব্যাপৃত থাকিয়া ডেবিড্ হেয়ার ও পেষ্টালজি যে কি অনির্ব্বচনীয় আনন্দসুখসম্ভোগ করিয়া গিয়াছেন তাহা কেবল তাদৃশ পরহিতাভিলাষি-মহাত্মারাই অনুভব করিতে পারেন।

৮। অস্মদ্দেশের চতুষ্পাঠীর অধ্যাপক মহাশয়গণ কি মহানুভব! তাঁহাদিগের মধ্যে অনেকেই পাঠদ্দশায় বহুকাল প্রবাসে থাকিয়া

আহারাদির অপরিসীম কষ্ট স্বীকার করিয়া দুর্লভ বিদ্যাধন উপার্জ্জন করেন, এবং অকাতরে সেই অমূল্য বিদ্যাধন বিতরণ করাই আপনাদিগের মুখ্য কর্ম্ম জ্ঞান করিয়া এবং তাহাতেই একান্ত নিবৃত্ত থাকিয়া সমস্ত জীবন ক্ষেপণ করেন। তাঁহারা স্বপরিবারগণের বহুবিধ কষ্ট দেখিয়াও অক্ষুব্ধ চিত্তে দূরাগত ছাত্রগণকে অন্নদানপূর্ব্বক বিদ্যাদান করিয়া থাকেন। তাঁহারা কেবল পরোপকারার্থ ভূলোকে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহাদিগের ন্যায় দয়াবান্, পরহিতাকাঙ্ক্ষী ও ভোগসুখাভিলাষরহিত লোক অল্প দেখিতে পাওয়া যায়। তাঁহারাই জীবনের যথার্থ সার্থকতা সম্পাদন করিতেছেন। তাঁহারাই অধ্যাপনার প্রকৃত সুখ সম্ভোগ করিতেছেন। তাঁহাদিগের এতাদৃশ ব্যবহারের অনুকরণ করা শিক্ষকমাত্রেরই কর্ত্তব্য। ধর্ম্ম্য উপায়ে যে কিছু লাভ হইবে তাহাতেই পরিতুষ্ট হইয়া প্রীতির সহিত অধ্যাপনায় ব্যাপৃত থাকিলে পরম সুখ লাভ হয় সন্দেহ নাই।

৯। এস্থলে মিসনরি মহাশয়দিগের কথা উল্লেখ করাও অসঙ্গত নয়। তাঁহাদিগের অনেকেরই ব্যবহার দর্শন করিলে অন্তঃকরণে বিস্ময়, অনুরাগ ও ভক্তির উদয় হয়। তাঁহাদিগের অনেকেই যথার্থ লোকহিতৈষী। অজ্ঞ ও অসভ্য ব্যক্তিদিগকে জ্ঞানদানে ও শিক্ষাদানে তাঁহাদিগের অনেকেরই স্বার্থশূন্য প্রবৃত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। তাঁহাদিগের মধ্যে কত লোক লোকহিতকামনায় দেশদেশান্তরে, ও দ্বীপদ্বীপান্তরে, ভ্রমণ করিতেছেন। কত লোক কত নির্ব্বান্ধব প্রদেশে উপস্থিত হইয়া কত প্রকার দুর্ব্বিষহ কষ্ট ভোগ করিতেছেন। কত লোক অসভ্যদেশে উপস্থিত হইয়া প্রচুর অর্থ ব্যয়, অশেষবিধ পরিশ্রম ও কষ্ট স্বীকার করিয়াও তদ্দেশবাসিদিগের সভ্যতা সম্পাদনের চেষ্টা করিতেছেন। কিন্তু তাহারা অসভ্যতানিবন্ধন তাঁহাদিগের সেই অর্থব্যয়, যত্ন, ও পরিশ্রমের মুখ্য উদ্দেশ্য বোধে অসমর্থ হইয়া তাঁহাদিগকে যৎপরোনাস্তি পীড়ন করিতেছে। অসভ্যদিগের কোপে পতিত হইয়া

তাঁহাদিগের মধ্যে অনেক মহাত্মার প্রাণাত্যয় পর্য্যন্তও ঘটিতেছে, তথাপি তাঁহারা শিক্ষাদান-প্রযত্ন হইতে বিরত হন না। তাঁহাদিগের সম্প্রদায়ের মধ্যে অধিক বেতন দানের ও গ্রহণের নিয়ম নাই। তাঁহারা যে কিছু অল্প বেতন প্রাপ্ত হন তাহাতেই পরিতুষ্ট, এবং সাংসারিক আবশ্যক ব্যয় নির্ব্বাহ করিয়া সেই অল্প বেতনের যাহা কিছু উদ্বৃত্ত করিতে পারেন তাহা অনাথ, অসহায় ও দরিদ্রব্যক্তিদিগের শিক্ষাদান ও প্রতিপালনকার্য্যে ব্যয় করেন। তাঁহাদিগের ভোগসুখবাসনা এত অল্প যে তাঁহারা অভিনয়-দর্শনার্থী হইয়া রঙ্গভূমি-গমনে অভিলাষ করেন না। অনেকে দারপরিগ্রহ না করিয়া যাবজ্জীবন দরিদ্রগণের হিত সাধন করেন এবং সেই সৎকার্য্যের অনুষ্ঠানেই তাঁহারা নির্ম্মল আনন্দসুখের অনুভব করিয়া থাকেন।

১০। শিক্ষক মহাশয়গণ আপনারা যে গুরুতরকার্য্যের ভার গ্রহণ করিয়াছেন তাহা সুচারুরূপে সম্পন্ন করিয়া যদি নিরুপম আনন্দ অনুভব করিতে অভিলাষ করেন, তবে উক্ত মহোদয়গণকে আদর্শ করিয়া কায়মনোবাক্যে স্বকর্ত্তব্যের অনুষ্ঠান করুন, অবশ্যই পূর্ণমনোরথ হইবেন।

শিক্ষাপ্রণালী।

দ্বিতীয় প্রবন্ধ।

সন্তানগণের সুশিক্ষার বিষয়ে পিতামাতার কর্ত্তব্য কি?

"মাতা শত্রুঃ পিতা বৈরী যেন পুত্রো ন পাঠিতঃ"।

যে পিতামাতা আপন সন্তানকে শিক্ষা না দেন তাঁহারা সন্তানের শত্রু।

১। কিঞ্চিৎ প্রণিধানপূর্ব্বক বিবেচনা করিয়া দেখিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইবে যে, শিশুগণের সুকোমল মানসক্ষেত্রে জগতের

সমুদায়শুভাশুভফলপ্রদবৃক্ষের বীজ রোপণ করা, জনক জননী ও অধ্যাপক এই তিন ব্যক্তিরই কর্ত্তব্য কর্ম্ম। তাঁহারা বালকবালিকা-গণকে যেরূপ শিক্ষা দেন, তাহারা সেইরূপ শিক্ষা করে এবং সেই শিক্ষানুরূপ ব্যবহারাদি করিয়া জীবিতকাল ক্ষেপণ করে। তাহাদিগের শুভাশুভ কর্ম্ম অনুসারে জগতের শুভাশুভ ফল হয়। ফলতঃ ভূমণ্ডলস্থ মানবমণ্ডলীর অবস্থার উন্নতিসাধন শিশুগণের সুশিক্ষা-সাপেক্ষ, এবং যখন শিশুগণের সুশিক্ষা জনকজননী ও অধ্যাপক-গণের পরিশ্রম ও দক্ষতার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিতেছে, তখন জগতের উন্নতি ও অবনতি উভয়ই তাঁহাদিগের হস্তগত রহিয়াছে।

২। জনকজননীর নিকট শিশুগণের প্রথম শিক্ষা আরম্ভ হয়; শিক্ষকের নিকট তাহা এক প্রকার সম্পূর্ণ হয়। জনকজননীই তাহাদিগের শিক্ষার মূল পত্তন করেন, অতএব তাহাদিগের সুশিক্ষা না হইলে জনকজননীরই দোষ বলিতে হইবে। কিন্তু কেহ কেহ এরূপ বলিতে পারেন যে, পঞ্চম বর্ষ বয়ঃক্রম হইলে যে সময়ে হাতে খড়ী দিয়া বালকগণের বিদ্যারম্ভ করান হয়, সেই সময় অবধি তাহাদিগের শিক্ষা হইতে থাকে এবং সেই শিক্ষার ভার পাঠশালার শিক্ষকেরই উপর অর্পিত হয়, জনকজননীরা ত বালক-গণকে শিক্ষা দেন না, তবে তাহারা সুশিক্ষিত না হইলে কি রূপে তাঁহাদিগের দোষ হইতে পারে? ইহার উত্তর, কেবল লিখন, পঠন দ্বারাই যে শিক্ষা হয় এরূপ নয়, দর্শনশ্রবণাদিদ্বারাও শিক্ষা হইয়া থাকে। অতএব যখন সন্তানদিগের দর্শন শক্তি ও শ্রবণশক্তি বিকসিত হয়, তখনই তাঁহাদিগের শিক্ষা আরম্ভ হয়। তৎকালে জননী ভিন্ন আর কে তাহাদিগকে শিক্ষা দিয়া থাকে। তৎ-কালে জননীর বাক্য শ্রবণ এবং তাঁহার আকার, ভাবভঙ্গি ও কার্য্য দর্শন করিয়া সন্তানগণের প্রথম সংস্কার জন্মিতে থাকে। এইরূপে অতি শৈশব কালে সহানুভূতি অবলম্বন করিয়া জননীর নিকটে শিশু সকল শিক্ষা করিতে আরম্ভ করে, পশ্চাৎ অনুকরণ-বৃত্তি অবলম্বন

করিয়া শিক্ষা করিতে থাকে। অনেকে দেখিয়া থাকিবেন যে, যে সকল শিশুর সুস্পষ্ট বাঙ্নিষ্পত্তি হয় নাই তাহারাও অনায়াসে জননীর মুখাকৃতি দর্শন করিয়া, তিনি প্রসন্ন কি অপ্রসন্ন আছেন, তাহা বুঝিতে পারে এবং তদনুসারে কখন উল্লাসিত হইয়া সহাস্যবদনে মাতার আনন্দবর্দ্ধন করে, কখন বা ক্ষোভযুক্ত হইয়া সজলনয়নে মাতাকে অধিকতর অসুখিত করিতে থাকে। এই প্রকারে জননীর আকার ও কার্য্য-দর্শন করিয়া রাগদ্বেষাদি রিপুগণ এবং দয়া, স্নেহ, ধর্ম্ম প্রভৃতি সৎপ্রবৃত্তি সকল শিশুগণের হৃদয়ে বদ্ধমূল হইতে থাকে।

৩। অধিকবয়স্ক বালকগণকে শিক্ষা দেওয়া অপেক্ষা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বালকগণকে শিক্ষা দেওয়া কঠিন। ছাত্রগণের বয়স যত অল্প শিক্ষকতার কাঠিন্য ততই অধিক, ইহা বিশিষ্টরূপে না জানিয়া অনেকে প্রথম শিক্ষা অতি সহজ বোধ করিয়া, তাহাতে অধিক ব্যয় করা অনাবশ্যক জ্ঞান করেন এবং সন্তানের প্রথম শিক্ষার ভার কোন অপকৃষ্ট ব্যক্তির উপর অর্পণ করেন। তাঁহারা একবারও ইহা বিবেচনা করিয়া দেখেন না যে, মূল পত্তনে দোষ জন্মিলে সে দোষ পরে সংশোধন করা অতিশয় দুঃসাধ্য হইয়া উঠে, এবং যে শিক্ষাতে কুসংস্কার জন্মে সে শিক্ষা দেওয়া অপেক্ষা শিক্ষা না দেওয়াই ভাল। অনেকে সন্তানগণের শৈশবকালোচিত সুশিক্ষার জন্য সবিশেষ যত্ন না করিয়া কেবল দৈবের উপর নির্ভর করিয়া নিশ্চিন্ত থাকেন। কোন কোন ব্যক্তির এরূপ দৃঢ়নিশ্চয়ও আছে যে, অতি শৈশব কালে সন্তানদিগের সুশিক্ষার জন্য যত্ন করিবার বিশেষ প্রয়োজন নাই। জনক-জননীর হৃদয়ে এতাদৃশ ভ্রান্তি স্থান প্রাপ্ত হইলে মহৎ অনিষ্ট উৎপন্ন হয়। জনকজননী সন্তানগণের প্রথম সুশিক্ষায় অবহেলা করিলে তাহাদিগের সম্মুখে যে বিষয় উপস্থিত হইবে, তাহা হইতেই তাহারা আপনারাই শিক্ষা প্রাপ্ত হইতে থাকিবে। শিক্ষা করা কেহ নিবারণ করিয়া রাখিতে পারে না। দেখিয়া হউক, বা শুনিয়া হউক, গুরুজনের নিকট হইতে হউক, বা অপর লোকের নিকট হইতে

হউক, ভাল বিষয় হউক, বা মন্দ বিষয় হউক, সকলকেই জন্মাবধি মরণপর্য্যন্ত নূতন নূতন শিক্ষা করিতে হয়। কিন্তু বাল্যকালের প্রথম শিক্ষাই বিশিষ্টরূপে ফলোপধায়িনী হইয়া থাকে। তৎকালে যে সংস্কার জন্মে, পরে তাহার অন্যথা হয় না। তৎকালে যেরূপ শিক্ষা হয়, তদনুসারেই চরিত্রের দোষগুণ জন্মে, এবং তাহাই চিরকাল থাকে। শিল্পাদি শিক্ষার কালাকাল বিচার নাই বটে, কিন্তু ধর্ম্ম ও নীতিশিক্ষার পক্ষে সেরূপ নয়। শৈশবকালে ধর্ম্ম ও নীতিশিক্ষা না হইলে শেষে সে শিক্ষা নিতান্ত দুরূহ হইয়া উঠে।

৪। যে পর্য্যন্ত শিক্ষকের হস্তে সন্তান সমর্পিত না হয়, সে পর্য্যন্ত তাহার প্রতি কিরূপ ব্যবহার করা কর্ত্তব্য, তাহা অবগত হওয়া জনকজননীর নিতান্ত আবশ্যক। সন্তানের কখন্ কোন্ মনোবৃত্তি বিকসিত হয়, তাহা বিশিষ্ট রূপে অবগত হইয়া সমুদয় বৃত্তিকে যথোচিত পরিচালনা দ্বারা বলিষ্ঠ করিয়া সৎপথে নি-য়োজিত করা জনকজননীর অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম। সন্তানের স্বাভাবিক যে বুভুৎসাবৃত্তি আছে, যাহাতে কোন ক্রমে তাহার বিঘ্ন না হয়, জনকজননীর সদা সে চেষ্টা করা আবশ্যক। শৈশবকালে তাহার সুকোমল মানসক্ষেত্রে দয়া, ন্যায়পরতা, শ্রদ্ধা, ভক্তি প্রভৃতি সদ্গুণের বীজ বপন না করিলে পরে অনিষ্ট হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা আছে। যদি দয়া ধর্ম্ম প্রভৃতি সৎপ্রবৃত্তি সকল সন্তানদিগের হৃদয়ে বদ্ধমূল না হয় তাহা হইলে কি তাহারা লেখাপড়া শিক্ষা করিয়া জনসমাজে সারবান্ বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে? ধর্ম্মবিহীন ব্যক্তি কি কখন মানবপদের গৌরব রক্ষা করিয়া আপনার জন্মের সার্থকতা সম্পাদন করিতে পারে? পিতামাতার অধীনে থাকিয়া যদি সন্তানের বিদ্যানুরাগ, গুরুজনের আজ্ঞাধীনতা, শ্রমশীলতা, নিজ উন্নতিসাধন-চেষ্টা প্রভৃতি সদ্গুণ না জন্মে, তাহা হইলে কি তাহার সুশিক্ষার নিমিত্ত যত্ন করিয়া শিক্ষক কখন পূর্ণ-মনোরথ হইতে পারেন? অনেকেই বিষয়কর্ম্মে অথবা

আমোদপ্রমোদে ব্যাপৃত থাকিয়া সন্তানের প্রতি এই অবশ্যকর্ত্তব্য-কর্ম্মসাধনের অবসর প্রাপ্ত হন না; অনেকেই সন্তানকে সুশিক্ষা দানের নিমিত্ত নিকটে রাখা দূরে থাকুক, সে নিকটে থাকিলে বিরক্ত করে বলিয়া তাহাকে স্থানান্তরে অথবা পাঠশালায় শীঘ্র শীঘ্র প্রেরণ করেন, তাঁহাদিগের এরূপ আচরণ নিতান্ত অবৈধ। কেহ কেহ সন্তানের প্রতি সাতিশয় স্নেহ প্রযুক্ত তাহাকে যথেষ্ট আদর দিয়া তাহার অন্যায় বাসনা পরিপূরণেও পরাঙ্মুখ হন না। এইরূপে অন্যায় উৎসাহ পাইয়া সন্তানের অসৎস্বভাব পরিবর্দ্ধিত হইতে থাকে। কখন কখন পিতামাতা সন্তানের ক্রন্দন সহিতে না পারিয়া সে যাহা বাঞ্ছা করে তাহাই তাহাকে দেন, ইহাতে তাহাকে প্রকারান্তরে এই উপদেশই দেওয়া হয় যে কেহ তাহাকে তাহার অভিমত দ্রব্য না দিলে সে ক্রন্দন করিলে তাহা অবশ্যই প্রাপ্ত হইতে পারিবে। এই রূপ করাতে বালকের ক্রন্দনপ্রবৃত্তি ও আবদার বাড়িতে থাকে। অপর, কেহ কেহ সন্তানের প্রতি একান্ত উদাসীনবৎ ব্যবহার করেন, অথবা সর্ব্বদা খড়্গাহস্ত হইয়া থাকেন ; সামান্য অপরাধ দেখিলেই তৎক্ষণাৎ ক্রোধে প্রজ্বলিত হইয়া কটুবাক্যপ্রয়োগ অথবা গুরুতর দণ্ডবিধান করেন। সন্তানগণের প্রতি বাৎসল্যভাব প্রদর্শন করিয়া তাহাদিগের সুখে সুখবোধ এবং দুঃখে দুঃখবোধ করিলে আপনাদিগের গৌরব বিনষ্ট হইবে, অনেকে এই ভয় করিয়া আপনারা যেরূপ গম্ভীরস্বভাব তাহাদিগকেও সেই রূপ করিবার চেষ্টা করেন, এবং তাহাদিগকে অতি নির্দ্দোষ ক্রীড়াদি করিতে দেখিলেও সাতিশয় বিরক্ত হইয়া উঠেন। পিতামাতা এতাদৃশ ব্যবহার করিলে সন্তানের অনেক অনিষ্ট হয়। ইহাতে পিতামাতার প্রতি সন্তানের নৈসর্গিক শ্রদ্ধা ও ভক্তির অল্পতা হয় এবং সন্তানের স্বীয় উন্নতি-সাধন-প্রবৃত্তি বিনষ্ট ও কপটাচরণ-প্রবৃত্তি বর্দ্ধিত হইতে থাকে। বালকেরা উগ্রস্বভাব জনক জননীর নিকটে থাকিয়া অসুখিত হয় সুতরাং তাহারা অপর লোকের অথবা দাস দাসীর সহিত সহবাস

করিয়া সুখলাভের চেষ্টা করে; এবং সেই সহবাস হেতুক তাহাদিগের স্বভাব ক্রমশঃ নিকৃষ্ট হইয়া যায়।

৫। এরূপ অনেক জনকজননী আছেন, যাঁহারা আপনাদিগের সন্তানদিগকে প্রতিবেশীর কোন দ্রব্য অপহরণ করিতে দেখিয়া তাহাদিগকে ভৎর্সনা করেন না, এবং তাদৃশ কর্ম্ম অতি অসৎ ও অকর্ত্তব্য, যে ব্যক্তি তাদৃশ কর্ম্ম করে সে জনসমাজে নিন্দনীয় ও ঈশ্বরের নিকট দণ্ডার্হ হয়, ইত্যাদি বাক্যদ্বারা তাহাদিগকে উপদেশও দেন না, বরং সেই সকল দ্রব্য তদধিকারীকে প্রত্যর্পণ না করিয়া আপনারাই আদর পূর্ব্বক গ্রহণ করেন। এই রূপে তাঁহারা সন্তানগণের অসৎ কর্ম্মে উৎসাহ ও প্রবৃত্তি সন্ধুক্ষিত করিয়া দেন। তাঁহারা এই সকল কার্য্যদ্বারা যে আপনাদিগেরই অনিষ্ট করিতেছেন তাহাও বুঝিতে পারেন না। এক এক সময়ে জনকজননীরা সামান্য গৃহব্যাপার উপলক্ষে সন্তানগণের সম্মুখে পরস্পর কলহ করিতেও ত্রুটি করেন না। তাঁহাদিগের তাদৃশ অবৈধ ব্যবহার দর্শন করিয়া সন্তানদিগের মনে যে কি প্রকার ভাবের আবির্ভাব হয়, তাহা একবারও বিবেচনা করিয়া দেখেন না। এরূপ অনেক জনকজননী ও গৃহস্বামী আছেন যাঁহারা আপন আপন অন্যায় ও সাধুজনবিনিন্দিত ব্যবহারদ্বারা এবং অকারণ পরিবারবর্গের মধ্যে একের প্রশংসা ও অপরের নিন্দাবাদদ্বারা তাহাদিগের পরস্পরের মধ্যে বিদ্বেষ ও কলহ উৎপাদন করেন। যথা, কেহ কেহ সৎকর্ম্ম করিলে পুরস্কার দিবেন, অসৎকর্ম্ম করিলে শাস্তি দিবেন অঙ্গীকার করিয়াও কার্য্যকালে সেরূপ আচরণ করেন না, ইহাতে তাঁহাদিগের বাক্যের ও কার্য্যের ঐক্য থাকে না; সুতরাং তাঁহারা অতিগুরুলোক হইলেও তাঁহাদিগের প্রতি বিশ্বাস ও ভক্তি বিচলিত হয়। পিতামাতার এই সকল অন্যায় আচরণ সন্দর্শন করিয়া সন্তানবর্গ তাঁহাদিগের প্রতি পরিশেষে একান্ত শ্রদ্ধা ও ভক্তি শূন্য হইয়া উঠে এবং তাঁহাদিগের আদেশ ও উপদেশ উপেক্ষা করে। এইরূপে পিতামাতার সহিত

সন্তানের যে নৈসর্গিক সম্বন্ধ আছে, অবশেষে তাহাও ক্ষীণবল হইতে থাকে এবং তন্নিবন্ধন জনকজননীকে যে কত শত কষ্ট ভোগ করিতে হয়, তাহা কে বর্ণনা করিয়া শেষ করিতে পারে? এক একটী কুসন্তান হইতে কখন কখন জনকজননীর এতাদৃশ গুরুতর ক্লেশ ও মর্ম্মবেদনা উপস্থিত হয় যে, তাহা মনে হইলে হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যায়। তাদৃশ দুর্ব্বিষহ যাতনা যে আপন আপন অবৈধ আচরণের ফল, তাহা পরে বুঝিতে না পারিয়া, বিধিলিপি বশতঃ এতাদৃশ দুর্দ্দশা ঘটিয়াছে বলিয়া, কেহ কেহ বিধাতার প্রতি দোষারোপ করিয়া পরিতৃপ্ত হন। অনেকের এই সংস্কার আছে যে, যে সন্তান অতিশয় দুরন্ত তাহাকে শীঘ্র বিদ্যালয়ে পাঠান উচিত, শিক্ষকের শাসনপ্রভাবে তাহার সকল দোষ এককালে তিরোহিত হইবে। এরূপ অনেক শিক্ষকও আছেন, যাঁহারা মিষ্ট বাক্য ও উপদেশ দ্বারা কোন অসৎ বালকের চরিত্রদোষ শোধন করিতে না পারিলে, স্বীয় প্রভাবপ্রকাশের প্রত্যাশায় প্রহারদ্বারা তাহার সেই দোষ সংশোধনের চেষ্টা করেন। এইরূপে অবোধ শিশুসকল প্রথমে অপরিণামদর্শী পিতামাতার নিকটে থাকিয়া কুব্যবহার শিক্ষা করে, পরে শিক্ষকের নিকটে গিয়া সেই সকল কুব্যবহারের নিমিত্ত দণ্ড প্রাপ্ত হয়। অনেক শিক্ষকও অবিহিত ক্রূর ব্যবহার করিয়া স্বকীয়পদের গৌরবে একবারে জলাঞ্জলি প্রদান করেন। যদি পিতামাতা সন্তানদিগকে শৈশব কালেই নীতিশিক্ষা করান, তাহা হইলে অতি সহজে তাহাদিগের বুদ্ধিবৃত্তির উন্নতি হইতে পারে। কেননা তাঁহারা যদি সন্তানদিগকে নম্র ও বিনীত করিয়া শিক্ষকের নিকট প্রেরণ করেন, তাহা হইলে শিক্ষক অনায়াসেই তাহাদিগকে বিদ্যাবিভূষিত করিতে সমর্থ হন। বালকেরা বিদ্যালয়ে যে যে উপদেশ প্রাপ্ত হয় যদি গৃহে আসিয়া পরিজনগণের তদনুরূপ ব্যবহার দেখিতে পায়, তাহা হইলে সেই সকল উপদেশ অনায়াসে তাহাদিগের হৃদয়ঙ্গম হইয়া কাঙ্ক্ষিত ফল উৎপন্ন করিতে পারে।

কিন্তু যদি তাহারা গৃহে থাকিয়া সর্ব্বদা অসৎ ব্যবহার দর্শন করে, তবে নীতিগর্ভ গ্রন্থ পাঠ বা শিক্ষকের নিকট সদুপদেশ গ্রহণ করিয়া বিশেষ ফললাভে সমর্থ হয় না। উপদেশ গ্রহণ অপেক্ষা দৃষ্টান্ত দর্শনের সমধিক ফলোপধায়কতা আছে। অতএব সন্তানগণের ধর্ম্ম ও নীতি শিক্ষার নিমিত্ত সদা তাহাদিগের সম্মুখে ধর্ম্ম ও নীতিশাস্ত্রের অনুমত কার্য্য করাই বিধেয়, এবং অবসরক্রমে রামচন্দ্র, যুধিষ্ঠির, সীতা প্রভৃতি সুপ্রসিদ্ধ মহানুভবদিগের চরিত্রের যথাযথ বর্ণনা করিয়া বালকবালিকাদিগের তদনুকরণপ্রবৃত্তির সন্ধুক্ষণ করাই কর্ত্তব্য। অপর, কার্য্য দ্বারা সাধু ব্যবহার অভ্যস্ত না হইলে, কেবল দয়া, ন্যায়পরতা প্রভৃতির দৃষ্টান্ত দর্শন বা শ্রবণ করিলে অথবা সেই সেই বিষয়ের উপদেশ প্রাপ্ত হইলে সম্যক্ ফলোদয় হয় না। যে শিশু হাঁটিতে পারে না, তাহাকে হস্ত ধারণ পূর্ব্বক হাঁটাইবার চেষ্টা না করিয়া, কেবল শরীরের ভারের ও আকর্ষণের বিষয় উপদেশ দিলে কিম্বা স্বয়ং হাঁটিয়া দেখাইলে কি তাদৃশ উপকার লাভের সম্ভাবনা আছে? উপদেশানুরূপ কার্য্য না করাইলে কেবল সদুপদেশদান আর উত্তম দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিলে কি সন্তানগণ সম্যক্রূপে ধর্ম্মশীল ও নীতিপরায়ণ হইতে পারে? অতএব বালকদিগকে সদুপদেশ দিয়া যাহাতে তাহারা উপদেশানুরূপ কার্য্য করে তদ্বিষয়ে যত্নবান্ হওয়া পিতা মাতা, শিক্ষক ও অপর অভিভাবকগণের সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। সন্তানকে উপযুক্ত শিক্ষকের হস্তে সমর্পণ করিয়াও পিতামাতার নিশ্চিন্ত থাকা উচিত নয়। শিক্ষক কিরূপ শিক্ষা দেন, সন্তান কিরূপ শিক্ষা করে, প্রত্যহই বা কি কি বিষয় শিক্ষিত হয়, সন্তানের চরিত্র কিরূপ হইতেছে ইত্যাদি বিষয় যথাসাধ্য পরীক্ষা করিয়া অবগত হওয়া পিতামাতার অবশ্য কর্ত্তব্য। এরূপ করিলে সন্তানের শিক্ষা করিতে উৎসাহ, যত্ন ও আনন্দ বর্দ্ধিত হইতে থাকে, সন্তানের উপর পিতামাতার প্রভুত্ব রক্ষা হয়, এবং শিক্ষকের কার্য্যও সহজ হইয়া উঠে।

৬। পরিবারবর্গের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির ভিন্ন ভিন্ন কর্ত্তব্য কর্ম্ম নির্দ্দিষ্ট আছে। স্বামী ও ভার্য্যা, পিতা ও পুত্র, শ্বশ্রূ ও পুত্রবধূ, ভ্রাতৃজায়া ও দেবর, ভ্রাতা ও ভগিনী, প্রভু ও ভৃত্য, প্রভৃতি ব্যক্তিগণ যদি আপন আপন কর্ত্তব্য কর্ম্ম বিশিষ্টরূপে অবগত হইয়া সর্ব্বদা তদনুষ্ঠানে ব্যাপৃত থাকেন, তাহা হইলে সংসারের সুখের পরিসীমা থাকে না। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ সন্তানদিগকে কিরূপে প্রতিপালন করা ও কিরূপ উপদেশ দেওয়া উচিত, তাহা ভারতবর্ষীয় জননীরা বিশিষ্টরূপে অবগত নন। তাঁহারা এই ভারতভূমিতে জন্ম পরিগ্রহ করিয়া প্রায়ই রীতিমত কোন প্রকার উপদেশ বা শিক্ষা প্রাপ্ত হন না, সুতরাং চিরকাল অজ্ঞান-অন্ধকারে আচ্ছন্ন থাকেন। হিন্দুসমাজের চিরসেবিত কুৎসিত প্রথার অনুসারে তাঁহাদিগকে প্রায়ই এক প্রকার কূপমণ্ডূকের ন্যায় অবস্থান করিতে হয়, সুতরাং নানা বিষয় দর্শন বা শ্রবণ করিয়া তাঁহাদিগের বহুদর্শিতালাভের সম্ভাবনা নাই। অপর অস্মদ্দেশে কুৎসিত বাল্য বিবাহ প্রথা প্রচলিত থাকাতে বালিকাগণের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য জ্ঞান জন্মিবার পূর্ব্বেই প্রায় বিবাহ নির্ব্বাহ হইয়া থাকে। বিবাহকালে তাহারা পতি কাহাকে কহে, পতির প্রতি ভার্য্যার কি কি কর্ত্তব্য কিছুই জানে না। পরে যখন সন্তান প্রসব করে, তখন সন্তানের প্রতি মাতার যে কিছু কর্ত্তব্য, তাহাও অনুভব করিতে সমর্থ হয় না। যদি তাহারা সন্তান প্রসব করিয়া কথঞ্চিৎ আপনাদিগের শরীর রক্ষা করিতে পারে, তাহা হইলেই তদাত্মীয়বর্গ কৃতার্থ হন। প্রসূত সন্তানের লালনপালনের ভার প্রসূতির মাতা, শ্বশ্রূ বা অপর গুরুজনের উপর পতিত হয়। তাদৃশ গুরুজনের অভাব হইলে সন্তানের প্রতিপালনার্থ জননীকে যে কত কষ্ট ভোগ করিতে হয়, তাহা বর্ণনা করা দুঃসাধ্য। যদি নবপ্রসূত সন্তানের কোন অসুখ বা পীড়া উপস্থিত হয়, তবে জননী এক বারে নিতান্ত ভীত ও সংজ্ঞাশূন্য হইয়া পড়েন। কর্ত্তব্য কর্ম্মের সুচারুজ্ঞান ও বিবেচনার

অসদ্‌ভাব নিবন্ধন যে সকল অনিষ্ট ঘটিবার সম্ভাবনা তাহা কি কখন জননী কেবল অপত্যস্নেহদ্বারা নিবারণ করিতে পারেন? কিরূপে প্রতিপালন করিলে সন্তানের সুন্দর ধর্ম্মশিক্ষা, নীতি-শিক্ষা ও বুদ্ধিবৃত্তির সম্যক্ চালনা হয়, তাহা জানা দূরে থাকুক, সন্তানের শরীর রক্ষার নিমিত্ত যাহা করা আবশ্যক, তাহাও জননীরা বিশিষ্ট-রূপে অবগত নন। ভারতবর্ষীয় বালকবালিকাদিগের প্রথম শিক্ষক যে জননী, তাঁহারই যখন এতাদৃশ অনভিজ্ঞতা রহিয়াছে তখন তাহাদিগের দুরবস্থা দর্শন করিয়া লোকে কেনই বা বিমোহিত হইবে? এক বৎসর বয়স না হইতেই অনেক সন্তান পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয়, ইহা শুনিয়া অনেকে বিস্ময়ান্বিত হন; কিন্তু জননীদিগের অবস্থা ও অজ্ঞতার বিষয় পর্য্যালোচনা করিলে সে বিস্ময় আর কাহার হৃদয়ে স্থান প্রাপ্ত হয় না, বরং সকল সন্তান এক বৎসর বয়ঃক্রমের মধ্যে কাল-গ্রাসে পতিত না হইয়া কতকগুলি যে জীবিত থাকে, ইহাই আশ্চর্য্যের বিষয়। অতএব যদি একান্তই অন্য হেতু বশতঃ না হয়, অন্ততঃ কেবল সন্তানগণের রক্ষা ও সুশিক্ষার নিমিত্ত অস্মদ্দেশের মহিলা-গণকে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ শিক্ষা দেওয়া এবং কুৎসিত বাল্য বিবাহ প্রথা নিবারণ করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। যাঁহারা এই দুটী শুভকর কর্ম্মানু-ষ্ঠানের প্রতিকূলাচরণ করেন, তাঁহারা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে না হউন পরম্পরাসম্বন্ধেও, শিশুহন্তা ও জগতের বিপুল অনিষ্টকারী, অতএব অবশ্যই গুরুতর পাপভাগী হইবেন। তাঁহারা যখন নির্জ্জনে বসিয়া স্থিরচিত্তে আপনাদিগের কার্য্যের তাৎকালিক ও ভাবী ফলাফল পর্য্যালোচনা করিবেন, তখন কোনক্রমে চিত্তকে সুস্থির রাখিতে পারিবেন না; তখন অনুতাপ তাঁহাদিগকে সাতিশয় সন্তপ্ত করিয়া অবশ্যই একান্ত ব্যাকুলচিত্ত করিবে।

৭। সন্তান উৎপাদন করিয়া তাহার শরীরের রক্ষা ও পুষ্টি সাধন এবং ভরণপোষণার্থ ধনসঞ্চয় করিলেই কি সন্তানের প্রতি পিতামাতার কর্ত্তব্য কর্ম্ম সকল সুসম্পন্ন হয়? যাহা জীবন

অপেক্ষা মূল্যবান, যাহা থাকিলে মানবজীবন সার্থক হয়, যাহা জীবনের জীবন স্বরূপ, সন্তানদিগকে সেই অমূল্য জ্ঞান ও ধর্ম্ম উপদেশ করা কি জনকজননীর প্রধান কর্ত্তব্য কর্ম্ম নয়? যাঁহারা বিষয় কর্ম্মে একান্ত ব্যাপৃত থাকাতে সন্তানকে শিক্ষা দিবার অবসর প্রাপ্ত হন না, তাঁহারা কি বলিয়া আপনাদিগের নির্দ্দোষতা প্রতিপন্ন করিবেন, তাহা ভাবিয়া স্থির করা যায় না। প্রথমতঃ, সময়াভাব প্রযুক্ত তাঁহারা সন্তানের শিক্ষায় মনোযোগ করিতে পারেন না, একথা বলা সুসঙ্গত নয়। পরমেশ্বর মনুষ্যকে যে সময় দিয়াছেন, বিবেচনা করিয়া চলিলে, তাহাতেই কর্ত্তব্য কর্ম্ম সকল অনায়াসে সুসম্পন্ন হইতে পারে। অতএব জগদীশ্বর আমাদিগের প্রত্যেক কর্ত্তব্যকর্ম্ম সম্পাদনের নিমিত্ত যেন স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র সময় অবধারিত করিয়া দিয়াছেন। সন্তানকে শিক্ষাদানের নিমিত্ত যে সময় ব্যয় করা উচিত, অন্য কর্ম্মে সেই সময় ক্ষেপণ করিতে পিতামাতার কি অধিকার আছে? দ্বিতীয়তঃ, বিষয় কর্ম্মে এরূপ ব্যাপৃত না থাকিলে পরিবারদিগকে সুখস্বচ্ছন্দে প্রতিপালন করা দুর্ঘট হইয়া উঠে, একথা বলাও অসঙ্গত। কেননা যদি পরিবারগণকে সুখস্বচ্ছন্দে প্রতিপালন করিতে হইলে অপর একটী গুরুতর কর্ত্তব্য কর্ম্মানুষ্ঠানের ব্যাঘাত জন্মে, তবে পরিজনগণের তাদৃশ সুখস্বচ্ছন্দে প্রতিপালিত হইবার কি কোন অধিকার আছে? একটী কর্ত্তব্য কর্ম্মের প্রতি বিশেষ মনোযোগ করিয়া অপর একটী কর্ত্তব্য কর্ম্মে অবহেলা করা যুক্তি সিদ্ধ নয়। তৃতীয়তঃ বিষয় কর্ম্মে অধিকতর ব্যাপৃত থাকিয়া সন্তানদিগের নিমিত্ত ধনসঞ্চয়ের চেষ্টা না করিলে সন্তানেরাই পরে সুখস্বচ্ছন্দে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে সমর্থ হইবে না, একথা বলাও সঙ্গত নয়। পরিশ্রম না করিয়া সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারাই কি সন্তানগণের পক্ষে শ্রেয়স্কর? ধন সম্পত্তি ভিন্ন আর কি এমন কোন উৎকৃষ্ট পদার্থ নাই যাহার অধিকারী হইলে সন্তানেরা অনায়াসে পরম সুখ

সম্ভোগ করিতে সমর্থ হয়? যে সকল সদ্গুণ থাকিলে ধন সম্পত্তি হইতে প্রকৃত সুখলাভ হয়, যদি সেই সকল গুণ না জন্মে, তবে কেবল ধনসম্পত্তির অধিকারী হওয়া কি বিড়ম্বনা নয়? মার্জ্জিত বুদ্ধি, কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য জ্ঞান, বিদ্যানুরাগ, উদারাশয়তা, গুরুজনে শ্রদ্ধা ও ভক্তি, সংসারোচিত সুখের আস্বাদ, নিঃস্বার্থ পরহিতৈষিতা, পাপ ও পাপীর প্রতি অবজ্ঞা, ধর্ম্মে রতি ও ঈশ্বরনিষ্ঠা প্রভৃতি সদ্গুণের অধিকারী হওয়া কি সন্তানদিগের পক্ষে সহস্র গুণে শুভকর নয়? "কিমু ধনৈর্ব্বিদ্যানবদ্যা যদি"। যদি উত্তম বিদ্যা থাকে, তবে ধনে প্রয়োজন কি? বিদ্যাই কি অমূল্য ধন নয়? সন্তানদিগকে বিদ্যা-ধনে ধনী না করিয়া সামান্য ধনের অধিকারী করিবার নিমিত্ত পিতামাতার অত্যন্ত ব্যগ্র হওয়াই কি উচিত? সুপ্রসিদ্ধ ফরাসিস্ গ্রন্থকার রসিউ স্পষ্টাক্ষরে নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে, সন্তানগণের ভরণপোষণ ও সুশিক্ষার ভার পিতামাতার স্বয়ং গ্রহণ করাই উচিত, সে ভার অন্যের উপর অর্পণ করা বিধেয় নয়। তিনি বলেন, "যাঁহারা সন্তান উৎপাদন করেন, তাঁহারা স্বজাতি, সমাজ ও রাজ্যের নিকট ঋণগ্রস্ত হন। স্বজাতির গৌরব রক্ষা করিবার জন্য যাহাতে সন্তানগণ প্রকৃত মনুষ্যপদবাচ্য হয় এরূপ চেষ্টা করা, সমাজের কল্যাণ বর্দ্ধনার্থ তাহাদিগকে সামাজিক ও সদাশয় করা, এবং রাজ্যের কুশলের নিমিত্ত তাহাদিগকে সর্ব্বতোভাবে সুশীল করা পিতামাতার অবশ্য কর্ত্তব্য; এরূপ করিলে তাঁহারা উক্ত ত্রিবিধ ঋণ হইতে মুক্ত হন। যাঁহারা ক্ষমতা থাকিতেও এই তিন প্রকার ঋণের সম্পূর্ণরূপে পরিশোধ না করেন, তাঁহারা যেন কখনই আপনাদিগকে নিরপরাধ জ্ঞান করেন না। যাঁহারা সন্তানের প্রতি নিজ কর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্পন্ন করিতে অশক্ত, তাঁহাদিগের সন্তান উৎপাদন করিবার কি অধিকার আছে? অবস্থার দীনতা, বিষয়-কার্য্যপর্য্যবেক্ষণে ব্যস্ততা অথবা অন্য কোন কারণ কি সন্তানের প্রতি গুরুতর কর্ত্তব্য কর্ম্মের ভার হইতে কাহাকেও মুক্ত করিতে পারে?

যিনি আপনার এই পবিত্র কর্ত্তব্য কর্ম্মের অনুষ্ঠানে অবহেলা করেন, তিনি পরিণামে অবশ্যই অনুতাপসন্তপ্তহৃদয়ে অনবরত শোকাশ্রু বিসর্জ্জন করিবেন, কোন ক্রমে সান্ত্বনা লাভ করিতে সমর্থ হইবেন না।" জনকজননী শিক্ষকের ন্যায় আপন আপন সন্তানগণকে শিক্ষা দিউন্ বা না দিউন্, সন্তানেরা তাঁহাদিগের নিকটে থাকিয়া তাঁহাদিগের কার্য্য ও ব্যবহার দর্শন করিয়া সর্ব্বদাই শিক্ষা প্রাপ্ত হয়। তাহারা যাহা দেখে, যাহা শুনে, তাহাই শিক্ষা করে; অতএব পিতামাতার কর্ত্তব্য যে, তাঁহারা সন্তানের সম্মুখে সর্ব্বদা অনুকরণোচিত ব্যবহার করেন এবং তাহার স্বাস্থ্য রক্ষার সদুপায় বিধান করিয়া তাহাকে সুশিক্ষিত করিবার ভার আপনারাই গ্রহণ করেন। আপনারা সে ভার গ্রহণ করিতে একান্ত অশক্ত হইলে সুযোগ্য শিক্ষকের উপর শিক্ষাদানের ভার সমর্পণ করেন। সুযোগ্য শিক্ষক নিয়োগ করিতে হইলে যে অধিক ব্যয় আবশ্যক হয় তাহাতে কৃপণতা প্রকাশ করা অতি কাপুরুষের কর্ম্ম। যাহা হউক সন্তানের প্রতি এই গুরুতর কর্ত্তব্য কর্ম্ম সুসম্পন্ন করিতে না পারিলে, কর্ত্তব্য কর্ম্মের অকরণ জন্য জনকজননীকে অবশ্যই প্রত্যবায়ভাগী হইতে হয়, সন্দেহ নাই।

শিক্ষাপ্রণালী।

৩। তৃতীয় প্রকরণ।

বালকগণের অগ্রে মাতৃভাষা শিক্ষা করাই কর্ত্তব্য।

১ এক্ষণে ইঙ্গরাজী বিদ্যা অর্থকরী হইয়া উঠিয়াছে। ইঙ্গরাজী না জানিলে অর্থোপার্জ্জন দুর্ঘট হইয়া উঠে। বিশেষতঃ যে সমস্ত বিজ্ঞান ও শিল্পশাস্ত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে তত্তৎ শাস্ত্রবিষয়ক বিশেষ জ্ঞানলাভও এক প্রকার ইঙ্গরাজী ভাষাজ্ঞান সাপেক্ষ হইয়াছে,

অতএব উক্ত ভাষা শিক্ষা করিতে লোকের যে অধিক অনুরাগ জন্মিবে তাহা আশ্চর্য্যের বিষয় নয়। বালকগণের মাতৃভাষায় সুন্দর জ্ঞান না জন্মিতেই লোকে যে তাহাদিগকে বিজাতীয় ইঙ্গরাজী ভাষা শিক্ষায় নিযুক্ত করেন, ইহাই অধিকতর আশ্চর্য্যের বিষয়। সন্তানেরা পিতামাতা প্রভৃতি আত্মীয়গণের নিকট হইতে প্রথমে মাতৃভাষা শিক্ষা করে এবং প্রয়োজনানুসারে সেই ভাষায় স্ব স্ব অভিলাষ ব্যক্ত করিয়া থাকে। এইরূপে তাহারা অগ্রে যে মাতৃভাষা শিক্ষা করে, তাহাতে তাহাদিগের কোন ক্লেশ বা পরিশ্রম বোধ হয় না এবং পরেও শিক্ষকের নিকট তাহা রীতিমত শিক্ষা করিতে তাদৃশ কষ্ট বোধ হয় না, কেননা তাহারা কথোপকথনকালে সেই ভাষা ব্যবহার করে এবং অন্য লোকের মুখেও সর্ব্বদা তাহাই শ্রবণ করিয়া থাকে। যাহাদিগের মাতৃভাষায় সম্যক ব্যুৎপত্তি না জন্মিয়াছে, তাহাদিগের পক্ষে বিজাতীয় ভাষা শিক্ষা করা সহজ ও সুখকর হয় না, কারণ সকলকেই মাতৃভাষা অবলম্বন করিয়া বিজাতীয় ভাষা শিক্ষা করিতে হয়। মাতৃভাষায় অনুবাদ করিয়া না বুঝিলে কোনরূপে বিজাতীয় ভাষাজ্ঞান লাভ হয় না। সে ভাষা কথোপকথন কালেও সদা ব্যবহৃত হয় না, সুতরাং তাহার জ্ঞানলাভ সুকঠিন হইয়া উঠে। এই সকল কারণবশতঃ অগ্রে বিজাতীয় ভাষা শিক্ষা করা ক্ষুদ্র বালকদিগের পক্ষে কোন মতে বিধেয় নয়। মাতৃভাষায় যাহাদিগের সুন্দর ব্যুৎপত্তি না জন্মিয়াছে, তাহাদিগকে অন্য জাতীয় ভাষা বিশদ করিয়া বুঝাইয়া দেওয়াও শিক্ষকের পক্ষে সহজ নয়। অপর, এক ভাষায় সুন্দর ব্যুৎপত্তি জন্মিলে অন্য ভাষাজ্ঞান সহজ হইয়া উঠে। দুই ভাষার মধ্যে পরস্পরের যে অংশে সাদৃশ্য ও যে অংশে বৈসাদৃশ্য থাকে তৎপ্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়া পাঠ করিলে অল্পকাল মধ্যেই দ্বিতীয় ভাষায় উত্তম ব্যুৎপত্তি জন্মে এবং প্রথম শিক্ষিত ভাষায় উত্তরোত্তর উৎকৃষ্ট সংস্কার হইতে থাকে। কিন্তু সর্ব্বাগ্রে বালকেরা মাতৃভাষা যেমন অনায়াসে

শিক্ষা করিতে পারে, অন্য ভাষা তেমন অনায়াসে শিক্ষা করিতে পারে না। এই হেতুক কেহ কেহ এই অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন যে, অগ্রে মাতৃভাষা শিক্ষা করাই সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য; অন্ততঃ দ্বাদশ বর্ষ বয়ঃক্রম পর্য্যন্ত বালকদিগকে স্বজাতীয় ভাষা শিক্ষায় নিযুক্ত রাখা বিধেয়। দ্বাদশ বৎসর বয়ঃক্রমের পর ষোড়শবর্ষ বয়ঃক্রমের মধ্যে অপর ভাষার শিক্ষা আরম্ভ করানই উচিত। আমরাও এই মতের অনুমোদন করি। আমরা দেখিতেছি যাহারা কলিকাতার গবর্ণমেণ্ট পাঠশালা অথবা অন্য বিদ্যালয় হইতে উত্তমরূপে বাঙ্গালা ভাষা শিক্ষা করিয়া ইঙ্গরাজী বিদ্যালয়ে নিবিষ্ট হয়, তাহারা প্রায়ই অন্য অন্য বালক অপেক্ষা ইঙ্গরাজী ভাষায় শীঘ্র শীঘ্র বিশিষ্ট ব্যুৎপত্তি লাভ করে।

৩। এদেশীয় লোকেরা এক্ষণে মাতৃভাষার অনাদর করিয়া ইঙ্গরাজী ভাষার যেরূপ যথেষ্ট আদর করিতেছেন, পূর্ব্বে ইংল্যাণ্ড ফ্রান্স প্রভৃতি দেশে লাটিন ও গ্রীক ভাষার প্রতি লোকের সেইরূপ আদর ছিল। তৎকালে তত্তদ্দেশীয় বালকেরা মাতৃভাষায় সুশিক্ষিত না হইয়াই লাটিন ও গ্রীক ভাষাভ্যাসে নিযোজিত হইত। কিন্তু ইংরাজ ও ফরাসীদিগের সেই ভ্রান্তি দূর হইয়াছে। এক্ষণে তাঁহারা সন্তানগণকে অগ্রে ভালরূপে মাতৃভাষায় সুশিক্ষিত না করিয়া অন্য কোন ভাষা শিক্ষা করিতে দেন না। মাতৃভাষায় সুন্দররূপে ব্যুৎপন্ন না হইলে অন্য ভাষা শিক্ষা করা যে বালকগণের পক্ষে শ্রেয়স্কর নয় তাহা সর্ব্বাগ্রে জর্ম্মানেরা বুঝিতে পারেন। তাঁহাদিগের সন্তানেরা অগ্রে মাতৃভাষা সুচারুরূপে শিক্ষা করে পরে অন্য [illegible] শিক্ষায় নিযোজিত হয়। তাঁহারা সর্ব্বতোভাবে এই যুক্তিযুক্ত প্রথা অনুসরণের প্রত্যক্ষ ফল পাইতেছেন। তাঁহারা এক্ষণে অন্য অন্য জাতি অপেক্ষা কৃতবিদ্য ও তত্ত্বদর্শী বলিয়া সর্ব্বত্র পরিগণিত এবং সংস্কৃত ভাষাতে ইউরোপের অন্য অন্য জাতি অপেক্ষা সমধিক ব্যুৎপন্ন বলিয়া পরিচিত হইতেছেন।

৪। অস্মদ্দেশীয় লোকের মাতৃভাষাভ্যাসে পূর্ব্বাপর এইরূপ অনাদর আছে, আমরা একথা বলিতে পারি না। কেননা আমরা যে বঙ্গভাষাকে এক্ষণে মাতৃভাষা বলিয়া উল্লেখ করিতেছি, পূর্ব্বে কেহ তাহাকে ভাষা বলিয়া জ্ঞান করিতেন না; তাহার অবস্থাও তাদৃশ উৎকৃষ্ট ছিল না। কিছু কাল পূর্ব্বে বাঙ্গালা ভাষায় পাঠ্য পুস্তকেরও সম্পূর্ণ অসদ্ভাব ছিল। কিন্তু শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় প্রভৃতি কতিপয় মহানুভব ব্যক্তি এই ভাষায় উত্তম উত্তম গ্রন্থ রচনা করাতে ইহা এক্ষণে ভাষা বলিয়া পরিগণিত হইতেছে। তাঁহারা এক প্রকার ইহার জীবন দান করিয়াছেন। এখনও ইহার শৈশবাবস্থা উত্তীর্ণ হয় নাই। উক্ত মহোদয়গণপ্রদর্শিত পথ অবলম্বন করিয়া অন্য অন্য সহৃদয় সুযোগ্য ব্যক্তিরা যতই ইহার লালন ভার গ্রহণ করিবেন, ততই ইহা ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইয়া পূর্ণতা প্রাপ্ত হইবে। এই ভাষায় সংস্কৃত কাব্যাদি, ইউরোপীয় বিজ্ঞান, শিল্পশাস্ত্রাদি, ও অপর ভাষার উৎকৃষ্ট গ্রন্থ সকল যতই অনুবাদিত এবং নূতন নূতন গ্রন্থ সকল যতই রচিত হইতে থাকিবে ততই ইহা সমৃদ্ধিসম্পন্ন হইয়া অতি উৎকৃষ্ট ভাষা মধ্যে পরিগণিত হইবে. এবং ততই এভাষাভ্যাসে লোকের অধিকতর যত্ন ও আদর হইতে থাকিবে সন্দেহ নাই। যদিও সংস্কৃত ভাষা বহুকাল অবধি লৌকিক ব্যবহারে অপ্রচলিত বলিয়া মৃত ভাষা মধ্যে পরিগণিত হইয়া আছে, তথাপি যবনাধিকার হইবার পূর্ব্বে অস্মদ্দেশীয় লোকেরা এই ভাষাকেই স্বজাতীয় ভাষা বলিয়া জ্ঞান করিতেন এবং শূদ্রজাতি ভিন্ন প্রায় সকলেই শৈশব কালাবধি এই ভাষাশিক্ষায় নিযুক্ত থাকিতেন এবং এই ভাষার যথেষ্ট আদর ও গৌরব করিতেন। ভিন্ন ভিন্ন শাস্ত্র পাঠের নিমিত্ত পূর্ব্বে বহুসংখ্য চতুষ্পাঠী ছিল, অধ্যাপকেরা রাজার নিকট হইতে সমাদরসহ বৃত্তি প্রাপ্ত হইতেন এবং সকল লোকেই শ্রাদ্ধাদি উপলক্ষে সাধ্যানুসারে অধ্যাপকগণকে সভায় নিমন্ত্রণ করিয়া যোগ্যতানুসারে

অর্থ তৈজসাদি প্রদান করিয়া বিদ্যানুশীলনে উৎসাহ সন্ধুক্ষিত করিয়া দিতেন। এক্ষণে রাজপুরুষেরা সংস্কৃত ভাষার তাদৃশ আদর করেন না, লোকেরও পূর্ব্ব আদর ক্রমশঃ খর্ব্ব হইয়া আসিতেছে। গ্রামে গ্রামে আর সেরূপ চতুষ্পাঠী দৃষ্ট হয় না, অধ্যাপকেরাও উৎসাহ বিরহে ম্রিয়মাণাবস্থায় অবস্থিত আছেন, বালকদিগেরও সংস্কৃত পাঠে আর তাদৃশ অভিলাষ নাই, কিরূপে অর্থকরী ইঙ্গরাজী ভাষায় বিদ্যা জন্মিবে তজ্জন্য সকলেই ব্যস্ত। অস্মদ্দেশে এক্ষণে সংস্কৃত ভাষার তাদৃশ আদর নাই, কিন্তু ইউরোপের অন্তঃপাতি জর্ম্মানি, ফ্রান্স, হল্যাণ্ড, ইংলাণ্ড প্রভৃতি দেশে এই ভাষার অনুশীলন উত্তরোত্তর এত বৃদ্ধি পাইতেছে যে, এক্ষণে এদেশের অনেকেই সংস্কৃত পাঠকালে তত্তদ্দেশমুদ্রিত সংস্কৃত গ্রন্থ সকল উৎকৃষ্ট বলিয়া গ্রহণ করিতেছেন। এদেশের লোকেরা যদি সংস্কৃতের অনুশীলনে ক্রমশঃ হতাদর হন, বোধ হয় কিছুকাল পরে অনন্তর বংশ্যের কাহারও সংস্কৃত পাঠ করিবার বাসনা হইলে জর্ম্মাণি প্রভৃতি দেশের লোককে শিক্ষক রূপে গ্রহণ করিতে হইবে সন্দেহ নাই। বিদেশীয় লোকেরা যে ভাষা বহু সমাদর পূর্ব্বক অধ্যয়ন করিতেছেন, যে ভাষা এক অত্যুৎকৃষ্ট ভাষা বলিয়া সর্ব্বত্র পরিগণিত হইতেছে, যে ভাষায় অপূর্ব্ব অপূর্ব্ব গ্রন্থ সকল রচনা করিয়া ব্যাস, বাল্মীকি, কালিদাস, ভবভূতি, মাঘ প্রভৃতি পণ্ডিতবরেরা এই জগতে অক্ষয় কীর্ত্তি সঞ্চয় করিয়াগিয়াছেন, যে ভাষায় আমাদিগের সমস্ত ধর্ম্মপুস্তকাদি লিখিত আছে এবং যে ভাষাকে আমাদিগের পূর্ব্ব পুরুষেরা মাতৃভাষা বলিয়া জ্ঞান করিতেন, যদি আমাদিগের সন্তান সন্ততিকে উপায়ান্তরাভাবে বিদেশীয় লোকের নিকট সেই ভাষা অধ্যয়ন করিতে হয়, তবে আমাদিগের পক্ষে তাহা অপেক্ষা অধিকতর লজ্জাকর বিষয় আর কি আছে?

৫। এই কলিকাতা মহানগরীতে অনেক ধনাঢ্য ব্যক্তি আছেন। তাঁহাদিগের সন্তান সন্ততির বিবাহ উপলক্ষে ২০ বা ৩০ বৎসরের

মধ্যে নাচ, তামসা, বাজি প্রভৃতি অনর্থক বিষয়ে যে রাশি রাশি অর্থ ব্যর্থ ব্যয় হইয়াছে, তাহা সংগৃহীত হইয়া যদি সংস্কৃত বিদ্যা-শিক্ষা বিষয়ে বিনিযোজিত হইত, তাহা হইলে এই নগরীস্থ গবর্ণমেণ্ট সংস্থাপিত সংস্কৃত কলেজ সদৃশ কত কলেজ স্থানে স্থানে সংস্থাপিত হইয়া দেশের অশেষবিধ মঙ্গল সম্পাদন করিত এবং কত শত লোক কৃতবিদ্য হইয়া দেশের উন্নতি সাধনে দীক্ষিত হইতে পারিত। এক্ষণে বঙ্গদেশের শিরোভূষণ শ্রীযুক্ত রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুরের ন্যায় যদি অন্য অন্য রাজা বাহাদুর প্রভৃতি দেশীয় ধনাঢ্য মহোদয়েরা সংস্কৃত ভাষার আদর এবং তদনুশীলনকারিদিগের উৎসাহ বর্দ্ধন করিতেন, তাহা হইলে এদেশে এই উৎকৃষ্ট সংস্কৃত ভাষার এতাদৃশ দুর্দ্দশাদর্শন দুর্ঘট হইয়া উঠিত সন্দেহ নাই।

৬। এ দেশের লোকের এক্ষণে বঙ্গভাষা, ইঙ্গরাজী ভাষা ও সংস্কৃত ভাষা অধ্যয়ন করা অতি কর্ত্তব্য হইয়া উঠিয়াছে। বঙ্গ ভাষা মাতৃভাষা বলিয়া অগ্রে তদধ্যয়নে ব্যাপৃত হওয়াই উচিত, অন্ততঃ দ্বাদশবর্ষ বয়ঃক্রম পর্য্যন্ত তাহা শিক্ষা করা কর্ত্তব্য; তৎ-পরে ইঙ্গরাজী ও সংস্কৃত ভাষা শিক্ষায় নিযুক্ত হওয়া বিধেয়। অবস্থার দোষে জীবিকা নির্ব্বাহের ভার যাঁহাদিগের স্কন্ধে পতিত হয়, এককালে তাঁহাদিগের এই উভয়ভাষা শিক্ষা দুরূহ হইয়া উঠে। কিন্তু যদি তাঁহাদিগের দুইটী ভাষাই শিক্ষা করিবার বাসনা ও চেষ্টা থাকে, তবে তাঁহারা প্রথমে অর্থকরী ইঙ্গরাজী ভাষা শিক্ষা করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহের উপযোগী একটী ব্যবসায় অবলম্বন করুন পরে সংস্কৃত শিক্ষা করিতে নিযুক্ত হউন। আজন্ম মরণান্ত মনুষ্যের লেখা পড়া শিক্ষা করিবার কাল। অতএব বিদ্যালয়ে লেখাপড়া সাঙ্গ হইল এরূপ বিবেচনা করা উচিত নয়। অপর, যাঁহাদিগকে জীবিকা নির্ব্বাহের ভাবনায় অভিভূত হইতে হয় না, তাঁহারা অনায়াসেই মাতৃভাষা শিক্ষা করিয়া ইঙ্গরাজী ও

সংস্কৃত দুই ভাষাই একত্র বা পৃথক্ পৃথক্‌রূপে অধ্যয়ন করিতে সমর্থ হইতে পারেন। যাহা হউক, যতদিন পর্য্যন্ত ভারতবর্ষীয় জননীরা কিঞ্চিৎ লেখাপড়া শিক্ষা করিয়া আপনাদিগের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বোধে সমর্থ না হইতেছেন, যতদিন পর্য্যন্ত তাঁহারা যত্নপূর্ব্বক স্বীয় কর্ত্তব্য কর্ম্মের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত না হইতেছেন, যতদিন পর্য্যন্ত সন্তানগণকে সুশিক্ষিত করা অগ্রে কর্ত্তব্য এই জ্ঞানটী সর্ব্ব সাধারণের মনে সম্যক্ রূপে উদিত না হইতেছে, যতদিন পর্য্যন্ত লোকের মাতৃভাষাভ্যাসে সবিশেষ যত্ন না হইতেছে, যতদিন পর্য্যন্ত সন্তানকে সুশিক্ষিত করিবার জন্য উত্তম শিক্ষক নিয়োগের ব্যয় নির্ব্বাহে লোকে সমর্থ না হইতেছে, ততদিন পর্য্যন্ত গ্রামে গ্রামে এক একটী উত্তম শিশু বিদ্যালয় সংস্থাপন ও কৃতবিদ্য, সুদক্ষ, ধর্ম্মশীল, পরহিতৈষী ও বালকপ্রিয় শিক্ষকের উপর সেই সকল বিদ্যালয়ের ভার অর্পণ করাই সর্ব্বতোভাবে বিধেয় হইতেছে।

শিক্ষাপ্রণালী।

৪। চতুর্থ প্রকরণ।

বৃত্তি সমূহের সমুচিত চালনাই অধ্যাপনার প্রকৃত উদ্দেশ্য।

১। মনুষ্য মাত্রেরই দুই অংশ আছে, জড়াংশ ও চৈতন্যাংশ। শরীরকে জড়াংশ এবং মনকে চৈতন্যাংশ কহে। উপযুক্ত আহার ও ব্যায়াম দ্বারা যেরূপ শরীরের রক্ষা ও পুষ্টি হয় এবং আহারাভাবে অথবা কদর্য্য বা গুরুতর আহার করিলে যেরূপ শারীরিক পীড়া জন্মে, মনও সেইরূপ উপযুক্ত আহার দ্বারা পরিবর্দ্ধিত ও অনাহারে ক্লিষ্ট এবং অতিরিক্ত আহারে পীড়িত হয়। মনের যে যে বৃত্তি আছে তাহাদিগের উপযুক্ত পরিচালনাকেই মনের আহার বলিয়া নির্দ্দেশ

করা যাইতেছে। শরীর ও মন উভয়েরই আহার দিয়া সন্তানকে প্রতিপালন করা পিতামাতার অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম। কিন্তু ক্ষোভের বিষয় এই যে, অনেকেই আহারদ্বারা সন্তানের শরীরের কান্তি পুষ্টি সম্পাদনের নিমিত্ত সবিশেষ মনোযোগ করেন, কিন্তু তাহাদিগের মনকে সুশিক্ষারূপ আহার দিয়া পরিমার্জ্জিত করিতে বিশেষ মনোনিবেশ করেন না। অনেকে সন্তানের শিক্ষা বিষয়ক ব্যয়কে অপব্যয় বোধ করেন, এবং তাহার সুশিক্ষার নিমিত্ত উপযুক্ত শিক্ষক নিযুক্ত করিবার সময়েই মিতব্যয়িতা দেখাইবার উপযুক্তাবসর জ্ঞান করিয়া সাধ্যানুসারে মিতব্যয়ী হন। কিন্তু যাহা প্রকৃত অপব্যয়, তদ্বিষয়ে তাঁহারা কুণ্ঠিত নন। বারইয়ারি পূজা প্রভৃতি ক্ষণিক আমোদ উপলক্ষে স্থানে স্থানে কত কত অর্থরাশি বৃথা ব্যয়িত হইতেছে। যাহা হউক, অন্তরের সৌন্দর্য্য সম্পাদনে যত্ন না করিয়া বাহ্য সৌন্দর্য্যে যত্ন করা কি বিজ্ঞের কর্ম্ম? অমূল্য বিদ্যাধন সঞ্চয় করিবার নিমিত্ত সামান্য ধন ব্যয়ে কাতর হওয়া কি বিজ্ঞের কর্ম্ম? প্রাণাধিক প্রিয়তম পুত্রকে শিক্ষাদানের ভার এক নিকৃষ্ট ব্যক্তির উপর সমর্পণ করিয়া সেই পুত্রের নিমিত্ত প্রচুর ধন সঞ্চয় করিয়া রাখিলে কি পুত্র বাৎসল্য প্রকাশ হয়? সে বাৎসল্য নয়, প্রত্যুত সে শত্রুতা। সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় যে, শৈশবকালোচিত সুশিক্ষার অভাবে কর্ত্তব্যজ্ঞানশূন্য অনেক ব্যক্তি পিতার অতুল সম্পত্তির অধিকারী হইয়াও স্বল্পকাল মধ্যেই সেই সমুদায় জলাঞ্জলি দিয়া উদরান্নের নিমিত্ত লালায়িত হইয়া থাকে। কিন্তু অধিকতর আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, তাদৃশ ব্যক্তির অত্যন্ত দুর্দ্দশা দর্শন করিয়াও অপরের চৈতন্য হয় না। অনেকে কেবল সাতিশয় স্নেহ পরবশ হইয়া বিদ্যার্জ্জনে অধিক পরিশ্রম ও ক্লেশ আছে বলিয়া প্রিয়তম সন্তানকে মূর্খ করিয়া রাখেন এবং সেই মূর্খের হস্তে নিজ সম্পত্তি সমর্পণ করিয়া লোকযাত্রা সম্বরণ করেন, একবারও ভাবেন না, যে তাদৃশ সন্তানের হস্তে বিষয় অর্পণ করা

আর ক্ষুধিত ব্যাঘ্রের হস্তে প্রাণ সমর্পণ করা তুল্য। যাবৎ অস্মদ্দেশীয় লোকের হৃদয়ারূঢ় এই সকল ভ্রান্তি দূর না হইবেক তাবৎ এদেশের বিশেষ শ্রীবৃদ্ধি হইবার সম্ভাবনা নাই।

২। জগদীশ্বর মনুষ্যকে কতকগুলি শারীরিক ও মানসিক বৃত্তি দিয়া সর্ব্বজীবশ্রেষ্ঠ করিয়াছেন। সেই মনুষ্য যদি ইতর জন্তুদিগের ন্যায় কেবল অন্নপানে পরিতুষ্ট হন, নিদ্রাতেই সুখানুভব করেন, এবং কার্য্যকালে পূর্ব্বাপর পর্য্যালোচনা না করিয়া কেবল কাম ক্রোধ প্রভৃতি রিপুগণের বশীভূত হইয়া চলেন, তাহা হইলে তাঁহার সে শ্রেষ্ঠত্ব কোথায় থাকে? যিনি ঈশ্বরদত্ত প্রভুত্বকে দুর্লভ জানিয়া তাহা রক্ষা করিতে অভিলাষ করেন, তিনি অবশ্যই ধর্ম্মপ্রবৃত্তি ও বুদ্ধিবৃত্তি সকলকে পরম ধন জ্ঞান করেন এবং সেই সকলকেই প্রকৃত সুখ ও নির্ম্মল আনন্দের নিদান বোধ করেন। যদি পরমেশ্বর মনুষ্যকে ধর্ম্মপ্রবৃত্তি ও বুদ্ধিবৃত্তি না দিতেন, তাহা হইলে মনুষ্য কখনই জ্ঞানাপন্ন ও ধর্ম্মনিষ্ঠ হইয়া প্রীতিপ্রফুল্ল মনে সংসারের শুভানুষ্ঠানে অনুরক্ত হইতেন না এবং বিশ্বকর্ত্তার বিশ্বরাজ্যের অত্যাশ্চর্য্য অনির্ব্বচনীয় কৌশল আলোচনা করিয়া প্রেমাভিষিক্ত চিত্তে অতুলানন্দ সাগরে অবগাহন করিতে পারিতেন না। বস্তুতঃ এই সমুদায় বৃত্তি থাকাতেই মনুষ্য নামের এত গৌরব এবং এই সমুদায় বৃত্তির সঞ্চালনেই মানব জন্ম সার্থক হয়।

৩। মানসিক বৃত্তি দুই প্রধান শ্রেণীতে বিভক্ত, বুদ্ধিবৃত্তি ও নীতিবৃত্তি (ধর্ম্মপ্রবৃত্তি)। যথোচিত পরিচালনা দ্বারা সমুদায় বৃত্তির উত্তরোত্তর উন্নতি সাধন করা, মনুষ্যকে কর্ত্তব্য কর্ম্মে সদা অবহিত রাখা এবং সর্ব্বদা কর্ত্তব্যকর্ম্মানুষ্ঠান করিয়া যাহাতে মনুষ্য প্রকৃত সুখভোগে সমর্থ হয় তদুপায় বিধান করা অধ্যাপনার প্রকৃত উদ্দেশ্য। উল্লিখিত শারীরিক বৃত্তি, বুদ্ধি বৃত্তি, ও নীতি বৃত্তি, এই ত্রিবিধ বৃত্তি বিষয়ক শিক্ষাদান করিলেই অধ্যাপনা সর্ব্বতোভাবে সাঙ্গ হয়। উক্ত ত্রিবিধ বৃত্তি অনুসারে অধ্যাপনাও ত্রিবিধ।

শারীরিক অধ্যাপনা, বুদ্ধি বিষয়ক অধ্যাপনা এবং নীতি অধ্যাপনা। স্বাস্থ্য, বল, ও সৌন্দর্য্য লাভ শারীরিকবৃত্তিবিষয়ক শিক্ষাদানের উদ্দেশ্য। মানসিক বীর্য্য ও বিদ্যালাভ বুদ্ধিবিষয়ক শিক্ষাদানের ফল। ঈশ্বরনিষ্ঠা, ঈশ্বরবিষয়ক জ্ঞান, ন্যায়পরতা ও ধর্ম্মপরায়ণতা নীতিবিষয়ক শিক্ষাদানের উদ্দেশ্য।

৪। পূর্ব্বোক্ত ত্রিবিধ শিক্ষাদান এক ব্যক্তি দ্বারা সুচারুরূপে সম্পন্ন হওয়া দুরূহ। এক এক ব্যক্তির উপর এক এক বিষয়ক অধ্যাপনার ভারার্পণ করাই বিধেয়। শারীর-সংস্থানজ্ঞের প্রতি শারীরিক বৃত্তিবিষয়িণী অধ্যাপনা, নীতি বিশারদের প্রতি নীতি অধ্যাপনং, এবং সুবুদ্ধি বহুজ্ঞ শিক্ষকের প্রতি বুদ্ধি বিষয়ক অধ্যাপনার ভার দেওয়া উচিত। কিন্তু এরূপ প্রথা এদেশে প্রচলিত নাই। বালকদিগকে শারীরিক শিক্ষা দেওয়া যে আবশ্যক তাহা অনেকে জানেন না, কেহ কেহ জানিয়াও তদনুরূপ কার্য্য করেন না। নীতি শিক্ষা ও বুদ্ধি বিষয়ক শিক্ষা দানের ভার এক ব্যক্তির উপর অর্পিত হয়। কিন্তু যে প্রণালীতে এতদ্দেশে শিক্ষা দেওয়া হয়, তদ্দ্বারা কেবল এক বুদ্ধি বৃত্তির কথঞ্চিৎ চালনা হয়, অপরাপর বৃত্তি পরিচালনা বিরহে মলিন হইয়া যায়; সুতরাং সে শিক্ষা প্রণালী সর্ব্বতোভাবে ফলোপধায়িনী হয় না।

৫। যে দ্রব্য লইয়া কার্য্য করিতে হয়, সে দ্রব্যের শক্তি ও গুণাগুণ জানা আবশ্যক। কোন একটী যন্ত্র চালাইতে হইলে সে যন্ত্রটী কি উপাদানে কিরূপে নির্ম্মিত হইয়াছে এবং তাহার কোন্ অঙ্গের কি গুণ তাহা জানা অতি আবশ্যক। মানব দেহ ও প্রকৃতি ঈশ্বরের সুকৌশলসম্পন্ন এক অত্যাশ্চর্য্য অদ্ভুত যন্ত্র। চিকিৎসক ও শিক্ষক উভয়কে সেই অদ্ভুত যন্ত্র লইয়া সদা কার্য্য করিতে হয়। কাহার কিরূপ ধাতু না জানিয়া যে ব্যক্তি চিকিৎসা কার্য্যে প্রবৃত্ত হন তাঁহা হইতে ইষ্টলাভ না হইয়া যেমন অনিষ্ট হয়, সেই রূপ যিনি মনুষ্যের শারীরিক ও মানসিক বৃত্তি সকল বিশেষরূপে

জ্ঞাত না হইয়া শিক্ষাদানে প্রবৃত্ত হন, তাঁহা হইতে ইষ্টলাভ না হইয়া বরং বহুতর অনিষ্ট লাভই হইতে থাকে।

৬। জগদীশ্বর মনুষ্যকে সুখী ও উত্তরোত্তর উন্নত করিবার জন্য কতিপয় স্বতঃসিদ্ধ জীবসাধারণ বৃত্তি ভিন্ন অপর কতকগুলি মনোবৃত্তি প্রদান করিয়াছেন। অতএব সেই সকল বৃত্তির উন্নতি সাধন করা মনুষ্যের নিতান্ত কর্ত্তব্য। উৎকৃষ্ট মানব প্রকৃতির মূলীভূত যে সমস্ত স্বাভাবিক বৃত্তি আছে পরিচালনা ব্যতিরেকে তাহাদিগের উন্নতি সাধন হইতে পারে না পরিচালনা দ্বারা উক্ত বৃত্তি সকল যত বলিষ্ঠ হইতে থাকে ততই মনুষ্যের অধিকতর সুখানুভব হয়, ততই সেই সকল বৃত্তির পরিচালনায় প্রবৃত্তি জন্মে।

৭। মনুষ্যের স্বাধীনতা না থাকিলে উল্লিখিত বৃত্তি সকলের সুচারু কর্ষণ হইবার সম্ভাবনা থাকে না, এই হেতু পরমেশ্বর মনুষ্যকে স্বাধীন করিয়াছেন। তাহারা যাহা ইচ্ছা তাহাই মনন করিতে, তাহাই বলিতে ও করিতে পারে। ঈশ্বরদত্ত স্বাধীনতার বোধ, মনুষ্য হৃদয়ে এমত দৃঢ়রূপে বদ্ধ আছে, যে শত শত বৎসর দাসত্ব শৃঙ্খলে বদ্ধ থাকিলেও তাহা বিনষ্ট হয় না। পরমেশ্বর মনুষ্যকে বৃত্তি সকলের উপর ইচ্ছামত প্রভুত্ব করিবার ক্ষমতাও দিয়াছেন। মনুষ্য সেই ক্ষমতা দ্বারা বৃত্তি সকলকে ইচ্ছামত চালিত ও নিয়ন্ত্রিত করিতে পারে। কিন্তু জগদীশ্বর মনুষ্যকে উপদেশ গ্রহণক্ষম ও কতকগুলি বিশেষ বিশেষ নিয়মের অধীন করিয়াছেন। মনুষ্য ভূমিষ্ঠ হইবার পর অবধি তদনুসারে দেখিয়া শুনিয়া অথবা স্বয়ং কোন কর্ম্ম করিয়া সমুদায় বিষয় শিক্ষা করিতে থাকে। ইতর জন্তু সকল বিনা উপদেশে এককালে বুদ্ধিবৃত্তির পরিপূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। ঈশ্বর তাহাদিগকে জীবিকা নির্ব্বাহোপযোগী বুদ্ধি এককালেই প্রদান করিয়াছেন। তাহারা পরিচালনা দ্বারা সেই বুদ্ধির উন্নতি সাধন করিতে পারে না। পূর্ব্বকালের মধুমক্ষিকারা যেরূপ কৌশলে মধুক্রম নির্ম্মাণ করিত, বর্ত্তমান কালের মধুব্রতেরাও

মধুক্রম নির্ম্মাণে সেইরূপ কৌশল প্রকাশ করিয়া থাকে। যদিচ কোন কোন জন্তু কিছু কিছু শিক্ষা করিতে পারে এরূপ দৃষ্ট হয় তাহাতে উক্ত নিয়মের ব্যতিক্রম হয় না। তাহাদিগের সে শিক্ষার কোন ফল নাই, তদ্দ্বারা তাহারা অধিকতর সুখী হয় না, অথবা তাহাদিগের বা তৎসন্তান বর্গের কোন উপকারও হয় না। সে শিক্ষা সেই জন্তুতেই পর্য্যবসিত হয়। কিন্তু মনুষ্যের পক্ষে সেরূপ নয়। মনুষ্য বহু পরিশ্রম ও যত্ন করিয়া যে অমূল্য বিদ্যাধন অর্জ্জন করে তৎসন্তানেরাও এবং অনন্তর বংশ্যেরাও তৎফল ভোগে সমর্থ হয়।

৮। মনুষ্য যে যে গুণ বিশিষ্ট হইলে স্বীয় গৌরব রক্ষা করিতে সমর্থ হন, বৃত্তি সকলকে নিজ নিজ কার্য্যে বিনিয়োগ করিলেই সেই সেই গুণ জন্মে। ভিন্ন ভিন্ন বৃত্তির ভিন্ন ভিন্ন কার্য্য নির্দ্দিষ্ট আছে। তাহারা স্ব স্ব কার্য্যে নিয়োজিত হইলে মনুষ্যের বহুবিধ উপকার সাধিত হয় কিন্তু সমুদায় বৃত্তির সমঞ্জস পরিচালনা ব্যতিরেকে সে সকল উপকার সুচারুরূপে হয় না। বৃত্তি সকল পরস্পর সম্বদ্ধ বটে, কিন্তু তাহারা অতিশয় বিভিন্নস্বভাব। তাহাদিগের প্রত্যেকের উৎকর্ষ সম্পাদনের নিমিত্ত ভিন্ন ভিন্ন চালনা আবশ্যক। পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে, যথাযোগ্য চালনা দ্বারা সমুদায় বৃত্তির তীক্ষ্ণতা ও উন্নতিসাধনই অধ্যাপনার প্রধান উদ্দেশ্য। সেই উদ্দেশ্যসাধনের নিমিত্ত উদয়োন্মুখ বৃত্তি সকলকে প্রথমাবধি যথাযোগ্য চালনা দ্বারা বিকসিত ও বলিষ্ঠ করিবার চেষ্টা করা অধ্যাপকের কর্ত্তব্য। মনুষ্য ভূমিষ্ঠ হইলে বৃত্তি সকল এক প্রকার অপরিস্ফুট ও নিশ্চেষ্ট অবস্থায় স্থিতি করে, পরে ক্রমে ক্রমে তাহারা বিকসিত ও সচেষ্ট হইতে থাকে। দৈহিক বৃত্তি সকল সর্ব্বাগ্রে প্রকাশ পায়, অন্যথা জীবন ধারণ কঠিন হইয়া উঠে। জ্ঞানেন্দ্রিয়সকলকে উপযুক্ত বিষয়ে বিনিয়োজিত করিবার জন্য এবং অশেষবিধ সুখ সাধন নিমিত্ত নীতিবৃত্তি সকল তৎপরে

প্রকাশিত হইতে থাকে। বুদ্ধিবৃত্তি সকল সর্ব্বশেষে প্রকাশ পাইয়া পরিণতি প্রাপ্ত হইতে থাকে। অতএব যে পর্য্যন্ত সমুদায় বৃত্তি প্রকাশিত হইয়া চালনার যোগ্য না হয়, সে পর্য্যন্ত ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীস্থ বৃত্তি সকলের কর্ষণ কোন্ ক্রম অনুসারে করিতে হইবে, তাহার উপদেশ পরমেশ্বর স্বীয় কার্য্য দ্বারাই প্রদান করিয়াছেন। উন্নতিশীল সৃষ্ট বস্তুতেই ক্রম লক্ষিত হয়। ক্রমই ঈশ্বরের সৃষ্টির এক নিয়ম, সেই নিয়মের অনুসরণ করাই অধ্যাপকের মুখ্য কার্য্য।

১০। শরীর ও নীতিবিষয়ক উপদেশ সর্ব্বাগ্রে আবশ্যক। কারণ তদ্ব্যতিরেকে প্রাণধারণ ও সামাজিক নিয়ম রক্ষা দুর্ঘট হইয়া উঠে। বুদ্ধিবৃত্তির চালনা ব্যতিরেকেও শারীরিক বৃত্তি ও নীতিবৃত্তিসকলের উপযুক্ত পরিচালনা মনুষ্যের সকল অবস্থাতেই সবিশেষ উপযোগী হয়। কেননা স্বাস্থ্য না থাকিলে বুদ্ধিবৃত্তির পরিচালনায় কোন বিশেষ ফল হয় না এবং নীতিজ্ঞানাভাবে সে চালনা অনিষ্টবিধায়িনী হইয়া উঠে। নীতি বৃত্তি সকল উপযুক্ত বিষয়ে নিযোজিত হইলেই মনুষ্য হৃদয় হইতে অসৎ বাসনা অন্তর্হিত হইয়া যায়। যে সকল বাসনা ঐ সকল বৃত্তির অধীন থাকে, তাহারাই ধর্ম্ম্য ও ন্যায্য বলিয়া পরিগণিত হয়। ধর্ম্ম্য ও ন্যায্য বাসনা পরিপূরণের কোন প্রতিবন্ধক থাকে না, সুতরাং তত্তদ্বাসনা পরিপূর্ণ করিয়া মনুষ্য সর্ব্বদা আনন্দানুভব করিতে থাকেন।

শিক্ষাপ্রণালী।

পঞ্চম প্রকরণ।

বৃত্তিসকলের সংক্ষেপ বিবরণ।

১। শারীরিক বৃত্তি।

১। শরীর ও মনের পরস্পর যেরূপ সম্বন্ধ তাহাতে অগ্রে শরীরের রক্ষা করাই বিধেয়। শরীর সুস্থ না থাকিলে কিছুতেই

সুখবোধ হয় না, ধর্ম্মকর্ম্মেও তাদৃশ রতি থাকে না, সুতরাং শরীর রক্ষিত না হইলে ধর্ম্ম রক্ষা হওয়া কঠিন। ধর্ম্ম রক্ষা না হইলে মনুষ্যের মনুষ্যত্বও থাকে না; ধর্ম্মবিহীন মনুষ্য পশু তুল্য। পূর্ব্ব প্রকরণে উক্ত হইয়াছে যে, শারীরিক বৃত্তি সর্ব্বাগ্রে প্রকাশিত হয় এবং স্বাস্থ্য, বল ও সৌন্দর্য্য লাভ শারীরিক বৃত্তি বিষয়ক অধ্যাপনার উদ্দেশ্য। এক্ষণে যতগুলি শারীরিক বৃত্তি আছে এবং তাহারা সুন্দররূপে পরিচালিত হইলে যে যে গুণ উৎপন্ন হয় তাহা লিখিত হইতেছে

২। মনুষ্যশরীরে যে সকল ইন্দ্রিয় আছে তাহার কতকগুলি জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কতকগুলি কর্ম্মেন্দ্রিয়। মস্তিষ্ক, চক্ষুঃ ত্বক, কর্ণ, জিহ্বা, ও নাসিকাকে জ্ঞানেন্দ্রিয় কহে। বেদন, দর্শন, স্পর্শন, শ্রবণ, আস্বাদন ও আঘ্রাণ যথা ক্রমে ইহাদিগের কার্য্য। পটুতা, বল, ভ্রমশূন্যতা, ও তীক্ষ্ণতা ইহাদিগের পরিচালনালব্ধ গুণ। কর্ম্মেন্দ্রিয় সকলের দুই অবান্তর বিভাগ আছে। তাহাদিগের কতকগুলিকে স্বরেন্দ্রিয় আর কতকগুলিকে গমনেন্দ্রিয় কহে। কণ্ঠনালী, ফুসফুস, জিহ্বা, ওষ্ঠাদি স্বরেন্দ্রিয়। স্বরোৎপাদন ইহাদিগের কার্য্য। স্পষ্টতা, উচ্চতা, পূর্ণতা ও মধুরতা স্বরের পরিচালনালব্ধ গুণ। সংগীত বিদ্যাবিষয়ক উপদেশদ্বারা স্বরকে পূর্ব্বোক্ত গুণসম্পন্ন করাও অধ্যাপকের কার্য্য। মাংসপেশী, অস্থি ও হস্তপদাদি গমনেন্দ্রিয়। গমন ও অঙ্গসঞ্চালন ইহাদিগের কার্য্য। পটুতা, বল ও সৌন্দর্য্য ইহাদিগের পরিচালনালব্ধ গুণ। পূর্ব্বোক্ত শারীরিক ইন্দ্রিয় সকলের কার্য্যকে শারীরিক বৃত্তি বলা যায়। ব্যায়াম ক্রীড়া, শিল্পকার্য্যসম্পাদনাদিদ্বারা যাহাতে বালকদিগের কর্ম্মেন্দ্রিয় সকল স্ব স্ব বিষয়ে উপযুক্ত রূপে পরিচালিত, ও শারীরিক বৃত্তিগুলি পূর্ব্বোক্ত গুণসম্পন্ন হয়, এরূপ চেষ্টা করা পিতা মাতা ও শিক্ষকের সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য।

৩। শারীরিক বৃত্তির পরিচালনা উপলক্ষে কোন শিল্পবিদ্যা শিক্ষিত হইলে বালকদিগের ও জনসমাজের অনেক উপকার হয়। দুর্ভাগ্যক্রমে অস্মদ্দেশের প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর লোকদিগের মধ্যে অনেকেরই শিল্পশিক্ষায় দৃঢ় বিদ্বেষ আছে। সেই বিদ্বেষ হেতু এই মহানগরীর শিল্পবিদ্যালয়টীর সম্যক্ উন্নতি হইতেছে না। এই বিদ্বেষ যত শীঘ্রই বিনষ্ট হইবে ততই মঙ্গলোন্নতি হইতে থাকিবে। শিল্পশিক্ষা করিলে সকলে অনায়াসে স্বাধীন থাকিয়া জীবন যাত্রা নিরুদ্বেগে নির্ব্বাহ করিতে সমর্থ হইতে পারে; কাহাকেও আর চাকরির নিমিত্ত লালায়িত হইয়া বেড়াইতে হয় না। যাঁহারা ঐশ্বর্য্যবান্, যাঁহারা স্বীয় ভরণপোষণ জন্য চিন্তাকুল নন, তাঁহারাও শিল্পকর্ম্ম শিক্ষা করিলে অনায়াসে আমোদে ও সুখে সময়াতিপাত করিতে পারেন এবং স্বীয় অসাধারণ শিল্প-নৈপুণ্য প্রকাশ করিয়া অক্ষয় কীর্ত্তিলাভেও সমর্থ হন. অপর অবস্থার বিপর্য্যয় ঘটিলে নিজ নিজ শিল্প-নৈপুণ্যদ্বারা অনায়াসে জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেও পারেন। অতএব শারীরিক বৃত্তির পরিচালনার নিমিত্তই হউক, মানসিক শ্রান্তিদূর করণার্থই হউক, অথবা জীবিকা নির্ব্বাহের জন্যই হউক কোন শিল্প বিদ্যা শিক্ষা করা অতি কর্ত্তব্য। শিল্প শিক্ষা না করিয়া কেবল অন্য অন্য বিদ্যা শিক্ষা করিলে সে শিক্ষাকে কোনক্রমে সাঙ্গ শিক্ষা বলা যায় না।

২। নীতিবৃত্তি।

৪। নিকৃষ্ট প্রবৃত্তির নিগ্রহ ও উৎকৃষ্ট প্রবৃত্তির প্রশ্রয় এবং অসদ্বাসনা পরিহার ও সদ্বাসনা পরিগ্রহ দ্বারা মনুষ্যকে ন্যায়ানুগত, ধর্ম্মপরায়ণ ও ঈশ্বরনিষ্ঠ করা নীতিবৃত্তিবিষয়িণী অধ্যাপনার প্রকৃত উদ্দেশ্য। যেরূপ ভীষণাকার নানা হিংস্র জীব সমাকুল নিবিড় অরণ্য মনুষ্যের পরিশ্রম ও যত্নদ্বারা সুরম্যহর্ম্ম্যে ও

মনোহর উদ্যানে বিভূষিত হয়, সেই রূপ কুক্রিয়াসক্তি ও অসদভিসন্ধিদ্বারা যে মনুষ্যহৃদয় নিতান্ত সাধু-বিনিন্দিত থাকে, তাহাও মনুষ্যের শ্রম ও যত্নদ্বারা অসদ্বাসনা বিনির্মুক্ত ও সদ্বাসনা পূর্ণ হইয়া সমুজ্জ্বল ও প্রীতিপ্রদ হইয়া উঠে। মনুষ্যের নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি সকল সর্ব্বদাই যে কেবল অমঙ্গলের হেতু, এমত নয়, যখন তাহারা ন্যায়-নির্দ্দিষ্ট সীমা অতিক্রম করে তখনই তাহারা অমঙ্গলের হেতু, অন্যদা মঙ্গলের হেতু হয়। অধিক পরিমাণে যে বারির বর্ষণ হইলে শস্যোৎপত্তির বিঘ্ন জন্মে, সেই বারির যথাসময়ে পরিমিত বর্ষণ না হইলে শস্যসম্পত্তি লব্ধ হয় না। যে বায়ু প্রচণ্ড বেগে প্রবাহিত হইয়া অট্টালিকাবৃক্ষাদি সমূলে উৎপাটন ও জনসাধারণের অগণ্য অনিষ্ট সম্পাদন করে, সেই বায়ু মৃদুভাবে বহিয়া জীবসকলের জীবন রক্ষার হেতু হয়। তদ্রূপ যে দ্বেষ ক্রোধ, লোভ ও বৈরনির্য্যাতনাদি প্রবৃত্তি নরহত্যাদি নানা পাপকর্ম্মে প্রবর্ত্তিত করে, সেই দ্বেষাদি নিয়ন্ত্রিত হইলে অন্যের ভ্রম নিরাকরণে এবং ধর্ম্ম ও নীতি বিরুদ্ধ কার্য্যের নিবারণে ও শাস্তি দানে প্রবৃত্তি বিধান করে। যে আত্মপ্রেম স্বার্থপরতা রূপে পরিণত হইলে মনুষ্যকে নীতি বিরুদ্ধ কার্য্যে প্রবর্ত্তিত করে, তাহাই আবার কোন কোন সময়ে ধর্ম্ম্য কর্ম্ম সম্পাদনের হেতু হইয়া উঠে। যে অহঙ্কার ও অভিমান সামান্য মনুষ্যকে হেয়জ্ঞান ও দুর্ব্বলের প্রতি দৌরাত্ম্য করিতে প্রবৃত্তি বিধান করে, তাহারাই আবার মূর্খসংসর্গ ও মিথ্যা-কথন প্রবৃত্তির নিবারক হয়। যে দুরাকাঙ্ক্ষা মনুষ্যকে রণমত্ত করিয়া অসংখ্য প্রাণী ও রাজ্য বিনাশে উদ্যত করে তাহাই আবার বিবেকাধীন হইলে গৌরব লাভোদ্দেশে সদনুষ্ঠানে প্রবৃত্তিবিধান করে। যে লোকানুরাগপ্রিয়তা মনুষ্যকে বৃথা গর্ব্ব সহকারে নিজ ক্ষমতা প্রকাশ করিতে প্রবর্ত্তিত করে, তাহাই আবার বিবেকাধীন হইলে অতি উৎকৃষ্ট কর্ম্ম সম্পাদন দ্বারা জগদীশ্বরের ও সদ্বিবেচক ব্যক্তিবর্গের অনুরাগ লাভে যত্নবান্ করে। জ্ঞানালোকসম্পন্ন ধর্ম্মনিষ্ঠ

ব্যক্তিকে ঈশ্বর যে যে শারীরিক ও মানসিক বৃত্তি দিয়াছেন, অজ্ঞানাচ্ছন্ন পাপাসক্ত মূঢ় ব্যক্তিকেও সেই সেই শারীরিক ও মানসিক বৃত্তি দিয়াছেন। বৃত্তিসকলের সুন্দর পরিচালনা ও সুশিক্ষার সদ্ভাব ও অসদ্ভাবহেতু এক পরাৎপর পরমেশ্বর কর্ত্তৃক সৃষ্ট এবং এক উপাদানে নির্ম্মিত বস্তুদ্বয়ের মধ্যে এত অন্তর দৃষ্ট হয়। এক জন অমূল্য, অক্ষয়, ও অত্যুজ্জ্বল হীরক তুল্য, অপর ব্যক্তি অকিঞ্চিৎকর, ভঙ্গপ্রবণ, দীপ্তিশূন্য অঙ্গার * সদৃশ। অতএব স্পষ্ট প্রতীতি হইতেছে যে ঈশ্বরদত্ত কোন বৃত্তির এককালে উচ্ছেদ করিতে যত্ন না করিয়া বরং যাহাতে সকল বৃত্তি বিবেকাধীন হইয়া নিজ নিজ কার্য্য সম্পন্ন করে এরূপ চেষ্টা করাই পিতা মাতার ও শিক্ষকের প্রকৃত কার্য্য।

৫। কোন কোন মনোবিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতের মতে পশ্চাল্লিখিত বৃত্তিগুলি নীতিবৃত্তির অন্তর্নিবিষ্ট।

১। আত্মপ্রেম।
২। সহানুভূতি।
৩। বুভুৎসা।
৪। চৈতন্য।
৫। ইচ্ছা।

এক্ষণে এক একটী করিয়া এই বৃত্তি গুলির কিঞ্চিৎ বিবরণ লিখিত হইতেছে।

১। আত্মপ্রেম।

৬। প্রাণরক্ষা ও সুখসম্ভোগের ইচ্ছাদ্বারা আত্মপ্রেম প্রকাশিত হয়। সুখভোগ, দুঃখনিবারণ ও প্রাণরক্ষার নিমিত্তই মনুষ্যের নানা অভাব ও নানা চিন্তা উপস্থিত হয়; তন্নিমিত্তই মনুষ্য সর্ব্বদা শিল্প, বিজ্ঞান, ও সভ্যতার উন্নতি সাধনে যত্নবান্ থাকেন।

* হীরক ও অঙ্গারের একই উপাদান।

বুভুৎসা বৃত্তি যেরূপ স্বভাবের নিয়ম সকল নির্ণয়ে প্রবৃত্তি বিধান করে, স্বার্থসাধনেচ্ছা সেইরূপ সকল নৈসর্গিক নিয়মের অনুসরণে প্রবৃত্তি বিধান করে; কারণ, স্বভাবের নিয়ম প্রতিপালনে সুখ আর তদুল্লঙ্ঘনে দুঃখ উৎপন্ন হয়। অন্য অন্য বৃত্তির সুন্দর পরিচালনা হইলে অনেক শ্রেয়োলাভ হয়, সুতরাং আত্মপ্রেম সেই সকল বৃত্তির কর্ষণে প্রবৃত্তি বিধান করিয়া সুশিক্ষা লাভের প্রবল সহায় হইয়া উঠে। বিবেকের অধীনে থাকিলে, এই আত্মপ্রেম মনুষ্যকে ধর্ম্ম্য ও কর্ত্তব্য কর্ম্মে নিয়োজিত করে এবং ধর্ম্ম্য ও কর্ত্তব্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান দ্বারাই পরম সুখ লাভ হয়। মিতাচার, শিষ্টাচার, শ্রম, ধৈর্য্য, বিমৃষ্যকারিতা, লোকানুরাগপ্রিয়তা, সুশৃঙ্খলানুরাগ প্রভৃতি সদ্‌গুণ সকল বিবেকাধীন আত্মপ্রেম হইতেই উৎপন্ন হয়। এই আত্মপ্রেম প্রবল হইয়া যদি স্বার্থপরতা রূপে পরিণত হয় তাহা হইলে নানা দোষের আকর হইয়া উঠে।

২। সহানুভূতি।

৭। অন্যের সুখ, দুঃখ, ক্রোধাদি দর্শন বা তত্তদ্বিষয় ঘটিত বর্ণনা শ্রবণ করিয়া যথাক্রমে সুখ, দুঃখ, ক্রোধাদি অনুভব করণ সহানুভূতির কার্য্য। আত্মপ্রেম যে রূপ নিজ মঙ্গল সাধনে প্রবর্ত্তিত করে, সহানুভূতি সেই রূপ সাধারণের মঙ্গল সাধনে প্রবৃত্তি বিধান করে। আত্মপ্রেম আত্মনিষ্ঠ নীতির মূল, সহানুভূতি সামাজিক নীতির মূল। সহানুভূতি অতি শৈশব কালেই বিকসিত হয়। জননীর সহাস্য বদন দর্শন করিয়া সন্তানেরা সহাস্য বদনে যে হর্ষ প্রকাশ করে, তাহা এই বৃত্তিরই কার্য্য। মাতার মুখাকৃতি দর্শন করিয়া সন্তানের মনে হর্ষ, বিষাদ, ও ভয়াদির প্রথম উদয় হয়। তাঁহারই স্বর আকৃতি, ভাব ভঙ্গি দ্বারা সন্তানেরা তাঁহার উচ্চারিত শব্দ সকলের অর্থ বোধে সমর্থ হয়; এইরূপে

তাহাদিগের ভাষাজ্ঞান ও নীতিশিক্ষা আরম্ভ হইতে থাকে। এই মনোবৃত্তিটী আমাদিগকে যেরূপ অন্যের সুখে সুখী, দুঃখে দুঃখী, ক্রোধাদিতে ক্রোধাদিযুক্ত করে, সেইরূপ অন্যের নিকট স্বীয় মনোগত ভাব ও সুখদুঃখ প্রকাশ করিতে এবং অন্যের সুখদুঃখ ও মনোগত ভাব জানিতে আমাদিগকে প্রবর্ত্তিত করে। অপর আমরা যে মনোগত ভাব ব্যক্ত করিতে অভিলাষ না করি, আমাদিগের আকার, ভাবভঙ্গি, হাস্যবদন, অশ্রুজল প্রভৃতি সেই মনোগত ভাব ব্যক্ত করিয়া ফেলে, এবং যখন আমরা আত্মীয় লোকের নিকট সুখদুঃখ প্রকাশ করিয়া সুখের বৃদ্ধি ও দুঃখের হ্রাস অনুভব করি; তখন স্পষ্টই বোধ হইতেছে যে, পরমেশ্বর আমাদিগকে এরূপে সৃষ্টি করিয়াছেন যে, আমরা পরস্পরের সাহায্য সাপেক্ষ ও সমাজবদ্ধ না হইয়া কখনই জীবন যাত্রা সুখস্বচ্ছন্দে নির্ব্বাহ করিতে সমর্থ হই না। সহানুভূতি হইতেই পিতৃমাতৃভক্তি, উপচিকীর্ষা, বন্ধুতা, নম্রতা, সুশীলতা, দয়া, ক্ষমা প্রভৃতি সদ্গুণ সকল উৎপন্ন হয়। এই বৃত্তিটী সুন্দররূপে পরিচালিত হইলে প্রতিবেশীর সুখেতেই আপনাদিগের সুখ জ্ঞান হয়। এতাদৃশ জ্ঞান জন্মিলে মনুষ্য স্বতই উপচিকীর্ষু হইয়া সাধারণের মঙ্গলোন্নতি সাধনে বিশেষ যত্নবান্ হন; এবং তখন পশ্চাল্লিখিত মহাজন বাক্যটীর তাৎপর্য্যার্থ হৃদয়ঙ্গম করিয়া আনন্দের সহিত তদনুসরণে প্রবৃত্ত হন। "লোকে তোমার সহিত যখন যেরূপ ব্যবহার করিলে তুমি সন্তুষ্ট হও, তুমি লোকের সহিত তখন সেইরূপ ব্যবহার কর।" অপর

"অয়ং নিজঃ পরোবেতি গণনা লঘুচেতসাং।
উদারচরিতানান্তু বসুধৈব কুটুম্বকং।"

লঘুচিত্ত ব্যক্তিরাই ইনি আত্মীয়, ইনি পর, এই রূপ গণনা করেন, উদারচরিত ব্যক্তিরা সকলকেই আত্মীয় বলিয়া জানেন।

৩। বুভুৎসা।

৮। জ্ঞানলাভের ইচ্ছাকে বুভুৎসা কহে। কোন নূতন বিষয় প্রত্যক্ষ বা কোন নূতন ভাব সংগ্রহ করিবার জন্য অথবা প্রত্যক্ষীভূত কোন ঘটনার কারণ বা কোন বিষয়ের যথার্থ তত্ত্ব নির্ণয়ের নিমিত্ত যে ব্যগ্রতা জন্মে তাহা বুভুৎসার কার্য্য। এই বুভুৎসা বৃত্তিকে কেহ কেহ অনুসন্ধিৎসা ও কৌতূহল কহেন। এই বৃত্তি-প্রেরিত হইয়া আমরা পরমেশ্বরের অদ্ভুতকৌশলসম্পাদিতকার্য্য-সমূহসন্দর্শনে নিযুক্ত হই, এবং সেই সকল কার্য্য দর্শনানন্তর তাঁহার অস্তিত্ব, অসীম শক্তি, অপার করুণা ও অনন্ত জ্ঞান স্বীকার করি। এইরূপে তাঁহার প্রতি আমাদিগের অচলা ভক্তি জন্মে এবং সেই ভক্তি নিবন্ধন আমরা পরমানন্দ সুখসম্ভোগ করিয়া থাকি। যেরূপ আত্মপ্রেম হইতে আশা এবং সহানুভূতি হইতে বদান্যতা উৎপন্ন হয়, সেইরূপ বুভুৎসা হইতে ঈশ্বরভক্তি জন্মে। জগদীশ্বর সুখ-দুঃখের হেতুভূত যে নানাবিধ বিষয়দ্বারা মনুষ্যকে পরিবেষ্টিত করিয়া রাখিয়াছেন, তাহাকে কতকগুলি ইন্দ্রিয় প্রদান করিয়া সেই সকল বিষয়জনিত সুখদুঃখানুভবে সমর্থ করিয়াছেন। কিন্তু কোন্ বিষয়টী সুখের হেতু, কোন্ বিষয়টী দুঃখের হেতু বালকেরা ইহা না জানিয়া বুভুৎসাধীন হইয়া প্রথমে সকল বিষয়ে হস্তার্পণ করিতে উদ্যত হয়; অতএব অজ্ঞানতা নিবন্ধন তাহাদিগের সেই বুভুৎসা বৃত্তি যাহাতে অনুচিত ও অনিষ্টকর বিষয়ে নিয়োজিত না হইয়া সর্ব্বদা শুভকর বিষয়ে নিযুক্ত থাকে এবং যাহাতে সকল বিষয়ের যথার্থ তত্ত্ব নির্ণয়ে তাহাদিগের বিশেষ অনুরাগ জন্মে এরূপ চেষ্টা করা পিতা মাতা ও তৎপ্রতিনিধি শিক্ষকের অবশ্য কর্ত্তব্য।

৪। চৈতন্য।

৯। ধর্ম্মাচরণ করিলে সুখানুভব ও চিত্তের প্রসন্নতা ও প্রফুল্লতা, অধর্ম্মাচরণ করিলে অনুতাপ ও চিত্তের অপ্রসন্নতা

ও সঙ্কোচ যে মনোবৃত্তি হইতে উপস্থিত হয়, তাহাকেই চৈতন্য বা অন্তঃসংজ্ঞা কহে। সুতরাং ধর্ম্মে আদর ও অধর্ম্মে অনাদর, সেই বৃত্তি হইতেই জন্মে। কেহ কেহ এই বৃত্তিকে হিতাহিত জ্ঞান বলেন, কিন্তু বিবেক শক্তি দ্বারা যে হিতাহিতজ্ঞান লাভ হয়, সে জ্ঞান স্বতন্ত্র বৃত্তি নয়। ক্রোধে অধীর হইয়া অন্যায় কর্ম্ম করিলে পর, সেই ক্রোধের উপশম ও চৈতন্যের উদয় হইলে কুকর্ম্ম করিয়াছি বলিয়া অনুতাপ উপস্থিত হয় এবং সেই অনুতাপে অন্তর্দাহ হইতে থাকে। বিবেক হইতে ধর্ম্মাধর্ম্ম, সত্যাসত্য, ন্যায়ান্যায় নির্ণীত হয়; অতএব উহার উদ্রেক হইলে চৈতন্য বৃত্তির সুন্দর কার্য্যকারিতা দৃষ্ট হয়। সকল সময়ে ও সকল ব্যক্তিতে চৈতন্যের প্রাদুর্ভাব সমান থাকে না। যে ব্যক্তি সদা পাপক্রিয়াতে রত, তাহার চৈতন্য বিলীনপ্রায় থাকে; কিন্তু একবারে বিনষ্ট হয় না; অবসর পাইলেই পুনরায় প্রবল হইয়া উঠে। কোন অসদ্বাসনা উপস্থিত হইলে প্রথমে চৈতন্য আমাদিগকে সেই বাসনা পরিপূর্ণ করিতে নিষেধ করে; সুতরাং চৈতন্যের আদেশ ও উপদেশে উপেক্ষা না করিলে কখন তাদৃশ বাসনা চরিতার্থ হয় না। যাহারা সর্ব্বদা অধর্ম্মাচরণে রত, তাহাদিগের চৈতন্য ক্রমশঃ বলহীন হইয়া বিলুপ্ত প্রায় থাকে। চৈতন্য অবিলুপ্ত ও প্রবল থাকিলে স্বার্থপরতা প্রবল হইতে পারে না, বুভুৎসা উপযুক্ত বিষয়ে বিনিয়োজিত হয় এবং বাসনা বা ইচ্ছা তদধীন থাকে। মনুষ্যের এইরূপ চৈতন্য না থাকিলে সমাজ রক্ষা দুর্ঘট হইত; এবং বশ্যতা, সত্যবাদিতা, সাধুতা, সৎক্রিয়াসাহস, কৃতজ্ঞতা, বিমৃষ্যকারিতাও স্বদেশানুরাগ প্রভৃতি সামাজিক ধর্ম্মের রসাস্বাদনে মনুষ্য কখনই সমর্থ হইত না।

১০। বালকদিগের নীতিশিক্ষার নিমিত্ত সহানুভূতি ও চৈতন্যের সবিশেষ চালনা করা অতি কর্ত্তব্য। এই দুইয়ের অধীন হইয়া চলিলে অনায়াসেই ধর্ম্ম অনুষ্ঠিত হয়। ইহারা উভয়েই সাধু

কর্ম্মের অনুকরণে এবং সাধুশীল ব্যক্তিদিগের প্রতি শ্রদ্ধা ও ভক্তি প্রকাশে প্রবৃত্তি বিধান করে। আত্মপ্রেমের অধীন হইয়া কর্ম্ম করার অপেক্ষা এই দুই বৃত্তি ও বিবেকের বশীভূত হইয়া চলা সর্ব্বাংশে উত্তম। প্রশংসা, পুরস্কার, শ্রেষ্ঠত্বাদি লাভের আশয়ে কার্য্য না করিয়া, অবশ্য কর্ত্তব্য বোধে, চৈতন্যের পরিতৃপ্তির নিমিত্ত, স্বাভাবিক নিয়ম রক্ষার্থ অথবা ঈশ্বরের আদেশ প্রতিপালন উদ্দেশে কার্য্য করা শতগুণে শ্রেয়স্কর। যদি বাল্যাবধি এই সকল উদ্দেশে কার্য্য করা অভ্যাস হয়, তবে সমুদায় সৎপ্রবৃত্তি বদ্ধমূল হইতে থাকে এবং মনুষ্য সদা সৎকর্ম্মে নিযুক্ত থাকিয়া পরম পবিত্র সুখের অধিকারী হইতে পারেন।

৮। ইচ্ছা বা বাসনা।

১১। পূর্ব্বাপর পর্য্যালোচনা করিয়া এই কর্ম্মটীই করিব, এ কর্ম্মটী করিব না, এই রূপ অবধারণের পর কর্ম্ম করিতে যে প্রবৃত্তি জন্মে তাহাকে ইচ্ছা বা বাসনা কহে। যদি কোন প্রতিবন্ধক না থাকে তবে ইচ্ছার পরক্ষণেই কার্য্য সম্পন্ন হয়। এজন্য কেহ কেহ বলেন যে, কোন কার্য্য সম্পাদনের পূর্ব্বক্ষণে মনের যে অবস্থাবিশেষ তাহাই ইচ্ছা। বন্ধনাদি বাহ্য প্রতিবন্ধক বা রোগ জন্য অসামর্থ্য না থাকিলে হস্ত সঞ্চালনের ইচ্ছা হইলেই তাহা সঞ্চালিত হয়। কোন কোন ব্যক্তি ধনাকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করিবার জন্য যে কোন প্রকারে হউক অন্যের ধন অপহরণ করিতে ইচ্ছা করিয়া নরহত্যাদি পাপ কর্ম্মে রত হয়; অপর কেহ কেহ কেবল সদুপায়দ্বারা ধনোপার্জ্জন করিয়া সেই আকাঙ্ক্ষাকে চরিতার্থ করিবার ইচ্ছা করেন, কোন ক্রমেই অসৎ কর্ম্মে প্রবৃত্ত হন না। ইচ্ছার উপর আত্মপ্রেম, সহানুভূতি, বুভুৎসা, ও চৈতন্য সকলেরই কিছু কিছু প্রভুত্ব আছে। মনুষ্য কোন অভিলাষপরতন্ত্র হইয়া তাহা চরিতার্থ করিবার জন্য পূর্ব্বাপর বিবেচনা না করিয়া

তৎক্ষণাৎ কার্য্যে রত হইতে পারেন, অথবা সে অভিলাষ ভাল কি মন্দ, যে কার্য্য করিলে তাহা চরিতার্থ হয় তাহা কর্ত্তব্য কি অ-কর্ত্তব্য ইত্যাদি বিবেচনা করিয়াও সেই অভিলাষকে চরিতার্থ করিতে পারেন, কিম্বা আবশ্যক বোধ হইলে তাহাকে নিরোধ করিতেও পারেন। মনুষ্যের এই ক্ষমতা আছে বলিয়া তাঁহাকে স্বাধীন বলা যায়। বাঞ্ছিত বিষয়ের উৎকর্ষ অপকর্ষ অনুসারে ইচ্ছাকে উৎকৃষ্ট অপকৃষ্ট বলা যায়। ছাত্রেরা যাহাতে উৎকৃষ্ট ইচ্ছা প্রেরিত হইয়া সর্ব্বদা কার্য্য করে এরূপ চেষ্টা করা শিক্ষকের কর্ত্তব্য। একবার মাত্র ধর্ম্ম কর্ম্ম করিলে কেহ ধার্ম্মিক বলিয়া পরিগণিত হন না; যিনি নিত্য ধর্ম্মাচরণ করেন, ধর্ম্ম কর্ম্ম করাই যাঁহার অভ্যাস হইয়াছে, তিনিই প্রকৃত ধার্ম্মিক ও নীতিমান্। স্বকীয় উন্নতি সাধন করাই মনুষ্যের একটী প্রধান কর্ত্তব্য; সেই কর্ত্তব্য সাধন সুশিক্ষাসাপেক্ষ। অনুকরণ ও বুভুৎসা বৃত্তি স্বভাবতই মনুষ্যকে জ্ঞানোপার্জ্জনে প্রবর্ত্তিত করে, এবং স্বেচ্ছা-পূর্ব্বক যে শিক্ষা হয় তাহাই উত্তম ও বিশেষ ফলদায়ক; অতএব বিদ্যা ও জ্ঞান উপার্জ্জনের নিমিত্ত অন্যের সহায়তার উপর তাদৃশ নির্ভর না করিয়া আপন চেষ্টা ও অধ্যবসায়ের উপর নির্ভর করাই ভাল। এরূপ করিলে উত্তরোত্তর অধিক শিক্ষা হইতে থাকে, (জীবিত থাকিতে কখনই শিক্ষা সমাপ্ত হয় না) এবং সকলেই আপনা হইতে সুশিক্ষা লাভ করিতে সমর্থ হয়। অতএব যাহাতে ছাত্রগণ অধ্যবসায়ারূঢ় হইয়া সুশিক্ষালাভে সমর্থ হয় এরূপ চেষ্টা করা শিক্ষকের সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। অহঙ্কার ও বৃথাভিমান নিবন্ধন অন্য অন্য ব্যক্তির অপেক্ষা উৎকৃষ্ট হইবার যে ইচ্ছা হয় তৎ-পরতন্ত্র না হইয়া, বিদ্যা, জ্ঞান ও সাধুতা বিষয়ে দিন দিন আপনিই আপনাকে অতিক্রম করিব, এরূপ দৃঢ় সঙ্কল্প করাই স্বীয় উন্নতি সাধনের অতি পবিত্র ও উৎকৃষ্ট উপায়। এই দৃঢ় সঙ্কল্প হইতে যে স্থিরতর ধৈর্য্য ও অধ্যবসায় উৎপন্ন হয় তদ্দ্বারা মনুষ্য অনায়াসে বিদ্যা ও জ্ঞান উপার্জ্জনে

সমর্থ হইতে পারেন। দীনদশাগ্রস্ত অনেক ব্যক্তি স্বীয় ইচ্ছা ও অধ্যবসায়দ্বারা শিক্ষকের সাহায্য ব্যতিরেকে উৎকৃষ্ট বিদ্যা ও জ্ঞান উপার্জ্জন করিয়া ইহ লোকে অক্ষয় কীর্ত্তি লাভ করিয়াছেন।

৩। বুদ্ধিবৃত্তি।

১২। নানা প্রকার বিদ্যার আলোচনা দ্বারা বুদ্ধিবৃত্তির যে উৎকর্ষ সাধন তাহাই বুদ্ধিবৃত্তিবিষয়িণী অধ্যাপনার প্রধান উদ্দেশ্য। বুদ্ধিবৃত্তি বিষয়িণী অধ্যাপনায় সুসিদ্ধি লাভ জন্য কোন্ কোন্ বৃত্তি বুদ্ধিবৃত্তির অন্তর্নিবিষ্ট তাহা জানিয়া তাহাদিগের বিষয় বিশেষরূপে অবগত হওয়া শিক্ষকের পক্ষে নিতান্ত আবশ্যক। কিন্তু বুদ্ধিবৃত্তির বিভাগ বিষয়ে ভিন্ন ভিন্ন মত আছে। কোন কোন মনোবিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতের মতে পশ্চাল্লিখিত বৃত্তি গুলি বুদ্ধিবৃত্তির অন্তর্নিবিষ্ট।

১। অভিনিবেশ।	৪। স্মরণ।
২। পদার্থগ্রহ।	৫। কল্পনা।
৩। অনুভব।	৬। বিবেক।

সুখবোধ বলিয়া আমরা এই মত গ্রহণ করিলাম। একৈক ক্রমে উক্ত বৃত্তি গুলির কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ বিষয় পরে লিখিত হইতেছে।

১। অভিনিবেশ।

১৩। অনন্যমনা হইয়া কোন বিষয়ের চিন্তায় নিমগ্ন থাকাই অভিনিবেশ বৃত্তির কার্য্য। অভিনিবেশ ব্যতিরেকে কোন কর্ম্মই সুসম্পন্ন হয় না। অপরাপর বুদ্ধিবৃত্তির কার্য্যকারিতাও অভিনিবেশসাপেক্ষ। কোন বিষয় প্রত্যক্ষ হইলে অভিনিবেশ ব্যতিরেকে সেই প্রত্যক্ষের জ্ঞান হয় না। রীতিমত চালিত হইলে অন্য অন্য বৃত্তির ন্যায় ইহারও বল বৃদ্ধি হয়। আর দয়াদি নীতিবৃত্তি বলবতী

হইলে বিষয় বিশেষে মনঃসংযোগেরও আধিক্য হয়। দয়ালু ব্যক্তিরা পরের দুঃখ দর্শনে বা তদ্বৃত্তান্ত শ্রবণে যেরূপ দৃঢ় মনোনিবেশ করেন অন্যে সেরূপ করে না। যাহাতে যত স্বার্থসম্বন্ধ থাকে তাহাতে তত অধিক মনোযোগ হয়। যিনি যে ব্যবসায় করেন তিনি সেই ব্যবসায় সংক্রান্ত বিষয়ে যাদৃশ মনোযোগী হন, অন্য কোন ব্যবসায় সংক্রান্ত বিষয়ে তাদৃশ মনোযোগী হন না। যাহা হউক শিক্ষা ও অভ্যাস ব্যতিরেকে প্রায়ই এককালে একটী বিষয়ের প্রতি অধিকক্ষণ দৃঢ় রূপে মনোনিবেশ করা সুকঠিন, অতএব যাহাতে প্রথমে বালকদিগের এই বৃত্তির সুন্দর চালনা হয় এরূপ করা শিক্ষকের অতি কর্ত্তব্য। ফলতঃ যাহাতে মন ইতস্ততঃ ধাবিত না হইয়া সুন্দররূপে তত্ত্ব নির্ণয় পর্য্যন্ত উপস্থিত বিষয়ে দৃঢ় নিবিষ্ট থাকে এরূপ করাই কর্ত্তব্য। অনেকে উপস্থিত বিষয়ে দৃঢ়রূপে মনঃসংযোগ করেন না এজন্য সে বিষয় ভাল রূপে স্মরণ করিয়া রাখিতে পারেন না, কিন্তু শেষে স্মরণ শক্তির অল্পতা প্রযুক্ত এরূপ ঘটে, এই বোধ করিয়া তাঁহারা বিলাপ করেন। বস্তুতঃ তাহা নয়, স্মরণ শক্তির তারতম্য প্রায়ই অভিনিবেশের তারতম্য অনুসারেই হইয়া থাকে।

১৪। বিষয় বিশেষে ও স্থান বিশেষে অভিনিবেশের নাম ভেদ হয়। একসময়ে চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ ও অভিনিবেশের কার্য্য হইলে সেই অভিনিবেশকে পর্য্যবেক্ষণ কহে। কোন বিষয়ের তত্ত্ব নির্ণয়ার্থ একৈক ক্রমে সকল অংশের প্রতি যে মনঃসংযোগ তাহাকে গবেষণা কহে। বাহ্য পদার্থ পরিত্যাগ করিয়া কেবল মনোগত ভাব সকলের প্রতি যে অভিনিবেশ তাহাকে অনুধ্যান কহে। একাধিক বিষয়ের সাদৃশ্য বা বৈসাদৃশ্য নির্ণয়ার্থ ক্রমশঃ এক এক বিষয়ের প্রতি যে অভিনিবেশ তাহাকে উপমিতি কহে। বিদ্যা উপার্জ্জন ও সাংসারিক কার্য্য নির্ব্বাহ করণে সকল প্রকার অভিনিবেশেরই উপযোগিতা দৃষ্ট হয়। দৃঢ়মনোযোগের সহিত অধিককাল একটী বিষয়ে নিযুক্ত থাকিলে

তাহাতে সবিশেষ নৈপুণ্য জন্মে এজন্য শিল্প-কার্য্যে শ্রম-বিভাগ অবলম্বিত হইয়াছে। যে শাস্ত্র অধ্যয়নে অধিক মনোযোগ করা যায় তাহাতে শীঘ্রই সুন্দর ব্যুৎপত্তি লাভ হয় সত্য বটে, কিন্তু তাই বলিয়া একটী বিষয়ে অনেকক্ষণ একাগ্রচিত্তে নিবিষ্ট থাকা বালকদিগের পক্ষে শুভকর নয়। কারণ সেরূপ করিলে অন্য অন্য বিষয়ে ঔদাস্য জন্মে। অপর, পুনঃ পুনঃ অথবা অধিকক্ষণ এক বিষয়ের পাঠ করিলে, সুন্দররূপে অর্থ বোধ না হইলে, অথবা শারীরিক পীড়া বা মনের উদ্বেগ থাকিলে, পাঠেতে বালকদিগের আমোদ জন্মে না। যে পাঠে আমোদ না জন্মে তাহাতে মনঃসংযোগও হয় না।

২। পদার্থগ্রহ।

১৫। বাহ্য পদার্থের সহিত ইন্দ্রিয়ের সংযোগ হইলে ইন্দ্রিয়ের এক প্রকার ভাবান্তর হয়। কেহ কেহ সেই ভাবান্তরকে ইন্দ্রিয়গ্রহ বলেন। যে মানসিক বৃত্তিদ্বারা সেই ভাবান্তরের অথবা শরীর মধ্যগত কোন অংশের ভাববিশেষের জ্ঞান ও বাহ্য পদার্থের প্রতীতি জন্মে তাহাকেই পদার্থগ্রহ কহে। মস্তিস্ক ও স্নায়ু দ্বারা পদার্থগ্রহ বৃত্তির কার্য্য সম্পন্ন হয়, কিন্তু কিরূপে সম্পন্ন হয় তাহা অদ্যাপি বিশেষ রূপে অবধারিত হয় নাই। পদার্থের প্রতি যত দৃঢ় মনঃসংযোগ করা যায় পদার্থজ্ঞান ততই বিশদ ও বিশুদ্ধ হয়। পদার্থজ্ঞান ব্যতিরেকে মনেতে প্রায় কোন ভাবের উদয় হয় না; উক্ত জ্ঞানদ্বারা ভিন্ন ভিন্ন ভাবের উদয় না হইলে মনের অপর অপর বৃত্তির কার্য্যকারিতা সম্ভবে না। যথা, মনে অগ্রে স্মরণীয় বিষয়ের উদয় না হইলে স্মরণ শক্তির চালনা কিরূপে সম্ভবে? অতএব প্রথম উপদেশ দান কালে পদার্থগ্রহ বৃত্তির চালনার উপর দৃষ্টি রাখাই সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য।

৩। অনুভব।

১৬। বাহ্য পদার্থ সকল প্রত্যক্ষ হইলে পদার্থগ্রহ বৃত্তির কার্য্য হয়; সেই সকল পদার্থ অপ্রত্যক্ষ হইলে তত্তৎপদার্থ বিষয়ক মনোগত ভাবসকলের পুনরুদ্ভাবন, বাচনিক বা লিখিত বর্ণনা অবলম্বন করিয়া বর্ণিত বিষয়ের ভাব সংগ্রহ, অথবা এককালে অনুধ্যান ও কল্পনা বৃত্তির চালনাদ্বারা কোন নূতন ভাব সংগ্রহ করা অনুভব বৃত্তির কার্য্য। বাহ্য পদার্থের উপর যেরূপ পদার্থগ্রহ বৃত্তির কার্য্যকারিতা মনোগত ভাবের উপর সেইরূপ অনুভব বৃত্তির কার্য্যকারিতা। পদার্থ-গ্রহদ্বারা যেরূপ বাহ্য বিষয়ের জ্ঞান হয় অনুভবদ্বারা সেইরূপ মানসিক ব্যাপারের জ্ঞান হয়। যে বস্তু নাই তাহার অনুভব হইতে পারে, কিন্তু তদঘটিত পদার্থগ্রহ হইতে পারে না। যাহা আছে এবং যাহার সহিত ইন্দ্রিয়ের সাক্ষাৎকার হয় তাহারই পদার্থগ্রহ হইতে পারে। মনঃসংযোগ পদার্থগ্রহ বৃত্তির যেরূপ সহায়তা করে, অনুধ্যান বৃত্তিও অনুভব বৃত্তির সেইরূপ সাহায্য করে। ঈশ্বরের শক্তি ও মাহাত্ম্যসূচক বর্ণনা অবলম্বন করিয়া তাঁহার ভাবনা করণ, পূর্ব্বকালের কোন জীবের কঙ্কাল দর্শন করিয়া তাহার অবয়বসংস্থান অবধারণ, অভূতপূর্ব্ব অট্টালিকার ও যন্ত্রের নূতন চিত্র প্রস্তুত করণ প্রভৃতি এই অনুভব বৃত্তির কার্য্য। অনুভব বৃত্তির চালনার উপর নির্ভর করিয়া বালকদিগকে উপদেশ দেওয়া অপেক্ষা পদার্থগ্রহ বৃত্তির চালনার উপর নির্ভর করিয়া উপদেশ দেওয়া ভাল; কারণ পদার্থের সাক্ষাৎ দর্শনাদিদ্বারা যে জ্ঞান জন্মে তাহা অবশ্যই অপেক্ষাকৃত বিশদ ও বিশুদ্ধ হয়।

৪। স্মরণ।

১৭। পূর্ব্বোক্ত বৃত্তিত্রয়দ্বারা মনে যে সকল ভাবের উদয় হয় তাহাদিগকে ধারণ করিয়া রাখা এবং প্রয়োজন হইলে

তাহাদিগকে কার্য্যে বিনিয়োজিত করা স্মরণ বৃত্তির কার্য্য। এই দুই প্রকার কার্য্যানুসারে কেহ কেহ স্মরণ শক্তিকে দ্বিধা বিভক্ত করেন। যে শক্তিদ্বারা ভাব সকল মনে সঞ্চিত ও সংরক্ষিত হয়, তাহাকে ধারণা এবং যে শক্তি দ্বারা সেই সকল ভাব কার্য্যকালে মনে উদিত হয় তাহাকে অনুস্মরণ কহেন। যখন পুস্তকাদি পাঠ অথবা গুরূপদেশ শ্রবণদ্বারা নূতন নূতন ভাব অন্তঃকরণে প্রবিষ্ট হইতে থাকে সেই সময়ে ধারণা শক্তি সেই গুলিকে মনোমধ্যে রক্ষা করে; এবং রচনালিখন ও কথোপকথন কালে অনুস্মরণ শক্তি আবশ্যক-মত সেইগুলিকে মনে উপস্থিত করিয়া দেয়। স্মরণ বৃত্তিও অন্য অন্য বৃত্তির ন্যায় আলোচনাদ্বারা সম্যক্ বর্দ্ধিত হয়। যখন যে বিষয় উপস্থিত হয়, তখন তাহার প্রতি যত অধিক মনোযোগ করা যায়, তত অধিককাল সেই বিষয়ের স্মরণ থাকে। বালকেরা স্বভাবতঃ অতিশয় চঞ্চল, অতএব তাহাদিগের চিত্তকে স্থির করিবার নিমিত্ত নূতন নূতন পদার্থ বিষয়ক উপদেশ দেওয়া কর্ত্তব্য। তাহারা বহু কাল এক বিষয়ে মনঃসংযোগ করিয়া রাখিতে পারে না। তাহাদিগকে যদি এক এক বিষয়ে দীর্ঘকাল ব্যাপৃত রাখিবার চেষ্টা করা যায় তবে তাহারা শীঘ্র শ্রান্ত ও অসুখিত হইয়া উঠে। অনেক শিক্ষক বালকদিগের এই স্বভাব বুঝিতে না পারিয়া তাহাদিগকে এক বিষয়ে অধিককাল অভিনিবিষ্ট রাখেন, তদ্দ্বারা অনেক অনর্থ উৎপন্ন হয়। যত বয়োবৃদ্ধি হয় বালক-স্বভাব-সুলভচাঞ্চল্য তত কমিয়া যায়; অতএব শিক্ষকের কর্ত্তব্য ছাত্রগণের বয়স্ বিবেচনা করিয়া তাহা-দিগকে এক এক বিষয়ে অধিকক্ষণ ব্যাপৃত রাখিবার চেষ্টা করেন। কিন্তু একটী কর্ম্মে অবিরত ব্যাপৃত থাকা কি বালক কি যুবক কি বৃদ্ধ সকলেরই পক্ষে অত্যন্ত ক্লেশকর হয়, অতএব এরূপ না করিয়া মধ্যে মধ্যে বিশ্রাম দিয়া কিম্বা কার্য্যান্তরে ব্যাপৃত রাখিয়া তাহা-দিগকে সেই কর্ম্মে যদি পুনর্ব্বার নিযুক্ত করা যায় তবে সে কর্ম্মে বিশেষ মনঃসংযোগ হয়, সুতরাং তাহা দীর্ঘ কাল মনে থাকে।

যখন ভাব সকল মনোমধ্যে প্রথম উদয় হইতে আরম্ভ হয়, তখন তাহারা পরস্পর এরূপ সংযুক্ত থাকে যে, একটী ভাব উদয় হইলে তাহার সঙ্গে সঙ্গে তৎসংশ্লিষ্ট আর আর ভাব গুলিও প্রকাশ পাইতে থাকে, মনোগত ভাবের পরস্পর এইরূপ সংযোগকে ভাবসংসর্গ কহে। এই ভাবসংসর্গ অনুস্মরণ বৃত্তির অনেক সহায়তা করে।

১৮। যে যে উপায়দ্বারা স্মরণবৃত্তির সবিশেষ চালনা ও সহায়তা হয় তাহার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া উপদেশ দেওয়া কর্ত্তব্য, এ জন্য সেই সকল উপায় এই স্থলে লিখিত হইল।

সমুচিত যুক্তি অবলম্বন করিয়া যদি মনোগত ভাব সকল ক্রমান্বয়ে হৃদয়ঙ্গম করিয়া রাখা যায় তাহা হইলে স্মরণশক্তির অনেক সহায়তা হয়।

ভিন্ন ভিন্ন বিষয় বুঝিবার সময়ে তাহাদিগকে জাতি ও শ্রেণী ক্রমে বিভাগ করিয়া বুঝিলে এবং তর্ক শক্তির চালনা করিলে স্মরণ শক্তির অনেক সহায়তা হয়।

দ্রব্য, প্রতিরূপ ও ক্রিয়া দর্শন করিয়া মনে যে সকল ভাবের উদয় হয় সে সকল ভাব বহুকাল মনে থাকে।

উপদেশদানকালে একটী নিয়ম ও ক্রম অবলম্বন করিয়া চলিলে উপদিষ্ট বিষয় গুলি বহুকাল স্মরণ থাকিতে পারে।

যে বিষয়টী আপন রচিত বাক্যে লিখিত হয় তাহা বহুকাল স্মরণ থাকে।

ভয় হইলে স্মরণশক্তির স্ফূর্ত্তি থাকে না।

নিত্য যে সকল ঘটনা ঘটে বা যে সমস্ত দ্রব্য সম্মুখে উপস্থিত হয় তাহাদিগের সবিশেষ আলোচনা করিয়া তদ্বিবরণ লিখিলে স্মরণ শক্তির বিলক্ষণ চালনা হয়।

৫। কল্পনা।

১৯। স্মরণ শক্তিদ্বারা মনে যে সকল ভাব সঞ্চিত থাকে তাহার কতকগুলিকে যথেপ্সিত রূপে সংযোগ করিয়া একটী নূতন বিষয় সৃষ্টি করা কল্পনা শক্তির কার্য্য। সেই অভিনব সৃষ্টি যদি অসম্ভব ও অনৈসর্গিক না হয় তাহা হইলে তাহার আন্দোলনদ্বারা অন্তঃকরণ অপূর্ব্ব আনন্দরসে অভিষিক্ত হইতে থাকে। ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তিতে যে যে অসাধারণ গুণ লক্ষিত হয়, সেই সমস্ত গুণ একত্র করিয়া একটী নির্ম্মলচরিত্র কাল্পনিক ব্যক্তির বর্ণন করা কল্পনার কার্য্য। তাদৃশ ব্যক্তি কখন কাহার নয়নগোচর হয় না, কেবল রচয়িতার কল্পনা শক্তির বিজৃম্ভণ মাত্র। এতাদৃশ সুনির্ম্মল চরিত্রের বর্ণনা পাঠ করিয়া কেবল যে নিরুপম আনন্দ সুখসম্ভোগ হয়, এরূপ নয়, অনেকেরই তদনুকরণ প্রবৃত্তি জন্মে, ও তদ্দ্বারা এই একটী বিশেষ উপকার লাভ হয় যে, লোকের সদাচরণ অভ্যাস ও তন্মূলক জগতের শ্রীবৃদ্ধি হইবার সম্ভাবনা থাকে। অতীত বিষয় সকল মনে করিয়া রাখা স্মরণ শক্তির কার্য্য। কিন্তু অতীত অনাগত ও বর্ত্তমান সকল বিষয়ের উপর কল্পনার কার্য্যকারিতা আছে। কল্পনা শক্তি দ্বারা সকলে অন্যের অবস্থাতে আপনাদিগকে অবস্থিত জ্ঞান করিয়া তাহাদিগের সুখ দুঃখাদি যথাযথ রূপে অনুভব করিতে সমর্থ হয়, এরূপে সহানুভূতি তেজস্বিনী হইলে লোকে উৎকৃষ্টপ্রবৃত্তিপ্রেরিত হইয়া সর্ব্বদা সৎকর্ম্মে নিযুক্ত থাকে এবং প্রফুল্লচিত্তে সামাজিক নিয়ম প্রতিপালন করে।

২০। শিল্প ও বিজ্ঞান শাস্ত্রের আলোচনাতে যে অপূর্ব্ব আনন্দ অনুভূত হয়, কল্পনাই তাহার মূল। অপর, প্রথমাবধি যথাযোগ্য বিষয়ে কল্পনা পরিচালিত হইলে উৎকৃষ্ট রসজ্ঞতা ও সুশৃঙ্খলানুরাগ জন্মে। কিন্তু কল্পনাবৃত্তিকে বিবেকশক্তির অধীনে রাখিয়া উৎকৃষ্ট বিষয়ে পরিচালিত না করিলে তাহা হইতে প্রভূত অনিষ্ট

উৎপন্ন হয়। কল্পনাবৃত্তির একান্ত পরতন্ত্র হইয়া ধন পদ, মান, গৌরব ও সুখ প্রভৃতির অসম্ভব আশা করিয়া যদি মন সদা ইতস্ততঃ ধাবমান হইতে থাকে, তবে ক্রমশঃ বিবেক বলহীন হয়, সংসারের প্রকৃত বিষয়ে মনঃসংযোগের অভাব হয়, এবং মন কাল্পনিক বিষয়েই সদা ব্যস্ত থাকে। এইরূপে কল্পনাবৃত্তি তেজস্বিনী হইলে মনুষ্য বিবেকশূন্য হইয়া এক প্রকার উন্মত্ত-প্রায় হইয়া উঠে।

২১। স্বভাবের সৌন্দর্য্য ও শিল্পসম্পন্ন অদ্ভুত পদার্থের আলোচনা দ্বারা এবং মহৎ ব্যক্তিদিগের অপরিসীম দয়া ও মহত্ত্বসূচক কার্য্যের বর্ণনা, সুবিখ্যাত মহানুভবদিগের জীবনচরিত ইতিহাস, কাব্য ও কাল্পনিক উপন্যাসাদির পাঠদ্বারা কল্পনা-শক্তির সম্যক্ চালনা হয় এবং তাহাতে তাহা তেজস্বী হইতে থাকে।

৬। বিবেক।

২২। দ্রব্য, গুণ, ক্রিয়া ও মনোগত ভাবের পরস্পর সাদৃশ্য, বৈসাদৃশ্য, কার্য্যকারণভাব প্রভৃতি সম্বন্ধ নির্ণয় করিয়া, সত্যাসত্য ও কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য স্থির করা বিবেকশক্তির কর্ম্ম। এই বিবেক শক্তি ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তিতে ভিন্ন ভিন্ন পরিমাণে লক্ষিত হইয়া থাকে। কতকগুলি লোকের এই স্বভাব আছে যে, তাঁহারা কুসংস্কারাদি-পরতন্ত্র না হইয়া স্থির চিত্তে সমুদায় বিষয়ের তত্ত্বনির্ণয় করিয়া কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য স্থির করেন। তাঁহারা একবার যে মত অবলম্বন করিয়া-ছেন তাহা হঠাৎ পরিত্যাগ করেন না। কিন্তু যদি কেহ তাহা-দিগের মতবিরুদ্ধ বাক্য প্রয়োগ করে তাহা হইলে তাঁহারা তৎশ্রবণে পরাঙ্মুখ হন না, বরং আপনাদিগের মত যদি ভ্রমাত্মক বলিয়া জানি-তে পারেন তবে তৎক্ষণাৎ তৎপরিত্যাগে তৎপর হন। এই সকল ব্যক্তিকে বিচারকুশলী ও বিমৃষ্যকারী বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়।

অপর কতকগুলি লোক আলস্য প্রযুক্ত হউক, স্বভাবের দোষ বশতই হউক, অথবা শিক্ষার দোষ জন্যই হউক, বহু বিবেচনা ও পূর্ব্বাপর সম্যক্ আলোচনা না করিয়াই কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য অবধারণ করেন, তাঁহাদিগকে অবিবেকী ও অবিমৃষ্যকারী বলা যায়। শেষোক্ত ব্যক্তিদিগের মধ্যে আবার দুই প্রকার লোক আছেন। কতকগুলি লোক স্বমতের বিরুদ্ধ কোন বিষয় অবগত হইবামাত্র পূর্ব্বগৃহীত মত পরিত্যাগ পূর্ব্বক মতান্তর গ্রহণ করেন; তাঁহাদিগের কার্য্যের ও মতের স্থিরতা ও দৃঢ়তা থাকে না। অপর কতকগুলি অবিবেকী ব্যক্তি আপনাদিগের পূর্ব্ব গৃহীত মতের একান্ত বশবর্ত্তী হইয়া তদ্বিরুদ্ধ কোন কথাই শ্রবণ করেন না, এবং পূর্ব্ব স্বীকৃত মত পরিত্যাগের বিশিষ্ট কারণ সত্ত্বেও কোনক্রমে তৎপরিত্যাগে যত্নবান্ হন না। এই দুই প্রকার অবিবেকী ব্যক্তির দোষ বহুকালের অভ্যাসদ্বারা ক্রমশঃ দৃঢ়রূপে বদ্ধমূল হইলে তাহা সমূলে উন্মূলন করা কঠিন হইয়া উঠে। অপর ইহাঁদিগের মধ্যে প্রথমোক্ত অবিবেকীর দোষ স্বীয় যত্ন ও উত্তম শিক্ষাদ্বারা কথঞ্চিৎ সংশোধিত হইতে পারে; কিন্তু শেষোক্ত ব্যক্তির দোষ সংশোধন করা অতিশয় দুরূহ।

২৩। অন্য অন্য বৃত্তি অগ্রে বিকসিত না হইলে বিবেক বৃত্তি বিকসিত হয় না। এই বৃত্তির চালনা অপর অপর বৃত্তির চালনা-সাপেক্ষ। এই জন্য অভিনিবেশ পূর্ব্বক যত অধিক বিষয়ের আলোচনা করা যায়, পদার্থগ্রহ ও অনুভব বৃত্তির চালনা দ্বারা যত অধিক ভাব সংগৃহীত হয়, স্মরণশক্তিদ্বারা যত অধিক ভাব মনে সঞ্চিত থাকে এবং কল্পনাদ্বারা যত নূতন নূতন বিষয় সৃষ্ট হইতে থাকে, বিবেকশক্তি ততই ভ্রমশূন্য, সূক্ষ্ম, ও বিশদ হইয়া উঠে। অভ্রান্ত বিবেকশক্তি নীতিশিক্ষার অনেক সহায়তা করে; তাহা হইতে সত্যাসত্য, ধর্ম্মাধর্ম্ম ভেদ করিবার ক্ষমতা জন্মে; তাহা হইতে যেখানে, যে অবস্থাতে, যেরূপ ব্যবহার করা উচিত তাহারও জ্ঞান জন্মে; তাহা হইতে যে দ্রব্য যে রূপ তাহাকে

সেই রূপে দর্শন করা, যাহার যেমন গৌরব তাহাকে তদনুরূপ সমাদর করা এবং সকল বিষয়ে যথাযোগ্য মনোনিবেশ করা অভ্যাস হইতে থাকে। অতএব উৎকৃষ্ট বিবেকশক্তি থাকিলে রাগ-দ্বেষাদি হঠাৎ প্রবল হইয়া মনের ধৈর্য্য ও গাম্ভীর্য্য বিনষ্ট করিতে সমর্থ হয় না। যদি ভ্রমপ্রমাদশূন্য বিবেক না থাকে, তাহা হইলে স্মরণ কল্পনা প্রভৃতি বুদ্ধিবৃত্তি সকলের ফলোপধায়কতা থাকে না, এবং মনুষ্য, কুসংস্কার ও রিপুগণের একান্ত বশবর্ত্তী হইয়া সর্ব্বদাই বিপদ্ সাগরে নিমগ্ন হইতে থাকে।

শিক্ষাপ্রণালী।

৬। ষষ্ঠ প্রকরণ।

জীবিতকালের প্রথম ২০ বৎসরই বিদ্যাশিক্ষার সুসময়।

১। দর্শন, শ্রবণ, ভ্রমণ, অনুকরণ, কথোপকথন, অন্যের নিকট উপদেশ গ্রহণ, পরীক্ষণ, পুস্তকপঠন প্রভৃতি উপায়দ্বারা মনুষ্যের সর্ব্বদাই জ্ঞান লাভ হয়, অতএব সকলের শিক্ষা প্রাপ্তির কাল আজন্মমরণান্ত নির্দ্দেশ করাই বিধেয়। কিন্তু জীবনের প্রথম অবস্থাতেই বৃত্তি সকল বিকসিত হয় এবং তখন যেরূপ শিক্ষা হয় তদনুরূপ চরিত্র চিরদিন থাকে; এজন্য জন্ম অবধি নবযৌবন পর্য্যন্ত অর্থাৎ প্রথম ২০ বৎসর মানসক্ষেত্রকর্ষণের সুসময় বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। উক্ত সময় সামান্যতঃ পাঁচ পাঁচ বৎসর করিয়া চারি ভাগে বিভক্ত করা যায়। জীবিত কালের প্রথম পাঁচ বৎসর কৌমার, দ্বিতীয় পাঁচ বৎসর বাল্য, তৃতীয় পাঁচ বৎসর কৈশোর,

এবং চতুর্থ পাঁচ বৎসর নবযৌবন। এই চারিভাগের নাম ও নিরূপিত কাল সর্ব্ব সম্মত নয়। উক্তচারি অবস্থায় যে যে বৃত্তি বিকসিত হয় এবং যে যে বিষয়ে বৃত্তিদিগের চালনা করা উচিত তাহা সংক্ষেপে লিখিত হইতেছে।

১। কৌমারাবস্থা।

২। এই অবস্থাতে ইন্দ্রিয়গণকে স্ব স্ব বিষয়ে নিযুক্ত রাখিয়া, তাহাদিগের প্রকৃত ব্যবহার শিক্ষা করাই মনুষ্যের প্রধান কর্ম্ম। এই অবস্থার শেষে পদার্থগ্রহ বৃত্তি সঞ্চালিত হইয়া কিঞ্চিৎ বলিষ্ঠ হইতে থাকে এবং অনুভব বৃত্তিঃ প্রকাশিত হয়। এ সময়ে জ্ঞানাধার মস্তিষ্ক সম্পূর্ণরূপে পরিণত হয় না, সুতরাং অধিক পরিমাণে নিয়মিত শিক্ষা দেওয়া উচিত নয়। কথা কহিতে অথবা সচরাচর যে সকল দ্রব্য দৃষ্টিগোচর হয় তাহাদিগের নাম শিক্ষা করিতে পারিলেই এই অবস্থার শিক্ষা সমাপ্ত হয়।

২। বাল্যাবস্থা।

৩। এই অবস্থাতে অনুভব বৃত্তি বিশিষ্টরূপে বলিষ্ঠ ও প্রখর হয় এবং তর্ক শক্তির প্রথম প্রকাশ হইতে থাকে। পূর্ব্বাপেক্ষা এক্ষণে ইন্দ্রিয়গণের শক্তি ও প্রাখর্য্য বৃদ্ধি হয় এবং পূর্ব্বে কোন বিষয়ে অভিনিবিষ্ট থাকিতে ইচ্ছা হইত না, এক্ষণে সে ইচ্ছা হয়। যে বিষয় শিক্ষা করিতে আমোদ না হয়, এই অবস্থার প্রথমে সে বিষয়ের উপদেশ দেওয়া উচিত নয় এবং পারিভাষিক শব্দ শিক্ষা করানও বিহিত নয়। সামান্যতঃ সরল বাক্য রচনা, বস্তুবিচারের পাঠ, অত্যাশ্চর্য্য প্রাকৃতিক ঘটনার উপদেশ, ছবি দেখাইয়া পাঠ দেওয়া, চাক্ষুষ পদার্থ দেখাইয়া সংখ্যাগণনাদি এবং মুখে মুখে অঙ্ক

কষিতে শিক্ষা করান হইলে এই অবস্থার প্রথম কালের শিক্ষা সমাপ্ত হয়। পরে যখন এই অবস্থার শেষে কল্পনা ও তর্ক শক্তি প্রকাশিত হইতে থাকে তখন উক্ত বিষয় সকলের বিস্তারিতরূপে পাঠ দিয়া পাটীগণিত ক্ষেত্রতত্ত্ব ব্যাকরণ, পদার্থবিদ্যা, প্রাকৃতিক ইতিবৃত্ত, ভূগোল ও ইতিহাস ঘটিত সহজ ও অল্প পাঠ দেওয়া আবশ্যক।

৩। কৈশোরাবস্থা।

৪। এই অবস্থাতে জ্ঞান ও তর্ক শক্তি পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক বর্দ্ধিত হইলেও পদার্থগ্রহ ও অনুভব বৃত্তিদিগেরই প্রাধান্য থাকে। তর্ক শক্তির সাহায্যদ্বারা অপর বৃত্তির তেজোবৃদ্ধি হয় কিন্তু অনুধ্যান বৃত্তি পরিস্ফুটরূপে প্রকাশিত হয় না। এই সময়ে মনঃসংযোগপূর্ব্বক অধিককাল এক বিষয়ে নিবিষ্ট থাকা অসম্ভব; অতএব যাহাতে তাহা অভ্যাস হয় এরূপ করা উচিত। পূর্ব্বাবস্থার শেষে যে যে বিষয়ের পাঠ হইয়াছে এক্ষণে সেই সকল বিষয় সুপ্রণালীপূর্ব্বক বিস্তারিতরূপে পাঠ করানই আবশ্যক।

৪। নবযৌবনাবস্থা।

৫। এই অবস্থাতে সমুদায় মানসিক বৃত্তি সম্পূর্ণরূপে বিকসিত হয়। অতএব এই অবস্থাতে অপর অপর বালকদিগের সহিত পরীক্ষা দিয়া সুন্দররূপে উত্তীর্ণ হইলে প্রশংসা ও পুরস্কার লাভ হইবে এই আশয়ে প্রোৎসাহিত হইয়া অভিনিবিষ্টচিত্তে সকল কর্ম্মে সাধ্যানুসারে প্রবৃত্ত হওয়াই উচিত। যদি পূর্ব্ব পূর্ব্ব অবস্থাতে যথাবিধি শিক্ষা হইয়া থাকে তবে এক্ষণে সকল বিষয়ই সুপ্রণালী পূর্ব্বক সম্পূর্ণরূপে শিক্ষা করাই আবশ্যক এবং যাহাতে আনন্দের সহিত কর্ত্তব্য কর্ম্মের অনুষ্ঠানে নিযুক্ত থাকা অভ্যাস হয় এরূপ করা উচিত। অপর, ভবিষ্যতে যে ব্যবসায়

অবলম্বন করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে হইবে এক্ষণে সেই ব্যবসায়ের উপযোগী বিষয়-শিক্ষা করা নিতান্ত কর্ত্তব্য।

৬। এক্ষণে যে বিষয় শিক্ষা করিলে যে বৃত্তির চালনা হইতে পারে বা যে ক্ষমতা জন্মে তাহা সংক্ষেপে লিখিত হইতেছে।

লেখা ও চিত্রকরণদ্বারা অনুকরণ বৃত্তি ও পদার্থগ্রহবৃত্তির চালনা হয়। এই দুই বিষয়ের রীতিমত শিক্ষা দেওয়া হইলে রসজ্ঞতা ও সৌন্দর্য্যানুরাগ জন্মে।

মুখে মুখে অঙ্ক কসিতে শিক্ষা করিলে তদ্দ্বারা স্মৃতি, অনুভব, ও তর্ক শক্তির চালনা হয় এবং ক্ষিপ্রকারিতা, উৎপন্নমতিত্ব ও দক্ষতা বিশিষ্টরূপে জন্মে।

গণিতশাস্ত্র শিক্ষা করাতে স্মৃতি ও তর্ক শক্তির বিশেষ চালনা হয় এবং সুশৃঙ্খলা ও সূক্ষ্মানুসূক্ষ্মবিচার পূর্ব্বক কর্ম্ম করিতে প্রবৃত্তি জন্মে।

ব্যাকরণ শিক্ষা করাতে স্মৃতি ও তর্ক শক্তির চালনা হয় এবং ভাষার দোষগুণ বিচার করিবার ক্ষমতা জন্মে।

ভূগোল শিক্ষাদ্বারা স্মৃতি ও অনুভব বৃত্তির চালনা হয়।

পদার্থ-বিদ্যা শিক্ষাদ্বারা পর্য্যবেক্ষণ. পদার্থগ্রহ ও তর্ক শক্তির চালনা হয়; এবং ইহা সুচারুরূপে শিক্ষিত হইলে জগদীশ্বরের প্রতি প্রগাঢ় ভক্তি জন্মে।

কাব্য ও কল্পিত-নীতিগর্ভ-গল্প পাঠদ্বারা কল্পনা শক্তির ও নীতিবৃত্তির চালনা হয় এবং রসজ্ঞতা জন্মে।

ইতিহাস ও জীবনচরিত পাঠদ্বারা স্মৃতি, অভিনিবেশ, ও অনুধ্যান বৃত্তির চালনা হয় এবং নীতিশিক্ষা ও আত্মানুসন্ধান-প্রবৃত্তি হইতে থাকে।

সংগীত ও বাদ্য শিক্ষা করাতে উত্তম রসজ্ঞতা ও সহৃদয়তা জন্মে।

মনোবিজ্ঞান ও নীতিবিজ্ঞান শিক্ষাদ্বারা বিবেক, তর্ক প্রভৃতি

উৎকৃষ্টতর বৃত্তি সকলের চালনা হয় এবং আত্মপরীক্ষায় প্রবৃত্তি জন্মে।

নীতিশিক্ষা ও ধর্ম্মশিক্ষার উপর নির্ভর করিয়া বুদ্ধিবৃত্তি ও নীতিবৃত্তির চালনা করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য।

৭। বৃত্তি সকলের বিকাশসংক্রান্ত যে কয়েকটী বিষয়ের প্রতি শিক্ষকের বিশেষ দৃষ্টি রাখা উচিত তাহা এস্থলে সংক্ষেপে পুনরুক্ত হইতেছে।

১। বৃত্তি সকল ক্রমে ক্রমে বিকসিত হয়।

২। অনুকূল বিষয়ে রীত্যনুসারে চালিত হইলে তাহাদিগের তেজোবৃদ্ধি হয়।

৩। অননুকূল বিষয়ে চালিত, কিম্বা এককালে অত্যন্ত চালিত, অথবা একবারে পরিচালনা রহিত হইলে বৃত্তি সকলের তেজের হ্রাস হয়।

৪। বৃত্তি সকল অনায়াসেই কুপথগামী হয়।

৫। ইন্দ্রিয় সকল জ্ঞানের দ্বার স্বরূপ। জড় পদার্থ ও জড় পদার্থের কার্য্য প্রত্যক্ষ করিয়া বৃত্তি সকলের প্রথম চালনা আরম্ভ হয়। যত অধিক বিষয় প্রত্যক্ষ হইতে থাকে ততই তাহাদিগের প্রাখর্য্য ও পটুতার বৃদ্ধি হয়।

৬। বৃত্তি সকলের নিয়মিত চালনা হইলে অপূর্ব্ব আনন্দ অনুভূত হইতে থাকে। বালকেরা সহজেই পরমাশ্চর্য্য ও অতিশয় সুন্দর বস্তুতে অত্যন্ত আসক্ত। তাহারা সেই স্বাভাবিকী আসক্তি ও বুভুৎসা প্রেরিত হইয়া কার্য্য করে এবং সেই সকল বৃত্তির তৃপ্তি হইলে বালকদিগের পরম পরিতোষ জন্মে। শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে আমোদ জন্মিলে বালকেরা সহজেই পাঠে মনোযোগী হয়।

৭। যে কর্ম্ম পুনঃপুনঃ করা যায় তাহাই অভ্যাস হয়। যদি পাঠ্য বিষয়ে দৃঢ় মনঃসংযোগ পূর্ব্বক নিযুক্ত থাকা বালকদিগের

অভ্যাস হয় তবে শীঘ্র শীঘ্র শিক্ষার উন্নতি হইতে থাকে। কিন্তু ক্ষুদ্রবালকেরা স্বভাবতঃ চঞ্চল, পরিবর্ত্তপ্রিয়, ও নবানুরাগ-বশ্য; অতএব তাহাদিগকে কোন একটী বিষয়ে দৃঢ়তর মনঃসংযোগের সহিত অধিককাল নিযুক্ত রাখা কর্ত্তব্য নয়।

৮। যদি বালকেরা স্বেচ্ছা-প্রবৃত্ত হইয়া বৃত্তিসকলকে স্ব স্ব বিষয়ে চালনা করে তবে শীঘ্রই বৃত্তিসকল তেজস্বী হয়, এবং এরূপ করিলে বালকদিগের স্বতন্ত্র হইয়া কার্য্য করা অভ্যাস হয় ও উন্নতির দ্বার। উদ্ঘাটিত হইতে থাকে। কিন্তু বালকেরা নূতন কর্ম্ম করিতে স্বভাবতঃ অতিশয় ব্যগ্র, অতএব সেই ব্যগ্রতার আতিশয্য নিবারণ করা উচিত।

৯। রীতিমত যে বৃত্তি যত চালিত হয়, তাহার শক্তি এবং তচ্চালনাপ্রবৃত্তি তত বর্দ্ধিত হয়। আর যে সময়ে যে বৃত্তি বিকসিত হইতে আরম্ভ হয়, সেই সময় অবধি তাহার চালনা করাই বিধেয়। তদ্রূপ শক্তির চালনা করিতে অধিককাল বিলম্ব করা উচিত নয়।

১০। বিকাশ বিষয়ে বৃত্তি সকলের পরস্পর সাপেক্ষতা আছে; অর্থাৎ অন্য অন্য বৃত্তির বিকাশ নিরপেক্ষ হইয়া কোন বৃত্তিই সম্পূর্ণরূপে বিকসিত হয় না।

৮। যে যে হেতুতে বৃত্তি সকলের পরিচালনায় প্রবৃত্তি জন্মে তাহা পরে লিখিত হইতেছে। ইহার এক, দ্বি বা বহু হেতু অবলম্বন করিয়া অনায়াসে বালকদিগকে কর্ত্তব্য কর্ম্মে নিযুক্ত রাখা যাইতে পারে।

১। বুভুৎসা, অর্থাৎ জ্ঞান লাভের ইচ্ছা।

২। সৌন্দর্য্যানুরাগ।

৩। বৃত্তি সকলের যথাযোগ্য চালনাতে সুখানুভব।

৪। কার্য্যসিদ্ধি জনিত আনন্দানুভব।

৫। সহানুভূতি ও প্রতিযোগিতা।

৬। লোকানুরাগ-প্রিয়তা।

৭। পুরস্কার প্রাপ্তির আশা।

৮। দণ্ড প্রাপ্তির ভয়।

৯। স্বকীয় মঙ্গল ও উন্নতি লাভের ইচ্ছা।

১০। সত্যানুরাগ।

১১। কর্ত্তব্যজ্ঞান।

১২। জ্ঞান ও ক্ষমতাজনিত সুখানুভব।

শিক্ষাপ্রণালী।

শিক্ষকের যে যে গুণ থাকা আবশ্যক তাহার সংক্ষেপ বিবরণ।

১। প্রথম, অধ্যাপনায় শিক্ষকের অনুরাগ থাকা আবশ্যক। যে ব্যক্তি যে কর্ম্ম করিতে ভাল না বাসে সে কর্ম্মে তাহার মনঃসংযোগ হয় না, মনঃসংযোগ না হইলে সামান্য কর্ম্মও সুচারুরূপে সম্পন্ন হওয়া কঠিন হয়। স্বেচ্ছাপ্রবৃত্ত না হইয়া কেবল অনুরোধ-পরতন্ত্র হইয়া নিযুক্ত হইলে যখন সামান্য কার্য্যও সুন্দররূপে নিষ্পন্ন হয় না, তখন অতিদুরূহ অধ্যাপনা কার্য্য যে সুসম্পন্ন হইবে তাহা কোন্ ক্রমে সম্ভাবিত নয়। অপর যে কর্ম্মে মনের সহিত নিযুক্ত না হওয়া যায় সে কর্ম্ম করিয়া সুখানুভব হওয়া দূরে থাকুক সর্ব্বদা সাতিশয় কষ্ট বোধ হইতে থাকে।

২। দ্বিতীয়, অধ্যাপনায় একান্ত নিবৃত হইয়া তাহাতে সম্পূর্ণরূপে চিত্ত অর্পণ করা শিক্ষকের আবশ্যক। যিনি শিক্ষাদান

কালে বিরক্তি প্রকাশ না করিয়া আপন কার্য্য নির্ব্বাহ করেন, কিন্তু কথঞ্চিৎ শিক্ষাদান সমাপ্ত করিয়াই বিষয়ান্তর-চিন্তায় নিমগ্ন হন, তাঁহার দ্বারা শিক্ষাকার্য্যের উন্নতি সাধন কোন ক্রমে সম্ভাবিত নয়। শিক্ষাদান-সময়ে হউক, আর অন্য সময়ে হউক, যিনি নিরন্তর অধ্যাপনার সদুপায় চিন্তনে নিমগ্ন থাকেন, তিনিই উত্তরোত্তর শিক্ষাদানে পটুতা লাভ করেন, তাঁহারই দ্বারা নূতন রীতি ও পদ্ধতি সমুদ্ভাবিত হয় এবং তাঁহা হইতেই ছাত্রগণের উন্নতি লাভের সমধিক সম্ভাবনা থাকে।

৩। তৃতীয়, ছাত্রদিগের প্রীতিভাজন হওয়া শিক্ষকের আবশ্যক। শাস্ত্রকারেরা অধ্যাপয়িতাকে এক রূপ পিতা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। অতএব ছাত্রগণের প্রতি পুত্রোচিত বাৎসল্য প্রকাশ করা শিক্ষকের অবশ্য কর্ত্তব্য। পিতা কোন কোন স্থানে স্নেহের একান্ত বশীভূত হইয়া যেমন পুত্রের দোষদর্শনে ঔদাস্য করেন, অথবা দোষ দর্শন বা শ্রবণ করিয়াও তৎপ্রতিকারার্থ সবিশেষ যত্ন করেন না, শিক্ষকের সেরূপ করা বিধেয় নয়। ফলতঃ সর্ব্ব-প্রযত্নে ছাত্রগণের অনুরাগ ভাজন হইবার চেষ্টা করা শিক্ষকের নিতান্ত আবশ্যক। কারণ যাহারা পরস্পর পরস্পরের প্রতি অনুরক্ত না হয়, তাহারা একত্র থাকিতে ভাল বাসে না; একত্র থাকিতে হইলে তাহাদিগের অতিশয় কষ্ট বোধ হয়; অতএব পরস্পর অননুরক্ত ব্যক্তিরা একত্র থাকিয়া যে, সুন্দররূপে কার্য্য সম্পন্ন করিবে তাহা কোন ক্রমে সম্ভাবিত নয়। উপদেশদাতা ও উপদেশ-গ্রহীতা এই দুয়ের পরস্পর যেরূপ সম্বন্ধ ও কার্য্য, তাহাতে যদি অধ্যাপক ছাত্রবৎসল না হন এবং ছাত্রেরা শিক্ষকের অনুরক্ত ও অনুগত না হয় তবে কেহই সুখিত হইতে পারেন না এবং উভয়ের কার্য্যে উভয়েরই কষ্ট বোধ হইতে থাকে।

৪। চতুর্থ, ছাত্রদিগের সম্যক্ মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী হইয়া সদা তাহাদিগের হিতচেষ্টা করা শিক্ষকের আবশ্যক; কেননা ছাত্রগণের

হিতচেষ্টা না করিলে শিক্ষক কখনই তাহাদিগের ভক্তিভাজন হইতে পারেন না। ছাত্রেরা যদি দেখিতে পায়, শিক্ষক নিয়ত কেবল তাহাদিগের উন্নতি সাধন বিষয়ে যত্নবান্ ও সচেষ্ট আছেন, এবং কখন কখন আপনার সুখ স্বচ্ছন্দ অপেক্ষা তাহা-দিগের সুখস্বচ্ছন্দের প্রতি অধিক দৃষ্টি ও মনোযোগ করেন, তাহা হইলে তাহারা অবশ্যই তাঁহার প্রতি অনুরক্ত হয়। ছাত্রেরা শিক্ষকের প্রতি অনুরক্ত হইলে তাঁহার আজ্ঞাধীন থাকিতে তাহা-দিগের প্রবৃত্তি জন্মে। তাদৃশ প্রবৃত্তি জন্মিলে পাঠাদি কার্য্যে সুখবোধ হয়, সুতরাং তাহাদিগের উন্নতির পথ অনাবৃত ও পরিষ্কৃত হইয়া উঠে।

৫। পঞ্চম, ছাত্রগণের স্বভাব, চরিত্র, ও ক্ষমতা নির্ণয়ে দক্ষ হওয়া শিক্ষকের আবশ্যক। একবিধ উপদেশ ও একবিধ কার্য্য দ্বারা কখনই ভিন্নভিন্ন স্বভাব বালকগণের চরিত্রের সরলতা ও বুদ্ধিবৃত্তিপ্রভৃতির প্রখরতা সম্পাদনের সম্ভাবনা নাই। অতএব বালকদিগের প্রত্যেকের স্বভাব, আচরণ ও বুদ্ধি প্রভৃতি জানিয়া তদনুসারে উপদেশ দেওয়া এবং উপদেশানুরূপ কার্য্যে প্রবৃত্তি বিধান করা নিতান্ত আবশ্যক। বালকদিগের স্বভাব ও ব্যবহার জানিবার নিমিত্ত তাহারা বাটীতে এবং বিদ্যালয়ে থাকিয়া ক্রীড়ার সময়ে কিরূপ আচরণ করে মধ্যে মধ্যে তাহার সবিশেষ অনুসন্ধান করা উচিত।

৬। ষষ্ঠ, শিক্ষকের বিদ্যানুরাগী হওয়া আবশ্যক। "শাস্ত্রং সুচিন্তিতমপি প্রতিচিন্তনীয়ং।" বহুকাল পরিশ্রম করিয়া যে বিদ্যা অর্জ্জিত হইয়াছে, আলোচনা না থাকিলে তাহাতেও বিশেষ অধিকার থাকে না। অতএব অর্জ্জিত বিদ্যার আলোচনা করা নিতান্ত কর্ত্তব্য। অনর্থক কার্য্যে ব্যাপৃত না থাকিয়া যাহাতে আপনার বিদ্যা ও জ্ঞানের উন্নতি হয়, সর্ব্বদা এরূপ চেষ্টা করা অধ্যাপকের সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। যাঁহারা লেখাপড়া শিক্ষা করিয়া

বিষয় কর্ম্মে প্রবৃত্ত হন, তাঁহাদিগের মধ্যে অনেকে এককালে বিদ্যাচিন্তা পরিত্যাগ করিয়া অর্থচিন্তায় নিমগ্ন হন এবং তচ্চিন্তা হইতে অবসর পাইলে বৃথা গল্প বা ক্রীড়া করিয়া সময় ক্ষেপণ করিতে ভাল বাসেন। শিক্ষকেরা এরূপ ব্যসনাসক্ত হইয়া কালাতিপাত করিলে অল্পকাল মধ্যেই অকর্ম্মণ্য হইয়া উঠেন। অনেকে বোধ করেন যে তাঁহারা অতি সামান্য বিষয়ের পাঠদান করেন অতএব তাহার আর কি আলোচনা করিবেন। কিন্তু অগ্রে দেখিয়া শুনিয়া প্রস্তুত না হইলে অতি সামান্য বিষয়ের শিক্ষা দানও কখন কখন কঠিন হইয়া উঠে, পাঠদান কালে যদি পাঠসংক্রান্ত কোন পদের বা বাক্যের সুন্দর অর্থ বোধ না হয় তাহা হইলে হয় সেই পদ ও বাক্য একবারে পরিত্যাগ করিতে হয়, নয় ত সেই অর্থ সংগ্রহের জন্য শিক্ষককে গ্রন্থান্তর দর্শনাদি বিবিধ উপায়ের অনুসরণ করিতে হয়। ইহাতে অনেক সময়ও নষ্ট হয় এবং ছাত্রদিগকে বহুক্ষণ নিষ্কর্ম্মা হইয়া থাকিতে হয়। অতএব বিদ্যা ও অধ্যাপনায় অনুরাগী শিক্ষকগণের কর্ত্তব্য যে পাঠদানের পূর্ব্বে তাঁহারা প্রস্তুত হইয়া আইসেন।

৭। সপ্তম, যে বিষয়ের উপদেশ দিতে হইবে শিক্ষকের তদ্বিষয়ে প্রগাঢ় ব্যুৎপত্তি থাকা, এবং তৎসংক্রান্ত অন্যান্য বিষয়েরও কিছু কিছু জ্ঞান থাকা আবশ্যক। এদেশের পাঠশালায় এক ব্যক্তিকে প্রায়ই অনেক বিষয়ের শিক্ষা দিতে হয়, অতএব শিক্ষকের নানা বিষয়ের জ্ঞান থাকা আবশ্যক। বালকদিগকে যাহা শিক্ষা করাইতে হইবে তাহা সুন্দররূপে না জানিলে শিক্ষাদান কার্য্য সুসম্পন্ন হইতে পারে না, শিক্ষক ছাত্রগণের আদরণীয় ও শ্রদ্ধাভাজন হইতে পারেন না, এবং শিক্ষাদানে তাঁহারও সুখানুভব হয় না। উপদেষ্টব্য বিষয় ভিন্ন অন্য অন্য বিষয় জানা থাকিলে এই বিশেষ লাভ হয় যে, শিক্ষক অনায়াসে নানা বিষয়-প্রসঙ্গ উপস্থিত করিয়া নানা বিধ দৃষ্টান্ত দিয়া বালকদিগকে এক বিষয় নানা

প্রকারে বুঝাইয়া দিতে পারেন, এবং ইহাতে বিভিন্নস্বভাব বালকদিগের পক্ষে অর্থবোধ ও বিষয়বোধ সহজ হইয়া উঠে।

৮। অষ্টম, চলিত সহজ পদসকল যথাযোগ্য স্থানে বিন্যস্ত করিয়া শিক্ষকের নিজ অভিপ্রায় সুন্দররূপে ব্যক্ত করিবার শক্তি থাকা আবশ্যক। শিক্ষকের সে শক্তি না থাকিলে তাঁহার উপদেশে তাদৃশ ফল জন্মে না। সুন্দররূপ ভাষাজ্ঞান ও পদার্থজ্ঞান থাকিলে, যে যে পদ বা বাক্য প্রয়োগ করিলে সেই পদার্থ অন্য ব্যক্তিকে বিশদ করিয়া বুঝাইয়া দিতে পারা যায়, সেই সেই পদ বা বাক্য আহরণনিমিত্ত বিশেষচেষ্টা করিতে হয় না। কেননা যে ভাব সুন্দররূপে হৃদ্গত হয় নাই তাহা বাক্য দ্বারা কেহই ব্যক্ত করিতে পারে না। অপর, অতি সহজ ও অতি কঠিন পদ এককালে প্রয়োগ করিলে সুন্দররূপে বাক্যার্থ প্রকাশ হয় না; অতএব ভাষা ও বিষয় এ উভয়ের উত্তম জ্ঞান থাকিলে এবং যে ধারাতে শিক্ষা দিলে বালকেরা অনায়াসে বুঝিতে পারে সেইটী ভালরূপে জানা থাকিলে ছাত্রগণকে বুঝাইয়া দিবার জন্য শিক্ষককে অধিকতর কষ্ট পাইতে হয় না; অন্যথা শিক্ষকের আয়াস ও পরিশ্রম সর্ব্বতোভাবে বিফল হইবার সম্ভাবনা। একটী বিষয় বালকদিগকে বুঝাইয়া দিতে গিয়া কোন শিক্ষক অধিক কাল ব্যাপিয়া বিস্তর পরিশ্রম ও বাক্যব্যয় করিয়াও কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই, কিন্তু অন্য শিক্ষক তাহার অর্দ্ধেক সময়ে অল্প কথায় সেই বিষয় সুন্দররূপে বুঝাইয়া দিয়াছেন, ইহাও অনেকে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন।

৯। নবম, ছাত্রগণের সুশিক্ষাই সমাজের উন্নতিসাধনের প্রধান উপায়, শিক্ষকের এই সংস্কার থাকা আবশ্যক, কেননা এরূপ সংস্কার থাকিলে তিনি যে, একটী অতি মহৎ কার্য্যে নিযুক্ত আছেন, এবং তাহা সুসম্পন্ন করিবার নিমিত্ত কায়মনোবাক্যে চেষ্টা করা কর্ত্তব্য, ইহা জানিতে পারেন, সুতরাং যত সেই কার্য্য সুসিদ্ধ হইতে থাকে ততই তাঁহার সুখানুভব ও উৎসাহ-বৃদ্ধি হইতে থাকে।

১০। দশম, শরীরবিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান ও নীতিবিজ্ঞানে শিক্ষকের দৃষ্টি থাকা আবশ্যক। কিসে শরীরের পুষ্টি ও সৌন্দর্য্য হয়, কিসে শরীর দুর্ব্বল ও শ্রীহীন হয়, কিসে শারীরিক বৃত্তিসকল তেজস্বী হইতে থাকে, কিসে বুদ্ধিবৃত্তি ও নীতিবৃত্তি কলুষিত এবং কিসেই বা তাহারা সম্মার্জ্জিত ও বলিষ্ঠ হইতে থাকে তাহা বিশেষরূপে জ্ঞাত না হইলে কেহ শিক্ষাদানে কৃতকার্য্য হইতে পারেন না। কোন্ সময়ে বালকদিগের কোন্ বৃত্তির প্রকাশ হয় এবং কি রূপ শিক্ষা ও আলোচনা দ্বারা তাহা পরিবর্দ্ধিত হয় তাহা সম্যক্রূপে না জানিলে কেহই প্রকৃত শিক্ষাদানে সমর্থ হইতে পারেন না। যখন বালকদিগের কুপ্রবৃত্তি ও অসদনুষ্ঠান দৃষ্ট হয় তখন তাহাদিগের প্রতি কিরূপ ব্যবহার করিলে, তাহাদিগকে কিরূপ উপদেশ দিলে এবং কি প্রকার কার্য্যে নিযুক্ত রাখিলে, তাহাদিগের দোষ সংশোধিত হয় তাহা মনোবিজ্ঞান ও নীতিবিজ্ঞান না জানিলে সম্যক্রূপে অবগত হওয়া যায় না। এবিষয়ে ডিউগাওল্ড্ ষ্টুয়ার্ট সাহেব সারকথাই কহিয়াছেন "যতই মনের বৃত্তি ও শক্তি সম্যক্রূপে বিজ্ঞানশাস্ত্রের রীত্যনুসারে পরীক্ষিত ও পরিজ্ঞাত হইতে থাকে ততই অধ্যাপনার উন্নতি ও শ্রীবৃদ্ধি হয়।"

১১। একাদশ, শিক্ষকের জিতেন্দ্রিয় হওয়া আবশ্যক। শিক্ষক আপন ইন্দ্রিয়গণকে সুশাসনে রাখিতে অক্ষম হইলে, ছাত্রগণকে সম্যক্রূপে সুশাসনে রাখিতে সক্ষম হইবেন না। রিপুগণকে বশীভূত রাখা সহজ কর্ম্ম নয়। রিপুসকলকে যেমন স্ববশে রাখা আবশ্যক, সেইরূপ অন্য অন্য বিষয়েও নিয়মানুসারী হওয়া উচিত। সময়, ব্যয়, পাঠ্যগ্রন্থ, সংসর্গ ও আমোদ প্রভৃতিতেও নিয়মাবলম্বন না করিলে বিশেষ ফলোদয় হয় না; কারণ অব্যবস্থিত ব্যক্তি কোন কার্য্যই শীঘ্র সুসম্পন্ন করিতে পারেন না।

১২। দ্বাদশ, বালকদিগের নীতিশিক্ষার্থ সদা অনুকরণীয়

সাধুব্যবহার করা শিক্ষকের আবশ্যক। ছাত্রগণ যদি নিয়ত শিক্ষকের সদ্ব্যবহার দর্শন করে তবে অনায়াসে তাহাদিগের নীতিশিক্ষা হইতে থাকে। পাঠদানকালে শিক্ষক যেরূপ উপদেশ দেন, যদি তিনি স্বয়ং তদ্বিপরীত ব্যবহার করেন, তাহা হইলে তাঁহার উপদেশে ছাত্রদিগের শ্রদ্ধা থাকে না, এবং কেহ কেহ হয় ত এরূপও বোধ করিতেপারে যে, উপদেশদানকালে একরূপ এবং কার্য্যকালে অন্যরূপ ব্যবহার করাই বিধেয়। আর শিক্ষক যদি সদা উপদেশানুরূপ ব্যবহার করেন, তাহা হইলে তাঁহার উপদেশে সকলেরই শ্রদ্ধা হয় এবং তাঁহার ব্যবহার দেখিয়া সকলে তদনুকরণে প্রবৃত্ত হয়। মনুষ্যমাত্রেরই একটী অনুকরণবৃত্তি আছে; সেই বৃত্তির কার্য্য বাল্যকালে বিলক্ষণ দৃষ্ট হইয়া থাকে। অনেকেই দেখিয়াছেন, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বালকেরা বৃদ্ধ ব্যক্তিদিগের গমন ও অঙ্গভঙ্গির অনুকরণ করিয়া আমোদ করিতে থাকে। ফলতঃ বালকেরা পিতা মাতা ও শিক্ষক প্রভৃতির আচরণ দেখিয়া কখন্ কিরূপ ব্যবহার করিতে হয় তাহা শিক্ষা করে; সুতরাং তাহাদিগের যে যে দোষ থাকে বালকদিগেরও প্রায় সেই সেই দোষ ঘটিয়া উঠে। উপদেশদান অপেক্ষা কার্য্যতঃ দৃষ্টান্ত প্রদর্শন সমধিক ফলদায়ক। অতএব গুরুজনের ও পরিবারবর্গের স্বভাব ও ব্যবহার এরূপ হওয়া আবশ্যক যে, কোন অংশে তাহাতে দোষসম্পর্ক না থাকে।

১৩। ত্রয়োদশ, শিক্ষকের সর্ব্বদা সরল ব্যবহার করা আবশ্যক। যে শিক্ষক স্বয়ং কোন বিষয় বা কোন গ্রন্থের কোন স্থানের অর্থ বুঝিতে না পারিলে তাহা ব্যক্ত করিয়া বলেন, সেই শিক্ষকের সরল ব্যবহার প্রকাশ হয় এবং তাঁহার প্রতি ছাত্রগণের ভক্তি ও শ্রদ্ধা বর্দ্ধিত হয়। অনেকে বলেন, এরূপ করিলে ছাত্রগণের নিকট শিক্ষকের গৌরব থাকে না, কিন্তু বিবেচনা করিয়া দেখিলে এ কথা নিতান্ত ভ্রান্তিমূলক বোধ হইবে। বালকেরা যদি জানিতে পারে যে, শিক্ষক আপনার সম্ভ্রম রক্ষার্থ না বুঝিয়া এক

অর্থে আর অর্থ বলিয়া দেন, তবে তাহারা তাঁহাকে অসার ও প্রবঞ্চক বলিয়া ঘৃণা করিবে। কেনই বা না করিবে? প্রবঞ্চনা করিতে গিয়া ধরা পড়িলে কে কোথায় পূজার্হ হইয়া থাকে? সকলেরই ভ্রম হইতে পারে, কেহ অভ্রান্ত নয়, তবে কোন বিষয় জানা না থাকিলে তাহা গোপন করিয়া প্রবঞ্চনা করিবার প্রয়োজন কি? বরং শিক্ষক কোন বিষয় বুঝিতে পারেন নাই ইহা জানিলে কোন কোন বালক তাহা বুঝিবার জন্য সবিশেষ যত্ন করিতে থাকে এবং হয় ত সেই যত্ন শীঘ্র সফল হয়। যে বালক স্বীয় যত্নে সে বিষয়টী বুঝিতে পারিল তাহাকে প্রশংসা করিয়া প্রোৎসাহিত করা কর্ত্তব্য, এরূপ করিলে পাঠ্যবিষয়ের যথার্থ অর্থ সংগ্রহে সকল বালকেরই উৎসাহ ও যত্নবৃদ্ধি হইতে থাকে। অপর, বালকেরা আপনারা কোন বিষয় বুঝিতে অশক্ত হইলে অন্যের নিকট হইতে তাহা বুঝিয়া লইবার চেষ্টা করে, কিন্তু শিক্ষক অযথাভূত অর্থ করিয়া বুঝাইয়া দিলে তাহারা তাহাই সত্য জ্ঞান করে, সুতরাং তাহাদিগের আর যথার্থ অর্থ জানিবার জন্য যত্ন হয় না। ইহাতে কি বালকদিগের অনিষ্ট করা হয় না? অতএব ছাত্রদিগের সহিত শিক্ষকের সদা সরল ব্যবহার করাই বিধেয়। যাহা হউক, যে শিক্ষক শ্রমশীল, পক্ষপাত-শূন্য, সত্যসন্ধ, দয়াবান্, পরহিতৈষী এবং ধর্ম্মশীল হন, তিনিই স্বীয়কর্ম্মে সম্পূর্ণরূপে কৃতকার্য্য হইতে পারেন, সন্দেহ নাই।

শিক্ষাপ্রণালী।

৮। অষ্টম প্রকরণ।

অধ্যাপনার ধারা ও প্রণালী।

১। যে নির্দ্দিষ্ট রীতিতে কোন বিষয়ের উপদেশ দেওয়া যায় তাহাকেই অধ্যাপনার ধারা বা রীতি কহে। অধ্যাপনার রীতিকেও

বিদ্যালয়ে সুশৃঙ্খলা সংস্থাপননিমিত্ত যে সকল বিশেষ ব্যাপার আবশ্যক তৎসমুদায়কে অধ্যাপনার পদ্ধতি বা প্রণালী বলা যায়। কেহ কেহ ধারা ও প্রণালীর এরূপ ভেদ করেন না।

২। প্রথমতঃ, সংযোগাত্মক ও বিভাগাত্মক ভেদে শিক্ষাদানের ধারা দুই প্রকার। কোন একটী দ্রব্যের উপাদানসামগ্রী একত্র করিয়া যেরূপে সেই দ্রব্যের উৎপত্তি হইয়াছে তাহা দেখাইয়া দেওয়া, সরল বিষয় লইয়া উপদেশ দিতে আরম্ভ করিয়া ক্রমশঃ জটিল বিষয়ের উপদেশ দেওয়া, অথবা বিশেষ বিধি অবলম্বন করিয়া সাধারণ বিধি বুঝাইয়া দেওয়াই প্রথমোক্ত ধারার কার্য্য। অপর, কোন পদার্থ লইয়া তাহার উপাদানভূত যে সমস্ত সামগ্রী আছে, তাহা পৃথক্ করিয়া উপদেশ দেওয়া, অথবা সাধারণ বিধি লইয়া বিশেষ বিশেষ স্থলে সেই বিধি প্রয়োগ করা বিভাগাত্মক ধারার কার্য্য। যথা,—কি কি পদার্থ সংযোগে জল উৎপন্ন হয় দেখাইবার জন্য, অম্লকৃৎ ও জলকৃৎ নামে যে দুই গ্যাস আছে, তাহাদিগকে নির্দ্দিষ্ট পরিমাণে একত্র করিয়া জল উৎপন্ন করিয়া বুঝাইয়া দিলে প্রথম ধারানুসারে উপদেশ দেওয়া হয়। অপর, কোন পাত্রে কিঞ্চিৎ জল রাখিয়া বৈদ্যুতাগ্নির সাহায্যে সেই জলকে উক্ত দুই গ্যাসে পরিণত করিয়া যদি দেখান যায়, তাহা হইলে দ্বিতীয় ধারানুসারে উপদেশ দেওয়া হয়। ঘড়ী যন্ত্রের কৌশল বুঝাইবার নিমিত্ত যে যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চক্রাদিতে তাহা নির্ম্মিত হইয়াছে, যদি অগ্রে তাহাদিগের প্রত্যেকের উপযোগিতা বুঝাইয়া দিয়া পরে সমুদায় গুলিকে একত্র করিয়া যেরূপে ঐ যন্ত্রটী চলে তাহা দেখান যায়, তাহা হইলে সংযোগাত্মক রীতিতে উপদেশ দেওয়া হয়। আর যদি একটী ঘড়ী লইয়া ক্রমে ক্রমে তাহার এক একটী অংশ পৃথক্ পৃথক্ করিয়া দেখান যায় তাহা হইলে বিভাগাত্মক রীতিতে উপদেশ দেওয়া হয়। অঙ্ক বিষয়ক শিক্ষাদানকালে, যদি কোন সাধারণ নিয়ম অবলম্বন না করিয়া, প্রথমে সহজ, সামান্য যুক্তি দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন অঙ্ক

কসিয়া সাধারণ নিয়ম অবধারিত করা যায়, তাহা হইলে সংযোগাত্মক ধারা অনুসৃত হয়। আর যদি প্রথমে কোন সাধারণ নিয়ম অবলম্বন করিয়া বিশেষ বিশেষ অঙ্ক সেই নিয়মানুসারে কসা যায়, তাহা হইলে বিভাগাত্মক ধারার অনুসরণ করা হয়। সংযোগাত্মক ধারাতে উপদেশ দিলে বালকেরা আপনারাই সাধারণ নিয়মের যুক্তি নির্ণয় করিতে পারে। কোন বিষয়ের তত্ত্ব নির্ণয় কালে উক্ত ধারাদ্বয়েরই বিলক্ষণ উপযোগিতা আছে, এবং আবিষ্কৃত তত্ত্বের উপদেশ দান কালেও উল্লিখিত দুই ধারাই ব্যবহৃত হইতে পারে। কিন্তু অনেক প্রাকৃতিক নিয়ম ও গণিত শাস্ত্রের অধিকাংশ যুক্তি সংযোগাত্মক ধারা দ্বারাই আবিষ্কৃত হইয়াছে। অতএব প্রথম শিক্ষা দিবার সময়ে এই ধারা অবলম্বন করাই উচিত। জ্যামিতির যে সকল প্রতিজ্ঞা অন্বয়মুখে উপপন্ন হইয়াছে সেই সকল প্রতিজ্ঞাতে সংযোগাত্মক ধারা, আর যে যে প্রতিজ্ঞা ব্যতিরেকমুখে উপপন্ন হইয়াছে সেই সেই প্রতিজ্ঞাতে প্রায়ই বিভাগাত্মক ধারা অনুসৃত হইয়াছে। অন্বয়মুখে উপপন্ন প্রতিজ্ঞার সংখ্যা অপেক্ষাকৃত অধিক, এজন্য জ্যামিতিকে সংযোগাত্মকধারানুগামী শাস্ত্র বলা যায়। বীজগণিতে (সমীকরণাদির প্রশ্ন সমাধান কালে) প্রায়ই বিভাগাত্মক ধারা অনুসৃত হইয়া থাকে এজন্য তাহাকে বিভাগাত্মক-ধারানুগামী শাস্ত্র বলা যায়।

৩। দ্বিতীয়তঃ সোপপত্তিক ও আদেশাত্মক ভেদে শিক্ষাদান ধারা পুনরায় দুই প্রকার হয়। যেরূপে শিক্ষা দিলে উপদিষ্ট বিষয়ের যুক্তি বুঝিয়া ছাত্রেরা আপনারাই তাহা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে এবং তাহাদিগের তর্কশক্তির পরিচালনা হয় তাহাকে সোপপত্তিক ধারা কহে। অপর যখন শিক্ষক মহাশয় যুক্তি ও প্রমাণ না দিয়া বালকদিগকে কতকগুলি নিয়ম অভ্যাস করিতে দেন, এবং বালকেরা শিক্ষকের প্রতি বিশ্বাস করিয়া তিনি যাহা বলেন তাহাই সত্য জ্ঞান করে, তখন আদেশাত্মক ধারাতে শিক্ষা দেওয়া

হয়। এই ধারাতে উপদেশ দিলে বালকদিগের কেবল স্মরণশক্তির চালনা হয় ও শিক্ষকের বাক্যে বিশ্বাস করাই অভ্যাস হইতে থাকে।

এতদ্ভিন্ন যে কয়েকটী ধারা সচরাচর ব্যবহৃত হয়, তাহা পশ্চাল্লিখিত হইতেছে।

৪। প্রশ্নাত্মক ধারা। এই ধারা অনুসারে শিক্ষক প্রশ্ন করেন ছাত্রেরা তাহার উত্তর দেয়। এই ধারাদ্বারা তিনটী কার্য্য সিদ্ধ হয়। প্রথমতঃ যে বিষয়ে উপদেশ দিতে আরম্ভ করা যাইবে উপদেশদানের অগ্রে সেই বিষয় ঘটিত প্রশ্ন করিলে বালকদিগের তাহার কতদূর জানা আছে তাহা বুঝিতে পারা যায়, এবং তাহা বুঝিলে যথাযোগ্য উপদেশ দিতেও পারা যায়। দ্বিতীয়তঃ পাঠদানের মধ্যে মধ্যে প্রশ্ন করিলে বালকদিগকে যে উপদেশ প্রদত্ত হয়, তাহারা তাহা বুঝিতেছে কি না এবং উপদিষ্ট বিষয় তাহাদিগের আয়ত্ত হইতেছে কি না ইহার পরীক্ষা হয় এবং পাঠেও বালকেরা অভিনিবিষ্ট হয়। তৃতীয়তঃ এই ধারাদ্বারা শিক্ষাদান কার্য্যও সুন্দররূপে সম্পন্ন হয়।

৫। আধ্যাহারিক ধারা। এই ধারাতে উপদেশ দিবার সময়ে শিক্ষক স্বীয় বাক্যের কতকগুলি পদ অনুক্ত রাখেন, বালকেরা সেই সকল পদ প্রয়োগ করিয়া বাক্যটী পরিপূর্ণ করে। উক্ত প্রশ্নাত্মক ধারার সহিত এই ধারার যৎকিঞ্চিৎ বৈলক্ষণ্য আছে। ফলতঃ এই দুই ধারাতেই শিক্ষক ও ছাত্র উভয়ে কথোপকথন রীতিতে স্ব স্ব কার্য্য সম্পাদন করিতেছেন, এই রূপ বোধ হয়।

৬। যৌগপদিক বা সমকালিক ধারা। এই ধারাতে সকল বালক মধ্যে মধ্যে এককালে শিক্ষককৃত প্রশ্নের উত্তর দেয় এবং পড়িবার সময়ে সকল বালক একত্র পাঠ করে।

৭। প্রাতিরূপিক ধারা। এই ধারা তিন প্রকারে বিভক্ত, প্রতিরূপাত্মক, দৃষ্টান্তাত্মক, ও বর্ণনাত্মক। যখন যে বিষয়ের উপদেশ দেওয়া যায়, তখন সেই বিষয়টী সুন্দররূপে বালকদিগের

হৃদয়ঙ্গম করিয়া দেওয়াই শিক্ষাদানের মুখ্য উদ্দেশ্য। এই ধারানুসারে সেই উদ্দেশ্য সুন্দররূপে সিদ্ধ হয়। সকল সময়ে সকল বিষয়ের প্রত্যক্ষ হয় না সুতরাং কখন সেই বিষয়ের ছবি দেখাইয়া, কখন তৎসদৃশ বিষয়ের দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়া, কখন বা সেই বিষয়ের যথার্থ বর্ণনা করিয়া উপদেশ দিতে হয়।

৮। ব্যাখ্যানিক ধারা। এই ধারা অনুসারে শিক্ষক মুখে মুখে অবিরত ব্যাখ্যা করিয়া বালকদিগকে উপদেশ দিয়া থাকেন। বালকেরা কিছু জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা করিলে ব্যাখ্যাকালে জিজ্ঞাসা করিতে পারে না, কারণ তাহা করিলে ব্যাখ্যার প্রতিবন্ধক উপস্থিত হয়। ব্যাখ্যা সমাপ্ত হইলে যাহার যে জিজ্ঞাস্য থাকে তিনি তাহা ব্যক্ত করিতে পারেন।

৯। যে ধারাতে বালকদিগকে সমুদায় না বলিয়া দিয়া কৌশল ক্রমে কিঞ্চিৎ ধরাইয়া দিলে তাহারা আপনারাই শিক্ষা করিতে বা সদুত্তর দিতে পারে তাহাকে সূচনাত্মক ধারা বলা যায়। সংযোগাত্মক ধারাকে সূচনাত্মক ধারা বলা যাইতে পারে, কারণ ইহাতে জ্ঞাত বিষয় অবলম্বন করিয়া অজ্ঞাত বিষয়ের জ্ঞান লাভ হয়। কখন্ কি রূপ কৌশলে উপদেশ দিলে সূচনাত্মক ধারাতে উপদেশ দেওয়া হয় তাহা শিক্ষক স্বয়ং বিবেচনা করিয়া স্থির করিবেন। এস্থলে দুই একটী দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইতেছে। যে সকল বালক ভাগহার পর্য্যন্ত অঙ্ক শিক্ষা করিয়াছে তাহাদিগের মধ্যে কোন বালককে, ৪ মণের মূল্য ৮ টাকা হইলে ২৷৷০ মণের মূল্য কত হইবে? এই প্রশ্নটী জিজ্ঞাসা করিলে যদি সে তাহার উত্তর শীঘ্র দিতে না পারে, তবে তাহাকে এককালে উত্তরটী না বলিয়া দিয়া, ৪ মণের মূল্য ৮ টাকা হইলে ১ মণের মূল্য কত হইবে? ১ মণের মূল্য ২ টাকা হইলে ২ মণ ও অর্দ্ধ মণের মূল্য কত হইবে? ইত্যাদি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলে সে আপনিই ফলস্থির করিতে সমর্থ হয়। অথবা এই প্রশ্নে দ্রব্যের ও তন্মূল্যের যে সম্বন্ধ

(অর্থাৎ দ্রব্য যত মণ মূল্য তাহার দ্বিগুণ টাকা) তাহা বুঝাইয়া দিলে সে অনায়াসে ফলস্থির করিতে পারে। অপর, যে বালককে জিজ্ঞাসা এই পদের অর্থ বিশেষ করিয়া বুঝান হইয়াছে সেই বালক যদি পরে পিপাসা পদের অর্থ জিজ্ঞাসা করে, তবে তাহাকে এককালে পিপাসাপদের অর্থ তৃষ্ণা এইরূপ না বলিয়া দিয়া, জিজ্ঞাসা পদের ব্যুৎপত্তি ও অর্থ কি ? এই প্রশ্ন করিতে হয়। জ্ঞা ধাতুর উত্তর ইচ্ছার্থে সন্ পরে অ ও আ প্রত্যয় করিয়া জিজ্ঞাসা পদটী সিদ্ধ হইয়াছে এবং তাহার অর্থ জ্ঞানের ইচ্ছা, সেই বালক যদি এইরূপ উত্তর করে তবে তাহাকে পিপাসা পদের ব্যুৎপত্তি ও অর্থ জিজ্ঞাসা করিলে, সে (নিতান্ত নির্ব্বোধ না হইলে) 'পা' ধাতুর উত্তর ইচ্ছার্থে সন্ পরে অ ও আ প্রত্যয় করিয়া পিপাসা পদটী হইয়াছে এবং তাহার অর্থ পানের ইচ্ছা. এইরূপ উত্তর অনায়াসেই করিতে পারিবে। পরে তাহাকে এরূপ বলিয়া দেওয়া উচিত যে সামান্যতঃ জলপানের ইচ্ছাকেই পিপাসা কহে। শিক্ষক মাত্রেরই সাধ্যানুসারে এই ধারা অবলম্বন করিয়া সদা উপদেশ দিতে চেষ্টা করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। এই ধারাতে উপদেশ দিলে ছাত্রদিগের শিক্ষার শীঘ্র শীঘ্র বিশেষ উন্নতি হইতে থাকে এবং অন্যের মুখাপেক্ষা না করিয়া তাহারা আপনারাই আপনাদিগের শিক্ষার পথ পরিষ্কার করিতে সমর্থ হয়।

১০। উক্ত ধারা সমূহের মধ্যে যদি একাধিক ধারা অবলম্বন করিয়া উপদেশ দেওয়া হয় তবে তাহাকে মিশ্রিত ধারা বলা যায়।

১১। শিশুদিগের শিক্ষাদানে যাঁহাদিগের সবিশেষ পটুতা আছে, তাঁহারা প্রায়ই সংযোগাত্মক এবং সোপপত্তিক ধারায় শিক্ষা দিয়া থাকেন। অলস ও অপটু শিক্ষকেরা প্রায়ই বিভাগাত্মক ও আদেশাত্মক ধারাই অবলম্বন করেন।

১২। সমষ্ট্যাত্মক ও ব্যষ্ট্যাত্মক ভেদে শিক্ষাদান প্রণালী দুই প্রকার হয়। সমষ্ট্যাত্মক প্রণালীতে বহুসংখ্যক বালককে একত্র

করিয়া এককালে এক বিষয়ের উপদেশ দেওয়া যায়। আর ব্যষ্ট্যাত্মক প্রণালীতে এক একটী বালককে স্বতন্ত্র লইয়া উপদেশ দেওয়া হয়।

১৩। বিদ্যালয়ের যে সমস্ত উৎকৃষ্ট বালককে অপর বালকদিগের উপদেশার্থ নিযুক্ত করা যায়, তাহাদিগকে উপশিক্ষক বলে। উপশিক্ষকদ্বারা শিক্ষাদান পদ্ধতিকে ঔপশিক্ষক প্রণালী কহে। ইঙ্গলণ্ডে ১৭৯৮ খৃঃ অব্দে ল্যাঙ্কাষ্টর ও ডাক্তর বেল সাহেব এই প্রণালী প্রবর্ত্তিত করেন, এবং তাঁহারাই ইহার উদ্ভাবক বলিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছেন। কিন্তু ইহার দুইশতপঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে ট্রটজেন্‌ডর্ফ নামক এক ব্যক্তি প্রসিয়ার অন্তর্গত গোল্‌ডবর্গ নগরে এই প্রণালী অনুসারে পাঠ দিতেন। ডাক্তর বেল সাহেব যে রূপে এই প্রণালী উদ্ভাবিত করেন তাহা লিখিত হইতেছে। তিনি মান্দ্রাজের সাংগ্রামিক অনাথ আশ্রয়ের অধ্যক্ষ ছিলেন। ১৭৯১ খৃঃ অব্দে এক দিবস তিনি মালাবারস্থ বিদ্যালয়ের একটী ছাত্রকে বালির উপর লিখিতে দেখিয়াছিলেন। এইরূপ লেখা অতি সহজ বোধ করিয়া তিনি উক্ত অনাথ আশ্রয়ে তাদৃশ লিখনরীতি প্রবর্ত্তিত করিতে ইচ্ছা করিলেন, কিন্তু শিক্ষক মহাশয় সেই রূপে লেখাইতে অসম্মত হওয়াতে তিনি কয়েকটী উৎকৃষ্ট বালককে শিক্ষাদানে নিযুক্ত করিলেন, এবং তাহারা অন্য অন্য বালককে তাদৃশ লিখন সুন্দররূপে শিখাইতে লাগিল দেখিয়া অতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন এবং তদবধি তাহাদিগকে অন্য অন্য বিষয়েরও শিক্ষা দিতে নিযুক্ত করিলেন। তিনি স্বয়ং উৎকৃষ্ট বালকদিগকে উপদেশ দিয়া তাহাদিগকেই অপর অপর বালকের শিক্ষাদানে নিযুক্ত করিতেন। পরে ইঙ্গলণ্ডে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া ১৭৯৭ খৃঃ অব্দে মান্দ্রাজের অনাথ আশ্রয়ের এক বিজ্ঞাপনী প্রস্তুত করেন এবং তাহাতে উক্ত প্রণালীর ভূয়সী প্রশংসা লিখেন। তৎপরবর্ষে লণ্ডন নগরস্থ সেণ্টবটল্‌ফের বিদ্যালয়ে ঐ প্রণালী প্রবর্ত্তিত করিলেন।

১৪। ছাত্রশিক্ষক প্রণালী। এক্ষণে ইঙ্গলণ্ডে এই প্রণালী

অনুসারে অনেক স্থানে উপশিক্ষকের পরিবর্ত্তে অল্প বেতনভোগী ছাত্রগণ শিক্ষকতায় নিযুক্ত হইতেছেন তাঁহাদিগকে ছাত্র-শিক্ষক কহে। উপশিক্ষক প্রণালীর সহিত এই প্রণালীর প্রভেদ এই যে, উপশিক্ষকেরা বেতনভোগী নন এবং পরে শিক্ষকতায় নিযুক্ত হইবেন বলিয়া শিক্ষাদানে প্রবৃত্ত হন না। ছাত্রশিক্ষকেরা বেতন লইয়া শিক্ষা দেন, এবং পরে শিক্ষকতা কার্য্য করিবেন বলিয়া আপনারা শিক্ষাদানে নিযুক্ত হন। শিক্ষক মহাশয় অন্য সময়ে তাঁহাদিগকে উপদেশ দেন, এবং তাঁহারা বার্ষিক পরীক্ষায় ভালরূপে উত্তীর্ণ হইলে অধিক বেতন পাইবার যোগ্য হন। অবশেষে প্রশংসাপত্র পাইয়া স্বতন্ত্ররূপে শিক্ষকতা কার্য্য সম্পন্ন করিতে অধিকারী হইয়া থাকেন। ছাত্রশিক্ষকদিগকে শিক্ষকতার শিক্ষানবিশ বলা যাইতে পারে।

১৫। গৃহশিক্ষা প্রণালী। এই প্রণালীতে বালকদিগকে গৃহ হইতে কোন কোন বিষয় অভ্যাস করিয়া আসিতে হয়। অপর অপর প্রণালীর সঙ্গে সঙ্গে এই প্রণালীর অনুসরণ করিলে বিশেষ ফললাভ হয়। কিন্তু ইহা নিতান্ত শিশুগণের পক্ষে উপকারী নয়। বালকেরা প্রায়ই সমস্ত দিন বাটীতে থাকে; বিদ্যালয়ে ৪ বা ৫ ঘণ্টা মাত্র থাকিয়া লেখাপড়া শিক্ষা করে। বাটীতে স্নান আহার নিদ্রাদি আবশ্যক কার্য্যে যে সময় অতিবাহিত হয় তদতিরিক্ত অনেক সময় থাকে; বালকেরা সেই সময়ের কিয়দংশ ক্রীড়া আমোদ ব্যায়াম প্রভৃতিতে ব্যয় করিয়া যাহাতে অবশিষ্ট সময় অপব্যয় না করে তাহার উপায় করা অতি কর্ত্তব্য; কেননা তাহারা বিদ্যালয়ে অল্প সময় থাকিয়া যে শিক্ষা প্রাপ্ত হয় তাহা পর্য্যাপ্ত নয়, এবং তাহারা বাটীতে থাকিয়া যদি অন্যায়াচরণ করিয়া নির্বিঘ্নে কালক্ষেপ করিতে পায়, তবে শিক্ষকের নিকট হইতে সদুপদেশলাভে তাদৃশ ফল লাভ হয় না, এইসকল বিবেচনা করিয়া তাহাদিগকে গৃহে থাকিয়া কোন কোন বিষয়ের পাঠাভ্যাস করিতে আদেশ করাই ভাল। সাহিত্য,

ব্যাকরণ, গণিত, ভূগোল, ইতিহাস প্রভৃতির পাঠাভ্যাস, লিখন, পঠন, রচন, সারসঙ্কলন প্রভৃতি প্রায় সকল কার্য্যই বালকেরা গৃহে থাকিয়া সম্পন্ন করিতে পারে। বালকেরা গৃহে থাকিয়া পাঠাদি যে কার্য্য যে রূপে সম্পন্ন করিবে, শিক্ষক অগ্রে তাহাদিগকে তাহার উপদেশ দিবেন, এবং তাহারা বিদ্যালয়ে আসিয়া তাহাদিগের গৃহসম্পাদিত কার্য্যসকল শিক্ষককে নির্দ্ধারিত সময়ে দেখাইবে, শিক্ষক তাহাদিগকে সেই সকল কার্য্যের দোষগুণ বুঝাইয়া দিবেন। গৃহে বালকেরা সাহিত্যাদি শাস্ত্রের যে যে বিষয় অবলম্বন করিয়া আলোচনা করিবে তাহা পরে লিখিত হইল।

কঠিন পদসকলের ব্যুৎপত্তি ও বর্ণবিন্যাস করণ, পদার্থ ও বাক্যার্থ সংগ্রহ, অর্থবোধপূর্ব্বক আবৃত্তি, সারসঙ্কলন, পঠিত-বিষয়হইতে (যথাসম্ভব) নীতিউদ্ধার বা উপদেশসংগ্রহ, অনুবাদ, রচনা প্রভৃতি সাহিত্য ঘটিত কার্য্য গৃহে করাই বিধেয়।

লক্ষণ সকলের অর্থ বুঝিয়া অভ্যাস করণ বা লিখন, একজাতীয় সূত্র সকল একত্র সঙ্কলন, (যথা সংস্কৃত ব্যাকরণের গুণ-ঘটিত, বা বৃদ্ধিঘটিত বা ইমঘটিত সূত্র সকল একত্র করণ,) নির্দ্দিষ্ট বাক্যের মধ্যে বিশেষ্য বিশেষণাদি পদসকল বিশেষ বিশেষ চিহ্ন দ্বারা নির্দ্দেশ করিয়া লিখন, নির্দ্দিষ্ট বাক্যের বা সূত্রের পদান্বয় করণ প্রভৃতি ব্যাকরণ ঘটিত কার্য্য করাই বিধেয়।

গণিতের লক্ষণ ও নিয়ম বুঝিয়া অভ্যাস করণ ও লিখন, কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট অঙ্কের ফল স্থির করণ, নিয়মসকল সপ্রমাণকরণ, জ্যামিতির প্রতিজ্ঞার উদ্দেশ্য সকল যথাক্রমে অভ্যাস করণ ও লিখন, এক বিষয় ঘটিত প্রতিজ্ঞা সকল একত্র সঙ্কলন, অতিরিক্ত প্রতিজ্ঞা উপপন্নকরণ প্রভৃতি গণিতঘটিত কার্য্য গৃহে করাই বিধেয়।

মানচিত্র-অঙ্কন, লক্ষণ সকলের অর্থ-বোধ পূর্ব্বক অভ্যাস করণ ও লিখন, মানচিত্র দেখিয়া দেশবিশেষের যথাযথবর্ণন (অর্থাৎ এক দেশের সহিত অন্যদেশের তুলনা করণ, দেশের সীমা, নগর,

নদী, পর্ব্বতাদি, ও প্রাকৃতিক ধর্ম্মের বর্ণন) ইত্যাদি ভূগোল ঘটিত কার্য্য করাই বিধেয়।

সমুদায় পাঠের সারসঙ্কলন, এক এক ঘটনার বা ব্যক্তির বিশেষ বর্ণন, প্রধান প্রধান ঘটনার সময় নির্দ্ধারণপূর্ব্বক শ্রেণীবন্ধন, রাজাদিগের সময়, রাজত্বকাল, রাজ্যের ঘটনা ও কার্য্য প্রভৃতি নির্ণয় করিয়া তালিকা প্রস্তুত করণ, এক ব্যক্তির সহিত অন্য ব্যক্তির বা এক শতাব্দীর সহিত অন্য শতাব্দীর, বা এক রাজ্যের সহিত অন্য রাজ্যের তুলনা করণ, প্রভৃতি ইতিহাস ঘটিত কার্য্য করাই বিধেয়।

যে যে বিষয় ঘটিত যে যে কার্য্য করা বিধেয় বলিয়া উক্ত হইল সেই সেই বিষয় ঘটিত সেই সেই কার্য্য যে এককালে করিতে হইবে এমন নয়। শিক্ষক মহাশয়েরা বালকদিগের ব্যুৎপত্তি ও শক্তি বুঝিয়া তাহাদিগকে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন কার্য্য করিতে আদেশ করিবেন।

১৬। পূর্ব্বোক্ত কয়েকটী প্রণালী ভিন্ন ডেভিড ষ্টো সাহেব কর্ত্তৃক উদ্ভাবিত আনুষ্ঠানিকী প্রণালী, পেষ্টালজিপ্রণীত পেষ্টালজীয় প্রণালী ও শিশু-বিদ্যালয়-প্রণালী আছে। আনুষ্ঠানিকী প্রণালীতে প্রায় বাচনিকপ্রতিরূপদ্বারা উপদেশ প্রদত্ত হয় এবং শিক্ষক কেবল উপদেশ দিয়া ক্ষান্ত হন না, যাহাতে ছাত্রগণ উপদেশানুরূপ কার্য্যের অনুষ্ঠান করে তাহাতেই সবিশেষ যত্ন করেন। এই প্রণালীর বিষয় পর প্রকরণে বিশেষ করিয়া উল্লেখ করা যাইবে। পেষ্টালজীয় প্রণালীতে পদার্থ, চিত্র, ও বাচনিক উপদেশ দ্বারা শিক্ষা দেওয়া যায়; এবং যাহাতে পদার্থ প্রত্যক্ষ করিয়া ছাত্রেরা তদ্‌গুণ নির্ণয়ে ও বর্ণনে সমর্থ হইতে পারে এরূপ চেষ্টা করা হয়। শিশু-বিদ্যালয়-প্রণালীতে শিক্ষক শিশুগণকে সদা আনন্দিত রাখিয়া উপদেশ দেন। শিশুগণ আনন্দের সহিত বৃত্তিসকলের পরিচালনা করিয়া সুনীতি অভ্যাস করে ইহাই এই প্রণালীর প্রকৃত

উদ্দেশ্য। ৪ বা ৫ বৎসর বয়স্ক শিশুদিগকে গৃহমধ্যে বদ্ধ রাখিয়া অনর্থক কতকগুলি নিয়ম ও পাঠ অভ্যাস করান অপেক্ষা তাহাদিগকে অনাবৃত স্থানে ক্রীড়া করিতে দেওয়া ভাল, এবং ক্রীড়ার উপকরণ সামগ্রী লইয়া উপদেশ দেওয়াই বিধেয়।

শিক্ষাপ্রণালী।

৯। নবম প্রকরণ।

অনুষ্ঠানিকী প্রণালীর বিবরণ।

১। অন্য অন্য প্রণালী অনুসরণ করিয়া শিক্ষকেরা ছাত্রবর্গকে কোন্‌টী সৎ কোন্‌টী অসৎ, কোন্‌টী ন্যায় কোন্‌টী অন্যায় ইহার উপদেশ দেন। কিন্তু এরূপ উপদেশ দিলেই শিক্ষকের কার্য্য সম্পন্ন হয় না। সদুপদেশদান শিক্ষকের যেমন কর্ত্তব্য ছাত্রগণ যাহাতে সেই উপদেশানুসারী হয় তদুপায় করাও শিক্ষকের তেমনি কর্ত্তব্য। যাহাতে ছাত্রেরা দৃশ্যতঃ শ্রীমান্, কার্য্যতঃ বুদ্ধিমান্ ও নীতিমান্ হয় এরূপ চেষ্টা করা শিক্ষকের অতীব কর্ত্তব্য। শিক্ষকেরা এই প্রণালী অনুসরণ করিয়া কেবল উপদেশ দিয়াই ক্ষান্ত থাকেন না যাহাতে ছাত্রেরা উপদেশের মর্ম্ম বুঝিয়া তদনুসারে কার্য্যানুষ্ঠান করে তাহার বিশেষ চেষ্টাও করিয়া থাকেন, এ জন্য এই প্রণালীর নাম আনুষ্ঠানিকী প্রণালী হইয়াছে। এই প্রণালীর উদ্দেশ্য সুসিদ্ধ করণার্থ পশ্চাল্লিখিত বিষয়গুলি তাহার প্রধান অঙ্গ বা সহায় বলিয়া স্বীকার করা হইয়াছে।

১। বহুজনসহানুভূতি।

২। বাচনিক প্রতিরূপপ্রদর্শন।

৩। নীতি শিক্ষা ও আচরণ।

১। বহুজনসহানুভূতি।

২। সমবয়স্ক ও সমব্যবসায়ী ব্যক্তিদিগের মধ্যে পরস্পরের যে সমদুঃখসুখতাবোধ তাহাকেই বহুজনসহানুভূতি বলা যায়। বালকেরাও সেই বোধ-পরতন্ত্র হইয়া সমবয়স্ক বালকদিগের কার্য্যের বা মতের যেরূপ অনুমোদন করিয়া তদনুগামী হয়, অন্যের কার্য্যের বা মতের সেরূপ অনুমোদন করিয়া তদনুগামী হয় না; অতএব যাহাদিগের বয়স ও ব্যুৎপত্তি প্রায়ই সমান সেই সকল বালককে একত্র করিয়া উপদেশ দেওয়াই বিহিত। পরস্পর এক ভাবাপন্ন বালকদিগের মধ্যে যে এইরূপ প্রবল সহানুভূতি জন্মে তদ্দ্বারা ইষ্ট অনিষ্ট দুইই ঘটিতে পারে। যদি অধিকাংশ বালক শান্ত ও সুশীল হয় তবে তাহাদিগের দেখাদেখি অন্য অন্য বালকেরাও শান্ত ও সুশীল হইয়া উঠে। অপর, বহুবালক অশান্ত ও অসৎ হইলে আর আর বালকেরাও তাহাদিগের সঙ্গে থাকিয়া অশান্ত ও অসৎ হইতে থাকে। শিক্ষক যদি নিজ দক্ষতা প্রকাশপূর্ব্বক ছাত্রগণের এই সহানুভূতিকে সদা সৎপথে চালিত করিতে পারেন তাহা হইলে সেই সহানুভূতি শিক্ষাকার্য্যের প্রবল সহায় হয়, অন্যথা তাহা প্রবল অন্তরায় হইয়া উঠে। ছাত্র ও শিক্ষক পরস্পর পরস্পরের প্রতি অনুরক্ত হইলে উভয়েরই কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন হইতে থাকে। কিন্তু ছাত্রেরা শিক্ষকের প্রতি অনুরক্ত না হইলে তাহারা পরস্পর সহানুভূতিনিবন্ধন দলবদ্ধ হইয়া সময়ে সময়ে তাঁহাকে অগ্রাহ্য করিতে এবং অশেষবিধ বিরুদ্ধাচরণ করিতেও লজ্জাবোধ করে না।

৩। বহুজন সহানুভূতির যে কি চমৎকার শক্তি তাহা অনেকে অবগত আছেন। কি রাজনীতি, কি ধর্ম্মনীতি, যে বিষয়ে হউক, কি পুণ্য কর্ম্ম, কি পাপ কর্ম্ম, যে কর্ম্মে হউক, বহুজন একত্র হইলেই তাহার গৌরববৃদ্ধি হইয়া থাকে। উপদেশ অপেক্ষা

দৃষ্টান্তের বলবত্তা স্বীকার করা যায়; কিন্তু এতদুভয়ের বল অপেক্ষা সহানুভূতির অধিক বল দেখা যায়। বহুলোক একত্র হইয়া অতি গর্হিত ও ঘৃণিত কার্য্য করিলেও তাহাদিগের মধ্যে কেহ তজ্জন্য বিশেষ লজ্জা বা ক্ষোভ প্রকাশ করে না। যে স্থানে বহু প্রবঞ্চক ও মদ্যপায়ী লোক দেখিতে পাওয়া যায়, সে স্থানে অনেক প্রবঞ্চক ও মদ্যপায়ী আপন আপন কার্য্য নৈপুণ্য প্রকাশ করিয়া আত্মশ্লাঘা করে। অপর, যদি কোন বক্তা বা ধর্ম্মোপদেশক যাজক সভায় বা ভজনালয়ে উপস্থিত হইয়া সেই স্থান এককালে বহুজনাকীর্ণ দর্শন করেন তবে তাঁহার মনে যে কি অপূর্ব্ব ভাবের আবির্ভাব হয় তাহা বলা যায় না। অসংখ্য লোক সমাগত সন্দর্শন করিয়া সেই সেই ব্যক্তির যত্ন, ও উৎসাহ, যে কত বর্দ্ধিত হইতে থাকে এবং শ্রোতৃবর্গেরও যে কত উৎসাহ হয় তাহা বাক্যের দ্বারা প্রকাশ করা যায় না। অপর যদি সেই বক্তা ও যাজক স্ব স্ব নির্দ্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত হইয়া সেই সেই স্থান জনশূন্যপ্রায় দর্শন করেন তাহা হইলে তাঁহারা শূন্যহৃদয় হইয়া এককালে নিরুৎসাহ হন, তাঁহাদিগের আর সেরূপ আগ্রহ থাকে না।

২। বাচনিকপ্রতিরূপপ্রদর্শন।

৪। পরীক্ষা, তুলনা-করণ, সাদৃশ্য-নির্ণয়, বাচনিক বর্ণনা প্রভৃতি উপায় দ্বারা ছাত্রদিগের চিত্তপটে উপদিশ্যমান বিষয়ের প্রতিরূপ দৃঢ়রূপে নিবদ্ধ করাকে বাচনিকপ্রতিরূপপ্রদর্শন বলা যায়। পেষ্টালজি প্রথমে দ্রব্য ও প্রতিরূপ অবলম্বন করিয়া বালকদিগকে উপদেশ দিতে আরম্ভ করেন, আনুষ্ঠানিকী প্রণালীতে তদতিরিক্ত বাচনিকপ্রতিরূপ-প্রদর্শন অবলম্বিত হইয়াছে। যে রূপে হউক অগ্রে ভাব সকল সুন্দর-রূপে বালকদিগের হৃদয়ঙ্গম করিয়া দেওয়াই উচিত। অর্থবোধপূর্ব্বক পদ অভ্যাস করানই বিহিত। অতএব প্রত্যেক পদের অর্থ বুঝাইবার

জন্য এই প্রণালীতে সদৃশ্যনির্ণয়, সহজ দৃষ্টান্ত প্রদর্শন, প্রশ্নাত্মক ও আধ্যাহারিক ধারার অনুসরণ ও ছাত্রদিগের যৌগপদিক উত্তর শ্রবণ প্রভৃতি নানা উপায় অবলম্বিত হয়। এই সকল উপায়দ্বারা ছাত্রদিগকে বুদ্ধিবৃত্তি প্রভৃতির পরিচালনায় বিশেষ উত্তেজিত করা হয় এবং তাহাদিগকে হঠাৎ কোন বিষয় না বলিয়া দিয়া সূচনাত্মক ধারানুসারে যাহাতে তাহাদিগের মন হইতে ভাব সকল বিনিঃসৃত হয় তাহার চেষ্টা করা হইয়া থাকে।

৩। নীতিশিক্ষা ও আচরণ।

৫। নীতিবিষয়ক উপদেশ গ্রহণ, অনিয়ন্ত্রিত হইয়া কার্য্য করণকালে সেই সকল উপদেশের অনুসরণ ও শিক্ষকের আজ্ঞানুবর্ত্তিতা, বিদ্যালয়ে এই তিনটী বিষয় সুসিদ্ধ হইলেই বালকদিগের নীতিশিক্ষা সুসম্পন্ন হয়। এই প্রণালী অনুসারে খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বী বালকবালিকাদিগের বিদ্যালয়ে ধর্ম্মপুস্তক (বাইবেল) অবলম্বন করিয়াই ধর্ম্ম ও নীতি-বিষয়ক উপদেশ প্রদত্ত হইয়া থাকে। কিন্তু ভারতবর্ষীয় অধিকাংশ বিদ্যালয়ে বাইবেল প্রচলিত না থাকা প্রযুক্ত সেই সকল বিদ্যালয়ে কথাচ্ছলে, যথাযথ ঘটনাবর্ণন, উৎকৃষ্ট বালকবালিকাদিগের চরিতাখ্যান, কুক্রিয়ার দোষোদ্ঘাটন প্রভৃতি উপায়দ্বারা নীতিঘটিত উপদেশ প্রদত্ত হইয়া থাকে। শিক্ষক ছাত্রদিগের নিকটে গল্পাদির যথাযথ বর্ণন করিবেন ছাত্রেরা তাহা শ্রবণ করিয়া নীতিউদ্ধারপূর্ব্বক আপনাদিগের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য অবধারণ করিবে, শিক্ষক মহাশয়েরা, ধর্ম্মঘটিত কোন সম্প্রদায় বিশেষের মত অবলম্বন না করিয়া, ঈশ্বরের অস্তিত্বস্বীকার, গুণকীর্ত্তন, তাঁহার প্রতি ভক্তি ও শ্রদ্ধা প্রকাশ, তাঁহার নিয়মনির্দ্ধারণ ও তৎপ্রতিপালন প্রভৃতি ধর্ম্ম্য কার্য্য অবশ্য বরণীয়, এরূপ উপদেশ দিলে, এবং সেই সেই

কার্য্যে ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ভুক্ত বালকদিগকে প্রবর্ত্তিত করিলে কোন সম্প্রদায়ের লোকের বিশেষ বিরক্তি জন্মিবার সম্ভাবনা থাকে না। অপর, সত্যকথন, সরল ব্যবহার, উৎকৃষ্টের প্রতি ভক্তি, নিকৃষ্টের প্রতি দয়া, পরানিষ্টচিন্তা-পরিত্যাগ, সাধ্যমত পরোপকারসাধন, অকপটভাবে বিনয়নম্র ও মধুর বচনে সকলের চিত্ত আকর্ষণ প্রভৃতি সামাজিক ধর্ম্ম অবশ্য প্রতিপালনীয় এরূপ উপদেশ দিয়া যথাবিহিত কার্য্যে ছাত্রবর্গকে প্রবর্ত্তিত করিলে কেহ কোন দোষারোপ করিবার প্রকৃত অবসর পাইবেন না।

৬। শিক্ষকপ্রদত্ত নীতিউপদেশ গ্রহণ করিয়া ছাত্রেরা কার্য্যকালে তদনুসরণ করে কি না ইহা জানিবার জন্য, ক্রীড়াভূমিতে তাহারা নিরঙ্কুশ হইয়া কি রূপ আচরণ করে তাহা দর্শন করা অতিশয় আবশ্যক। অতএব ক্রীড়াভূমি বিদ্যালয়ের একটী প্রধান উপকরণ বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। ক্রীড়াভূমির বিষয় পরে লেখা যাইবে।

৭। বিদ্যালয়ে সুশৃঙ্খলা সংস্থাপন জন্য কতকগুলি নিয়ম নির্দ্ধারিত করা আবশ্যক, কিন্তু নির্দ্ধারিত নিয়মসকল সদা প্রতিপালিত না হইলে কখনই সে উদ্দেশ্য সুসিদ্ধ হয় না। অতএব আনুষ্ঠানিকী প্রণালীর এই একটী প্রধান নিয়ম যে যদি, কখন কোন নিয়ম বা শিক্ষকের কোন আদেশ উপেক্ষিত বা সম্পূর্ণরূপে প্রতিপালিত না হইয়া কথঞ্চিৎ রূপে প্রতিপালিত হয় তবে যে পর্য্যন্ত সেই নিয়ম বা আদেশ যথাবিহিতরূপে প্রতিপালিত না হয় সে পর্য্যন্ত এককালে শিক্ষাকার্য্য রহিত থাকে।

৮। সংক্ষেপতঃ, সাদৃশ্য ও সুখবোধ দৃষ্টান্ত প্রদর্শনদ্বারা ভাবসকলের বাচনিক প্রতিরূপ ছাত্রবর্গের চিত্তপটে নিবদ্ধ করা, এককালীন পাঠ ও উত্তরদান, এক বিষয় ঘটিত বিবিধ প্রশ্নকরণ, অসম্পূর্ণ বাক্যের সম্পূরণ, ক্রীড়াভূমি ও বিদ্যালয়াদিতে ছাত্রদিগের আচরণের সমালোচন, ক্রীড়ার সময়ে ও পাঠের মধ্যে মধ্যে

ব্যায়ামশিক্ষা ও অঙ্গসঞ্চালন, এই গুলি এই প্রণালীর প্রধান অঙ্গ, এবং এই প্রণালীতে ছাত্রদিগের স্থানপরিবর্ত্তন, পারিতোষিক দান, শারীরিক শাস্তিপ্রদান বা ভয়প্রদর্শন প্রভৃতি কিছুমাত্র অনুষ্ঠেয় নয়। এই প্রণালীতে শারীরিকশিক্ষা, নীতিশিক্ষা ও বুদ্ধিবিষয়ক শিক্ষা প্রদত্ত হয় এবং ছাত্রবর্গের মানসিক ও শারীরিক স্বাস্থ্যের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি থাকে এবং যাহাতে তাহাদিগের অসদভ্যাস নিবারিত ও সদভ্যাস বদ্ধমূল হয় তদ্বিষয়ে শিক্ষকদিগের বিশেষ যত্ন থাকে।

৯। সোপানমঞ্চে বহুবালককে একত্র লইয়া এবং সকলকে সুস্থির ও পাঠে সমনস্ক রাখিয়া উপদেশদান অতি কঠিন কর্ম্ম, তাহাতেই শিক্ষকের শিক্ষানৈপুণ্য ও উপদেশদানদক্ষতা বিশেষ রূপে প্রকাশ পায়, অতএব পরে সোপানমঞ্চের বিষয়ও লিখিত হইবে।

শিক্ষাপ্রণালী।

১০। দশম প্রকরণ।

ক্রীড়াভূমি।

১। বিদ্যাগৃহে থাকিয়া শিক্ষাকালের মধ্যে মধ্যে অবকাশ পাইলে বালকেরা যদি ক্রীড়াভূমিতে গিয়া প্রত্যহ ক্রীড়া করে, তবে তদ্দ্বারা যে, কেবল তাহাদিগের পাঠে আমোদ হয়, পবিত্র বায়ু-সেবনাদিদ্বারা শরীরের পুষ্টি হয়, এবং ইন্দ্রিয়ের চালনাদ্বারা জ্ঞানোপার্জ্জন হয় এমন নয়, ক্রীড়া-ভূমিতে বালকেরা যেরূপ আচরণ করে তাহা যত্ন পূর্ব্বক দর্শন করিলে তাহাদিগের মধ্যে কাহার

কেমন স্বভাব ও চরিত্র তাহা অনায়াসে অবগত হওয়া যায়, এবং বালকেরা বিদ্যালয়ে থাকিয়া যে যে উপদেশ প্রাপ্ত হয় তদনুসারে কার্য্য করে কি না তাহাও জানিতে পারা যায়। বিদ্যাগৃহে বদ্ধ থাকিয়া বালকেরা আপন আপন ইচ্ছানুসারে কার্য্য করিতে পারে না সুতরাং তাহাদিগের স্বভাবেরও সুন্দর পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায় না। কিন্তু বিদ্যামন্দিরহইতে বিনির্ম্মুক্ত হইয়া যখন তাহারা ক্রীড়া ভূমিতে নিরঙ্কুশ রূপে আপন আপন ইচ্ছানুসারে চলিবার অবসর পায় তখন তাহাদিগের পূর্ব্বাবরুদ্ধ বাসনা ও প্রবৃত্তি প্রকাশিত হইয়া তাহাদিগেরই স্বভাবের সুন্দর পরিচয় প্রদান করিতে থাকে। লোকের সহিত ব্যবহার না করিলে যে রূপ তাহাদিগের স্বভাব জানা যায় না, সেই রূপ ক্রীড়াভূমিতে স্বাধীন থাকিয়া বালকেরা যে রূপ আচরণ করে তাহা দর্শন না করিলে তাহাদিগের স্বভাবের সুন্দর পরিচয় পাওয়া যায় না। লোকে সংসারে লিপ্ত হইয়া যে যে কারণের ও অভিপ্রায়ের বশীভূত হইয়া চলে, বালকেরাও ক্রীড়াভূমিতে সেই সেই কারণের ও অভিপ্রায়ের বশীভূত হইয়া চলে। অন্য লোকে যে রূপ বিবেচনা করেন করুন; বালকেরা তাহাদিগের ক্রীড়ার উপকরণ সামগ্রী অতি সামান্য ও অকিঞ্চিৎকর বোধ করে না। প্রকৃত গৃহ-দ্রব্যাদিতে লোকের যেরূপ মমতা এবং সেই সকল দ্রব্যের অপচয় হইলে তাহাদিগের যাদৃশ ক্ষোভাদি উপস্থিত হয় ক্রীড়ার গৃহাদিতেও বালকদিগের সেই রূপ মমতা এবং সেই সকল ক্রীড়া-দ্রব্যের কোন বিঘটন হইলে তাহাদিগেরও তাদৃশ ক্ষোভাদি উপস্থিত হয়। অতএব বালকেরা যদি ক্রীড়াভূমিতে সর্ব্বদা সদভি-প্রায়প্রেরিত হইয়া কার্য্য করে, কখনই অসদভিপ্রায়ের বশবর্ত্তী না হয়, এবং এই রূপে যদি ধর্ম্ম্য অভিপ্রায়ের অধীন হইয়া কার্য্যকরা তাহাদিগের দৃঢ় অভ্যাস হয়, তবে যখন তাহারা সংসার কার্য্যে লিপ্ত হইবে তখন অসৎ অভিসন্ধি পরতন্ত্র হইয়া সৎপথ পরিত্যাগ করিতে কোনক্রমে তাহাদিগের প্রবৃত্তি জন্মিবে না।

২। শিক্ষকের নিকট উপদেশ গ্রহণ করিয়া কর্ত্তব্য অকর্ত্তব্য, ন্যায় অন্যায়, সৎ অসৎ বিবেচনা করিতে পারিলেই যে উপদেশের ফললাভ হয় এমত নয়, কার্য্যকালে উপদেশ অনুসারে চলিয়া কর্ত্তব্যের অনুষ্ঠান ও অকর্ত্তব্যের অননুষ্ঠান করিলে, ন্যায়ের আদর ও অন্যায়ের অনাদর করিলে এবং সৎ কর্ম্মে রত ও অসৎ কর্ম্মহইতে বিরত হইলে উপদেশের প্রকৃত ফল লাভ হয়; অন্যথা কার্য্যবিজ্ঞ না হইয়া কেবল বচনবিজ্ঞ হইলে বিশেষ ফল হয় না। শিক্ষক সদুপদেশ দিবেন বালকেরা তদনুসরণ করিবে, বালকেরা যদি শিক্ষকের উপদেশের অনুগামী হইয়া না চলে তবে শিক্ষকের কি দোষ হইতে পারে? যাঁহারা এ কথা বলেন তাঁহারা শিক্ষকের প্রকৃত কর্ত্তব্য অবগত নন। উপদেশ দান মাত্রেই শিক্ষকের কার্য্য সুসম্পন্ন হয় না। ক্ষেত্রে বীজ বপন করিলেই কি কৃষকের কর্ম্ম শেষ হয়? যাহাতে সেই বীজ সুরক্ষিত হয়, যাহাতে তাহার অঙ্কুর হয়, যাহাতে সেই অঙ্কুর সুরক্ষিত ও বর্দ্ধিত হইয়া পুষ্প ও ফল প্রসব করে এবং যাহাতে সেই ফল সুপক্ক হয় সে চেষ্টা করা কি কৃষকের কর্ম্ম নয়? সদুপদেশ দান করা শিক্ষকের যেমন একটী কর্ম্ম যাহাতে ছাত্রেরা কার্য্যকালে সেই উপদেশের অনুষ্ঠান করে এমত চেষ্টা করাও শিক্ষকের তেমনি একটী কর্ম্ম, কেননা কার্য্যকালে অনুষ্ঠিত না হইলে কোন উপদেশই সফল হয় না। বিদ্যাগৃহে থাকিয়া বালকেরা শিক্ষকের নিকট যে উপদেশ প্রাপ্ত হয়, যদি তৎপরক্ষণেই ক্রীড়াভূমিতে গিয়া তদ্বিপরীত আচরণ করে, এবং সেই বিপরীত আচরণ নিবারিত না হয়, তবে ক্রমশঃ তাহাদিগের কুব্যবহার বদ্ধমূল হইতে থাকে, এবং কার্য্যকালে উপদেশের অনুসরণ করা যে কর্ত্তব্য তাহাদিগের এতাদৃশ সংস্কারও জন্মে না; বরং শিক্ষকের নিকট উপদেশ গ্রহণ কালে একরূপ ও অন্যত্র অন্যরূপ ব্যবহার করা শ্রেয়ঃ এরূপ সংস্কার জন্মে। বালকগণের মনে এতাদৃশ সংস্কার বদ্ধমূল হইলে প্রভূত অনিষ্ট উৎপন্ন হয় সন্দেহ নাই।

৩। বালকদিগের কার্য্য ও আচরণের প্রতি সর্ব্বদা দৃষ্টি রাখিয়া এবং তাহাদিগের সহিত বয়স্যভাবে কথোপকথন ও ক্রীড়াদি করিয়া তাহাদিগের মনের ভাব অবগত হওয়া শিক্ষকের উচিত। কোন্ বালকের কিরূপ স্বভাব এবং কাহার কি রূপ আচরণ তাহা জানিলে কাহার প্রতি কখন্ কোন্ বিষয়ের কিরূপ উপদেশ দিলে তাহার সবিশেষ উপকার হয় ইহা শিক্ষক অনায়াসে বুঝিতে পারেন এবং তদনুসারে কার্য্যও করিতে পারেন। শিক্ষক ক্রীড়াভূমিতে সর্ব্বদা বালকগণের নিকট উপস্থিত থাকিলে যে কত উপকার হয় তাহা বলা যায় না। ক্রীড়াভূমিতে উপস্থিত থাকিলে তিনি তাহাদিগের কুপ্রবৃত্তি নিবারণ ও সৎপ্রবৃত্তি বিধান করিতে এবং তাহাদিগের মধ্যে বিবাদাদি ঘটিবার কারণ অগ্রে জ্ঞাত হইয়া তন্নিবারণ চেষ্টা করিতে সমর্থ হন, আর সামাজিক সহানুভূতির চালনাদ্বারা তাহাদিগকে পরস্পর প্রণয়বদ্ধ করিতেও পারেন। এই সংসারে লোকসকল পরস্পর এরূপ সম্বন্ধ যে এক ব্যক্তির কার্য্য দ্বারা কোন না কোন প্রকারে তৎপ্রতিবেশিগণের সুখদুঃখের হ্রাসবৃদ্ধি হয়, অতএব ক্রীড়াভূমিতে বালকদিগের সহানুভূতির সম্যক্ চালনা হইলে তাহাদিগের চরিত্রদোষ অনেক নিবারিত হয় এবং তাহাদিগের সুখের বৃদ্ধিও হইতে থাকে। এই রূপে বাল্যাবধি যাহাদিগের সহানুভূতি দয়া প্রভৃতি উৎকৃষ্ট মনোবৃত্তি সকলের চালনা হয়, তাহাদিগের চরিত্র উত্তরোত্তর সুনির্ম্মল হইতে থাকে এবং তাহাদিগের দ্বারা পরে জনসমাজেরও সুখসমৃদ্ধি বৃদ্ধি হইতে পারে। অপর, ক্রীড়ার উপকরণ সামগ্রী লইয়া প্রাকৃতিক বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় অনেক বিষয়েরও উপদেশ দেওয়া যাইতে পারে এবং ক্রীড়াভূমিস্থিত কোন বৃক্ষ, লতা, তৃণ, পত্র, পুষ্প, মুকুল বা ফল উপলক্ষ করিয়া অথবা কোন কীট পতঙ্গ, পশু, পক্ষী অবলম্বন করিয়া প্রাকৃতিক ইতিবৃত্ত ঘটিত উপদেশ দেওয়া যাইতে পারে। এই রূপে ক্রীড়ার আনুষঙ্গিক যে যে উপদেশ প্রদত্ত হয়, তাহাতে বালকদিগের বিশেষ আমোদ জন্মে

এবং সেই সেই উপদেশও সুন্দর রূপে বালকদিগের হৃদ্গত হয়। ক্রীড়াভূমিহইতে এই সকল উপকার হইতে পারে বলিয়াই কেহ কেহ ক্রীড়াভূমিকে অনাবৃত বিদ্যালয় কহেন এবং এই নামটী সম্যক্ অন্বর্থও বলিতে পারা যায়।

৪। কেহ কেহ বলেন ক্রীড়ার সময়ে শিক্ষক বালকগণের নিকটে থাকিলে তাহাদিগের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা থাকে না, সুতরাং তাহারা ভণ্ডতপস্বীর ন্যায় কপটাচারী হইয়া উঠে। শিক্ষক যদি ছাত্রগণের সহিত পিতা বা সহোদরের ন্যায় সস্নেহ ব্যবহার না করেন তবে এরূপ হইতে পারে সন্দেহ নাই, কারণ শিক্ষক ছাত্রদিগের সহিত নিষ্ঠুর ও কঠোর ব্যবহার করিলে ছাত্রেরা সর্ব্বদাই তাঁহাকে ভয় করে, সুতরাং ক্রীড়াভূমিতে তাদৃশ শিক্ষক উপস্থিত থাকিলে বালকেরা সদা সভয় অন্তঃকরণে ও বিষণ্ণ বদনে কাল হরণ করে, তাহারা প্রফুল্ল হইয়া ক্রীড়াতে প্রবৃত্ত থাকে না, এবং বালক-স্বভাব-সহচর চঞ্চলতা ও প্রফুল্লতা এককালে অন্তর্হিত হয়। কিন্তু শিক্ষক যদি পরিজনবেষ্টিত সুবিজ্ঞ গৃহস্বামীর ন্যায় সর্ব্বদা ছাত্রগণের সহিত সদয় ব্যবহার করেন, তাহাহইলে কি তাহাদিগের আমোদও সুখ বৃদ্ধি হয় না? পিতা মাতা অথবা সহোদরের সহাস্য বদন অবলোকন করিয়া কোন্ শিশু অধিকতর আহ্লাদিত ও প্রফুল্লচিত্ত না হয়? ক্রীড়াভূমিতে শিক্ষক বালকদিগের নিকট উপস্থিত থাকিলে যদি তাহাদিগের তাদৃশ আমোদ ও প্রফুল্লতা না জন্মে, তবে শিক্ষক তাহাদিগের সহিত যথাযোগ্য ব্যবহার করিতেছেন না, ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। অপর ক্রীড়াভূমিতে বালকেরা কপট ব্যবহার করিলে সেই কপট ব্যবহার অধিকক্ষণ শিক্ষকের অজ্ঞাত থাকে না, বালকেরা হৃদ্গত ভাব গোপন করিয়া রাখিতে তাদৃশ পটু নয়, তাহাদিগের মনোগত ভাব শীঘ্রই ব্যক্ত হইয়া পড়ে। কখন এরূপও হয় যে, যে বালক বিদ্যাগৃহে সর্ব্বদা নির্ব্বোধ ও অলসের ন্যায় প্রতীয়মান হয়, সে ক্রীড়াভূমিতে স্বাধীনতা প্রাপ্ত হইয়া

আপনার স্বাভাবিক চতুরতা ও বুদ্ধিকৌশল প্রকাশ করে, তদ্দর্শনে সেই বালকের বন্ধুমাত্রেরই সাতিশয় আনন্দ অনুভূত হইতে থাকে। অতএব মধ্যে মধ্যে বালকদিগকে আপন আপন ইচ্ছানুসারে কার্য্য করিতে না দিলে তাহারা প্রফুল্লচিত্ত থাকে না এবং তাহাদিগের চরিত্রদোষ সংশোধন ও নীতি শিক্ষাও সুন্দররূপে সম্পন্ন হয় না; এই নিমিত্ত প্রত্যেক বিদ্যালয়ে নানা প্রকার ক্রীড়ার উপকরণ সামগ্রী সহিত এক এক প্রশস্ত ক্রীড়াভূমি থাকা আবশ্যক এবং মধ্যে মধ্যে বালকদিগকে ক্রীড়া করিবার জন্য অবকাশ দেওয়া উচিত। আর ক্রীড়াকালে তাহারা কিরূপ আচরণ করে তাহা জানিবার জন্য তাহাদিগের নিকটে এক জন বালকপ্রিয় ও সুদক্ষ শিক্ষকের থাকা আবশ্যক। বালকবিশেষের বিশেষ গুণ বা দোষ লক্ষিত হইলে তিনি তাহা এক খান পুস্তকে লিখিয়া রাখিবেন, এবং সেই পুস্তকে মধ্যে মধ্যে দৃষ্টিপাত করিয়া বালকদিগের যে সকল দোষ সদা লক্ষিত হয় অগ্রে সেই সকল দোষই সংশোধন করিবেন, এবং তদনুসারে উপদেশ দিবেন। অপর কখন এরূপও ঘটে যে, বালকেরা যে কর্ম্ম করে শিক্ষক তাহা দেখিতে পান, কিন্তু বালকেরা সে সময়ে হয়ত শিক্ষককে দেখিতে পায় না। যদি তাহারা শিক্ষককে দেখিতে পাইত বা শিক্ষক মহাশয় তাহাদিগের কার্য্য দেখিতেছেন ইহা জানিতে পারিত, তাহা হইলে, বোধ হয়, কখনই তাহারা সে কর্ম্ম করিত না। আর শিক্ষক স্বয়ং অলক্ষিত থাকিয়া বালকদিগের যে যে কর্ম্ম দর্শন করেন সেই সেই কর্ম্ম ঘটিত কোন কথা উপস্থিত হইলে কোন্ বালক সত্য কহিল বা কোন্ বালক মিথ্যা কহিল, তিনি তাহা অনায়াসেই জানিতে পারেন এবং তদনুসারে স্বকর্ত্তব্য অবধারণ করিতেও পারেন। এই বিষয়টী উপলক্ষ করিয়া বালকদিগকে এরূপ উপদেশ দেওয়া যাইতে পারে যে, তাহারা যেমন শিক্ষককে দেখিতে না পাইয়া গর্হিত কর্ম্মে রত হয়, নির্ব্বোধ ব্যক্তিরা, সেইরূপ পরমেশ্বরকে প্রত্যক্ষ করিতে না পারিয়া তিনি

তাহাদিগের কোন কর্ম্ম জানিতে পারিবেন না এই বোধে অসৎকর্ম্ম করে। অপর, শিক্ষক যেরূপ মধ্যে মধ্যে অলক্ষিত থাকিয়া বালকদিগের সকল কার্য্য দর্শন করেন, এবং আপন আপন কার্য্যানুরূপ তাহাদিগেব প্রশংসা বা তিরস্কার, পুরস্কার বা দণ্ড করেন, পরমেশ্বরও সেই রূপ লোকের অগোচর থাকিয়া তাহাদিগের কার্য্য দর্শন করেন, এবং সেই কার্য্য অনুসারে পুরস্কার বা দণ্ড বিধান করিয়া থাকেন। তিনি সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বান্তর্যামী; তাঁহার নিকট লোকের কোন অভিপ্রায় বা মনোগত ভাব অবিদিত নাই; অতএব কাহার কথনই কুকর্ম্ম করা বা কুমতিকে হৃদয়ে স্থান দেওয়া উচিত নয়।

৫। ক্রীড়া সমাপ্ত হইলে বালকেরা যখন বিদ্যাগৃহে আসিবে তখন তাহারা এককালে স্ব স্ব শ্রেণীতে না গিয়া একটী নির্দ্দিষ্ট স্থানে সারি দিয়া দাঁড়াইবে এবং শিক্ষক তাহাদিগের শরীর ও পরিধেয় বস্ত্রাদি পরিষ্কৃত আছে কি না তাহা দেখিবেন, কোন বালককে কখন অপরিষ্কৃত থাকিতে দিবেন না। পরে কিঞ্চিৎ অঙ্গ সঞ্চালন অথবা কোন উৎকৃষ্ট পদ্য পাঠ করাইয়া যথানিয়মে শ্রেণীতে যাইতে আদেশ করিবেন। ছাত্রসংখ্যা ৬০ বা ৭০ অপেক্ষা অধিক হইলে দুই তিন ভাগ করিয়া এই রূপে দর্শন করা আবশ্যক এবং বিদ্যালয়ের কার্য্য আরম্ভ কালেও এই রূপ করা উচিত।

শিক্ষাপ্রণালী।

১১। একাদশ প্রকরণ।

সোপানমঞ্চ।

১। যে উপায়দ্বারা অল্প সময়ে ও অল্প পরিশ্রমে অধিক কর্ম্ম সম্পন্ন হয়, সকলেই যত্ন ও আদর করিয়া সেই উপায় অবলম্বন

করেন। এক্ষণে অনেক বিদ্যালয়ে শিক্ষাকার্য্যের সুবিধার জন্য সোপানমঞ্চ ব্যবহৃত হইতেছে। বসিবার জন্য যে মঞ্চে ক্রমশঃ উন্নত আসন থাকে, তাহাকেই আমরা সোপানমঞ্চ কহি, ইঙ্গরাজী ভাষায় ইহাকে গ্যালরি কহে। যিনি সমষ্ট্যাত্মক প্রণালীতে উপদেশ দিবার অভিলাষ করেন, তাঁহার পক্ষে সোপানমঞ্চ একটী অতি উৎকৃষ্ট সাধন। কিন্তু এই সাধনের ফলোপধায়িতা শিক্ষকের দক্ষতা-সাপেক্ষ। বিদ্যালয়ে সকল উপকরণ সামগ্রী যথেষ্ট পরিমাণে থাকিলেও শিক্ষকের দক্ষতা ব্যতিরেকে সে সকলে কোন উপকার হয় না এবং ছাত্রগণের সুশিক্ষা লাভও সম্ভবে না। সোপানমঞ্চের প্রধান উদ্দেশ্য কি, কি রূপে পাঠ দিলে সেই উদ্দেশ্য সুসিদ্ধ হইতে পারে, এবং তাহাতে কি কি উপকার বা অপকার হইতে পারে, এক্ষণে তাহাই লিখিত হইতেছে।

২। অল্প সময়ে, অল্প পরিশ্রমে অনেকগুলি বালককে সুশিক্ষা-দান এবং বিদ্যালয়ে সুশৃঙ্খলা সংস্থাপন উদ্দেশেই সোপানমঞ্চের সৃষ্টি হইয়াছে। বালকেরা উত্তরোত্তর উন্নত আসনে উপবিষ্ট হইলে এবং শিক্ষক তাহাদিগের সম্মুখে যথাযোগ্য স্থানে থাকিয়া সকলের প্রতি সমান দৃষ্টিপাত করিলে তাহারা কোন প্রকারে অন্য-মনস্ক হইতে পারে না এবং কোন্ ছাত্র কখন্ কি করে শিক্ষক তাহা অনায়াসে জানিতে পারেন। কিন্তু বালকেরা শিক্ষকের সহিত সমতলে উপবিষ্ট থাকিলে সেরূপ হয় না, কারণ ইহাতে সম্মুখস্থ বালক ভিন্ন অপরের প্রতি তাঁহার দৃষ্টি ভালরূপে নিপতিত হয় না। কোন কোন বিদ্যালয়ে বালকেরা সমতলে সমান্তরালে স্থিত বেঞ্চের উপরে উপবেশন করে শিক্ষকও সেই সমতলস্থ এক খান কেদারার উপরে উপবেশন করেন, ইহাতেও তাঁহার দৃষ্টি সকলের প্রতি সমান রূপে পড়ে না। কিন্তু তিনি যদি অপেক্ষাকৃত উন্নত আসনে উপবিষ্ট হন তবে প্রায় সকলের প্রতি তাঁহার দৃষ্টি সমান পড়িতে পারে। অপর, যদি প্রত্যেক বালককে পৃথক করিয়া উপদেশ দিতে হয়,

তাহা হইলে এক একটী বালকের প্রতি শিক্ষক কোনরূপে অধিক ক্ষণ মনোযোগ করিতে পারেন না, কিন্তু তিনি সোপানমঞ্চে উপবিষ্ট সমবয়স্ক ও সমানব্যুৎপন্ন ৫০ বা ৬০ টী বালককে অনায়াসে এককালে উপদেশ দিতে পারেন। এক একটী বালককে পাঁচ মিনিট ব্যাপিয়া পড়াইলে ৬০ টী ছাত্রকে পড়াইতে পাঁচ ঘণ্টা সময় লাগে, কিন্তু যদি সেই ৬০ টী বালককে সোপানমঞ্চে লইয়া একঘণ্টা ব্যাপিয়া উপদেশ দেওয়া যায়, তাহা হইলে অপেক্ষাকৃত অধিক উপকার হয় সন্দেহ নাই। ইহাতে শিক্ষকের চারি ঘণ্টা সময় উদ্বৃত্ত থাকে এবং সেই সময়ে তিনি অন্য কার্য্য করিয়া বিদ্যালয়ে সুশৃঙ্খলা অনায়াসে সংস্থাপিত করিতে পারেন।

৩। সোপানমঞ্চের উদ্দেশ্য সুসিদ্ধ করিবার নিমিত্ত প্রথমে সমবয়স্ক এবং সমানব্যুৎপন্ন বালকগণকে সোপানমঞ্চে উপবেশন করাইয়া উপদেশ দেওয়া উচিত। এই নিয়মের অন্যথা হইলে ফলেরও অন্যথা হয়। যে যে নিয়ম অবলম্বন করিয়া বালকদিগের শ্রেণীবন্ধন করিতে হয়, তাহা চতুর্দ্দশ প্রকরণে উক্ত হইবে, এবং যে যে নিয়মে পাঠ দান করিতে হইবে তাহাও সেই প্রকরণের শেষে লিখিত হইবে। সেই সকল নিয়মের ও সেই প্রকরণোক্ত অধ্যাপনার যুক্তি সকলের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়া শিক্ষা দিলে প্রায়ই তাহা সফল হয়। অতএব এস্থলে অধিক লেখা বাহুল্য, কেবল দুই একটী কথার সংক্ষেপ উল্লেখ করা যাইতেছে। প্রশ্ন করিবার সময়ে সোপানমঞ্চে উপবিষ্ট সকল বালককেই প্রশ্ন করা উচিত, তাহাদিগের মধ্যে যাহারা উত্তরদানে সমর্থ হইবে তাহারা আপন আপন হস্ত উত্তোলন করিবে। একৈক ক্রমে দুই বা চারিটী বালকের উত্তর শ্রবণ করিয়া তাহাদিগের উত্তরের দোষগুণ বিচার পূর্ব্বক প্রস্তুত বিষয়ের শিক্ষা দেওয়া ভাল। প্রস্তুত বিষয়ের একটী অঙ্গের এইরূপে উপদেশ দান সমাপ্ত হইলে, প্রশ্নাত্মক আধ্যাহারিক ও যৌগপদিক ধারা অবলম্বন করিয়া উপদিষ্ট বিষয়ের আম্রেড়ন করান উচিত।

ইহাতে তাদৃশ গোল হইবার সম্ভাবনা থাকে না। আম্রেড়ন কালে শিক্ষক একিকালে সকল বালককে প্রশ্ন করিতে পারেন এবং তাহারা সকলে সেই প্রশ্নের উত্তরদান, বা অসম্পূর্ণ বাক্যের পদপূরণ করিতেও পারে। উক্ত প্রকারে উপদেষ্টব্য বিষয়ের প্রত্যেক অঙ্গের উপদেশ দান সমাপ্ত হইলে কোন কোন বালককে একবারে আদ্যোপান্ত সমুদায় বিষয়ের আম্রেড়ন করিতে আদেশ করা ভাল, এবং যদি বালকেরা সমর্থ হয় তবে তাহাদিগকে এই আদেশ করাও উচিত যে, তাহারা বাটীতে গিয়া শিক্ষকপ্রদত্ত উপদেশের সারসংগ্রহ করিয়া কাগজে লিখিয়া রাখে এবং পর দিবস তাহা শিক্ষককে দেখায়; শিক্ষক সেই গুলির দোষগুণ বিচার করিয়া বালকগণের নিকট অবসর ক্রমে তাহা ব্যক্ত করেন; এই সকল উপায়দ্বারা বালকদিগের লেখাপড়ার শীঘ্র উন্নতি হইতে পারে।

৪। বিদ্যালয়ে সোপানমঞ্চ থাকিলে তদ্দ্বারা অল্প সময়েও অল্প পরিশ্রমে অনেক বালকের সুশিক্ষা সম্পন্ন হয় এবং বিদ্যালয়ে সুশৃঙ্খলা সংস্থাপিত হইতে পারে। অপর, অনুকরণ-বৃত্তিপ্রেরিত হইয়া বালকেরা পরস্পর দেখিয়া শুনিয়া অনেক কর্ম্ম করে। সোপান-মঞ্চে উপবিষ্ট উৎকৃষ্ট বালকেরা অভিনিবেশপূর্ব্বক শিক্ষকের উপদেশ গ্রহণ করিতেছে দেখিয়া অপরাপর বালকদিগেরও অভিনিবেশপূর্ব্বক উপদেশগ্রহণে প্রবৃত্তি হয়। সকল বালকের শক্তি সমান নয়। বিষয় বিশেষে বালক বিশেষের বিশেষ দক্ষতা থাকে। শিক্ষকপ্রদত্ত উপদেশ এক কালে সকলে সুন্দর রূপে বুঝিতে পারে না। যে যে বালকের যে যে বিষয়ে বিশেষ পটুতা ও প্রবৃত্তি আছে, তাহারা সেই সেই বিষয়সম্বন্ধীয় উপদেশের মর্ম্ম শীঘ্র সংগ্রহ করিতে পারে; এবং যাহারা শিক্ষকপ্রদত্ত উপদেশের মর্ম্মগ্রহে সমর্থ হইয়াছে, তাহারা শিক্ষককৃত প্রশ্নের যে যে উত্তর প্রদান করে, সেই সেই উত্তর শ্রবণ করিয়া অন্য অন্য বালকেরাও অনায়াসে সেই মর্ম্ম সংগ্রহ করিতে পারে। এইরূপে বালকেরা পরস্পর পরস্পরের সহায়তা

করিয়া আপনাদিগের জ্ঞানের পথ আপনারাই পরিষ্কৃত করিতে থাকে। অপর কোন বালক কোন কুকর্ম্ম করিলে তাহার নাম উল্লেখ না করিয়া কেবল তদ্দোষবর্ণনানন্তর সমবয়স্ক বালকদিগের উপর তাহার বিচারের ভারার্পণ করা কর্ত্তব্য। তাহাদিগের মতে তাদৃশ কর্ম্ম অতি গর্হিত এবং যে বালক সেরূপ কর্ম্ম করে, সে সকলের নিকট অবজ্ঞাস্পদ হয়, এরূপ স্থিরীকৃত হইলে, কৃতাপরাধ বালক আপনার দোষ অনায়াসে হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইয়া আপনাকে ঘৃণা করিতে থাকে, এবং ভবিষ্যতে তাদৃশ কর্ম্ম করিতে কখনই প্রবৃত্ত হয় না। এইরূপে ব্যক্তি বিশেষের প্রতি ঘৃণা না জন্মাইয়া কেবল অসৎ কর্ম্মের প্রতি ঘৃণা জন্মাইলে ক্রমশঃ বালকগণের কুপ্রবৃত্তি নিবারিত হয়, এবং তাহাদিগের নীতিশিক্ষারও উন্নতি হইতে থাকে।

৫। সোপানমঞ্চে উপবিষ্ট বালকদিগকে উপদেশ দিবার সময়ে সকল বালকের প্রতি শিক্ষকের সমান মনোযোগ না হইয়া উৎকৃষ্ট বালকদিগের প্রতি বিশেষ মনোযোগ হইলেও হইতে পারে, কিন্তু এরূপ হইলে তাঁহার পক্ষপাতিতা প্রকাশ হয়। শিক্ষকের নিকট সকল বালকই সমান, বরং যাহারা অপটু তাহাদিগের প্রতি বিশেষ মনোযোগ করাই কর্ত্তব্য। অনেক বালক, আপনারা না বুঝিয়া ও বিশেষ বিবেচনা না করিয়া অন্যান্য বালকের উত্তর শ্রবণমাত্র তাহা-দিগের সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিতে থাকে। শিক্ষক বিশেষ রূপে সতর্ক ও দক্ষ না হইলে এবং মধ্যে মধ্যে বালকবিশেষকে বাছনি করিয়া প্রশ্ন না করিলে এই দোষ নিবারিত হয় না। কোন কোন বালক মধ্যে মধ্যে পাঠগ্রহণে অমনোযোগী হয় এবং তাহার দেখা-দেখি অন্যান্য বালকেরাও অমনোযোগী হইয়া উঠে। অনুকরণ-বৃত্তির অধীন হইয়া বালকেরা ভাল বা মন্দ যাহা দেখে বা শুনে তাহাই করে। যে যে কারণে বালকগণের পাঠে মনোনিবেশ হয় না তাহা ৪৮ পৃষ্ঠাতে উল্লিখিত হইয়াছে, সেই সেই কারণ যথাসাধ্য

নিরাকরণ করিয়া উপদেশ দেওয়াই কর্ত্তব্য। কখন কখন সকল বালক এককালে শিক্ষককৃত প্রশ্নের উত্তর প্রদান করিয়া অত্যন্ত গোল করে, অতএব যে প্রশ্নের উত্তর ভিন্ন ভিন্ন বাক্য বা পদপ্রয়োগ দ্বারা সম্পন্ন হইতে পারে, সকল বালককে কখন সে প্রশ্ন করা উচিত নয়, কারণ তাদৃশ প্রশ্ন করিলে বালকেরা একরূপ বাক্যে উত্তর দিতে পারে না, সুতরাং অতিশয় গোল হয়।

৬। সোপানমঞ্চের যাহা উদ্দেশ্য, সোপানমঞ্চে উপবিষ্ট বহু-বালককে যে রীতিতে পাঠদিতে হয়, ও সোপানমঞ্চদ্বারা যে যে উপকার বা যে যে অপকার হইতে পারে তাহা উল্লিখিত হইল; এক্ষণে সোপানমঞ্চোপবিষ্ট বালকগণকে কোন বিষয়ের একটী পাঠ প্রদত্ত হইলে সেই পাঠঘটিত দোষগুণ বিচার করিবার সময়ে যে যে বিষয় গুলির প্রতি দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য তাহাই লিখিত হইতেছে।

প্রথমতঃ, যে বিষয় ঘটিত উপদেশ দেওয়া হয় তাহার প্রতি দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। ছাত্রদিগের বুদ্ধি ও ব্যুৎপত্তি বিবেচনা করিয়া উপদেষ্টব্য বিষয় মনোনীত করা হইয়াছে কি না ইহা বিচার করিয়া দেখা উচিত, পরে নিয়মিত সময়ের মধ্যে যে পরিমাণে উপদেশ দিলে বালকেরা সুন্দররূপে ধারণ করিতে পারে উপদেষ্টব্য বিষয়ের প্রধান প্রধান অঙ্গের সেই পরিমাণে উপদেশ দেওয়া হইল, কি না, ইহাও বিচার করিয়া দেখা উচিত। বালকদিগকে যে পাঠটী দেওয়া হয়, তাহা যেন তাহাদিগের পক্ষে অতি কঠিন বা অতি সহজ, অতি অল্প বা অতি অধিক, না হয়। কোন কোন শিক্ষক পূর্ব্বোপ-দিষ্ট বিষয়ের কোন উল্লেখ না করিয়া কেবল নূতন নূতন বিষয়ের পাঠ দেন, অথবা বালকেরা যাহা জানে কিম্বা যাহা অনায়াসে জানিতে পারে সেই সকল বিষয়েরই উপদেশ দেন সুতরাং বালক-দিগের মন সে উপদেশে দৃঢ়রূপে নিবদ্ধ হয় না। কেহ কেহ ভিন্ন ভিন্ন উপমা ও দৃষ্টান্ত দিয়া উপদিষ্ট বিষয়টী সুন্দররূপে সমর্থন বা বালকদিগের হৃদগত করিতে পারেন না, ইহাতেই বোধ হয় যে

তাঁহারা সে বিষয়টী সুন্দররূপে জানেন না, বা শিক্ষাদানপ্রণালী ভাল রূপে অবগত নন। বালকেরা যাহা জানে বা যাহা অনায়াসে জানিতে পারে তদ্ভিন্ন নূতন নূতন বিষয়ের উপদেশ না দিলে উপদেশদানের কোন ফল হয় না। উপদেশ দিবার অগ্রে শিক্ষক যদি স্বয়ং যত্ন করিয়া সুন্দররূপে প্রস্তুত হন এবং সুপ্রণালীতে উপদেষ্টব্য বিষয়ের সার সঙ্কলন করিয়া লিখিয়া আনেন তাহা হইলে উক্ত দোষগুলি ঘটিবার তাদৃশ সম্ভাবনা থাকে না। কিন্তু যাহা লিখিয়া আনিবেন তাহাই পাঠ করিয়া উপদেশ দিবেন না, কেবল লিখিত বিষয়গুলি অবলম্বন করিয়াই উপদেশ দিবেন, উপদেশ-দানকালে যাহা লিখিয়া আনিয়াছেন তাহাও দেখিবেন না। যে বিষয়ের উপদেশ দেওয়া হইতেছে সেই বিষয় অথবা তৎসংশ্লিষ্ট বিষয় ভিন্ন উপদেশদানকালে অন্য কোন বিষয়ের উল্লেখ করা বিধেয় নয়।

দ্বিতীয়তঃ, উপদেশদানের ধারার প্রতি দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। প্রস্তুত বিষয়ঘটিত যে যে উপদেশ দেওয়া আবশ্যক সেই গুলি যথানিয়মে ও ন্যায়ানুসারে যোজনা করা, সুন্দররূপে প্রশ্ন করা, রীতিমত অসম্পূর্ণ বাক্য প্রয়োগ করিয়া বালকদিগের দ্বারা তাহা সম্পূর্ণ করিয়া লওয়া, কঠিন পদগুলির বর্ণবিন্যাস করান, প্রস্তুত বিষয়ের এক একটী অঙ্গের উপদেশ দেওয়া হইলে তাহার আম্রেড়ন করান, ক্রমে ক্রমে প্রস্তুত বিষয়ের যে যে অঙ্গের উপদেশ দেওয়া হইল পরিশেষে তৎ সমুদায় নিঃশেষিত করিয়া আম্রেড়ন করান, উপদেশের ক্রমানুসারে উপদিষ্ট বিষয় গুলি কাষ্ঠফলকে আবশ্যক মত লিখান, বালকদিগকে উপদেশের সারসঙ্কলন করিয়া লিখিতে বা বর্ণনা করিতে আদেশ করণ প্রভৃতি কার্য্য ধারাশব্দের অর্থ জ্ঞান করিতে হইবে। কোন একটী পারিভাষিক শব্দ প্রয়োগের প্রয়োজন হইলে তদর্থ ছাত্রগণের সুন্দররূপে হৃদ্গত হইবার পূর্ব্বে সেই শব্দ প্রয়োগ করা, অনুমানাত্মক রীতির অনুসরণ না করা,

কিঞ্চিৎ পরিশ্রম করিলে বালকেরা স্বয়ং যাহা নির্ণয় করিতে পারে তাহা তাহাদিগকে হঠাৎ বলিয়া দেওয়া, একটী বিষয় বালকদিগের সুন্দররূপে হৃদ্গত না হইতে হইতেই অন্য বিষয়ের অবতারণা করা, উচ্চারিত পদের পুনরুচ্চারণ দ্বারা যে বাক্য সম্পূর্ণ হয় তাদৃশ অসম্পূর্ণবাক্য প্রয়োগ করিয়া আধ্যাহারিক ধারার অনুসরণ করা, বহুবালক প্রদত্ত উত্তরের উপর নির্ভর করা প্রভৃতি শিক্ষাদান ধারার দোষ বলিতে হইবে। এক প্রকারের অথবা এক জাতীয় বহু বিষয় বা ঘটনা দর্শন করিয়া একটী সাধারণ নিয়ম নির্ণয় করাই অনুমানাত্মক রীতির কার্য্য। সুপ্রসিদ্ধ বেকন সাহেব এই রীতির আবিষ্কর্ত্তা বলিয়া অক্ষয় খ্যাতি লাভ করিয়াছেন। যদি বালকদিগের বিবেক শক্তির চালনা না হয়, যদি উপস্থিত বিষয় বিলক্ষণ করিয়া পর্য্যবেক্ষণ করা ও তাহাতেই দৃঢ় মনোনিবেশ করা অভ্যাস না হয়, যে যে বিষয়ের উপদেশ প্রদত্ত হইল তাহা যদি ন্যায়ানুসারে শ্রেণীবদ্ধ না হয়, পাঠগ্রহণের পূর্ব্বে যদি বালকদিগের সাভিনিবেশপ্রবৃত্তি সন্ধুক্ষিত করা না হয়, তাহা হইলে পাঠদানধারাকে অবশ্যই সদোষ বলিতে হইবে।

তৃতীয়তঃ, শিক্ষক পাঠদানকালে যে রূপ পদ ও বাক্য প্রয়োগ করেন তাহার প্রতি দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। বিদ্যা প্রকাশ না করিয়া ছাত্রগণের পক্ষে যাহা সহজ, সরল, সুখবোধ ও যাহা প্রকৃত অর্থের দ্যোতক সেই সকল পদ ও বাক্য ব্যবহার করাই শিক্ষকের উচিত। অপ্রচলিত, অনুপযুক্ত এবং ছাত্রদিগের দুর্ব্বোধ পদ, বা জটিল বাক্য প্রয়োগ করা কোন ক্রমেই বিধেয় নয়।

চতুর্থতঃ, পাঠগ্রহণ কালে বালকেরা সুশৃঙ্খল থাকে কি না ইহার প্রতি দৃষ্টি করা কর্ত্তব্য। বালকেরা যদি প্রথম অবধি শেষপর্য্যন্ত সুশৃঙ্খল না থাকে তাহা হইলে পাঠদানক্রিয়া কোন ক্রমেই সুসম্পন্ন হয় না। পাঠে বালকদিগের আমোদ না হইলে এবং তাহাদিগের মন তাহাতেই সদা আকৃষ্ট না থাকিলে তাহারা কখনই

সুশৃঙ্খল থাকে না। অপর, বালকদিগের অমনোযোগ ও বিশৃঙ্খলতা যদি প্রথম উদ্রেকেই নিবারিত না হয়, প্রত্যেক বালকের প্রতি যদি শিক্ষকের সুন্দর দৃষ্টি না থাকে, অকারণ যদি কোন প্রকার ভয় প্রদর্শিত হয়, অথবা দণ্ড ও পুরস্কারের নিয়ম নির্দ্ধারিত থাকিলেও যদি কার্য্যকালে সে নিয়ম প্রতিপালিত না হয় তাহা হইলে সুশৃঙ্খলার সমূহ ব্যাঘাত হয়। শিক্ষক পাঠদানে সুসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন কি না ফলের দ্বারা তাহার সুন্দর পরিচয় পাওয়া যায়। যদি শেষ আম্রেড়ন কালে এমন বোধ হয় যে, শিক্ষক যে উপদেশ দিয়াছেন বালকেরা তাহার মর্ম্ম বুঝাইয়া দিতে অথবা উপদেশের সার ভাগ ও তাৎপর্য্যটী লিখিয়া ব্যক্ত করিতে অসমর্থ হয় তাহা হইলে উপদেশদান নিষ্ফল হইয়াছে বলিতে হইবে।

পূর্ব্বোক্ত কয়েকটী বিষয় ভিন্ন আর যে যে বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া পাঠদানের দোষগুণ বিচার করা কর্ত্তব্য, তাহা সুযোগ্য ব্যক্তিরা আপনারাই স্থির করিয়া লইবেন।

শিক্ষাপ্রণালী।

১২। দ্বাদশ প্রকরণ।

বিদ্যালয়শাসন।

১। বিদ্যালয় একটী ক্ষুদ্র রাজ্য স্বরূপ। শিক্ষক সেই রাজ্যের এক প্রকার স্বেচ্ছাচারী রাজা। রাজা হইয়াও তাঁহাকে মধ্যে মধ্যে মন্ত্রী, ব্যবস্থাপক ও প্রাড়্বিবাকের কার্য্যও করিতে হয়। প্রথমে তিনি বহু বিবেচনা করিয়া একটী শাসন-রীতি অবলম্বন করেন। পশ্চাৎ সেই রীতি অনুসারে কতকগুলি নিয়ম নিবদ্ধ করিয়া স্থিরচিত্তে

ও অধ্যবসায় সহকারে সেই সেই নিয়ম প্রচলিত করিতে যত্নবান্ হন, এবং নিয়ম ভঙ্গ হইলে দোষীর দোষ নির্ণয় করিয়া যথাযোগ্য দণ্ড বিধান করেন। প্রথমতঃ ছাত্রগণকে সুশাসনে রাখাই কঠিন কর্ম। কিরূপ শাসন-রীতি অবলম্বন করিলে বিভিন্ন স্বভাব বালকগণকে স্ববশে আনয়ন করা যায় তাহাই অগ্রে বিবেচনা করা শিক্ষকের উচিত।

২। বিদ্যালয়ে সুশৃঙ্খলা সংস্থাপন, বালকগণকে বশে আনয়ন এবং যাহাতে শিক্ষিতব্য বিষয়ে বালকগণের বিশেষ রূপে মনোনিবেশ হয়, তাহার উপায় উদ্ভাবন, এই তিনটী ব্যতিরেকে শিক্ষাদান-ক্রিয়া ফলবতী হওয়া সম্ভাবিত নয়, অতএব শিক্ষা দিবার পূর্ব্বে এই সকল বিষয়ে মনোযোগ করা কর্ত্তব্য। ভয়প্রদর্শনদ্বারা এই সকল বিষয়ে কথঞ্চিৎ কৃতার্থতা লাভ হয় বটে কিন্তু তদ্দ্বারা সম্যক্ রূপে অভিপ্রেত সিদ্ধি হয় না। তাহার কারণ এই, ভয়-প্রদর্শন দ্বারা বালকগণকে বশীভূত করিয়া রাখিবার চেষ্টা করিলে তাহাদিগের চিত্ত সতত চঞ্চল ও উদ্বিগ্ন থাকে, সুতরাং শিক্ষকের উপদেশবাক্যে সাভিনিবেশপ্রবৃত্তি হওয়া দুর্ঘট হয়। সাভিনিবেশ-প্রবৃত্তি ব্যতিরেকে যে কার্য্য অনুষ্ঠিত হয় তাহাতে সবিশেষ ফললাভ হয় না, প্রত্যুত বালকেরা কিরূপে কতক্ষণে শিক্ষকের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইবে সতত সেই চেষ্টা করে এবং সুযোগ পাইলে নির্দ্ধারিত নিয়মের উল্লঙ্ঘনে প্রবৃত্ত হয়। পক্ষান্তরে শিক্ষকেরও স্থির-চিত্তে স্বকর্ত্তব্য-সাধনে প্রবৃত্ত হওয়া দুরূহ হইয়া উঠে। কোন্ বালক অনাবিষ্ট হইল, কোন্ বালক আজ্ঞা ভঙ্গ করিল, এই সকলের অনুসন্ধানে তাঁহাকে ব্যতিব্যস্ত থাকিতে হয়। এই গুলি শিক্ষাদান ও গ্রহণ উভয়েরই সামান্য অন্তরায় নয়; এতন্নিবন্ধন শিক্ষক ও ছাত্রগণের পরস্পর স্নেহ ও সহানুভূতি জন্মিবার ব্যাঘাত জন্মে। সুতরাং উভয়েরই পক্ষে বিদ্যালয় সুখালয় না হইয়া অভিশপ্ত দুঃখালয়ই হইয়া উঠে।

৩। শিক্ষক ও ছাত্রগণের পরস্পর সহানুভূতিসদ্ভাব ও স্নেহ-সঞ্চার অতিশয় আবশ্যক। কিন্তু ভয় প্রদর্শন ও দণ্ডদানদ্বারা সেই সহানুভুতি ও স্নেহ সঞ্চার হইবার সম্ভাবনা নাই। সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় শিক্ষক কেবল ছাত্রগণকে বশীভূত রাখিবার উদ্দেশেই দণ্ড দান করেন। ছাত্রেরাও বশ্য না হইলে দণ্ডনীয় হইতে হইবে এই ভয়ে তাঁহার আজ্ঞানুবর্ত্তী হয়। ইহাতে অভীষ্ট-ফললাভের সম্ভাবনা কি? শিক্ষক মহাশয় বিরক্ত ও ক্রোধান্বিত হইয়া দণ্ড বিধান করিতেছেন কি না বালকেরা তাহা সহজেই বুঝিতে পারে। অতএব যদি তাহাদিগের এরূপ বোধ হয় যে তিনি ক্রোধে অধীর হইয়া দণ্ড দিতেছেন, তাহা হইলে দণ্ড প্রদান কেবল যে নিষ্ফল হয় এরূপ নয়, তদ্দ্বারা বহুতর অনিষ্টও ঘটে। বালকেরা শিক্ষকের প্রতি স্নেহশূন্য হয় এবং তাঁহাকে দুরাত্মা জ্ঞান করে; তিনি অন্যায়াচরণ করিতেছেন এবং বিনা দোষে দণ্ড দিতে-ছেন তাহারা এরূপও বোধ করিতে পারে। ছাত্রগণের মনে এতাদৃশ ভাবের উদয় সাতিশয় অনিষ্টকর। এই সকল কারণ বশতঃ অনেক বালকের বিদ্যাশিক্ষা বিষয়ে অত্যন্ত বিরাগ জন্মে; এই সকল কারণ বশতই অনেক বালক বিদ্যালয়কে যমালয়, শিক্ষকের বেত্রকে যমদণ্ড এবং শিক্ষককে যম স্বরূপ জ্ঞান করে। যদি কখন দণ্ডপ্রদান নিতান্ত আবশ্যক হয়, শিক্ষক সুস্থির মনে এবং দুঃখার্দ্দিত চিত্তে এরূপ ভাবে শাস্তি দিবেন, যেন তদ্দর্শনে বালক-দিগের মনে এই সংস্কার জন্মে যে, শিক্ষক-প্রদত্ত-দণ্ড তাহাদিগের কৃত কুকর্ম্মের ফল, বা দুষ্কর্ম্মার্জ্জিতবেতনস্বরূপ। অপর, বালক-দিগের ইহাও বিলক্ষণরূপে হৃদয়ঙ্গম করিয়া দেওয়া উচিত যে, তাহাদিগেরই উন্নতি ও হিতসাধন সেই দণ্ডদানের প্রকৃত ও মুখ্য উদ্দেশ্য।

৪। ছাত্রগণের উপর অধ্যাপকের প্রভুত্ব লাভ ব্যতিরেকে বিদ্যালয়ে সুশৃঙ্খলা সংস্থাপন সম্ভাবিত নয়। অতএব সেই প্রভুত্ব

থাকা অতি আবশ্যক। কিন্তু সেই প্রভুত্ব অনুরাগমূলক না হইয়া ভয়প্রদর্শনমূলক হইলে সম্যকরূপে অভীষ্ট সিদ্ধি হয় না। ভয়মূল প্রভুত্ব দ্বারা কথঞ্চিৎ সুশৃঙ্খলা সংস্থাপিত হইতে পারে, কিন্তু তদ্দ্বারা ছাত্রগণের সুনীতি অভ্যাস হইবার সম্ভাবনা নাই। ভয়-প্রদর্শনদ্বারা যাহাকে যে কার্য্যে প্রবর্ত্তিত করা যায়, তাহার তৎকার্য্যপ্রবৃত্তি সাধীয়সী ও দীর্ঘকালস্থায়িনী হয় না। ভয় অন্তঃ-করণের নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি। নিকৃষ্টপ্রবৃত্তিপ্রেরিত হইয়া যে কর্ম্ম করা যায়, তদ্বিষয়ে অবশ্য-কর্ত্তব্যত-জ্ঞান হওয়া সম্ভাবিত নয়। অবশ্য-কর্ত্তব্যতা-জ্ঞান ব্যতিরেকে কোন বিষয়ে সাভিনিবেশপ্রবৃত্তি জন্মিবার সম্ভাবনা নাই। ফলতঃ বালকগণকে ভয়প্রদর্শন দ্বারা যে বশীভূত করিয়া রাখা হয়, তাহা কোন কার্য্যের নয়। শিক্ষকের নয়নের অগোচর হইলে তাহাদিগের আর সে ভয় থাকে না, তৎ-কালে তাহারা বিশৃঙ্খল হইয়া কুকর্ম্মে রত হয়; অতএব যে যে সুনীতি অবলম্বন করিয়া বালকদিগের চলা উচিত, তৎসমুদায় শ্লথমূল হয়, এবং শিক্ষা দানের প্রধান উদ্দেশ্য যে চরিত্রের নির্ম্মলতা-সম্পাদন তাহারও বিষম ব্যাঘাত জন্মে।

৫। যদি বালকদিগকে শাস্তি দিবার ক্ষমতা শিক্ষকের না থাকে, তবে তাহারা তাঁহার বশ্য হয় না। সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় শিক্ষকের ক্ষমতা যত অল্প হয়, বালকেরা তত অবাধ্য হইয়া উঠে। কিন্তু শাসনের ক্ষমতা অন্য অন্য ক্ষমতার ন্যায় অযোগ্য ব্যক্তির হস্তে সমর্পিত হইলে প্রভূত অনিষ্ট উৎপন্ন হয়। ক্ষমতা থাকিলে নিগ্রহ করিয়া সেই ক্ষমতা প্রকাশ করা বিজ্ঞের কর্ম্ম নয়, নিগ্রহ ও অনুগ্রহে সমর্থ হইয়া যিনি ক্ষমা করেন তাঁহারই যথার্থ মহানুভাবতা প্রকাশ হয়। কেহ কেহ এইরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে, শিশুগণ কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যবোধশূন্য, অতএব তাহাদিগকে প্রহার-দ্বারা বশীভূত রাখা উচত। তাঁহারা এই বিবেচনা করেন যে প্রহারদ্বারা দুইটী শুভ ফল উৎপন্ন হয়। প্রথম, শারীরিক দুঃখ

অনুভব কালে শিশুদিগের মন বাঞ্ছিত বিষয় হইতে অপসৃত হয়। দ্বিতীয়, কুপ্রবৃত্তির নিবারণ হয়। ডাক্তর জন্‌সন বলেন "কি শিশু, কি বালক, কি যুবক, কি বৃদ্ধ, ভয়প্রদর্শন ব্যতিরেকে কাহাকেও সুশাসনে রাখা যায় না। ছাত্র ও সৈন্য এ উভয়ের প্রতি দণ্ডদানের সীমা নিরূপণ করা অসাধ্য ; যে পর্য্যন্ত লোভ পরাজিত না হয়, যে পর্য্যন্ত উদ্ধত স্বভাব নম্র না হয়, সে পর্য্যন্ত দণ্ড করাই বিধেয়।" তাঁহার এই বাক্য যুক্তিসিদ্ধ ও সঙ্গত বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে না। উল্লিখিত দণ্ড বিধান নিতান্ত শিশুগণের উপর কথঞ্চিৎ সঙ্গত হইতে পারে, কিন্তু ৮ বা ১০ বৎসরের অধিক বয়স্ক বালকের প্রতি কোন রূপেই সঙ্গত হয় না। ৮ বা ১০ বৎসর বয়সের পর বালকের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বোধের ও তর্কশক্তির কিঞ্চিৎ উন্মেষ হয়। অতএব সে সময়ে বালককে কর্ত্তব্যের উপদেশ দিয়া অনিষ্টকর বিষয় হইতে নিবৃত্ত করিবার চেষ্টা করাই বিধেয়। এতদ্বিষয়ে লার্ডমান্‌সফিল্‌ড যে অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছেন তাহাতে তাঁহার অধিকতর বিজ্ঞতা ও সদাশয়তা প্রকাশ পাইতেছে। তাঁহার মতে সুশাসনে রাখিবার নিমিত্ত কি বালক কি বৃদ্ধ কাহারও প্রতি নির্দ্দয় ব্যবহার করা কর্ত্তব্য নয়। শিক্ষকের দণ্ডদানক্ষমতা থাকিলেই অভীষ্ট ফল লাভ হয়, কার্য্যদ্বারা তৎপ্রকাশের সবিশেষ আবশ্যকতা নাই। কার্য্যদ্বারা প্রকাশ না করিলে সে ক্ষমতা যে নিষ্ফল হয় এরূপ নয়। কলিকাতার দুর্গের মধ্যে সহস্র সহস্র গোলা, গুলি, বন্দুক ও কামান পড়িয়া রহিয়াছে এবং হয় ত চিরকালই পড়িয়া থাকিবে, কিন্তু সে সকল যে কোন কার্য্যেরই নয় এরূপ বলা যায় না। রাজকর্ম্মচারী কোন ব্যক্তি রাজকীয় কার্য্য সম্পাদন করিবার নিমিত্ত কোন স্থানে গমন করিলে কেহ তাহাকে অনাদর ও অবজ্ঞা করিতে সাহসী হয় না। কিন্তু সে ব্যক্তি, বন্দুক, গোলা, গুলি সঙ্গে লইয়া যায় না, সামান্য লোকের ন্যায় উপস্থিত হয়। লোকে জানে যে রাজার ভৃত্যকে অবজ্ঞা করিলে রাজার ক্রোধ জন্মিবে এবং হয় ত শাস্তি রক্ষার

নিমিত্ত সেই সমস্ত কামান গোলা গুলি প্রভৃতি নিয়োজিত হইবে। তদ্রূপ বালকদিগের উপর শিক্ষকের সম্পূর্ণ প্রভুত্ব আছে, তাহারা ইহা অবগত হইলেই কার্য্যসিদ্ধি হয়। অধ্যাপকের উপদেশ অগ্রাহ্য ও আজ্ঞা উল্লঙ্ঘন করিলে তৎক্ষণাৎ দণ্ড পাইতে হইবে, এই বোধ থাকিলেই বালকেরা আপনা হইতে বিনীত হয়।

৬। শিক্ষকের কর্ত্তব্য যে, তিনি সদা ভদ্র ও নম্র ব্যবহার ও মিষ্টবাক্যপ্রয়োগ করিয়া ছাত্রগণকে বশীভূত করিবার চেষ্টা করেন। কিন্তু দণ্ড দিবার ক্ষমতা না থাকিলে তাঁহার তদ্বিষয়ে কোন ক্রমে কৃতকার্য্য হইবার সম্ভাবনা থাকে না। বালকদিগের উপরে একবার প্রভুত্ব সংস্থাপিত হইলে তাহাদিগকে শাসন করিবার জন্য আর ক্লেশ পাইতে হয় না, তাহারা সহজেই বিনীত হইয়া উঠে। শিক্ষকের আদেশ পাইলে তাহারা তৎক্ষণাৎ তৎপ্রতিপালনে যত্নবান্ হয়। যে বালক আজ্ঞা পাইবামাত্র হৃষ্টচিত্তে তৎপালনে নিযুক্ত হয় সেই বালকই যথার্থ বশীভূত, তাহারই বশীভূততা যথার্থ বশীভূততা। কিন্তু পুনঃ পুনঃ আদেশের পর যে আজ্ঞা পালন, সে এক প্রকার অবাধ্যতা। সমক্ষে হউক বা পরোক্ষে হউক বালকেরা যাঁহার আজ্ঞা লঙ্ঘন করিতে সমর্থ ও সাহসী না হয় তাঁহার প্রভাবই যথার্থ প্রভাব। শিক্ষকের তাদৃশ প্রভাবই শিক্ষাদান ও গ্রহণের প্রকৃত উপযোগী। কোন কোন বিদ্যালয়ে অধ্যাপয়িতা উপস্থিত থাকিয়া পুনঃ পুনঃ আদেশ করিলেও অধ্যেতৃগণ অমনোযোগী ও বিশৃঙ্খল দৃষ্ট হয়। আবার কোন বিদ্যালয়ে অধ্যাপক উপস্থিত না থাকিলেও ছাত্রেরা যথানিয়মে পাঠে ব্যাপৃত আছে, ইহাও নয়নগোচর হয়।

৭। শিক্ষকের উল্লিখিত প্রভাব সংস্থাপন নিমিত্ত বালকগণকে ভয় প্রদর্শন ভিন্ন কি অন্য কোন উৎকৃষ্টতর উপায় নাই? আরবেরা অশ্বের প্রতি যেরূপ সদয় ব্যবহার করিয়া থাকে, বালকগণের প্রতি সেইরূপ ব্যবহার করিলে কি কার্য্যসিদ্ধি হয় না? বালকগণের নিকৃষ্ট প্রবৃত্তির উপর নির্ভর করা কি শিক্ষকের বিধেয়? ভয় ব্যতীত

মনুষ্যের কি অন্য কোন উৎকৃষ্ট মনোবৃত্তি নাই ? সাধু লোকেরা যে বৃত্তিপ্রেরিত হইয়া সদা সৎকার্য্যের অনুষ্ঠানে নিযুক্ত থাকেন তাহা জানিলে কি বালকগণকে সৎ পথে লওয়াইবার উপায় হয় না ? অবাধ্য বালকদিগকে বলপূর্ব্বক কোন কর্ম্মে নিয়োজিত না করিয়া সেই কর্ম্মে তাহাদিগের নৈসর্গিক প্রবৃত্তি জন্মাইবার চেষ্টা করাই বিধেয়। যাহাতে তাহারা সদা সদাশয়তা ও উৎকৃষ্ট-মনোবৃত্তি-প্রেরিত হইয়া কার্য্য করে এরূপ করাই উচিত। ভয়প্রদর্শনদ্বারা তাহাদিগকে কার্য্যে প্রবর্ত্তিত করিবার চেষ্টা করিলে তাহাদিগের স্বভাবজ সুনীতিঅঙ্কুরসকল বিনষ্ট হইতে থাকে। মিষ্ট বাক্যে ও সহাস্য বদনে সদুপদেশ দান করিলে কোমলহৃদয় বালকদিগের নিকটে তাহা কখনই বিফল হয় না। বালকেরা যদি স্পষ্ট বুঝিতে পারে যে তাহাদিগেরই উপকার ও মঙ্গলের নিমিত্ত শিক্ষক সদা যত্নবান্ আছেন, তাহা হইলে তাহারা উৎসাহান্বিত হয় এবং তাঁহার প্রতি তাহাদিগের অচলা ভক্তি ও দৃঢ়তর বিশ্বাস জন্মে। এরূপ হইলে ছাত্রগণকে বশীভূত করা কষ্টসাধ্য হয় না। অধ্যাপয়িতা ও অধ্যেতা পরস্পর প্রীতি-সম্বদ্ধ হইলে উভয়ের কার্য্যদ্বারা উভয়েরই নিরতিশয় আনন্দসুখসম্ভোগ হয়। ফলতঃ প্রণয়ই বিদ্যালয়শাসনের প্রধান সাধন। যাহাতে প্রণয় বিদ্যালয়ের সর্ব্বত্র বিরাজমান হয়, সেই চেষ্টা করাই উচিত। অনুধাবন করিয়া দেখিলে ইহা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে যে, যেমন রাজা প্রজার প্রতি, প্রজারা রাজার প্রতি, গৃহস্বামী পরিজনের প্রতি, পরিজনেরা গৃহ স্বামীর প্রতি প্রণয়শূন্য হইলে রাজ্য ও গৃহের উন্নতিলাভ দুরূহ হয়, তদ্রূপ শিক্ষক ছাত্রের প্রতি, ছাত্রেরা শিক্ষকের প্রতি প্রণয়শূন্য হইলে বিদ্যালয়ের উন্নতি হওয়া দুর্ঘট হইয়া উঠে।

৮। বিদ্যালয়ে সুশৃঙ্খলাসংস্থাপন জন্য বালকদিগের উপর শিক্ষকের প্রভুত্ব থাকা আবশ্যক এবং সেই প্রভুত্ব প্রণয়-মূলক হওয়াই উচিত এ কথা পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে। বহুসংখ্য বালকের

উপর সেই প্রভুত্ব দৃঢ়রূপে সংস্থাপননিমিত্ত আজ্ঞাদানকালে শিক্ষকের স্বীয় কণ্ঠস্বরের প্রতি বিশেষরূপে অবহিত হওয়া কর্ত্তব্য। যেরূপ অশ্বেরা পদকম্পনদ্বারা আরোহীর ভীরু স্বভাব জানিতে পারে, আরোহীর ভয় হইয়াছে জানিতে পারিলে তাঁহার আজ্ঞাধীন থাকিয়া তাঁহাকে আর বহন করিতে চাহে না, সেইরূপ বালকেরা স্বভাবসিদ্ধ বুদ্ধিদ্বারা শিক্ষকের স্বর শুনিয়া, তিনি তাহাদিগের উপর প্রভুত্ব করিতে সমর্থ কি না তাহা অনায়াসে বুঝিতে পারে। যখন তাহাদিগের বোধ হয় যে তিনি প্রভুত্ব করিতে অশক্ত, তখন হইতেই শিক্ষক ক্ষমতাশূন্য হন। পরে তিনি বিনয় করিয়াই বলুন, আর উগ্র হইয়াই বলুন তাঁহার কথা কেহ গ্রাহ্য করে না। এ স্থলে স্বরের মাধুর্য্য বা কার্কশ্য, স্থূলত্ব বা সূক্ষ্মত্ব, উচ্চতা বা মৃদুতা আমাদিগের লক্ষ্য নয়। অন্তঃসার সূচক ও স্থিরপ্রতিজ্ঞতাসূচক স্বরই আবশ্যক।

৯। ছাত্রগণের উপর দৃঢ় প্রভুত্বসংস্থাপন জন্য শিক্ষকের পশ্চাল্লিখিত কয়েকটী বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য।

প্রথমতঃ। শিক্ষক বালকদিগের সুহৃৎ, এবং তিনি তাহাদিগের উন্নতি ও হিত অভিলাষ করেন, ইহা যাহাতে তাহাদিগের হৃদয়ঙ্গম হয় এরূপ করা উচিত। তাহাদিগের যথার্থ সুহৃৎ হইলে এ কার্য্য কঠিন হয় না। কিন্তু কেবল কথায় সুহৃৎ বলিয়া পরিচয় দিলে অভীষ্ট সিদ্ধি হয় না। কার্য্যদ্বারা তাহা দেখাইতে হয়। শিক্ষক আপনার সুখসচ্ছন্দতা অপেক্ষা ছাত্রদিগের মঙ্গলের নিমিত্ত অধিকতর যত্নবান্ এরূপ দৃষ্ট হইলে অনায়াসে সে অভীষ্ট লাভ হয়। ফলতঃ বালকদিগকে ভাল বাসিলেই সুশাসনের অনেক সুবিধা হয়।

দ্বিতীয়তঃ। শিক্ষক, যে আজ্ঞা প্রতিপালন করাইবার নিমিত্ত স্থিরপ্রতিজ্ঞ না হন, বালকদিগের উপর সে আজ্ঞা করা বিধেয় নয়। তাদৃশ আজ্ঞা করাতে কেবল অবাধ্যতার শিক্ষা দেওয়া হয়। শিক্ষক যাহা বলিবেন তাহাই করিবেন। যদি তিনি বলেন কর্ত্তব্যের

অন্যথাচরণ করিলে দণ্ডভাগী হইতে হইবে, অন্যথাচরণ দেখিলেই দণ্ড দিবেন। কোন বালককে কোন কর্ম্ম করিতে বলিলে সে কর্ম্ম তাঁহার ইচ্ছামত করা হইয়াছে কি না তাহা দেখিবেন এবং ইচ্ছামত না হইলে যে রূপে হয়, ইচ্ছামত করাইয়া লইবেন। এই নিয়মানুসারে চলিতে হইলে অগ্রে অনেক বিবেচনা করিয়া ভয় প্রদর্শন বা আদেশ করা উচিত। যাঁহাকে অনেকের উপর প্রভুত্ব করিতে হয় বিশেষ-বিবেচনা-পূর্ব্বক কার্য্য করাই তাঁহার অতি কর্ত্তব্য। কিন্তু এই বলিয়া দীর্ঘসূত্র হওয়া উচিত নয়। যেখানে অনেকের সহিত কার্য্য করিতে হয় সেখানে কার্য্যে তৎপরতাই সুশৃঙ্খলার মূল। পূর্ব্বে বিবেচনা না করিয়া কার্য্যকালে কি করা উচিত, কি রূপে করা উচিত, ইত্যাদি চিন্তায় যে ব্যক্তি ব্যাকুল হয় সে কখনই কার্য্য সুসম্পন্ন করিতে পারে না।

তৃতীয়তঃ। সুশৃঙ্খলা ও ধর্ম্মের প্রতি বিদ্যালয় সংক্রান্ত সর্ব্ব সাধারণের যাহাতে সবিশেষ অনুরাগ জন্মে এরূপ করা কর্ত্তব্য। বহু-সংখ্য বালকের মধ্যে কতকগুলি অবাধ্য ও দুষ্ট থাকে। তাহারা দলের এক প্রকার প্রধান। তাহাদিগের দ্বারা ইষ্ট অনিষ্ট উভয়ই ঘটিবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা আছে। অতএব যাহাতে তাহাদিগের সহায়তা লাভ হয় শিক্ষকের এরূপ চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। সে চেষ্টা করিতে গেলে অগ্রে তাহাদিগের প্রণয়াস্পদ হওয়াই উচিত। তাহারা বশীভূত হইলে তাহাদিগের দ্বারা অনেক প্রকার উপকার লাভ হয়, নতুবা তাহারা ক্ষুদ্রকণ্টক স্বরূপ হইয়া উঠে। অপর বিশৃঙ্খলা ও আলস্য, শিক্ষা-দানের ও বিদ্যাবৃদ্ধির প্রবলঅন্তরায়, সুতরাং তদুভয়ের প্রতি যাবতীয় বালকের প্রতিকূল বুদ্ধি জন্মাইবার চেষ্টা করা আবশ্যক। তাদৃশ প্রতিকূল বুদ্ধি জন্মিলে বালকেরা স্ব স্ব উন্নতিসাধনজন্য বিদ্যালয়ে সুশৃঙ্খলা ও শান্তি সংরক্ষণে স্বতই প্রবৃত্ত হয়; তখন শিক্ষকের প্রবোধবাক্য সমধিক ফলোপধায়ক হইয়া উঠে। কোন বালক কুকর্ম্ম করিলে যদি সতীর্থ বালকগণের নিকটে তাহার দোষ সপ্রমাণ

হয় এবং তাহারাই তাহাকে তিরস্কার ও ভর্ৎসনা করে, তাহা হইলে সেই তিরস্কার শিক্ষকের ভর্ৎসনা অপেক্ষাও অধিকতর ফলোপধায়ক হয়। কিন্তু এ বিষয়ে কেবল বালকগণের উপর সম্যক্‌রূপে নির্ভর করা উচিত নয়। তাহারা অপরাধের তারতম্য বুঝিয়া সূক্ষ্ম বিচার করিতে পারে না।

চতুর্থতঃ। বালকগণের উপর প্রভুত্ব সংস্থাপন জন্য তাহাদিগের বিশ্বাস ও প্রণয়ভূমি হওয়া শিক্ষকের সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। এক শত বা দুই শত বালকের সহিত পিতৃবৎ ব্যবহার করা অতি কঠিন। তাহাদিগের প্রত্যেকের স্বভাব বিশেষরূপে পরিজ্ঞাত হওয়াও সহজ নয়; তাহাদিগের মধ্যে কে কখন্ কোন্ অভিপ্রায়ে কি কার্য্য করিল জানিবার জন্য সদা তাহাদিগের অনুগমন করাও অসাধ্য, কিন্তু শিক্ষক তাহাদিগের অন্ততঃ এতাবন্মাত্র প্রণয়াস্পদ হইতে পারেন যে তাহারা যেখানে থাকুক আর যে কর্ম্ম করুক, সদা তাঁহার অভিমত ও আদেশানুসারে চলে।

যাবতীয় ছাত্রের প্রণয়াস্পদ হইবার জন্য সদা তাহাদিগের প্রতি অপক্ষপাত ব্যবহার করা কর্ত্তব্য। বালকেরা পক্ষপাত লক্ষ্য করিতে বাজপক্ষীর ন্যায় চক্ষুষ্মান্। যে কোন নিয়ম নির্দ্ধারিত হইবে, তাহা সকলের প্রতি সমভাবে প্রচলিত করাই উচিত। বালকগণের প্রতি সহজেই শিক্ষকের স্নেহের তারতম্য হইয়া থাকে, শ্রমশীল, যত্নবান্ বিনীত ও সুশীল বালকের প্রতি শিক্ষকের যে রূপ স্নেহ হয়, অলস ও অবাধ্য বালকের প্রতি কখন সেরূপ স্নেহ হয় না। অতএব তাদৃশ বিষম ভাব প্রকাশ কর নিতান্ত অনুচিত নয়। তাহাতে বিশেষ উপকার আছে সকল বালকই তদ্দর্শনে এই বিবেচনা করিতে পারে যে, বিনয়ী, সুশীল ও শ্রমশীল না হইলে শিক্ষকের প্রণয়ভূমি হওয়া যায় না; অতএব তাহারা স্ব স্ব দোষসংশোধনে যত্নবান্ হইতে পারে। কিন্তু ব্যবস্থা বা নিয়ম করণ কালে অথবা বিচার করিবার সময়ে তারতম্য করিলে, অর্থাৎ কুকর্ম্ম করিলে অবিনয়ীব প্রতি গুরুদণ্ড

এবং বিনয়ীর প্রতি লঘুদণ্ড প্রদত্ত হইলে অন্যায়াচরণ করা হয়। এতাদৃশ অন্যায়াচরণে শিক্ষক কখনই বালকবৃন্দের প্রণয়াস্পদ ও বিশ্বাসভূমি হইতে পারেন না।

বালকদিগকে মর্ম্মবেদনা দিলে তাহাদিগের প্রণয়ভাজন হওয়া দুর্ঘট হইয়া উঠে। বালকেরা অল্পেই মর্ম্মবেদনা পায়। অতি অল্পেই তাহাদিগের গুরুতর দুঃখ বোধ হয়। অনেকে বালকের এতাদৃশ স্বভাব অবগত নন। অতি সাবধান হইয়া বালকদিগকে ভৎর্সনা করা উচিত। আবট সাহেব বলেন গোপনে, অথবা লিপি-দ্বারা বালকদিগকে ভৎর্সনা করা বিধেয়। কিন্তু সকল সময়ে এ উপায় অবলম্বন করা সহজ নয়। যাহা হউক, অপরাধীকে সতীর্থদিগের সম্মুখে দণ্ডায়মান করিয়া তিরস্কার করিলে তাহাতে এক প্রকার সমুদায় বালকেরই দণ্ড করা হয়। কেননা, দুষ্ট বালককে ভৎর্সনা করিলে তাহার যত দুঃখ না হয়, সৎস্বভাব বালকেরা সেই ভৎর্সনা শ্রবণ করিয়া, অধিকতর দুঃখ অনুভব করে। অপরের নিকট দোষ ব্যক্ত করিয়া তিরস্কার করিলে বালকদিগের লোকলজ্জাভয় ক্রমশঃ অন্তর্হিত হয়। কিন্তু নির্জ্জনে ভৎর্সনা করিলে সেইভয় অধিকতর প্রবল হইয়া উঠে। অতএব দণ্ডদানের রীতি অনুসারে হয় ত একটী বালকের সম্মুখে অল্প তিরস্কার করিলেই বালকদিগের গুরুতর দণ্ড বোধ হয়, অথবা অনেকের সাক্ষাতে উচ্চৈঃস্বরে গুরুতর ভৎর্সনা করিলেও কাহার দুঃখবোধ হয় না। অতএব কোন্ সময়ে কি রূপ দণ্ড করা আবশ্যক তাহা শিক্ষকেরা সবিশেষ বিবেচনা করিয়া অবধারিত করিবেন। ভৎর্সনা করিবার সময়ে ক্রোধ প্রকাশ না করিয়া দুঃখ প্রকাশ করা উচিত। যে বালক যত অসৎ ও কুকর্ম্মশীল, ভৎর্সনা করণকালে তাহার প্রতি ততই মিত্রোচিত ব্যবহার করা কর্ত্তব্য। ন্যায়ানুগত প্রশংসা ও উৎসাহপ্রদান, বালকগণের প্রণয়ভাজন হইবার প্রধান সাধন। উৎসাহবর্দ্ধক হাস্য ও প্রশংসাসূচক বাক্য সহজে বালকগণের মন আকর্ষণ করে।

বেসিল হল নামে এক ব্যক্তি জাহাজের কাপ্তেন ছিলেন। তিনি নিম্ন লিখিত প্রকারে দুই জন অধিনেতার ভিন্ন ভিন্ন স্বভাবের বর্ণনা করিয়াছেন। এক জন অধিনায়ক জাহাজে আসিয়া কেবল অধীনস্থ লোকের দোষানুসন্ধানে তৎপর হইতেন। তিনি কোন স্থানে একটী কুটা দেখিতে পাইলে তদুপলক্ষে সকলকে ভর্ৎসনা করিয়া তাহা-দিগকে সাবধান হইয়া কার্য্য করিতে বলিতেন। তাঁহার এই বোধ ছিল যে, অধীনস্থ লোকের এই রূপে দোষ বাহির করিলেই তাহারা স্ব স্ব কার্য্যে সবিশেষ মনোযোগী হইবে। অপর অধিনেতা অধীনস্থ কর্ম্মচারীদিগকে সদা প্রশংসা করিতেন। তিনি জাহাজে উপস্থিত হইয়া "উপরিতল অতি পরিষ্কৃত হইয়াছে, এবং এরূপ করিতে সকলের যথেষ্ট পরিশ্রম ও ক্লেশ হইয়াছে" এই বলিয়া কর্ম্ম-চারীদিগের উৎসাহ বাড়াইতেন। প্রথম অধিনেতা দোষ দেখিতে না পাইলে যাদৃশ কষ্ট পাইতেন দ্বিতীয় অধিনায়ক ভর্ৎসনা করিতে হইলে তাদৃশ ক্লেশ বোধ করিতেন। একের অধীনে সকলে সভয়ে কার্য্য করিত এবং সুচারুরূপে কার্য্য করিয়াও কেহ প্রীত হইত না, আর কিছুতেই কখন কেহ প্রশংসা পাইত না। অপরের অধীনে সকলে হৃষ্টচিত্তে কার্য্য করিত এবং সুন্দর রূপে কার্য্য সম্পন্ন করিলে অবশ্যই প্রশংসা পাইবে, এই প্রত্যাশায় কার্য্যে সবিশেষ যত্নবান্ হইত। এ স্থলে আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, উভয় অধিনায়কই সম্পূর্ণ দয়াবান্ ছিলেন, বরঞ্চ দোষানুসন্ধানকারী অধিনেতার অধিকতর দয়া আছে কখন এরূপও বোধ হইত। কি সৈন্য, কি নাবিক, কি ছাত্র, কি ভৃত্য, যে ব্যক্তিকে স্ববশে আনয়ন আবশ্যক হয়, তাহার প্রতি উক্ত প্রশংসাশীল অধিনায়কের ন্যায় সদ্ব্যবহার করাই উচিত। তাদৃশ সদ্ব্যবহারদ্বারা সর্ব্ব প্রকার লোককে অনায়াসে বশীভূত করা যায়। অপর, প্রধান ব্যক্তি যদি অধীনস্থ লোকদিগের ছিদ্রান্বেষী হন তাহা হইলে তাহারা শীঘ্রই বিরক্ত হয়। লোকে বিরক্ত হইয়া যে কার্য্য করে তাহা কখনই সু সম্পন্ন হয় না।

যদি কখন কোন অধীনস্থ ব্যক্তির দোষকথন নিতান্ত আবশ্যক হয় তবে অগ্রে সে দোষ অন্যের নিকট ব্যক্ত না করিয়া, দোষি-ব্যক্তিকে নির্জ্জনে লইয়া বাৎসল্য-প্রকাশ-পূর্ব্বক তাহার নিকট দোষোল্লেখ করা প্রধান ব্যক্তির কর্ত্তব্য। কারণ এ রূপ করিলে সে ব্যক্তি আপনাকে অনুগৃহীত জ্ঞান করিয়া স্বীয়দোষসংশোধনে সবিশেষ যত্নবান্ হয় এবং ইহাতে কার্য্যের অনেক সুবিধা হয়, আর প্রধানেরও প্রাধান্য রক্ষা হয়।

পূর্ব্বে যাহা উল্লিখিত হইল, তদ্দ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে যে, শিক্ষক পক্ষপাতশূন্য এবং ছাত্রগণের মর্ম্মভেদ ও ক্ষুদ্রদোষানুসন্ধানে বিরত হইলে অনায়াসে তাহাদিগের প্রণয়াস্পদ হইতে পারেন এবং ছাত্রেরাও তাঁহার বশ্য হয়, আর তিনি যে কোন প্রস্তাব করেন, সকলে হৃষ্টচিত্তে তাহার অনুমোদন করিয়া তদনুগামী হয়। এই প্রকারে বালকদিগের প্রণয়াস্পদ হইয়া তাহাদিগকে বশীভূত করিতে পারিলে প্রধান বালকদিগের মধ্যে কতকগুলিকে মনোনীত করিয়া তাহাদিগের উপর বিশেষ বিশেষ ভারার্পণ করা উচিত। তাহারা স্বভাবতই সকলের উপর একপ্রকার কর্ত্তৃত্ব করিয়া থাকে। অতএব তাহারা যদি ইহা জানিতে পারে যে, শিক্ষক তাহাদিগকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিয়া এবং তাহাদিগের সাধুতা ও সদাশয়তার উপর একান্ত নির্ভর করিয়া তাহাদিগের প্রতি বিশেষ বিশেষ ভারার্পণ করিয়াছেন, তাহা হইলে তাহারা কখনই বিশ্বাসভঙ্গ করে না, এবং প্রকৃতরূপে সাধু ও সদাশয় হইবার জন্য সদা যত্নযুক্ত হয়। আর তাহাদিগের ব্যবহার দেখিয়া অপরাপর বালকদিগেরও ক্রমশঃ সদনুষ্ঠানে প্রবৃত্তি জন্মে।

পঞ্চমতঃ। একরূপ শাসনরীতি অবলম্বন করিয়া চলাই বিধেয়। দোষের দণ্ড করণকালে ভ্রমপ্রমাদবশতঃ নিয়ম ভঙ্গ না হয়, এজন্য সতত অতি সাবধান থাকা আবশ্যক এবং নিয়ম যত অল্প হয় ততই ভাল, আর সেই সকল নিয়ম সকলকেই ভালরূপে জ্ঞাত করান

উচিত। অপর, শিক্ষকের আত্মশাসন বিষয়ে দৃঢ়তর যত্ন করা কর্ত্তব্য। কেহ কেহ কহেন ছাত্রদিগের দোষের মূলকারণ অনুসন্ধান করিতে গেলে শিক্ষকেরই দোষ তাহার মূল বলিয়া প্রতীয়মান হয়। যাহা হউক, ইহা সদা স্মরণ রাখা উচিত যে, বালকদিগের অনুকরণ-বৃত্তি অতিশয় প্রবল। তাহারা যেমন দেখে সেইরূপ শিখে। অতএব শিক্ষকের সর্ব্বদা অনুকরণযোগ্য ব্যবহার করা কর্ত্তব্য। শিক্ষক সদা প্রফুল্লচিত্ত থাকিলে ছাত্রেরাও প্রফুল্লচিত্ত থাকে, অন্যথা সর্ব্বত্র বিষণ্ণ ভাব দৃষ্ট হয়।

ষষ্ঠতঃ। শিক্ষকের উচিত যে, তিনি সকল বিষয়ে বালকদিগের পিতা বা অপর অভিভাবকের সহায়তা লাভে যত্নবান্ হন। তাঁহারা অবোধ, কুসংস্কারাবিষ্ট ও চঞ্চলচিত্ত হইলেও তাঁহাদিগকে স্বপক্ষে আনয়ন করিতে চেষ্টা করা শিক্ষকের অবশ্য কর্ত্তব্য। স্বভাবসিদ্ধ অপত্যস্নেহের পরবশ হইয়া অনেকে সন্তানের শিক্ষাবিষয়ে ন্যায় অন্যায় বিচার করিতে সমর্থ হন না। অতএব শিক্ষকের সাবধান হওয়া উচিত যে, তিনি ন্যায় বোধে যে কার্য্য করেন, তাহাতে যেন বালকগণের অভিভাবকেরা অসন্তুষ্ট হইয়া ক্ষতি বোধ না করেন। বালকদিগের শিক্ষাসংক্রান্ত বিষয় উপলক্ষে তাঁহাদিগের সহিত মধ্যে মধ্যে তর্ক বিতর্ক করা এবং বালকদিগের উপর গুরুতর দণ্ডদান করিতে হইলে তাঁহাদিগের সহিত পরামর্শ করা উচিত। কিন্তু এই বলিয়া তাঁহাদিগের আজ্ঞাধীন হওয়া শিক্ষকের উচিত নয়। শিক্ষক নম্র ও বিনয়ান্বিত হইয়াও যদি আপন প্রভুত্ব রক্ষা এবং স্থির-প্রতিজ্ঞতাসহকারে আপন নিয়ম রক্ষা করিতে পারেন, তাহা হইলে কেহ তাঁহাকে আজ্ঞাধীন করিতে সাহসী হয় না।

যাহারা বিদ্যালয়ে নূতন প্রবিষ্ট হয়, তাহারা প্রথম কয়েক দিন যাহা দর্শন করে, তদ্দ্বারা বিদ্যালয় ও শিক্ষক কেমন তাহা স্থির করিয়া লয়। তাহাদিগের প্রতি নিতান্ত কোমল বা কঠিন ব্যবহার করা উচিত নয়। যাহাতে তাহারা ক্রমশঃ নিয়মাধীন হয়, তাহাই

করা কর্ত্তব্য। অনেকেই আপন আপন ইচ্ছামত চলিবে মনে করিয়া বিদ্যালয়ে প্রথম প্রবিষ্ট হয়, তাহাদিগকে বশে আনয়ন করা কিঞ্চিৎ কঠিন কর্ম্ম। পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে যে স্ববশে আনয়ন জন্য কাহার প্রতি নির্দ্দয় ব্যবহার ও কটু ভাষা প্রয়োগ করা কোন ক্রমে উচিত নয়, অতএব মিষ্টবাক্যদ্বারা কৌশল ক্রমে সকলকে বশীভূত করণের চেষ্টা করাই কর্ত্তব্য।

শিক্ষাপ্রণালী।

১৩। ত্রয়োদশ প্রকরণ।

দণ্ড ও পুরস্কার।

১। বালকেরা সদা কার্য্যে নিযুক্ত থাকিতে ভাল বাসে। আলস্য করিয়া কাল হরণ করা তাহাদিগের স্বভাব নয়। তবে কোন কোন বালককে যে অলস দেখিতে পাওয়া যায়, শিক্ষার দোষ অথবা শারীরিক ও মানসিক অপটুতা তাহার কারণ। বিদ্যালয়ে যে যে দণ্ড প্রদত্ত হইয়া থাকে, ছাত্রগণকে পাঠ্যবিষয়ে মনোযোগী করাই তাহার অধিকাংশের উদ্দেশ্য। কিন্তু শারীরিক অথবা মানসিক অপটুতা নিবন্ধন যে সকল ছাত্র অলস হয়, পুরস্কার দিয়া তাহাদিগকে সদা উৎসাহান্বিত করাই উচিত। পুরস্কার পাইবার আশা না থাকিলে উৎকৃষ্ট হইবার চেষ্টা দীর্ঘকালস্থায়িনী হওয়া সম্ভাবিত নয়। যাহা হউক দণ্ডদানদ্বারা ক্ষুদ্র দোষ সংশোধনের চেষ্টা করিতে গিয়া যেন গুরুতর দোষে দোষী হইতে না হয়, এজন্য সাবধান হওয়াই উচিত। লেখা পড়া শিক্ষাতে আলস্য দেখিয়া কেবল সেই আলস্যের দণ্ড করিলে উপকার না হইয়া বরং বিলক্ষণ

অপকার হয়। দণ্ডজনিতক্লেশভোগ স্বকৃত দোষের ফল, বালকেরা ইহা না বুঝিয়া লেখাপড়া করিতে গেলেই ক্লেশ পাইতে হয় এই জ্ঞান করে। বালকদিগের এরূপ বোধ হইলে প্রভূত অনিষ্ট ঘটিয়া উঠে। ইহাতে তাহাদিগের লেখাপড়ায় বিরক্তি জন্মে। কুকর্ম্ম হইতে নিবৃত্ত করিবার জন্য দণ্ড দেওয়া ভাল, সৎকর্ম্মে প্রবৃত্তি জন্মাইবার জন্য দণ্ড দেওয়া উচিত নয়। কোন বালক আর একটী বালককে বিনা অপরাধে আঘাত করিলে যদি তাহার প্রতি কোন দণ্ড বিধান করা হয়, তাহা হইলে তাহার এই সংস্কার জন্মে যে অন্যকে আঘাত করিলেই দণ্ডিত হইতে হয়, সুতরাং সে তাদৃশ কুকর্ম্ম হইতে বিরত থাকে। পক্ষান্তরে কোন বালককে পড়িতে বলিলে যদি সে ভালরূপে পাঠ করিতে পারিল না বলিয়া তাহাকে দণ্ড দেওয়া হয়, তাহা হইলে তাহার এই সংস্কার জন্মিতে পারে যে পড়াশুনা করিতে গেলেই দণ্ডভোগ করিতে হয়। এতাদৃশ সংস্কার অল্প অপকারজনক নয়।

২। বিবেচনাপূর্ব্বক পুরস্কার প্রদত্ত হইলে তাহাতে অনেক উপকার হয়। শিক্ষকের প্রতি ছাত্রগণের যথার্থ ভক্তি ও স্নেহ থাকিলে শিক্ষকের সন্তোষই উৎকৃষ্ট পুরস্কার জ্ঞান হয়। পূর্ব্বে দ্বাদশ প্রকরণে উল্লিখিত হইয়াছে যে দুই বা তিন শত বালকের সহিত কিঞ্চিৎকাল সহবাস করিয়া তাহাদিগের প্রতি পিতৃতুল্য ব্যবহার করা নিতান্ত দুরূহ। একারণ অধিক সংখ্যা ছাত্র হইলে অন্য অন্য উপায় দ্বারা উৎসাহবর্দ্ধন করা আবশ্যক হইয়া উঠে। অতএব প্রতিযোগিতা ও পুরস্কারপ্রদান উৎসাহবর্দ্ধনের উপায় মধ্যে গণ্য হইতে পারে।

৩। বালকদিগকে বিদ্যাভ্যাসে যত্নশীল করিবার জন্য প্রতিযোগিতার সাহায্য লওয়া উচিত কি না এ বিষয়ে বহু মতামত আছে। কেহ কেহ বলেন প্রতিযোগিতা ভাল নয়, ইহার সঙ্গে সঙ্গে গর্ব্ব, অহংকার, দ্বেষ, লোভ, আত্মম্ভরিতা প্রভৃতি মনে উদয় হয়। অপরে

কহেন যে অন্য অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর হইবার ইচ্ছাকেই প্রতিযোগিতা বলা যায়, সুতরাং সেই ইচ্ছার মূলীভূত অভিপ্রায়ের সাধুতা অসাধুতা অনুসারে অথবা সেই ইচ্ছা সফল করিবার মানসে যে যে উপায় অবলম্বিত হয়, তত্তৎ উপায়ের সাধুতা অসাধুতা অনুসারে প্রতিযোগিতা সদসৎ বলিয়া গণ্য হয়, অন্যথা প্রতিযোগিতা এক সময়ে সৎ ও অন্য সময়ে অসৎ বলিয়া কিরূপে গণ্য হইতে পারে; প্রতিযোগিতাই বালকদিগকে কার্য্যে নিযুক্ত রাখিবার এক প্রধান উপায়, অতএব কোন ক্রমে উহা পরিত্যাজ্য নয়। যিনি যাহা বলুন, সৎ প্রতিদ্বন্দ্বিতা মনুষ্যের একটী ধর্ম্ম আছে। ইহাও দৃষ্টিগোচর হয় যে দুই জন তুল্য প্রতিযোগীর মধ্যেও পরস্পর দৃঢ় মিত্রতা থাকে; অপর, অন্যের সৌভাগ্য দর্শনে কাহার মনে যদি মৎসরতা জন্মে তাহা দীর্ঘকাল থাকে না। প্রতিযোগিতার দ্বারা বালকেরা আপন আপন ক্ষমতার জ্ঞান লাভ করিতে পারে এবং তদ্দ্বারা তাহাদিগের বিশেষ উপকারও হয়। সেই জ্ঞান প্রতিযোগিতা ব্যতিরেকে কেবল পুস্তকপাঠদ্বারা জন্মে না। অন্য ব্যক্তি অপেক্ষা উৎকৃষ্ট হইবার চেষ্টা করিলেই যে, হিংসা, ঈর্ষ্যা ও অসৎ প্রবৃত্তির উদয় হয়, ইহা কোন ক্রমে স্বীকার করা যায় না; কিন্তু যাহাতে বালকদিগের প্রতিযোগিতা অত্যন্ত প্রবল না হয় এরূপ চেষ্টা করা উচিত। উৎকর্ষেচ্ছা প্রবল হইয়া যেন দয়া প্রভৃতি সাধু ধর্ম্ম বিনষ্ট না করে। প্রতিযোগিদ্বয়ের মধ্যে সফল-প্রয়াস ও নিষ্ফল-প্রয়াস উভয়েরই ইহা হৃদয়ঙ্গম হওয়া উচিত যে এক এক ব্যক্তির প্রায়ই এক এক বিষয়ে উৎকর্ষ থাকে এবং বুদ্ধিবিষয়ক উৎকর্ষ নীতিবিষয়ক উৎকর্ষের নিত্য সহচর না হইলে কখনই আদরণীয় ও প্রার্থনীয় হয় না।

৪। পুরস্কারপ্রদানকালে যাহাতে পুরস্কারের প্রকৃত উদ্দেশ্য বালকগণের হৃদয়ঙ্গম হয় এরূপ করা কর্ত্তব্য। পুরস্কার দানে যে ঋণ পরিশোধ হয় এরূপ নয়। সৎকর্ম্ম করিয়াছি বলিয়াই যে

পারিতোষিকের যোগ্য হইয়াছি এমন জ্ঞান করা কাহার উচিত নয়। যে ব্যক্তি লোকানুরাগ লাভ অথবা স্বার্থ সাধনের উদ্দেশে সৎ কর্ম্ম করে, তাহাকে স্বার্থপর ও বৃথাভিমানের দাস বলা যাইতে পারে। যে আত্মানুমোদন ও আত্মম্ভরিতা হইতে, আমি সৎকর্ম্ম করিয়াছি, আমি যথার্থ পথে চলি এবং আমি অন্য অন্য ব্যক্তি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এইরূপ বোধ জন্মে, তদুভয়ের বশীভূত হইয়া যিনি ধর্ম্ম্য কর্ম্ম করেন, তিনি প্রশংসনীয় নহেন। যে ব্যক্তি ফলভোগ প্রত্যাশায় সদনুষ্ঠান করে, তাহাকে এক প্রকার ভৃতিভুক বলা যাইতে পারে। একান্ত স্বার্থশূন্য হইয়া যে ব্যক্তি কেবল কর্ত্তব্যবোধে ধর্ম্ম্যকার্য্যের অনুষ্ঠান করে, সেই ব্যক্তিই যথার্থ ধার্ম্মিক বলিয়া পরিগণিত হয়।

৫। পুরস্কারকে সৎকর্ম্মের আনন্দজনক স্মরণচিহ্নস্বরূপ জ্ঞান করাই উচিত। মান্য ও বিজ্ঞ ব্যক্তিরা চরিত্রের অনুমোদন করিয়াছেন ইহা স্মরণ করিয়া রাখাই তাহার প্রকৃত উদ্দেশ্য। সদনুষ্ঠানের ফল সুখ ও আনন্দভোগ ইহাই বালকদিগের হৃদয়ঙ্গম করিয়া দিবার জন্য পুরস্কার দান আবশ্যক। অতএব পুরস্কারের মূল্যের তারতম্য বিবেচনা করা কোন কার্য্যের নয়। সৎস্বভাবান্বিত নিত্য পরিশ্রমী ও যত্নশীল ব্যক্তিরই পুরস্কার করা কর্ত্তব্য। সকল উপযুক্ত পাত্রকেই পারিতোষিক দেওয়া উচিত. কতকগুলিকে দেওয়া আর কতকগুলিকে না দেওয়া অপেক্ষা একেবারে পুরস্কার না দেওয়াই ভাল। অধিক ব্যয় না করিলে সকলকে পারিতোষিক কিরূপে দেওয়া যায় একথা বলা বৃথা। পারিতোষিকের মূল্যের প্রতি দৃষ্টি করা উচিত নয়, স্থল বিশেষে কেবল প্রশংসা সূচক লিপি-দ্বারা পারিতোষিক দানের প্রকৃত উদ্দেশ্য সাধিত হইতে পারে, সুতরাং অর্থের অসঙ্গতি নিবন্ধন প্রতিবন্ধক জন্মিবার সম্ভাবনা নাই। দীর্ঘ কাল অন্তর পারিতোষিকদানের নিয়ম না করিয়া অল্প কাল অন্তর এরূপ পারিতোষিক দিলে ভাল হয়। এক বৎসরের পর

পুরস্কার দানের রীতি ক্ষুদ্র বালকদিগের পক্ষে সম্যক উৎসাহজনক নয়, তাহারা এক বৎসরকে অতি দীর্ঘ কাল বোধ করে। বার্ষিক পুরস্কারের প্রত্যাশায় তাহারা উৎসাহান্বিত হইয়া বারমাস কার্য্যে নিযুক্ত থাকিতে পারে না। তাহাদিগের তাদৃশ দূরদর্শিতা জন্মে নাই, তাহারা বৎসরের প্রথম ভাগে পাঠে অমনোযোগী হইয়া প্রায়ই কাল ক্ষেপণ করে, পরে বার্ষিক পরীক্ষা নিকট হইলে বিশেষ মনোযোগ পূর্ব্বক পাঠাদিতে অধিক পরিশ্রম করিতে থাকে। এতাদৃশ অনিয়মিত পরিশ্রম করাতে বিশেষ উপকার হয় না, প্রত্যুত অনেক অপকার হয়; এরূপ করিলে বিদ্যা, জ্ঞান ও ধর্ম্মউপার্জ্জনের মূল যে স্বাস্থ্য তাহাই এক কালে ভঙ্গ হয়। কিন্তু যে সকল বালকের বয়োবৃদ্ধি সহকারে বিশেষ জ্ঞান জন্মিয়াছে তাহারা এক বৎসরকে দীর্ঘকাল জ্ঞান করে না, এবং তাহারা ভাবি পুরস্কার প্রত্যাশায় নিত্য নিয়মিত পরিশ্রমও করিতে পারে। আনুষ্ঠানিকীপ্রণালী-প্রণেতা ডেভিড্ ষ্টৌ সাহেব এবং অপর কেহ কেহ বলেন যে পুরস্কার দিলে বালকদিগের দ্বেষ হিংসা গর্ব্ব প্রভৃতি উৎপন্ন হয় অতএব পুরস্কার দান উচিত নয়। মহাত্মা ষ্টৌ সাহেবের প্রতি আমাদিগের দৃঢ় ভক্তি ও শ্রদ্ধা সত্ত্বেও আমরা কোন ক্রমে এই মতের পোষকতা করিতে সম্মত নহি। পুরস্কারদ্বারা বালকগণের পাঠাদিতে যে বিশেষ যত্ন ও উৎসাহ বৃদ্ধি হয় তাহার কোন সন্দেহ নাই, অতএব আমরা পুরস্কার রহিত করিতে সম্মত নহি, বরং যাহাতে দ্বেষ হিংসা গর্ব্ব প্রভৃতি বালকগণের মনে স্থান প্রাপ্ত না হয় তদ্বিষয়ে শিক্ষককে যত্নবান হইতে অনুরোধ করি। কোন পতিত ভূমিতে উদ্যান করিলে তাহাতে তৃণ ও কণ্টক সকল জন্মিবে বলিয়া কি উদ্যানকরণে নিবৃত্ত হওয়া উচিত, অথবা তৃণ ও কণ্টক বর্দ্ধিত হইয়া পুষ্পের ও ফলের চারা সকলকে আচ্ছন্ন করিবে বলিয়া পুষ্পের ও ফলের চারা সকল ছেদন করা কর্ত্তব্য; কিম্বা যাহাতে উদ্যানে তৃণ ও কণ্টক না জন্মিতে পারে তদুপায় বিধান করা কর্ত্তব্য?

অপর পরমেশ্বর কি পুরস্কারদ্বারা মনুষ্যকে সদনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত করিতেছেন না? সৎকর্ম্ম করিলে পর অন্তঃকরণে স্বভাবতঃ যে এক আনন্দ উপস্থিত হয় তাহাই কি সে কর্ম্মের পুরস্কারস্বরূপ নয়? অতএব আমাদিগের মতে পুরস্কার প্রদান করিয়া অধ্যেতৃগণকে বিদ্যাভ্যাসে উৎসাহান্বিত করা কোন ক্রমে অযুক্তিযুক্ত নয়। যাহা হউক, যাহাতে বালকদিগের এরূপ সংস্কার জন্মে যে সুশীল সচ্চরিত্র ও ধার্ম্মিক হওয়াই মনুষ্যের উচিত, আর পাপ ও গর্হিত আচরণ অকর্ত্তব্য, তদ্বিষয়ে সচেষ্ট থাকা শিক্ষকের নিতান্ত আবশ্যক। বালকদিগের এরূপ সংস্কার জন্মিলে তাহাদিগের মধ্যে প্রতিযোগিতা জন্মিতে দেওয়ায় এবং পুরস্কার প্রদান করায় বিশেষ ক্ষতি হয় না।

৬। কুকর্ম্ম নিবারণ করিবার জন্যই দণ্ড প্রদান করা আবশ্যক। দণ্ডপ্রদানকালে পশ্চাল্লিখিত কয়েকটী বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি রাখা উচিত।

প্রথমতঃ। কুকর্ম্ম করিলে ক্লেশ পাইতে হয় ইহাই বালকদিগের হৃদয়ঙ্গম করিয়া দেওয়া দণ্ডদানের উদ্দেশ্য। সৎকর্ম্ম করাইবার জন্য কখন দণ্ড দেওয়া উচিত নয়। কেহ দ্বিতীয়বার কোন কুকর্ম্ম না করে এই উদ্দেশেই দণ্ড দেওয়া উচিত। ফলতঃ সৎকর্ম্মের ফল সুখ আর অসৎ কর্ম্মের ফল দুঃখ এইটী বিলক্ষণ রূপে ছাত্রদিগের হৃদয়ঙ্গম করিয়া দেওয়াই উচিত।

দ্বিতীয়তঃ। এরূপে দণ্ড দেওয়া উচিত যে যেন তাহা নিষ্ফল না হয়। বিফল দণ্ডদানে অনেক অপকার জন্মে। দণ্ড পাইয়া যদি অপরাধীর কুকর্ম্ম করিয়াছি বলিয়া ক্ষোভ না হয়, যদি তাহাতে এরূপ ভয় না হয় যে পুনর্ব্বার কুকর্ম্ম করিলে দণ্ড পাইতে হইবে এবং তাহাতে তাহার যদি দুষ্কর্ম্মপ্রবৃত্তি নিবারিত না হয় তাহা হইলে দণ্ড দান বিফল।

তৃতীয়তঃ। স্বার্থশূন্য হইয়া দণ্ড দেওয়া উচিত। বালকেরা যে যে রিপুর পরবশ হইয়া কার্য্য করে শিক্ষকও সেই সেই রিপুর

অধীন হইয়া দণ্ড দিতেছেন এতাদৃশ বোধ যেন কখন বালকদিগের হৃদয়ে না জন্মে। যদি কোন বালক শিক্ষককে অনাদর ও অবজ্ঞা করে এবং সেই হেতু তিনি ক্রোধযুক্ত হইয়া তাহাকে দণ্ড দেন, তাহা হইলে বালকের গৌরব বৃদ্ধি করা হয়, এবং শিক্ষক বৈরনির্য্যাতন করিতেছেন তাহাও প্রতীয়মান হয়। ক্ষুদ্রবালককৃত এতাদৃশ অবজ্ঞাকে অতি তুচ্ছজ্ঞান করা উচিত এবং তজ্জন্য ক্রোধ প্রকাশ করা উচিত নয়। অহঙ্কার বা বৃথাভিমানমূলক যে ঔদ্ধত্য সেই ঔদ্ধত্যমূলক যে ক্ষুদ্র অপরাধ তাহার দণ্ড করাতে সে ঔদ্ধত্য নিবারিত হয় না। তাহার নিবারণার্থ এবং বালকের দোষ বালকের হৃদয়ঙ্গম করিয়া দিবার জন্য অপরাধের মূলীভূত যে অহঙ্কার ও অভিমান তাহাদিগের প্রতি দৃষ্টি করা ও তন্নিবারণার্থ চেষ্টা করাই আবশ্যক।

চতুর্থতঃ। বালককৃত অপকর্ম্মের গুরুত্ব লঘুত্ব বিবেচনা করিয়া দণ্ড দেওয়া উচিত, সেই অপকর্ম্মজনিত যে ক্ষতি হয় তদনুসারে দণ্ড দেওয়া বিধেয় নয়, ক্ষতি করিয়াছে বলিয়া দণ্ড দিতে হইলে তাহাতে অন্যায় হইবার সম্ভাবনা থাকে এবং শিক্ষক এই রূপে অন্যায় করিলে ছাত্রগণের প্রণয়াস্পদ হওয়া তাঁহার পক্ষে দুরূহ হইয়া উঠে।

পঞ্চমতঃ। দণ্ডদানসময়ে দোষীর শারীরিক অবস্থার প্রতি দৃষ্টি রাখা উচিত। যদি কোন বালক শারীরিক দৌর্ব্বল্য অথবা অসুস্থতা প্রযুক্ত বিদ্যালয়ের কোন নিয়মের বিরুদ্ধ আচরণ করে, আর সে স্বয়ংই তাহা জানিতে পারিয়া অনুতাপ করিতেছে এরূপ জানা যায়, তাহা হইলে কখন তাহার প্রতি দণ্ড বিধান করা কর্ত্তব্য নয়। এ স্থলে বিচারপতির স্বরূপ না হইয়া, বরং সেই বালকের মিত্র স্বরূপ হইয়া তাহার ক্ষোভ সান্ত্বনা করা শিক্ষকের পক্ষে নিতান্ত আবশ্যক।

ষষ্ঠতঃ। দণ্ডদানের স্থিরতা থাকিলে দণ্ড যেমন সফল হয় কঠিন দণ্ড দানে সে রূপ হয় না। গুরু দণ্ড প্রদত্ত হইলে অধিক ভয় হয় বটে, কিন্তু সে ভয়ের সহিত যদি এরূপ বোধ না জন্মে যে কুকর্ম্ম করিলেই অবশ্য দণ্ড পাইতে হয় তাহা হইলে সে ভয়েতে

দুষ্প্রবৃত্তি নিবারিত হয় না, অতএব দণ্ডের স্থিরতাই কুকর্ম্মের নিবারক, কাঠিন্য তন্নিবারক নয়।

যখন ফ্লাণ্ডর্সেতে মারেলবরার অগ্রণী এবং রাজপুত্র ইউজীন সৈন্যদিগের অধিনায়ক ছিলেন, তখন রাজপুত্র ইউজীনের অধীন এক সেনা লুঠ করিয়াছিল বলিয়া রাজপুত্র তাহাকে ফাঁসি দিতে আজ্ঞা করেন, কিন্তু আফিসরেরা সকলে সেই ব্যক্তিকে ভাল বাসিত, তাহারা তাহার প্রাণরক্ষার্থ রাজপুত্রের নিকট অনুরোধ করিল, তিনি সে অনুরোধ শুনিলেন না। পরে আফিসরেরা অগ্রণীর নিকট আগ্রহাতিশয় পূর্ব্বক প্রার্থনা করাতে তিনি স্বয়ং রাজপুত্রের নিকট গিয়া অনুরোধ করিলেন। রাজপুত্র বলিলেন আমি কখন লুঠ-কারককে ক্ষমা করি নাই এবং করিব না। তাহাতে অগ্রণী কহিলেন যে এরূপে শাস্তি দিলে আমার অর্দ্ধেক সৈন্যকে বিনষ্ট করিতে হয়, কিন্তু আমি অনেককে ক্ষমা করিয়া থাকি। ইহাতে রাজপুত্র উত্তর করিলেন যে, এই হেতুবশতঃ আপনার অধীনস্থ লোকেরা অনেক কুকর্ম্ম করে, আমি কখনই ক্ষমা করি না অতএব আমার অধীনে অল্প লোক দুষ্কর্ম্ম করিয়া দণ্ডভাগী হয়। ইহাতেও অগ্রণী অনুরোধ করিতে বিরত হইলেন না, পরে রাজপুত্র বলিলেন যে আপনি অনুসন্ধান করিয়া দেখুন যদি আমার অপেক্ষা আপনি অধিক লোকের প্রাণ দণ্ড না করিয়া থাকেন, তবে আমি এই ব্যক্তিকে ক্ষমা করিব। তৎপরে অনুসন্ধান করাতে অগ্রণী যে অধিক লোকের প্রাণদণ্ড করিয়াছিলেন, তাহাই সপ্রমাণ হইল। তখন রাজপুত্র কহিলেন মহাশয় দেখুন, আপনি অনেককে ক্ষমা করেন, কিন্তু আমি অপরাধ করিলে কাহাকেও ক্ষমা করি না; অতএব আমার অধীনে অল্প লোক দুষ্কর্ম্ম করিতে সাহস করে, এজন্য অল্প লোককে দণ্ডভাগী হইতে হয়। ইহাতে পশ্চাল্লিখিত বাক্যটীও সপ্রমাণ হইতেছে। "অনিশ্চিত গুরুদণ্ড অপেক্ষা নিশ্চিত লঘু দণ্ডদ্বারা অনেক উপকার হয়।

৭। কি বিদ্যালয়ে, কি পরিজনের নিকটে, কি লোক সমাজে, যে কোনস্থানে যে কোন রূপে কুকর্ম্ম অনুষ্ঠিত হউক, দুষ্কর্ম্মী হইলেই দণ্ডার্হ হইতে হইবে, বালকগণের মনে এই সংস্কার জন্মাইয়া দেওয়া দণ্ডদানের ফল। কিন্তু যাহাতে অপরাধীর মঙ্গল ও যাহাদিগের সমক্ষে দণ্ড প্রদত্ত হয় তাহাদিগের হিত সাধিত হয়, এরূপে সেই দণ্ড প্রদান করা আবশ্যক। দৈহিক দণ্ড দান দ্বারা এই উদ্দেশ্য সম্যক্ সাধিত হয় না। দৈহিকদণ্ডপ্রদান করিতে গেলে প্রায়ই শিক্ষক ক্রোধরিপুর পরবশ হইয়া কার্য্য করেন। তৎকালে তাঁহারও ধৈর্য্য এবং কর্ত্তব্য অকর্ত্তব্য, ন্যায় অন্যায় বোধ থাকে না। ক্রোধ অতিশয় অনিষ্টকারী। তাহা শরীরে প্রবিষ্ট হইলে অধীর করিয়া তুলে। ক্রোধকে বশীভূত রাখা সকলেরই, বিশেষতঃ শিক্ষকদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম। দৈহিকদণ্ডদানপ্রবৃত্তি সংযত করিয়া রাখা অতিশয় কঠিন। প্রহাররূপদণ্ডদানের অনুমতি যে যে শিক্ষকের হস্তগত থাকে, তাঁহারা ক্ষুদ্রাপরাধেও প্রহার করিতে ত্রুটি করেন না। বালকদিগের যে, এক ধর্ম্ম প্রবৃত্তি আছে তাহা প্রায়ই বিস্মৃত হইয়া দৈহিকদণ্ডদান কালে শিক্ষকেরা বালকদিগকে পশুতুল্য জ্ঞান করিয়া তাহাদিগের প্রতি অনুচিত ব্যবহার করেন। কোন কোন পাঠশালায় গুরুমহাশয়েরা ক্রোধে অধীর হইয়া বালকদিগকে অকারণ যেরূপ গুরুতর প্রহার করিয়া থাকেন তাহা অনেকেই অবগত আছেন। তাহা দর্শন করিলে অন্তঃকরণে যে সাতিশয় দুঃখ উপস্থিত হয়, তাহা বর্ণনা করা বাহুল্য। মাদকদ্রব্যসেবকের অধীনে ভাড়াটিয়া গাড়ির ঘোড়ার যেরূপ দুরবস্থা হয় ক্রোধোন্মত্ত শিক্ষকের অধীনে ক্ষুদ্র বালকদিগেরও সেইরূপ দুরবস্থা হইয়া থাকে।

৮। প্রহার ব্যতিরিক্ত বালকদিগকে সুশাসনে রাখিবার কলোপধায়ী উপায় আর নাই এই বোধ করিয়া অনেকেই দৈহিক দণ্ড দান অতি উত্তম বলিয়া বোধ করেন। কিন্তু ছাত্রগণকে সদা প্রহার করাতে শিক্ষকেরা তাহাদিগের প্রতি প্রায়ই নির্দ্দয় হইয়া উঠেন,

এবং বালকেরাও শিক্ষকের প্রতি স্নেহ ও ভক্তিশূন্য হয়। কোন কোন বালকও নিয়ত প্রহৃত হইয়া অবশেষে প্রহারের ভয়কে অতিক্রম করিয়া উঠে, তখন তাহাকে শাসনে রাখা নিতান্ত কঠিন হয়। অপর একটী বালক গুরুতররূপে প্রহৃত হইতেছে দেখিয়া অপর বালকেরা ভগ্নোৎসাহ হইয়া পড়ে। দণ্ড দিবার পূর্ব্বে দোষীর অপরাধ নির্দ্দেশ করিয়া সকলকে তদ্বিষয় জ্ঞাত করান আবশ্যক এবং দণ্ডদান কালে সকলের সমক্ষে দোষ সপ্রমাণ করিয়া দণ্ড দেওয়া উচিত। কিন্তু দণ্ড করিবার ক্ষমতা শিক্ষক মাত্রেরই থাকা উচিত নয়, বিদ্যালয়ে সহকারী শিক্ষক থাকিলে প্রধান শিক্ষকেরই সেই ক্ষমতা থাকা আবশ্যক, সুযোগ্য পাত্রে সেই ক্ষমতা অর্পিত না হইলে বিপুল অনিষ্ট উৎপন্ন হয়। যে শিক্ষক অন্য উৎকৃষ্টতর উপায়দ্বারা বিদ্যালয়ে সুশৃঙ্খলা সংস্থাপন করিতে অক্ষম তিনিই এই জঘন্য উপায় অবলম্বন করেন। যে বিদ্যালয়ে ছাত্রেরা সুন্দররূপে শ্রেণীবদ্ধ থাকে, যেখানে সুপ্রণালীতে বালকদিগকে পাঠ প্রদত্ত হয় এবং শাসনাদির জন্য সুন্দর প্রণালী অবলম্বিত ও অনুষ্ঠিত হয় সেই সেই বিদ্যালয়কেই যথার্থ বিদ্যালয় বলা যায়; তাদৃশ বিদ্যালয়ে প্রায়ই দণ্ডদানের অধিক প্রয়োজন থাকে না, এবং সেখানে সামান্য দণ্ডদ্বারাই কার্য্য সিদ্ধ হয়।

৯। দণ্ড দান বিষয়ে পশ্চাল্লিখিত কয়েকটি বাক্যের ফলোপধায়কতা আছে।

প্রথমতঃ। যে কোন প্রকার দণ্ডপ্রদান আবশ্যক বোধ হইবে, সে দণ্ড বিলম্ব করিয়া দেওয়াই ভাল। কোন বালক কুকর্ম্ম করিয়াছে শুনিয়া তাহা শীঘ্র বিশ্বাস করা উচিত নয়। যে বালকের প্রতি দোষারোপ করা হয়, তাহার নির্দ্দোষতা সপ্রমাণ করিবার নিমিত্ত সদা যত্ন করা কর্ত্তব্য। যদি প্রমাণদ্বারা তাহার নির্দ্দোষতা স্থির হয় তবে সে বালক শিক্ষকের এরূপ আচরণে সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহার প্রতি অনুরক্ত হইয়া উঠে। আর যদি প্রমাণদ্বারা তাহার অপরাধ

স্থির হয় তাহা হইলে তাহাকে তিরস্কার করিলেই সে যথোচিত দুঃখিত হইয়া থাকে।

দ্বিতীয়তঃ। নীতি ও ধর্ম্মের বিরুদ্ধ ব্যবহার দেখিয়া তিরস্কার করিবার কালে কখনই অবজ্ঞা ও অভিশাপসূচক বাক্য প্রয়োগ করা উচিত নয়; বরং সে সময়ে সুস্থির চিত্তে মৃদুস্বরে বিবেচনা-পূর্ব্বক অনুযোগ করিলে বালকের অন্তঃকরণে এককালে দুঃখ ও জ্ঞানের সঞ্চার হইবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা থাকে।

তৃতীয়তঃ। একটী সময় নিরূপিত করিয়া সর্ব্বসমক্ষে দণ্ডপ্রদান করা উচিত নয়। তাহা করিলে বিদ্যালয় ও শিক্ষকের প্রতি সকলেরই অশ্রদ্ধা জন্মে। বালকেরা সর্ব্বদা তাহা দেখিলে পাষাণহৃদয় হয় এবং সে দণ্ডে তাহাদিগের ভয় ও লজ্জা থাকে না। কখন কখন সকলের সমক্ষে কোন বিশেষ কুকর্ম্ম সপ্রমাণ করিয়া দণ্ড দিলে সকলে-রই ভয় হয় এবং তদ্দ্বারা সকলকে সেই দুষ্কর্ম্ম হইতে নিবারিত করা হয়। কিন্তু যখন এরূপ করিতে হইবে, তখন অপরাধী ও নিরপরাধী সকলেরই সমক্ষে এরূপ ব্যক্ত করা উচিত যে দণ্ড প্রদান করা অতি অসুখের কর্ম্ম, কেবল একের অপরাধকে দৃষ্টান্ত স্বরূপ করিয়া ছাত্রগণের হিতসাধনমানসে শিক্ষক দণ্ড দিতেছেন, স্বার্থ-সাধনোদ্দেশে দণ্ড প্রদান করিতেছেন না। শিক্ষকের অভিপ্রায় যথার্থ এরূপ হইলে বালকেরা তাহা অনায়াসে বুঝিতে পারে এবং দণ্ডও ফলোপধায়ী হয়।

চতুর্থতঃ। কখন অপরের উপর দণ্ডদানের ভারার্পণ করা অথবা অন্যের প্রতিনিধি হইয়া দণ্ডদাতা হওয়া বিধেয় নয়। বালকেরা বাটীতে অন্যায়াচরণ করিলে তাহাদিগের অভিভাবকেরা প্রায় বিদ্যালয়ে গিয়া শিক্ষককে তজ্জন্য দণ্ড দিতে অনুরোধ করেন। শিক্ষকেরাও সেই অনুরোধ রক্ষা করিয়া ছাত্রগণের ঘৃণাস্পদ হন। আবার বালকেরা বিদ্যালয়ে কুকর্ম্ম করিলে তাহাদিগকে শাসন করি-বার জন্য কোন কোন শিক্ষকও অভিভাবককে অনুরোধ করেন।

এরূপ অনুরোধ করা অতিশয় অন্যায় ও অনিষ্টকর। ইহাতে অনুরোধকর্ত্তার গৌরব নষ্ট হয় এবং দণ্ডদাতার অবিচার হইবারও বিলক্ষণ সম্ভাবনা থাকে। অন্যের মুখে এক ব্যক্তির দোষের কথা শুনিয়া তাহার দণ্ড করিলে কিরূপে সুবিচার সম্ভাবিত হয়?

১১। পরস্পর কলহ ও বিবাদ, লেখাপড়ায় অনবধানতা, বিদ্যালয়ের নিয়ম উল্লঙ্ঘন এবং নীতি-বিরুদ্ধ আচরণ এই কয়েকটী দোষই প্রায় বালকদিগের সচরাচর ঘটিয়া থাকে।

পরস্পর সদ্ভাব থাকিলে পরস্পরের সুখবৃদ্ধি, ও পরস্পর কলহ করিলে পরস্পরের দুঃখ ও কার্য্যহানি হয়, অতএব যাহাতে পরস্পরের প্রণয়বৃদ্ধি হয় এরূপ চেষ্টা করা সকলের উচিত, এবং এই বিষয়টী বালকদিগের দৃঢ়রূপে হৃদয়ঙ্গম করিয়া দিবার চেষ্টা করাও শিক্ষকের কর্ত্তব্য। কেননা ইহা বালকদিগের হৃদ্গত হইলে আর কলহ ও বিবাদে প্রবৃত্তি থাকে না।

পাঠগ্রহণকালে ছাত্রেরা যদি পরস্পর গল্প করিতে থাকে এবং অমনোযোগী হয়, তাহাদিগকে শ্রেণীর নিম্নে নামাইয়া দিলে অথবা ক্রীড়া ও আমোদ হইতে বঞ্চিত করিলে প্রায়ই সে দোষ নিবারিত হয়। বালকেরা গৃহে আলস্য করিয়া যদি পাঠ শিক্ষা না করে অথবা বিদ্যাগৃহে থাকিয়া পাঠাদি কর্ত্তব্য কর্ম্মে অনবহিত হয়, বিদ্যালয় বন্ধ হইলে তাহাদিগকে রুদ্ধ করিয়া সেই পাঠ অভ্যাস করান শ্রেয়ঃকল্প, কিন্তু তৎকালে তাহাদিগের নিকট এক জন শিক্ষকের থাকা আবশ্যক। এস্থলে একটী কথা বক্তব্য এই যে, যে কর্ম্মে আমোদ ও সুখবোধ হয়, তাহাতে সকলেরই স্বাভাবিক প্রবৃত্তি জন্মে। পাঠের আস্বাদগ্রহণে সক্ষম হইলে ছাত্রেরা পাঠশিক্ষায় সুখ বোধ করে এবং মনোযোগী হয়, অন্যথা অধ্যয়নে দৃঢ় মনোনিবেশ করিতে পারে না। কেহ কেহ বালকদিগকে অমনোযোগী বলিয়া থাকেন কিন্তু তাঁহারা ভাবিয়া দেখেন না যে, তাঁহারা স্বয়ং যে পুস্তকের মর্ম্ম বুঝিয়া আস্বাদগ্রহণে সমর্থ না হন, সে

পুস্তক নূতন হইলেও তাহা পাঠ করিতে তাঁহাদিগেরই প্রবৃত্তি থাকে না, তবে স্বাদগ্রহ না হইলে বালকদিগের পাঠে প্রবৃত্তি কিরূপে স্থায়ী হইতে পারে। কোন কোন শিক্ষক ছাত্রদিগকে পাঠ বুঝাইয়া না দিয়া এত পাঠ মুখস্থ করিতে দেন যে তাহাতে তাহাদিগের স্বাদগ্রহ না হইয়া বিরক্তিই জন্মে ; অতএব শিক্ষকের কর্ত্তব্য তিনি ভালরূপে পাঠ বুঝাইয়া দিয়া তন্মর্ম্ম বালকগণের হৃদয়ঙ্গম করিয়া দিবার চেষ্টা করেন ; তাহা হইলে তাহাদিগের অনায়াসে রসগ্রহ হয় এবং রসগ্রহ হইলেই পাঠে মনোযোগ হয়, সুতরাং তাহাদিগকে আর অমনোযোগনিবন্ধন দণ্ডভোগ করিতে হয় না।

কোন বালক যদি অনবধানতাপ্রযুক্ত বিদ্যালয়ের নিয়ম ভঙ্গ করে, তবে সেই বালকের প্রতি কটাক্ষ করিলে বা দুই একটী তিরস্কার বাক্য প্রয়োগ করিলে তাহা তৎক্ষণাৎ নিবারিত হয়। বালকেরা কুকর্ম্ম করিয়া দণ্ডপ্রাপ্তির ভয়ে মিথ্যাকথা কহিয়া দোষ গোপন করিবার চেষ্টা করে ; এবং লাভ বা প্রশংসা প্রাপ্তির প্রত্যাশায় পরীক্ষার সময়ে পরস্পর সাহায্য করে। এই সকল হেতু বশতঃ তাহারা প্রায় মিথ্যা, চাতুরী ও প্রবঞ্চনার আশ্রয় লইয়া থাকে। যে বালক দোষ করিয়া শীঘ্র স্বীকার করে তাহাকে প্রথমে দুই এক বার ক্ষমা করা উচিত, তাহা করিলে সত্য কথনে তাহার প্রবৃত্তি ও উৎসাহ বর্দ্ধিত হয়। যাহা হউক এই সকল দোষের প্রতি শিক্ষকের সবিশেষ মনোযোগ করা কর্ত্তব্য। অশেষ অনুসন্ধানদ্বারা যেখানে যেরূপে যে অভিপ্রায়ে এতাদৃশ নীতিবিরুদ্ধ আচরণ অনুষ্ঠিত হয়, তাহা জ্ঞাত হইয়া প্রমাণদ্বারা বালক দোষী স্থির হইলে তাহার দণ্ড করা উচিত। দণ্ডদানের পূর্ব্বে সকলেরই যেন এই প্রতীতি হয় যে দণ্ডার্হ ব্যক্তিকে অপরাধানুরূপ দণ্ড প্রদত্ত হইয়াছে। মিথ্যা কথা ও চাতুরী যে অতিশয় অনিষ্টকারক, ইহা উদাহরণদ্বারা ছাত্রদিগের হৃদয়ঙ্গম করিয়া দেওয়া উচিত। রাখাল ও নেকড়িয়া ব্যাঘ্রের গল্প এ বিষয়ের একটী সুন্দর উদাহরণ।

কোন কোন শিক্ষক বলেন এরূপ করিতে হইলে বালকদিগের পাঠের ব্যাঘাত হয় এবং অনেক সময় নষ্ট হয়। যাঁহারা এ কথা বলেন আমরা তাঁহাদিগকে বালকের যথার্থ হিতকারী বন্ধু বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে পারি না; আর তাঁহারা শিক্ষকের যে যে কর্ত্তব্য তাহাও অবগত নন। ভূগোলের কতকগুলি নীরস নামাবলী অভ্যাস করিয়া অথবা শীঘ্র শীঘ্র অঙ্ক কষিতে শিক্ষা করিয়া ছাত্রেরা বাৎসরিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেই যে শিক্ষকের কার্য্য সুসম্পন্ন হয় এমত নয়। যাঁহারা এরূপ বোধ করেন তাঁহাদিগের হস্তে সমুদায় শিক্ষা-দান কার্য্যের ভারার্পণ করা বিধেয় নয়। চরিত্র সংশোধন করা শিক্ষাদানের এক প্রধান উদ্দেশ্য। যদি লেখাপড়া শিখিয়া বালকেরা সচ্চরিত্র না হয়, সে লেখাপড়া শিক্ষা নিষ্ফল। নানাশাস্ত্রজ্ঞ হইয়াও যে ব্যক্তি সদা অসৎকর্ম্মে রত থাকে, সে ব্যক্তি সম্পূর্ণ অসার। সে ব্যক্তি চিত্রিত মৃৎপিণ্ডস্বরূপ। সুশিক্ষিত পক্ষীর ও তাহার কোন প্রভেদ নাই। সে ব্যক্তি মনুষ্যপদের যোগ্যও নয়। তাদৃশ ধর্ম্মবিহীন মনুষ্য পশুমধ্যে পরিগণিত হইয়া থাকে।

১২। কোন কোন বিদ্যালয়ে বালকেরা নিয়মিত সময়ে উপস্থিত না হইলে তাহাদিগের অর্থদণ্ড হইয়া থাকে। যদি বালক-গণের অভিভাবকের দোষে এরূপ ঘটনা হয়, ক্ষতি নাই, অন্যথা ইহাতে বালকের শাস্তি না হইয়া তাহার অভিভাবকের শাস্তি হয়। একের দোষে অপরকে দণ্ডভাগী করা কিরূপে ন্যায়ানুগত হইতে পারে। আর কোন বালক গর্হিত কর্ম্ম করিলে তাহাকে কিছু দিনের জন্য নীচের শ্রেণীতে নামাইয়া দেওয়া হয়। এরূপ দণ্ড করা আমা-দিগের মতে উচিত নয়। কিছু দিন পরে উচ্চ শ্রেণীতে উঠিতে পাইবে বলিয়া সে বালকের তাদৃশ ক্ষতি বোধ হয় না এবং যত দিন সে নীচের শ্রেণীতে থাকে, তত দিন প্রায় তাহার কিছুমাত্র শিক্ষা হয় না।

১৩। পুরস্কার ও দণ্ডদান বিষয়ে আমাদিগের মতে পশ্চাল্লিখিত কয়েকটী বিষয়ের প্রতি শিক্ষকের দৃষ্টি রাখা সর্ব্বতোভাবে উচিত।

প্রথমতঃ। পুরস্কার ও দণ্ডের প্রতি লক্ষ্য না করিয়া ধর্ম্ম্য ও কর্ত্তব্য বোধে সকল কর্ম্মের অনুষ্ঠান করা শ্রেয়ঃ। অতএব যদি শিক্ষক অন্য অন্য উপায় অবলম্বন করিয়া ছাত্রগণকে কর্ত্তব্য বোধে কর্ম্মে নিযুক্ত রাখিতে পারেন, তাহা হইলে পুরস্কার ও দণ্ড-দানের কোন আবশ্যকতা থাকে না।

দ্বিতীয়তঃ। যাহাতে ছাত্রেরা বশীভূত থাকিয়া এবং অনলস হইয়া বিশেষ বিশেষ বৃত্তির পরিচালনা করিতে প্রবৃত্ত হয় এবং যাহাতে তাহাদিগের অন্তঃকরণে সুশৃঙ্খলানুরাগের সঞ্চার হয়, এরূপ চেষ্টা করা শিক্ষকের কর্ত্তব্য। এরূপ করিলে বালকগণ তাঁহার আজ্ঞা উল্লঙ্ঘন করিতে সাহসী হয় না, অতএব দণ্ডদানেরও আবশ্যকতা থাকে না। শিক্ষকের বশীভূত থাকা ও পরিশ্রম করিয়া জ্ঞানোন্নতি সাধন করা বালকদিগের অভ্যাস হইলে তাহা সুখদ হইয়া উঠে।

তৃতীয়তঃ। স্বভাবজগুণ বা পটুতার পারিতোষিক দেওয়া উচিত নয়, কিন্তু বিদ্যার্জ্জনে যত্ন ও পরিশ্রম এবং যত্নার্জ্জিত যে গুণ তন্নিবন্ধন পারিতোষিক দেওয়া উচিত। স্বাভাবিক অপটুতা জন্য কখন কাহাকেও দণ্ড দেওয়া বিধেয় নয়, কেবল আলস্য, অব-হেলা, অমনোযোগ, চিত্তচাঞ্চল্য এবং দুষ্প্রবৃত্তিরই দণ্ড করা বিধেয়।

চতুর্থতঃ। পুরস্কার প্রদান করিয়া বালকদিগের সন্তোষ ও উৎসাহ বর্দ্ধন করাই আবশ্যক। কিন্তু তদ্দ্বারা যেন তাহাদিগের গর্ব্ব, বৃথাভিমান বা ঔদ্ধত্য না জন্মে। দণ্ড এরূপ হওয়া উচিত যে তাহাতে যেন ছাত্রগণের সদনুষ্ঠান প্রবৃত্তি উদ্দীপিত এবং কুপ্রবৃত্তি নিবারিত হয়, কিন্তু তাহাতে যেন তাহাদিগের উৎসাহ ও অধ্যবসায়ের ভঙ্গ না হয়।

পঞ্চমতঃ। পুরস্কার ও দণ্ডদান বিরল হওয়াই উচিত। অন্যথা উপকারজনক হয় না। অনুক্ষণ প্রদত্ত হইলে দণ্ড ও পুরস্কারের গৌরব থাকে না।

ষষ্ঠতঃ। যে সকল বালকের কেবল স্ব স্ব বর্ত্তমান ইন্দ্রিয়সুখে দৃষ্টি থাকে এবং যাহাদিগের বয়সের অল্পতা প্রযুক্ত অধিক বিবেচনা ও ধৈর্য্য নাই, তাহাদিগের সদসৎ কর্ম্মের পুরস্কার ও দণ্ড শীঘ্র প্রদান করাই আবশ্যক। আর, মনুষ্যের যত বয়স অধিক হইতে থাকে ততই দূরস্থ ভাবী পুরস্কারের আশা ও দণ্ডের ভয় জন্মে, সুতরাং তখন পুরস্কার ও দণ্ড বিরল হইলে ক্ষতি নাই।

সপ্তমতঃ। সমুদয় বিষয় সুস্থির মনে এবং অপক্ষপাতচিত্তে বিবেচনা করিয়া পুরস্কার ও দণ্ড দেওয়া উচিত। শিক্ষকের এ বিষয়ে ভ্রম, অবিবেচনা বা পক্ষপাত দৃষ্ট হইলে পুরস্কার ও দণ্ড দ্বারা কোন উপকার হয় না, কেননা ইহাতে পুরস্কার ও দণ্ডের আবশ্যকতা, ঔচিত্য ও ফলোপধায়কতা বালকদিগের ভালরূপে হৃদয়ঙ্গম হয় না। ক্রোধের বশীভূত হইয়া দণ্ড দেওয়া উচিত নয় এবং কখনই দণ্ডদান কালে ঘৃণা বা অবজ্ঞা প্রকাশ করা কর্ত্তব্য নয় বরং তৎকালে বালকের প্রতি সকরুণ ব্যবহার করা উচিত। কোন একটী বিশেষ অপরাধের জন্য এককালে বহু বালকের দণ্ড না করিয়া বরং তন্মধ্যে যে গুরুতর অপরাধী তাহারই দণ্ড করা ভাল। কারণ বহু বালকের প্রতি এককালে যে দণ্ড প্রদত্ত হয়, তাহাতে তাহাদিগের তাদৃশ দুঃখ বোধ হয় না, সুতরাং সে দণ্ডেরও গৌরব থাকে না। বালকদিগের এরূপ বোধ হওয়া আবশ্যক যে শিক্ষকের দণ্ডদানে আন্তরিক ইচ্ছা নাই, অগত্যা তাঁহাকে দণ্ডদানে প্রবৃত্ত হইতে হয়। অবিবেচনা পূর্ব্বক দণ্ড প্রদত্ত হইলে বালকেরা শিক্ষকের প্রতি প্রীতিসম্পন্ন হয় না; বরং অবাধ্য ও বিদ্রোহী হইয়া উঠে। বিবেচনাপূর্ব্বক দণ্ড করিলে বালকেরা শিক্ষককে পিতৃতুল্য সম্মান ও ভক্তি করে এবং শিক্ষকের অনুমোদনই সুনীতি আচরণের প্রচুর পুরস্কার জ্ঞান করে। কখন বিশেষ লোভ দেখাইয়া সুনীতি অভ্যাস করান উচিত নয় এরূপ করিলে তাদৃশ ফলোদয় হয় না।

শিক্ষাপ্রণালী।

১৪। চতুর্দ্দশ প্রকরণ।

অধ্যাপনার সাধারণ যুক্তি।

১। বালকগণের শারীরিক ও মানসিক বৃত্তি সকল যে নৈসর্গিক ক্রম ও নিয়মে বিকসিত হয়, অধ্যাপনা সেই ক্রম ও নিয়মের অনুসারিণী হওয়া উচিত। ফলতঃ সৃষ্টিকর্ত্তার অভিপ্রায় অনুসারে বালকদিগকে শিক্ষা দেওয়াই বিধেয়।

এই যুক্তিটী অধ্যাপনা সংক্রান্ত আর আর সকল যুক্তির মূল। উপদেশ গ্রহীতার শারীরিক ও মানসিক বৃত্তিসকল যে যে স্বাভাবিক নিয়মে বিকসিত ও পরিণত হয়, উপদেশদাতার অগ্রে সেই সেই নিয়ম সুন্দররূপে অবগত হওয়া আবশ্যক, অন্যথা তিনি কখনই সফল-প্রয়াস হইতে পারেন না। যিনি উক্ত নৈসর্গিক নিয়ম সকল জ্ঞাত হইয়া তদনুযায়ী শিক্ষাদান প্রণালীর অনুসরণ করেন, তাঁহার কার্য্য অনেক অংশে সুসাধ্য ও সুখদ হইয়া উঠে।

যে সময়ে যে বৃত্তি বিকসিত হয়, তাহা বিবেচনা করিয়া সেই সময়ে সেই বৃত্তির চালনা করা উচিত। যথা বাল্যে দর্শনশক্তি বলবতী থাকে, কিন্তু তর্কশক্তির তাদৃশ প্রাচুর্ভাব হয় না। অতএব, প্রথমে বালকদিগের দর্শনশক্তি অবলম্বন করিয়া উপদেশ দেওয়াই বিধেয়, তর্কশক্তির অধিক চালনা করা উচিত নয়। ভিন্ন ভিন্ন বৃত্তির ভিন্ন ভিন্ন রূপে পরিচালনা করা আবশ্যক, এক রূপ চালনাদ্বারা একটী বৃত্তির যত উপকার হয় অন্যবৃত্তির তত উপকার হইবার সম্ভাবনা নাই।

জগদীশ্বর মনুষ্যের বাহ্য আকার যেরূপ ভিন্ন ভিন্ন করিয়াছেন, মনের ভাবও সেইরূপ ভিন্ন ভিন্ন করিয়াছেন। যেমন যত্ন করিলে বাহ্য আকার কিঞ্চিৎ পরিমার্জ্জিত হইতে পারে, কিন্তু এককালে সম্পূর্ণ রূপে পরিবর্ত্তিত হইতে পারে না, মনের ভাবও সেইরূপ। অতএব বালকদিগের কাহার কেমন স্বভাব, কেমন শক্তি ও কিরূপ প্রবৃত্তি তাহা বিশিষ্টরূপে জানিবার জন্য সদা যত্ন করা শিক্ষকের উচিত। কারণ, এই সকল বিষয় ভাল রূপে অবগত থাকিয়া যে বালককে যে রূপে যে বিষয়ের উপদেশ দেওয়া উচিত ও আবশ্যক বোধ হয়, তাহাকে সেইরূপ উপদেশ দেওয়াই বিধেয়। কিন্তু এককালে বালকদিগের স্বভাবপরিবর্ত্ত করিতে চেষ্টা করা উচিত নয়। যাহার স্বাভাবিক গাম্ভীর্য্য নাই, তাহাকে গম্ভীরস্বভাব করিবার চেষ্টা করিয়া কৃতকার্য্য হইবার তাদৃশ সম্ভাবনা নাই। কোন নূতন বৃত্তি সৃজন করা অধ্যাপনার উদ্দেশ্য নয়; জগন্নিয়ন্তার অভিপ্রায় বুঝিয়া তদনুসরণ করিয়া ছাত্রগণের নৈসর্গিক বৃত্তিসকলের যথাসাধ্য তেজোবৃদ্ধি করা এবং চরিত্রের নির্ম্মলতা সম্পাদন করাই শিক্ষকের প্রকৃত কার্য্য।

২। শারীরিক বৃত্তি, বুদ্ধিবৃত্তি ও নীতিবৃত্তিসকল বিকসিত ও পরিণত করা প্রাথমিক অধ্যাপনার প্রধান উদ্দেশ্য। কিন্তু কিছু কাল পরে বালকদিগের কিঞ্চিৎ বয়োবৃদ্ধি হইলে উক্ত উদ্দেশ্য সাধনের সঙ্গে সঙ্গে তাহাদিগকে এমন বিষয়ের উপদেশ দেওয়া উচিত যাহাতে পরে তাহাদিগের ব্যবসায় ও কার্য্যের বিশেষ উন্নতি হইবার সম্ভাবনা থাকে।

মনুষ্যের মন স্বভাবতঃ বিকাশোন্মুখ। ইন্দ্রিয়ের চালনাদ্বারা বালকদিগের যে কেবল জ্ঞানোপার্জ্জন হয় এমত নয়, সেই চালনাদ্বারা বৃত্তিসকল ক্রমশঃ বিকসিত হয় এবং বালকদিগের জ্ঞানানন্দসুখসম্ভোগ হইতে থাকে। জগদীশ্বরের অনন্ত শক্তি, অচিন্ত্য মহিমা ও অপার করুণা সর্ব্বত্রই বিরাজমান আছে। তিনি মনুষ্যকে এই

পরমাদ্ভুত-কৌশল-সম্পন্ন শরীর ও উত্তরোত্তর-বর্দ্ধিষ্ণু-বৃত্তিবিশিষ্ট মন প্রদান করিয়া শরীর ও মনের বীর্য্য ও স্বাস্থ্য রক্ষার্থ যাহা যাহা আবশ্যক সে সমুদায় প্রচুর পরিমাণে সঞ্চয় করিয়া রাখিয়াছেন। যাহার যাহা ইচ্ছা সে ব্যক্তি তাহাই সম্ভোগ করিতে পারে। মনুষ্য অজ্ঞানতা প্রযুক্ত পাছে তাঁহার এই অপূর্ব্ব অসীম জগৎ-ভাণ্ডারের মধ্যে থাকিয়াও অসুখিত হয় এজন্য তিনি ভিন্ন ভিন্ন পদার্থে ভিন্ন ভিন্ন গুণ দিয়াছেন, সেই সকল গুণই যেন মানবগণের ইন্দ্রিয়সকলকে আকর্ষণ করিয়া কর্ত্তব্য বিষয়ে উপদেশ দিতেছে এবং কুপথ পরিত্যাগ করাইয়া সৎপথে প্রবর্ত্তিত করিতেছে।

মানব জীবনের প্রথম দশ বৎসরই বৃত্তিসমূহ বিকাশের কাল, বিদ্যার্জ্জন তৎকালোচিত অধ্যাপনার প্রধান উদ্দেশ্য নয়, বৃত্তিদিগের বিকাশসাধনই প্রধান উদ্দেশ্য, বিদ্যা উপার্জ্জন সেই উদ্দেশ্য-সাধনের উপায়স্বরূপ। কিন্তু অনেক স্থানে যেরূপে বালকদিগকে শিক্ষা দেওয়া হয়, তদ্দ্বারা উৎকৃষ্ট বৃত্তিসমূহের নৈসর্গিক বিকাশের সহায়তা না হইয়া বরং প্রতিকূলতাই হইয়া থাকে। কোন কোন শিক্ষক কেবল স্মৃতির চালনার উপর নির্ভর করিয়া ছাত্রদিগকে অধিক পাঠ দেন, ছাত্রেরাও যত পারে মুখস্থ করিয়া রাখে। তাদৃশ অভ্যাসপটু ছাত্রদিগকে জঙ্গমগ্রন্থমাত্র বলা যাইতে পারে। কার্য্যকালে তাহাদিগের দ্বারা কোন বিশেষ উপকার হয় না, তাহারা সচৈতন্য পদার্থবটে, কিন্তু শিক্ষকের দোষে জড়ের ন্যায় প্রতিভাত হয়। এতাদৃশ শিক্ষাদানে পরে কোন উপকার হয় না বলিয়া কোন কোন শিক্ষক কার্য্যকালে যাহাতে উপকার হইবে, কেবল সেই সকল বিষয়েরই উপদেশ প্রদান করেন। শুভঙ্করের কতকগুলি আর্য্যা অভ্যাস করিয়া অঙ্ক কষিতে পারিলে এবং এক বা দুই প্রস্থ জমিদারী কাগজ নকল করিতে পারিলেই অনেক শিক্ষকের নিকট শিক্ষা সমাপ্ত হয়। এইরূপে শিক্ষাপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা অন্যকে অবলম্বন না করিয়া কোন কার্য্য করিতে পারে না, তাহাদিগের

নিজের কোন উদ্ভাবনী শক্তি জন্মে না, সুতরাং তাহারা কখনই কোন কর্ম্ম স্বকীয় বুদ্ধিকৌশলে সুচারুরূপে সম্পন্ন করিতে পারে না। উক্ত দুই প্রকার শিক্ষাদান রীতির একটীও সম্যক্ উৎকৃষ্ট নয়। যাহাতে বৃত্তি সমূহের বিকাশ হয় এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে কার্য্যোপযোগী মহোপকারক বিষয়ের শিক্ষা হইতে থাকে, এমত চেষ্টা করাই কর্ত্তব্য। পরিণামে ছাত্রেরা যে যে ব্যবসায়ে নিযুক্ত হইবে, তত্তদ্ব্যবসায়ের উপযোগী বিদ্যার শিক্ষাদানই উচিত। অপর, অতি অল্প সময়ের মধ্যে অধিক বিষয়ের শিক্ষা দিবার এবং বয়োধিকের জ্ঞাতব্য বিষয়সকল শিশুদিগের হৃদয়ঙ্গম করিয়া দিবার চেষ্টা না করিয়া, যে যে শিক্ষক ছাত্রগণের অপ্রকাশিত মনোবৃত্তিকে প্রকাশিত করিবার চেষ্টা করেন, ক্ষীণ বৃত্তিকে বলবতী করিতে যত্ন করেন এবং বালকদিগের ভাবী অবস্থা ও ব্যবসায়ের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া তাহাদিগকে তদুপযোগী বিষয়ের উপদেশ দেন, তাঁহারাই প্রকৃত শিক্ষক বলিয়া গণ্য হইতে পারেন। অস্মদ্দেশস্থ বিদ্যালয়সমূহে প্রায়ই কোন ব্যবসায় সংক্রান্ত বিষয়ের উপদেশ না দেওয়াতে কৃতবিদ্য যুবকগণকে চাকরির নিমিত্ত লালায়িত হইয়া বেড়াইতে হয়।

৩। যাহাতে শারীরিক বা মানসিক বৃত্তিবিশেষের প্রকাশ হয়, কেবল সেইরূপ শিক্ষাদানই অধ্যাপনার প্রকৃত উদ্দেশ্য নয়, কিন্তু যাহাতে স্বাভাবিক ক্রম ও উপযোগিতার অনুসারে সকল বৃত্তি সমঞ্জসরূপে বিকশিত হয়, তাহাই অধ্যাপনার প্রকৃত উদ্দেশ্য।

সৃষ্টিকর্ত্তার উদ্দেশ্য বিবেচনা করিলে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে মনুষ্য বুদ্ধিবৃত্তি ও নীতিবৃত্তি সকলকে যথাযথরূপে পরিচালিত করিয়া স্ব স্ব কার্য্যে নিয়োজিত ও যাহাতে এক বৃত্তি ক্ষীণ হইয়া অপর বৃত্তি বলিষ্ঠ না হয়, এবং সমুদায় কুপ্রবৃত্তি নিবারিত হয় এরূপ চেষ্টা করিবেন। ফলতঃ কুপ্রবৃত্তি সংশোধন ও সৎ প্রবৃত্তি বিধান করাই মনুষ্য মাত্রেরই প্রধান কর্ম্ম।

যে সময়ে যে বৃত্তি বিকশিত হইতে আরম্ভ হয়, সেই সময়

অবধি তাহার যথোচিত পরিচালনা করা কর্ত্তব্য। যেরূপ, নিয়মিত পরিচালনা ব্যতিরেকে বৃত্তিসকল বিশেষরূপে পরিপুষ্ট ও বলিষ্ঠ হয় না, সেইরূপ কালিক পরিচালনা ব্যতিরেকেও তাহারা সম্পূর্ণ বলিষ্ঠ ও পুষ্ট হইতে পারে না। প্রথম উদ্রেকে বৃত্তি সকল কোমল থাকে, তখন তাহাদিগকে অনায়াসে যে দিকে ইচ্ছা সেই দিকে নমিত করা যায়। কিন্তু বয়োবৃদ্ধি হইলে যখন তাহারা দৃঢ়তা প্রাপ্ত হয়, তখন তাহাদিগকে যে দিকে ইচ্ছা সেই দিকে নীত করা কঠিন হইয়া উঠে।

অনেক বিদ্যালয়ে পদার্থগ্রহ ও পর্য্যবেক্ষণ বৃত্তির পরিচালনার্থ কোন নির্দ্দিষ্ট উপায় নাই, এবং তর্ক শক্তির কিছু মাত্র চালনা হয় না, যদ্যপি কোন স্থানে কিঞ্চিৎ চালনা হয় সে সামান্য ও অকিঞ্চিৎ-কর। যে শিক্ষাপ্রণালীতে কেবল বুদ্ধিবৃত্তি সকলের চালনা হয়, অন্যান্য মনোবৃত্তির কিছুমাত্র চালনা হয় না, সে প্রণালীকে কোন ক্রমে সম্পূর্ণ ও সাঙ্গ বলা যায় না।

কোন কোন বিদ্যালয়ে শিক্ষকেরা পরীক্ষক ও দর্শকগণের চমৎ-কারিতা জন্মাইবার জন্য এক একটী বালককে বিশিষ্ট মনোযোগের সহিত এক এক বিষয় শিক্ষা করাইয়া থাকেন, অথবা শ্রেণীর মধ্যে যাহারা উৎকৃষ্ট বালক তাহাদিগের উন্নতির প্রতি সবিশেষ মনো-যোগ করেন, কিন্তু অপকৃষ্ট বালকগণের শিক্ষার প্রতি তাদৃশ মনোযোগ করেন না এরূপ করাতে প্রভূত অনিষ্ট জন্মে। এক একটী বালককে বিষয় বিশেষের শিক্ষা দেওয়াতে সকল বৃত্তির সমান পরিচালনা না হইয়া বৃত্তিবিশেষের অধিক চালনা হয়। এক শ্রেণীস্থ বালকগণের মধ্যে কতকগুলিকে অপকৃষ্ট বোধে পরিত্যাগ করিয়া অপর কতকগুলিকে শিক্ষা দিলে সর্ব্বসাধারণের মঙ্গল করা হয় না, কেবল কতকগুলির উৎকর্ষ সাধন করা হয় এবং ইহাতে শিক্ষকের পক্ষপাত প্রকাশ হয়। যে ব্যক্তি স্বয়ং চলিতে অশক্ত তাহারই যষ্টি অবলম্বন আবশ্যক। এই বাক্যের তাৎপর্য্য শিক্ষকের

মনে সদা জাগরূক থাকিলে তাঁহার উক্ত বিরুদ্ধ ব্যবহার দ্বারা অন্তর্হিত হয়। যে শ্রেণীতে ২৫ বা ৩০ টী বালক আছে সেই শ্রেণীর ৫ বা ৭ টী বালকের উৎকর্ষ ও অপকর্ষদ্বারা শ্রেণীর ও শিক্ষকের উৎকর্ষাপকর্ষ নির্ণয় হইতে পারে না। ২৫ বা ৩০ টী বালকের মধ্যে প্রায়ই ৫ বা ৭ জন সুশীল, মনোযোগি ও বুদ্ধিমান্ থাকা সম্ভব; অতএব তাহাদিগের ব্যুৎপত্তি দেখিয়া শিক্ষকের গুণাগুণের পরিচয়গ্রহণ উচিত নয়। সমুদায় বালকের বিশেষতঃ অপকৃষ্ট বালকের ব্যুৎপত্তি দেখিয়া তাহাদিগের পুর্ব্বাবস্থার সহিত বর্ত্তমান অবস্থার তারতম্য করিলে শিক্ষকের নৈপুণ্যের পরিচয় পাওয়া যায়। ফলতঃ বুদ্ধিমান্ ও সুশীল বালকদিগকে শিক্ষাদান করিতে অধিক ক্লেশ হয় না, অলস ও অবোধ বালককে শিক্ষা দিতেই যথেষ্ট ক্লেশ হয়, এই নিমিত্ত প্রায়ই শ্রমবিমুখ শিক্ষকেরা উৎকৃষ্ট বালকদিগের শিক্ষার প্রতি সবিশেষ মনোযোগ করেন।

যে বিদ্যালয়ে প্রত্যেক শ্রেণীস্থ বালকদিগের ব্যুৎপত্তিগত অনেক বৈলক্ষণ্য দৃষ্ট হয়, আর যেখানে ছাত্রদিগের সমুদায় বৃত্তির সম্যক্ পরিচালনা হয় না, সে বিদ্যালয়কে উৎকৃষ্ট বলিয়া গণ্য করা যায় না। এক শ্রেণীর সমুদয় বালককে একটী সাধারণ পাঠ দেওয়া হইয়া থাকে কিন্তু সেই পাঠটী কি রূপ হইলে এবং কি রূপে দিলে সকল ছাত্রের উপকার হয় তাহা বিবেচনা করিয়া কার্য্য করা কর্ত্তব্য। কাহার বিশেষ ক্ষতি না হয়, অথচ সকলে এক পাঠ গ্রহণ করিতে সমর্থ হয় এ নিমিত্ত অধম বালকদিগের প্রতি শিক্ষকের কিঞ্চিৎ বিশেষ পরিশ্রম করা উচিত।

৪। বৃত্তিসকলের সমঞ্জসরূপে বিকাশ সাধন করিবার উদ্দেশে উত্তরোত্তর বালকদিগের শিক্ষা বৃদ্ধি করা কর্ত্তব্য। ফলতঃ বৃত্তি সকল ক্রমশঃ যত বিকশিত ও বিস্তারিত হইতে থাকে, পাঠ্য বিষয় ও পাঠদানরীতিও ক্রমশঃ তত বিস্তারিত করা উচিত।

এই নিয়ম অনুসারে ক্ষুদ্র বালকদিগের প্রথম শিক্ষার বিষয়সকল

সাধ্যানুসারে সামান্য ও সরল করিবার চেষ্টা করা অতিশয় আবশ্যক; তাহাতে উপেক্ষা করা কোন ক্রমেই বিধেয় নয়। পরে যত বৃত্তি সকল উত্তরোত্তর বিকশিত হইতে থাকে ততই উপদেষ্টব্য বিষয় ও শিক্ষাদানের ধারা বিস্তারিত করিয়া উপদেশ দেওয়া আবশ্যক। পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে যে ক্রমই ঈশ্বরের সৃষ্টির একটা নিয়ম এবং মনুষ্যের শারীরিক বৃত্তি, বুদ্ধিবৃত্তি ও নীতিবৃত্তি সেই নিয়মের অধীন। কোন একটা বিষয় শিক্ষা করিবার সময়ে কেহ এক কালে তাহার সমুদায় অংশ বুঝিতে পারে না; তাহার এক এক অংশ এক এক বারে বুঝিয়া ক্রমে ক্রমে সমুদায় অংশ বুঝিলে সেই বিষয়ের সম্পূর্ণ জ্ঞান জন্মে। অতএব বালকদিগকে প্রথমে স্থূল স্থূল বিষয়ের উপদেশ এবং সেই সকল স্থূল বিষয় তাহাদিগের বিলক্ষণ হৃদয়ঙ্গম হইলে পর সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম বিষয়ের উপদেশ দেওয়া উচিত।

৫। যাহাতে বালকদিগের আপনা আপনি শিক্ষা করিতে প্রবৃত্তি জন্মে, এরূপ শিক্ষা প্রণালী অবলম্বন করাই বিধেয়।

বালকেরা অন্যদীয় সাহায্য নিরপেক্ষ হইয়া আপনারাই কার্য্য করিতে ভাল বাসে। অতএব যে ধারাতে কিঞ্চিৎ সূচনা করিয়া দিলে তাহারা আপনারাই শিক্ষা করিতে পারে, তাদৃশ সূচনাত্মক ধারাতে উপদেশ দিলে ক্রমশঃ তাহারা আপনারাই আপনাদিগের শিক্ষারউন্নতি সাধনে সমর্থ হয়। এই ধারানুসারে প্রত্যক্ষ পদার্থের গুণ নির্দ্দেশ ও অল্প অল্প সংখ্যাদ্বারা গণনাদি কার্য্য এবং প্রকৃতির সামান্য নিয়মের উপদেশদান অনায়াসে সম্পন্ন হইতে পারে। বালকেরা শুদ্ধজ্ঞানাধার বা জড়পদার্থনির্ম্মিত যন্ত্র নয়। তাহারা সচৈতন্য, বুদ্ধিমান্, ভাব-সংগ্রাহক, এবং নব নব ভাব উদ্ভাবনশীল সজীব পদার্থ। এইটা বিবেচনা করিয়া সদা তাহাদিগকে উপদেশ দেওয়া কর্ত্তব্য ফলতঃ তাহাদিগের শক্তি বিবেচনা করিয়া শিক্ষক পর্য্যায়ক্রমে যে উপদেশ দেন তাহারা

তাহা গ্রহণ করিতে সমর্থ হয়। অপর, বালকেরা নিজে যে কর্ম্ম সম্পন্ন করিতে নিতান্ত অশক্ত, তাহাদিগকে সে কর্ম্ম করিতে আজ্ঞা করা উচিত নয়, এবং তাহারা স্বয়ং যত্ন করিলে যাহা সম্পন্ন করিতে পারে, তদ্বিষয়ে তাহাদিগকে সাহায্য দান করাও উচিত নয়।

৬। বালকদিগের চিত্ত যখন সুস্থির থাকে তখন তাহাদিগকে উপদেশ দেওয়া উচিত। যদি তাহাদিগের মন স্থির না থাকে, ইতস্ততঃ ধাবমান হইতেছে দৃষ্ট হয়, তবে শিক্ষাদানের অগ্রে সেই চাঞ্চল্য দূর করিয়া তাহাদিগের মনকে সুস্থির করা কর্ত্তব্য।

৭। সর্ব্বদা সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়া বালকদিগের স্বভাব ও শক্তি অবগত হইয়া তাহাদিগকে সদা সৎপথে লওয়াইতে চেষ্টা করা কর্ত্তব্য এবং তাহারা যাহাতে বলপূর্ব্বক কার্য্যে নিয়োজিত হইতেছে এমত বোধ না করে এরূপ কৌশলে সেই চেষ্টা করা উচিত। এরূপ কৌশলদ্বারা বালকদিগকে অনায়াসে বিদ্যা ও নীতি শিক্ষা করান যাইতে পারে এবং এইরূপ শিক্ষাই তাহাদিগের ভাবী উন্নতির মূল।

৮। বালকদিগের উদ্ভাবনী শক্তি উত্তেজিত করা শিক্ষকের কর্ত্তব্য। এক্ষণে প্রায় যাবতীয় বিদ্যালয়ে বালকেরা যে প্রণালীতে শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া থাকে, তদ্দ্বারা বৃত্তিসমূহের সম্যক্ বিকাশ হওয়া দূরে থাকুক, পঠিত গ্রন্থের অর্থসংগ্রহ করিতেও বালকদিগের বিশেষ পটুতা জন্মে না। যাহাতে তাহাদিগের উদ্ভাবনী শক্তির চালনা হইতে পারে এরূপ চেষ্টা না করিয়া শিক্ষকেরা প্রায়ই আদেশাত্মক ধারাতে উপদেশ দিয়া থাকেন। আমরা কোন কোন স্থানে দেখিয়াছি শিক্ষকেরা যে রীতিতে প্রশ্ন করেন তাহাতেই বালকেরা যাহা উত্তর দিতে হইবে তাহা প্রায় বুঝিতে পারে, উত্তর দানের অগ্রে তাহাদিগের বিবেচনা বা চিন্তা করণের প্রয়োজন থাকে না। কোন বঙ্গবিদ্যালয়ের বালকেরা ভূগোল বিবরণে লিখিত চীনতাতারের বৃত্তান্ত পাঠ করিলে পর আমরা শিক্ষককে তদ্ঘটিত প্রশ্ন করিতে অনুরোধ

করিলাম। তিনি পুস্তক দেখিয়া পশ্চাল্লিখিত রীতিতে প্রশ্ন করিতে লাগিলেন। চীনদেশস্থ প্রাচীরের লিখিত বৃত্তান্ত মধ্যে এই বাক্যটী আছে। "ইহা দৈর্ঘ্যে প্রায় সাতশত ক্রোশ ব্যাপিয়া আছে, আর এরূপ বিস্তৃত যে ছয়জন অশ্বারোহী শ্রেণীবদ্ধ হইয়া এক কালে তাহার উপর দিয়া স্বচ্ছন্দে যাইতে পারে।" এই বাক্য অবলম্বন করিয়া শিক্ষক জিজ্ঞাসা করিলেন ঐ প্রাচীর দৈর্ঘ্যে কত ক্রোশ; এক বালক উত্তর করিল "সাতশত ক্রোশ"। পরে শিক্ষক জিজ্ঞাসা করিলেন ইহা কিরূপ বিস্তৃত; কোন বালক বলিল, "ছয়জন অশ্বারোহী শ্রেণীবদ্ধ হইয়া এক কালে তাহার উপর দিয়া স্বচ্ছন্দে যাইতে পারে"। শিক্ষক এই সকল উত্তর শ্রবণ করিয়া সন্তুষ্ট হইলেন। কিন্তু আমরা বুঝিলাম বালকেরা পাঠের তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম না করিয়া কেবল বাক্যগুলি মুখস্থ করিয়া রাখিয়াছে। এই হেতু আমরা তাহাদিগকে সেই প্রাচীর কত হাত প্রশস্ত তাহা নির্দ্দেশ করিতে কহিলাম। কেহ ৩০০, কেহ ২০০, কেহ ১৫, কেহ ১০ হাত বলিল। আমরা মনে মনে যাহা ভাবিয়াছিলাম এই সকল উত্তর শ্রবণ করিয়া তাহাই দৃঢ় হইল। এই রূপে ভূগোলের কি অন্য বিষয়ের শিক্ষা দেওয়াতে পরিশ্রম ও সময় বৃথা নষ্ট হয়। অপর, বালকেরা আপন আপন শক্তি ও কৌশলের উপর নির্ভর করিয়া যাহাতে ক্রীড়ার সামগ্রী ও যন্ত্রাদি নির্ম্মাণ করিতে পারে এমন চেষ্টা করা কর্ত্তব্য; তাহাদিগকে কেবল পুস্তকাভ্যাসে সর্ব্বদা নিযুক্ত রাখা কোন মতে কর্ত্তব্য নয়। সচরাচর যে যে দ্রব্য ও ঘটনা দৃষ্টি পথে পতিত হয়, সেই সকলের তত্ত্বানুসন্ধানে যদি বালকদিগের প্রবৃত্তি বিধান করা হয় তবে অনায়াসে তাহাদিগের অনেক বিষয়ের জ্ঞান জন্মে এবং তাহাদিগের দ্বারা অনেক নূতন নূতন বিষয় আবিষ্কৃত হইতে থাকে। ফলতঃ এতদ্দ্বারা ছাত্রদিগের উদ্ভাবনী শক্তি বর্দ্ধিত হইতে থাকে। ওয়াট সাহেব তাঁহার মাতার স্থালী পর্য্যবেক্ষণ করিয়া বাষ্পীয় যন্ত্রের সৃষ্টি করেন, সর আইজাক নিউটন বৃক্ষহইতে

আতার পতন দর্শন করিয়া পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ শক্তির আবিষ্কার করেন। বালকদিগের যে কিঞ্চিৎ উদ্ভাবনী শক্তি থাকে, তাহা শিক্ষার দোষে ক্রমশঃ বিলীন হইয়া যায়। অন্য অন্য ব্যক্তির কথা ও ভাব সকল ছাত্রগণের মনে নিবেশিত করিতে পারিলেই অনেক শিক্ষক আপনাদিগকে চরিতার্থ জ্ঞান করেন, যাহাতে তাহাদিগের মনে নূতন নতন ভাবোদয় হয় এরূপ চেষ্টা করেন না সুতরাং তাহাদিগের উদ্ভাবনী শক্তি বর্দ্ধিত হয় না।

৯। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য পদার্থ লইয়া বালকদিগকে উপদেশ দেওয়াই কর্ত্তব্য।

পদার্থগ্রহ ও অনুভব বৃত্তি বিকসিত করাই বাল্যকালোচিত শিক্ষাদানের প্রথম উদ্দেশ্য। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য পদার্থের গুণ ও উপযোগিতাবিষয়ক কতকগুলি আপাত সহজ অথচ উত্তরোত্তর কঠিন এরূপ পাঠ অবধারিত করিয়া শিক্ষা দান করিলে উক্ত উদ্দেশ্য অনায়াসে সুসিদ্ধ হয়। তাদৃশ পাঠ উপলক্ষ করিয়া যদি রীতিমত শিক্ষা প্রদত্ত দয় তবে তদ্দারা ছাত্রগণের জ্ঞানোপার্জ্জনের পথ পরিষ্কৃত, বুভুৎসা উদ্রিক্ত, এবং পর্য্যবেক্ষণ ও অভিনিবেশ বৃত্তি বলবতী হইতে থাকে। বালকেরা বাটীতে, বিদ্যালয়ে ও পথে যে যে দ্রব্য সর্ব্বদা দর্শন করে অগ্রে সেই সেই দ্রব্যের বিষয় উপদেশ দেওয়া উচিত। পরে ক্রমশঃ যত বৃত্তি সকল বিকসিত হইতে থাকে ততই সেই সেই দ্রব্যের ও অপরাপর দ্রব্যের সবিশেষ বর্ণন করিয়া উপদেশ দেওয়া কর্ত্তব্য। এইরূপে উপদেশ দিবার সময়ে ইহাও স্মরণ করা আবশ্যক যে একটী পাঠ বালকদিগের সুন্দররূপে হৃদ্গত না হইলে অন্য পাঠ দেওয়া বিধেয় নয়।

কোন একটী বিষয় অবলম্বন না করিয়া মনন করা যায় না। প্রত্যক্ষ পদার্থই অবলম্বন করিয়া প্রথমে মনন করিতে শিক্ষা করা যায়, অতএব দ্রব্য, গুণ ও ক্রিয়া প্রত্যক্ষ করাইয়া বালকদিগকে

উপদেশ দেওয়া কর্ত্তব্য। এইরূপে উপদেশ দিলে তাহারা উপদিষ্ট বিষয় মনন করিয়া তাহা উত্তম রূপে হৃদগত করিতে সমর্থ হয়। দ্রব্য, গুণ ও ক্রিয়ার প্রত্যক্ষ ও পরীক্ষা করিয়া বিলক্ষণরূপে তত্তদ্বিষয়ের জ্ঞান লাভ হইলে সেই সকল বিষয়বোধক পদ শিক্ষা করা উচিত। এইরূপে পদার্থ জ্ঞানের পর পদশিক্ষা করিলে শিক্ষিত বিষয়সকল যেন একবারে মানসপটে মুদ্রিত হইয়া থাকে, পরে সেই সকল দ্রব্য, গুণ ও ক্রিয়া ইন্দ্রিয়ের অগোচর হইলেও যখন তদ্বোধক পদগুলির স্মরণ হয় তখন অনায়াসে তাহাদিগেরও স্মরণ হইতে থাকে।

অর্থ না বুঝিয়া কতকগুলি পদ মাত্র অভ্যাস করার রীতি অনেক বিদ্যালয়ে প্রচলিত আছে। এই কুৎসিত রীতি যে অতিশয় অনিষ্টকর তদ্বিষয়ে অণুমাত্র সংশয় নাই। ইহা যত শীঘ্র বিদ্যালয় হইতে অন্তর্হিত হয় ততই মঙ্গলের বিষয়। প্রতিশব্দ শিক্ষা করিলে পদার্থজ্ঞান হইবে এই বিবেচনা করিয়া বালকেরা কতকগুলি একার্থক পদ অভ্যাস করিয়া থাকে। যথা।

পদ	অর্থ (প্রতিশব্দ)
আয়ত	বিস্তৃত
পর্ব্বত	ভূধর, গিরি
ব্যাঘ্র	শার্দ্দূল
পরিত্যাগ	বিসর্জ্জন
স্বচ্ছ	নির্ম্মল, পরিষ্কার

ইত্যাদি।

যদি একার্থক পদগুলির এমন শক্তি থাকিত যে তাহারা পুনঃ পুনঃ উচ্চারিত হইলে তদ্বোধ্য পদার্থ সকলকে একবারে জ্ঞাননেত্রের সম্মুখে আনয়ন করিতে পারিত তবে এরূপ অভ্যাস করাতে ক্ষতি ছিল না। কিন্তু প্রকৃত অর্থে প্রবেশ না করিয়া কতকগুলি একার্থক পদ অভ্যাস করাতে অপকার ভিন্ন উপকার হইবার সম্ভাবনা নাই; এবং ইহাতে ভাষার মর্ম্মগ্রহে কখনই সমর্থ হওয়া

যায় না। এই কুৎসিত প্রথানুসারে অনেক বিদ্যালয়ে অর্থ পুস্তক (যাহাতে প্রতিশব্দ সহিত কঠিন পদগুলি লিখিত থাকে) ব্যবহৃত হয়। যাহা হউক, কার্য্যকালে ও কথোপকথনে স্বজাতীয় ভাষায় পদপ্রয়োগদ্বারা ক্রমশঃ প্রকৃত পদার্থের জ্ঞান হইলে উক্ত রীতিতে স্বজাতীয় ভাষা শিক্ষা করার দোষ কথঞ্চিৎ সংশোধিত হয়। কিন্তু উক্ত রীতিতে বিজাতীয় ভাষা শিক্ষা করিলে সুন্দররূপে সেই ভাষা-জ্ঞান হওয়া দুরূহ হইয়া উঠে। কোন কোন স্থানে এরূপও দেখিতে পাওয়া যায় যে একার্থক পদশিক্ষা অকিঞ্চিৎকর বলিয়া এককালে তাহা পরিত্যক্ত হয়; এরূপ করাও মন্দ। অনেক স্থলে সুখবোধ প্রতিশব্দদ্বারা মূলশব্দের অর্থ বিশদ হইয়া যায়।

অর্থ না বুঝিয়া কতকগুলি বাক্যমাত্র অথবা কতকগুলি একার্থক পদমাত্র অভ্যাস করাতে এবং পদার্থ না বুঝিয়া কেবল বাক্যার্থের প্রতি দৃষ্টি রাখাতে সম্যক্ রূপে উপকার হয় না; অতএব যাহাতে পদার্থ ও বাক্যার্থ উভয়ের জ্ঞান হয় এমত করা উচিত, তাহা হইলে এককালে অর্থজ্ঞান ও ভাষাজ্ঞান দুই উত্তম রূপে হইতে থাকে। কতকগুলি একার্থক পদ অভ্যাস করার নাম অর্থজ্ঞান নয়, তাহা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে।

পরস্পরের সাদৃশ্য ও বৈলক্ষণ্য দেখাইয়া একাধিক দ্রব্য বা গুণের, এবং দৃষ্ট বস্তুর সহিত উপমা দিয়া অদৃষ্ট বস্তুর উপদেশ দেওয়া উচিত। যথা স্বচ্ছতা গুণ বুঝাইয়া দিবার জন্য কোন স্বচ্ছ পদার্থ (কাচ) লইয়া দেখান উচিত যে, সেই কাচ চক্ষুর সম্মুখে ধরিলে দৃষ্টির রোধ হয় না, অর্থাৎ তাহার ভিতরদিয়া অপর দিক্‌স্থ দ্রব্য দেখা যায়। ইহা দৃষ্টিরোধ করে না বলিয়া ইহাকে স্বচ্ছ কহে, অতএব কাচের স্বচ্ছতা গুণ আছে। অপর, যে যে স্বচ্ছ দ্রব্য আছে সে সকল এবং কতক গুলি অস্বচ্ছ পদার্থ দেখাইয়া স্বচ্ছতা ও অস্বচ্ছতার ভেদ বুঝাইয়া দেওয়া উচিত। পরে যে যে বস্তু সম্পূর্ণ স্বচ্ছ নয় তাহা দেখাইয়া ঐ গুণের তারতম্য বুঝাইয়া দেওয়া

আবশ্যক। শার্দ্দূল শব্দটী অভ্যাস করিয়া কি ব্যাঘ্রের আকৃতি বিস্তৃতি ও গুণ অবগত হওয়া সম্ভব? ব্যাঘ্র পদের অর্থ বুঝাইয়া দিবার নিমিত্ত একটী ব্যাঘ্রের প্রতিকৃতি দেখান আবশ্যক। আর বালকেরা যদি তজ্জাতীয় কোন পশু দেখিয়া থাকে তবে সেই পশুর সহিত ব্যাঘ্রের যে যে অংশে সাদৃশ্য ও বৈলক্ষণ্য আছে তাহা বিশেষ বর্ণন করিয়া উপদেশ দেওয়া উচিত। যথা ব্যাঘ্র যেন একটী প্রকাণ্ড বিড়াল। বিড়াল যেরূপ অনায়াসে ক্ষুদ্র ইন্দূর শীকার করিয়া দন্ত ও নখদ্বারা তাহাকে খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলে, ব্যাঘ্র গোমহিষাদি শীকার করিয়া সেইরূপ করে। বিড়াল একহাত দীর্ঘ ব্যাঘ্র ৫। ৬ হাত দীর্ঘ; বিড়াল প্রায় এক বিতস্তি উচ্চ, ব্যাঘ্র ২। ৩ হাত উচ্চ ইত্যাদি। এইরূপে দৃষ্ট পদার্থের সহিত উপমা দিয়া বুঝাইয়া দিলে ছাত্রেরা অদৃষ্ট পদার্থেরও সুন্দর ভাবনা করিতে পারে। চিত্রিত প্রতিকৃতি দেখাইয়া উপদেশ দিলে ছাত্রদিগের অনুভব বৃত্তি ক্রমশঃ বলবতী হইতে থাকে।

অপর এরূপে উপদেশ দেওয়া উচিত যেন বালকেরা চাক্ষুষ পদার্থের কোন কোন গুণ ও কার্য্য দর্শন করিয়া তাহার আর আর সামান্য গুণ অনুভববৃত্তিদ্বারা স্থির করিতে সমর্থ হয়। যথা, তাম্রের উপর কাচের আঁচড় লাগে অতএব কাচ তাম্র অপেক্ষা কঠিন। শোলা জলে ভাসে, সীসা জলে ডুবে; অতএব শোলা জল অপেক্ষা লঘু, সীস জল অপেক্ষা গুরু। স্বর্ণ, রৌপ্য প্রভৃতি কতকগুলি পদার্থ অগ্নি সংযোগে গলিয়া যায়। জল অগ্নি সংযোগে অধিক উত্তপ্ত হইলে বাষ্পীভূত হয়, এবং সেই বাষ্প জলাধারের উপরিভাগে ছিদ্র থাকিলে সেই ছিদ্র দিয়া ঊর্দ্ধে গমন করে। আর্দ্র বস্ত্রে যে জল থাকে সেই জল বাষ্পরূপে পরিণত হইলেই বস্ত্র শুষ্ক হয় ইত্যাদি। কতকগুলি চাক্ষুষ পদার্থ লইয়া সংখ্যা গণনার শিক্ষা দেওয়া উচিত। আর ভিন্ন ভিন্ন বর্ণ, বিস্তৃতি, ও আকারের দ্রব্য লইয়া বর্ণ, বিস্তৃতি ও আকৃতির উপদেশ দেওয়া উচিত এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে

জ্যামিতি সংক্রান্ত কতকগুলি পারিভাষিক শব্দের অর্থ এবং ক্ষেত্র বিশেষের কোন কোন বিষয়েরও উপদেশ অনায়াসে দেওয়া যাইতে পারে। এইরূপে উপদেশ দিলে বস্তুবিচারপাঠের প্রকৃত উদ্দেশ্য সুসিদ্ধ হয়। বস্তুবিচারপাঠের উদ্দেশ্য এই যে, পদার্থগ্রহ ও পর্য্যবেক্ষণ বৃত্তির চালনা করিয়া অর্থজ্ঞানের পর পদজ্ঞান হয় এবং পরে যাহাতে উপকার হইবে এমন বিষয়ের শিক্ষা হয়। এই উদ্দেশ্য সাধনের সঙ্গে সঙ্গে কতকগুলি পারিভাষিক শব্দের অর্থ বোধ হইলে ভবিষ্যতে বিজ্ঞানশাস্ত্রাদির অধ্যয়ন সহজ হইয়া উঠে।

১০। ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ের উপদেশ দিয়া বালকদিগের তর্ক, কল্পনা প্রভৃতি বৃত্তিসকলের চালনা করা উচিত।

বিকাশোন্মুখ বৃত্তিসকলের প্রকৃতি বিবেচনা করিয়া উপদেষ্টব্য বিষয় অবধারিত করা উচিত। আর বৃত্তি সকল যত বিকশিত হইতে থাকে তত বিস্তারিত রূপে উপদেশ দেওয়া আবশ্যক। এক্ষণে যে সকল বিজ্ঞানশাস্ত্র প্রকাশিত হইয়াছে সেই সকল শাস্ত্রের আলোচনাদ্বারা তর্ক প্রভৃতি উচ্চতর বৃত্তির পরিচালনা অনায়াসেই হইতে পারে। পদার্থবিদ্যার কোন কোন অংশের রীতিমত উপদেশ দেওয়া হইলে কেবল যে বুদ্ধিবৃত্তি সকলের চালনা হয় এরূপ নয়, তদ্দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহের অনেক উপায়ও আয়ত্ত হইতে পারে এক্ষণে লোকের যে দৃঢ় পরসেবানুরাগ আছে তাহাও ক্রমশঃ অন্তর্হিত হয় এবং শিল্পকার্য্য বা কোন ব্যবসায় অবলম্বন করিয়া স্বাধীন হইবার প্রবৃত্তি ও শক্তি জন্মিতে পারে। লোকের এতাদৃশী প্রবৃত্তি ও শক্তি জন্মিলে অস্মদ্দেশের শ্রীবৃদ্ধি হইবার সমধিক সম্ভাবনা। পদার্থবিদ্যার উপদেশদানকালে দ্রব্য ও যন্ত্র সংগ্রহপূর্ব্বক বালকদিগের সম্মুখে পরীক্ষা করা আবশ্যক, আর যেখানে যন্ত্র লইয়া পরীক্ষা করা কোন মতে সম্ভবে না, সেখানে অন্ততঃ যন্ত্রের চিত্র লইয়া এরূপে উপদেশ দেওয়া উচিত যেন উপদিষ্ট বিষয় ছাত্রগণের সম্পূর্ণরূপে হৃদয়ঙ্গম হয়, অন্যথা শিক্ষাদান সম্যক্ ফলোপধায়ক হয় না।

অস্মদ্দেশস্থ পাঠশালা সমূহে পূর্ব্বে যে যে বিষয়ের শিক্ষা দেওয়া হইত তাহাতে সকল বৃত্তির সুচারু চালনা হইবার সম্ভাবনা ছিল না। ভাষা ও গণিত শাস্ত্রের যৎকিঞ্চিৎ জ্ঞানলাভদ্বারা সকল বৃত্তির সম্পূর্ণ চালনা হইবার কি সম্ভাবনা আছে? যত বিবিধ বিষয় ও শাস্ত্রের শিক্ষা হয়, ততই বৃত্তি সকল বিশিষ্ট রূপে বিকসিত ও বিস্তারিত হইতে থাকে। দুই একটী বিষয় শিক্ষা করিলেই সকল বৃত্তি বিস্তারিত হয় না বরং কোন কোন বৃত্তি অত্যন্ত সঙ্কুচিত হইতে থাকে।

১১। অগ্রে সরল বিষয়ের উপদেশ দিয়া পরে ক্রমশঃ জটিল বিষয়ের উপদেশ দেওয়া ভাল।

অনেকে এই যুক্তিটী জানেন এবং ইহার ফলোপধায়কতা স্বীকার করেন; কিন্তু কার্য্যকালে সম্পূর্ণ রূপে ইহার অনুসরণ করেন না। তাঁহারা আদেশাত্মক ধারা অনুসরণ করিয়া পাঠ্য গ্রন্থে লিখিত ক্রম অনুসারে ছাত্রদিগকে কতকগুলি পারিভাষিক পদের লক্ষণ অভ্যাস করাইয়া মনে করেন সরল বিষয়ের উপদেশ দিয়া জটিল বিষয়ের উপদেশ দিতেছেন। তাদৃশ উপদেশদানরীতি শিক্ষকের পক্ষে সহজ বটে, কিন্তু বালকদিগের পক্ষে সহজ ও হিতকর নয়। যে রূপে উপদেশ দিলে সরল বিষয় অবলম্বন করিয়া ক্রমশঃ জটিল বিষয়ের উপদেশ দেওয়া হয়, তাহার কয়েকটী দৃষ্টান্ত পশ্চাৎ লিখিত হইতেছে।

অক্ষর লিখিতে শিক্ষা দিবার অগ্রে বালকদিগকে সরল রেখা, সরল রৈখিক কোণ, ত্রিকোণক্ষেত্র, চতুষ্কোণক্ষেত্র, বক্র রেখা, ও বৃত্ত প্রভৃতি অঙ্কিত করিতে শিক্ষা দেওয়া উত্তম। পরে অক্ষর লিখনের শিক্ষা দিলে তাহারা সহজে অক্ষর লিখিতে শিক্ষা করিতে পারে। একটী অক্ষর উত্তম রূপে লিখিতে না শিখিলে আর একটী অক্ষর লেখান উচিত নয়। প্রথম লিখনের সময়ে যেন কদাকার অক্ষর কোন মতে পুনঃ পুনঃ লিখিত না হয়, সে রূপ লিখিলে মন্দ

লেখাই অভ্যস্ত হইবে সুতরাং সে অভ্যাস পরে সংশোধন করা অতিশয় কঠিন হইয়া উঠিবে।

অগ্রে গণিতশাস্ত্রের কোন নিয়ম না শিখাইয়া সেই নিয়মের দৃষ্টান্তস্বরূপ কতকগুলি সরল অঙ্ক কষাইয়া পরে সেই নিয়ম বুঝাইয়া দিলে অধিকতর উপকার লাভ হয়। অগ্রে অবচ্ছিন্ন রাশি বুঝাইয়া দেওয়া উচিত।

ক্ষেত্রতত্ত্বের পাঠারম্ভে বিন্দু, রেখা, ও সমতলের লক্ষণ বুঝাইতে চেষ্টা না করিয়া কোন একটী চতুষ্কোণ পদার্থ লইয়া তাহার সীমা বর্ণন দ্বারা ক্রমশঃ সমতল, রেখা ও বিন্দুর উপদেশ দেওয়া কর্ত্তব্য।

কাঠিন্য, স্থিতিস্থাপকতা, দয়া, জ্ঞান প্রভৃতি যে সকল ধর্ম্মবাচক পদ আছে তাহাদিগের অর্থ একার্থক পদদ্বারা বুঝাইয়া দিবার চেষ্টা করা অপেক্ষা উদাহরণ দ্বারা বালকদিগের হৃদয়ঙ্গম করিয়া দিতে চেষ্টা করাই শ্রেয়ঃকল্প।

গ্রন্থকর্ত্তার অবস্থাতে আপনাকে অবস্থিত না ভাবিলে যেমন গ্রন্থ পাঠ করিয়া তাহার সকল স্থানের মর্ম্ম সুন্দর রূপে অবগত হওয়া যায় না; সেই রূপ ছাত্রদিগের অবস্থাতে আপনাকে অবস্থিত না ভাবিলে শিক্ষক যথোচিত উপদেশ দানে সমর্থ হন না। উত্তম শিক্ষকেরা শিক্ষাদানকালে আপনাদিগের স্বরূপ যেন বিস্মৃত হইয়া বালকরূপ ধারণ করেন এবং ছাত্রগণের সহিত বয়স্যভাবে মিলিয়া তাহাদিগের মনের ভাব অবগত হন। তাঁহারা ছাত্রগণের মনের ভাব অবগত হইয়া যখন যে রূপ উপদেশ দেওয়া উচিত বোধ করেন তখন সেই রূপ উপদেশ দিয়া কৃতার্থ হন। ছাত্রগণের মনের ভাব অবগত হইবার শক্তি থাকিলেও তাহা অভ্যাস ও অনুধ্যানদ্বারা ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হয়। যে সমস্ত বহুদর্শী পণ্ডিত গুরুতর বিষয়ের চিন্তা ও মীমাংসায় সদা মগ্ন থাকেন তাঁহারা অন্যের মনের ভাব জানিবার চেষ্টা করেন না সুতরাং শিক্ষকতায় দক্ষতা লাভে সমর্থ হন না।

১২। অগ্রে কার্য্যের উপদেশ দিয়া পশ্চাৎ যে কারণ হইতে সেই কার্য্যটী উৎপন্ন হইয়াছে, তাহার উপদেশ দেওয়া কর্ত্তব্য।

কতকগুলি পারিভাষিক পদ ও প্রতিশব্দদ্বারা বুঝাইতে গেলে যে বিষয় বালকদিগের দুর্ব্বোধ হয়, সেই বিষয় প্রত্যক্ষ হইলেই সুখবোধ হইয়া উঠে। যে যে কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিয়া কোন প্রাকৃতিক নিয়ম অবধারিত হইয়াছে, সেই সেই কার্য্য দর্শন করিলে বালকেরা আপনারাই অনায়াসে সেই নিয়মের তাৎপর্য্য সংগ্রহে সমর্থ হয়। পরীক্ষাদ্বারা প্রত্যক্ষ না করিয়া কতকগুলি পারিভাষিক শব্দে লিখিত নিয়ম বা লক্ষণ অভ্যাস করাতে সেই সকল নিয়ম বা লক্ষণ সুন্দররূপে হৃদয়ঙ্গম হয় না; সুতরাং তাহাতে সবিশেষ উপকার সম্ভবে না। যাহাতে বালকেরা উপদিষ্ট বিষয়ের কারণ বা যুক্তি বুঝিতে সমর্থ হয়, এরূপ উপদেশ দেওয়াই উচিত। যথা, স্থিতি-স্থাপকতা গুণটী বুঝাইয়া দিতে হইলে বালকেরা সচরাচর যে যে দ্রব্য দর্শন করে তন্মধ্যে যাহার উক্ত গুণ আছে, সেই দ্রব্য লইয়া পরীক্ষাদ্বারা সেই গুণ বুঝাইয়া দিলে বালকেরা অনায়াসে বুঝিতে পারে।

যদি পাটীগণিতসংক্রান্ত কোন নিয়মের উপদেশ দিতে হয়, তবে আবশ্যকমত কতকগুলি প্রত্যক্ষ পদার্থ লইয়া সেই নিয়ম বুঝাইয়া দিলে বালকদিগের সবিশেষ উপকার হয়।

যদি সরল তুলাদণ্ডের নিয়মের উপদেশ দিতে হয়, তাহা হইলে কতকগুলি সমান অংশে চিহ্নিত একটী দণ্ডকে অঙ্গুলির উপর সমভাবে ধারণ করিয়া সেই দণ্ডের ভিন্ন ভিন্ন চিহ্নিত অংশে ভিন্ন ভিন্ন ভার ঝুলাইয়া দণ্ডটীকে পূর্ব্ববৎ সমভাবে রাখিয়া উপদেশ দিলে সেই নিয়ম উত্তমরূপে বালকদিগের হৃদয়ঙ্গম হয়।

১৩। মুখে মুখে ও সমষ্ট্যাত্মক প্রণালীতে উপদেশ দেওয়া ভাল।

যখন শিক্ষক মুখে মুখে উপদেশ দিতে থাকেন তখন তাঁহার

স্বর অঙ্গভঙ্গি ও দৃষ্টি সঞ্চালনদ্বারা পাঠ্য বিষয়ে বালকদিগের মনোযোগ হইতে থাকে, এবং উপদেশ দানের মধ্যে যখন যে রূপ ভাষা ও দৃষ্টান্ত প্রয়োগ করা আবশ্যক শিক্ষক তাহাও যথোচিত রূপে প্রয়োগ করিতে পারেন।

পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে বাল্যকালে অনুকরণবৃত্তি বলবতী থাকে এবং সমবয়স্ক বালকেরা একত্র থাকিতে ভাল বাসে। বালকেরা একত্র ক্রীড়া করিতে যে রূপ ভাল বাসে একত্র থাকিয়া শিক্ষা করিতেও সেই রূপ ভাল বাসে, সংসর্গজনিত সহানুভূতিপ্রভাবে তাহাদিগের পরস্পরের হৃদয়ে ক্রমশঃ প্রণয় ও সাধু প্রতিযোগিতা বদ্ধমূল হইতে থাকে। অপর এক শ্রেণীতে বহু বালক থাকিলে উৎকৃষ্ট বালকেরা শিক্ষককৃত প্রশ্নের যে যে উত্তর প্রদান করে সেই সমস্ত উত্তর শ্রবণ করিয়া অপকৃষ্ট বালকদিগেরও শিক্ষা হইতে থাকে। কিন্তু বালকেরা সুন্দর রূপে শ্রেণীবদ্ধ না থাকিলে সমষ্ট্যাত্মক প্রণালীতে উপদেশ-দান কোন ক্রমে সম্যক্রূপে ফলোপধায়ক হয় না। অতএব যে যে যুক্তি অবলম্বন করিয়া শ্রেণী নির্দ্দেশ করা আবশ্যক তাহা লিখিত হইতেছে।

যেরূপ অধিকতর আহার ও অনাহার উভয়ই মনুষ্যের পক্ষে অত্যন্ত অনিষ্টকর হয়, সেইরূপ বুদ্ধিবৃত্তি ও নীতিবৃত্তির অধিকতর চালনা ও চালনাভাব উভয়ই অনিষ্টকর হইতে পারে। অতএব বালকগণকে যে পাঠ দেওয়া যায় তাহা যেন নিতান্ত কঠিন অথবা নিতান্ত সহজ না হয় এবং তাহাতেও যেন বৃত্তিসমূহের বা বৃত্তি-বিশেষের অধিক চালনা না হয়। যে রূপ উপদেশ দিলে সমুদায় বৃত্তির বলাধান ও উন্নতি হইতে পারে সেইরূপ উপদেশ দেওয়াই উচিত। এই সকল বিষয়ের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়া বালকগণকে শ্রেণীবদ্ধ করা আবশ্যক। ফলতঃ বালকগণের আকৃতি, বয়স বা শাস্ত্র বিশেষে যেরূপ ব্যুৎপত্তি জন্মিয়াছে, তাহা বিবেচনা না করিয়া বরং বৃত্তিসমূহের কতদূর বিকাশ হইয়াছে, মানসিক শক্তি ও

উন্নতি সাধনের ক্ষমতা কিরূপ জন্মিয়াছে, এই সকল বিবেচনা করিয়া শ্রেণীবন্ধন করাই আবশ্যক। কোন বালক যদি অঙ্ক কসিতে অথবা অভ্যাস করিতে বিলক্ষণ পটু হয়, কিন্তু অন্যান্য বিষয়ে তাহার তাদৃশ পটুতা না থাকে, তাহা হইলে তাহার মানসিক শক্তি যে সকল বালকের গড় মানসিক শক্তির সহিত সমান বোধ হইবে তাহাকে সেই সকল বালকের সঙ্গে এক শ্রেণীতে নিযুক্ত করাই উচিত। যদি কোন শ্রেণীর কোন বালক সেই শ্রেণীর অন্য অন্য বালক অপেক্ষা অনেকাংশে উৎকৃষ্ট হয় তবে তাহাকে উচ্চতর শ্রেণীতে নিবিষ্ট করাই উচিত, অথবা তাহাকে মধ্যে মধ্যে অতিরিক্ত পাঠ দিয়া নিযুক্ত রাখা আবশ্যক। অপর যদি কোন বালক শ্রেণীস্থ অন্য অন্য বালক অপেক্ষা অনেকাংশে অপকৃষ্ট হয়, তবে প্রথমতঃ তাহার প্রতি বিশেষ মনোযোগ করিয়া যাহাতে সেই বালক শ্রেণীর মধ্যবিধ বালকের সদৃশ হয় এরূপ চেষ্টা করা উচিত; কিন্তু সে চেষ্টা অভীষ্টফলদায়িনী না হইলে তাহাকে অধস্তন শ্রেণীতে নিবিষ্ট করাই কর্ত্তব্য। ছাত্রগণের যোগ্যতানুসারে শ্রেণীবন্ধন করা সহজ কর্ম্ম নয়, এ বিষয়ে শিক্ষকের সবিশেষ মনোযোগ ও সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম বিবেচনা করা আবশ্যক। ফলতঃ যে বালক যে শ্রেণীর উপযুক্ত সেই বালককে সেই শ্রেণীতে রাখাই বিধেয়, অন্যথা বালকের পক্ষে অনেক অনিষ্ট হইতে পারে। আমরা দেখিয়াছি অনেক স্থানে বার্ষিক পরীক্ষান্তে উৎকৃষ্ট বালকগণকে এক শ্রেণী হইতে অপর শ্রেণীতে উঠাইয়া দিলে পর, যে যে বালক উঠিতে না পারে অভিভাবকেরা আসিয়া সেই সকল বালককে উঠাইয়া দিবার জন্য শিক্ষকের নিকট অনুরোধ করেন, এবং সেই অনুরোধ রক্ষা না হইলে বিরক্ত হন, আর হয়ত সেই বিদ্যালয় ও শিক্ষক উভয়কে অকর্ম্মণ্য বলিয়া স্থির করেন। তাঁহারা বালকগণের হিতৈষিতাপ্রেরিত হইয়া এরূপ করিয়া থাকেন বটে, কিন্তু কিসে হিত কিসে অহিত হয় ইহা বিশিষ্ট রূপে জানিলে তাঁহারা কখনই

তাদৃশ অযৌক্তিক অনুরোধ করিতে অগ্রসর হইতেন না।

১৪। যাহাতে বালকেরা সদা সানন্দ চিত্তে শিক্ষা করে এরূপ করাই উচিত। শিক্ষা করিতে বালকদিগের আনন্দানুভব না হইলে শিক্ষাদানরীতির অথবা উপদিষ্ট বিষয়ের কোন না কোন দোষ আছে ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে।

শারীরিক ও মানসিক বৃত্তির নিয়মিত চালনা স্বভাবতই সুখকর। সুন্দর বস্তু দর্শন করিলে যেরূপ নয়নের তৃপ্তি হয়, সুমধুর ধ্বনি শ্রবণ করিলে যেরূপ কর্ণসুখ জন্মে, নূতন তত্ত্ব অবগত হইলেও সেইরূপ মনের স্ফূর্ত্তিসহকারে আনন্দানুভব হইতে থাকে। ইতিপূর্ব্বে অধ্যাপনার যে যে যুক্তি প্রদর্শিত হইয়াছে যদি সেই সকল যুক্তি অনুসারে উপদেশ দেওয়া হয়, তবে অবশ্যই আমোদের সহিত বালকদিগের শিক্ষা হইতে পারে। কিন্তু বিলাসপরায়ণ ব্যক্তিদিগের আমোদের সহিত বালকদিগের এতাদৃশ আমোদের তুলনা করিলে অনেক অন্তর দৃষ্ট হয। বিলাস-পরায়ণ ব্যক্তিদিগের যে আমোদ, সে বল ও বীর্য্যকে নষ্ট করে; বৃত্তিসকলের যথাযথ চালনা দ্বারা যে আমোদ জন্মে তাহাতে বল ও বীর্য্য বর্দ্ধিত হইতে থাকে।

ছাত্রগণকে পাঠ্য বিষয়ে মনোযোগী করা শিক্ষকের একটী প্রধান কর্ম্ম; ইহাতে কৃতকার্য্য হইতে পারিলে শিক্ষাদান ও শিক্ষাগ্রহণ উভয়ই সহজ ও সুখকর হইয়া উঠে। যাহাতে শিক্ষা করিতে বালকদিগের আমোদ জন্মে, যাহাতে কখন সাধ্যাতীত বিষয়ে কোন বৃত্তি চালিত না হয় এবং যাহাতে অনেক ক্ষণ একটী বিষয়ের আলোচনা করিয়া শ্রান্তিবোধ না হয় বিবেচনা করিয়া এরূপ উপদেশ দিলে অনায়াসে ছাত্রগণকে পাঠ্য বিষয়ে অভিনিবিষ্ট রাখা যায়। প্রকৃতির এই এক নিয়ম, যে একটী বৃত্তির চালনা করিয়া শ্রান্তি বোধ হইলে অপর এক বৃত্তির চালনা করিতে অসুখ বোধ হয় না। ইতিহাসের পাঠদ্বারা স্মৃতি ও অনুধ্যান বৃত্তির চালনা করিয়া শ্রান্তিবোধ হইলে, পদার্থ বিদ্যার আলোচনা করিয়া পদার্থ-গ্রহ ও পর্য্যবেক্ষণ

বৃত্তির চালনা করিলে প্রায় ক্লেশ বোধ হয় না ; এবং যখন মানসিক বৃত্তির চালনা করিয়া নিতান্ত শ্রান্তি জন্মে, তখন ব্যায়ামাদিদ্বারা শারীরিক বৃত্তির চালনা করিলে প্রায়ই আমোদ হইয়া থাকে।

অনেকক্ষণ এক বিষয় আলোচনা করিয়া ক্লান্তিবোধ হইলে বালকেরা স্বভাবতঃ গল্প বা ক্রীড়া করিবার চেষ্টা করে সেই হেতু অন্যমনস্ক হয়। কিন্তু এ রূপ করাতে অনেক শিক্ষক প্রায় তাহাদিগকে অলস ও অমনোযোগী বলিয়া তিরস্কার করেন। ফলতঃ বালকেরা স্বাভাবিক নিয়ম অনুসারে কার্য্য করে. ইহাতে তাহাদিগের প্রতি দোষারোপ করা কিরূপে সঙ্গত হইতে পারে ? শিক্ষক স্বভাবের অনুসারে না চলিয়া বরং তদ্বিপরীত ব্যবহার করেন, সুতরাং তিনিই অন্যায় আচরণ করেন বলিতে হইবে।

নূতন বিষয় শিক্ষা করিতে যে আমোদ হয়, সেই আমোদই বালকদিগের সাভিনিবেশপ্রবৃত্তিবিধায়ক এই জ্ঞান করিয়া উপদেশ দেওয়া উচিত, অন্যথা পাঠ্য বিষয়ে মনোযোগ ও প্রবৃত্তি বিধানের নিমিত্ত সর্ব্বদা প্রশংসা ও পুরস্কারাদির সহায়তা গ্রহণ করিলে ছাত্রদিগের গর্ব্ব অহঙ্কার ও দ্বেষাদি বৃদ্ধি পাইয়া চরিত্রকে কলুষিত করিতে পারে।

যাহাতে বাহিরের কোলাহল অথবা একদা বহুদর্শকের সমাগম প্রভৃতি কারণে বালকগণের মন ইতস্ততঃ ধাবমান না হয় এরূপ চেষ্টা করা উচিত, অতএব বিদ্যালয় নির্জ্জন স্থানে স্থাপিত হইলেই ভাল হয়।

পূর্ব্বোক্ত নিয়ম অনুসারে যে যে যুক্তি অবলম্বন করিয়া ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর পাঠ নির্দ্ধারিত করা উচিত তাহা নিম্নে লিখিত হইতেছে।

১। বালকদিগের শক্তি অনুসারে প্রত্যেক শ্রেণীর পাঠ্য বিষয় অবধারিত করা আবশ্যক।

২। প্রত্যেক পাঠ্য বিষয়ের উপযোগিতা অনুসারে তৎপাঠের কাল নির্ণয় করা উচিত।

৩। যে বিষয় শিক্ষা করিতে অতিশয় ক্লান্তি বা বিরক্তি জন্মে, অধিক কাল ব্যাপিয়া সেই বিষয় ক্রমাগত পাঠ করা বিধেয় নয়।

৪। যে যে বিষয় শিক্ষা করিলে যে যে বৃত্তির চালনা হয় তাহা বিবেচনা করিয়া কোন্ বিষয়ের পর কোন্ বিষয় পাঠ করা উচিত তাহা অবধারিত করা কর্ত্তব্য।

যে যে বিষয় পাঠ করিলে একই বৃত্তির চালনা হয়, তাদৃশ একাধিক বিষয়ের পাঠ পর পর দেওয়া উচিত নয়। যথা. পাটীগণিতের পাঠের পর বীজগণিতের পাঠ অথবা পৌরাণিক গ্রন্থ পাঠান্তে ইতিহাসের পাঠ দেওয়া বিধেয় নয়। যে যে বিষয় পাঠ করিলে ভিন্ন ভিন্ন প্রকার বৃত্তির চালনা হয়, সেই সেই বিষয় পর পর পাঠ করাই কর্ত্তব্য। যথা—ব্যাকরণ বা ইতিহাস পাঠের পর অঙ্ক শিক্ষা এবং অঙ্ক শিক্ষার পর লেখা বা চিত্র করা ভাল।

৫। প্রত্যেক শ্রেণীর পাঠ এরূপে অবধারিত করা উচিত যে যেন এক শ্রেণীর পাঠদ্বারা তৎপার্শ্বস্থ শ্রেণীর কার্য্যের ব্যাঘাত না হয়। যখন কোন শ্রেণীতে এমন কোন বিষয়ের শিক্ষা হয় যাহাতে অন্ততঃ কিঞ্চিৎ গোল হইবার সম্ভাবনা আছে, তখন তন্নিকটস্থ শ্রেণীতে যে বিষয় শিক্ষা করিতে গোল না হয় সেই বিষয়ের উপদেশ দেওয়া ভাল। যথা—যখন এক শ্রেণীতে পড়া হইতে থাকে তখন তন্নিকটস্থ শ্রেণীতে লেখান বা চিত্র করান অথবা অঙ্ককসান ভাল। অতএব এককালে নিকটস্থ ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীতে এক বিষয়ের পাঠ দেওয়া উচিত নয়।

উক্ত যুক্তিগুলির প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া সকল শ্রেণীর পাঠ্যবিষয় ও পাঠের কাল অবধারিত হইলে বিদ্যালয়ের কার্য্য সুশৃঙ্খলার সহিত সুন্দর রূপে সম্পন্ন হইতে পারে।

১৫। যখন যে বিষয়ের উপদেশ দিতে হয় তখন সেই বিষয়ের উপযোগিতা বুঝাইয়া দিয়া ছাত্রগণের শক্তি অনুসারে সম্পূর্ণ উপদেশ দেওয়া উচিত।

যিনি যত জ্ঞানবান্ হউন, তিনি যে, সকল বিষয় সম্পূর্ণরূপে অবগত হইয়াছেন, কোন বিষয়ের কিছুমাত্র তাঁহার অজ্ঞাত নাই, এ কথা বলা সুসঙ্গত হইতে পারে না। এই জীবদ্দশাতে মনুষ্য, জ্ঞানের বা অপর কোন বিষয়েরই পরিপূর্ণতা লাভে সমর্থ নন; অতএব সম্পূর্ণরূপে উপদেশ দেওয়া উচিত, এই বাক্যের তাৎপর্য্য এই যে, বালকদিগকে যে উপদেশ দেওয়া যায় তাহা যেন সদা সাঙ্গ ও নির্দ্দোষ হয়, এবং যে পর্য্যন্ত সেই উপদেশ ছাত্রগণের মানসপটে সুন্দররূপে মুদ্রিত না হয় সে পর্য্যন্ত শিক্ষকের উপদেশ দানে ক্ষান্ত হওয়া উচিত নয়। অপর কখন বালকদিগের শক্তি অতিক্রম করিয়া উপদেশ দেওয়া এবং বালকেরা পাঠ মুখস্থ করিলেই উত্তম শিক্ষা হইল এরূপ বোধ করা উচিত নয়। *বৃত্তি-সকলের বিকাশানন্তর কোন বিষয়ের সর্ব্বাঙ্গীণ উপদেশ গ্রহণ করি-*বার ভালরূপ শক্তি না জন্মিলে ছাত্রগণকে তাহার সমুদায় অংশ ঘটিত সবিশেষ উপদেশ দেওয়া বিধেয় নয়। তাদৃশ উপদেশ দানের চেষ্টা করাতে ছাত্রগণের অপকার ভিন্ন উপকার করা হয় না। যেরূপ অল্প আহার করিলে তাহা সুন্দররূপে পরিপাক পায় এবং তদ্দ্বারা শারীরিক ধাতুর পুষ্টি জন্মে, সেইরূপ ভালরূপে বুঝাইয়া অল্প শিক্ষা দিলে সেই অল্প শিক্ষাতেই বুদ্ধিবৃত্তির শক্তি ও প্রাখর্য্য বর্দ্ধিত হয়।

যে প্রকারে উপদেশ দিলে সম্পূর্ণ উপদেশ দেওয়া হয় তাহা পরে লিখিত হইতেছে।

অগ্রে কোন নিয়ম উল্লেখ করিয়া শিক্ষা না দিয়া যে যে যুক্তি বা ঘটনা দর্শন করিয়া সেই নিয়মের আবিষ্কার হইয়াছে তদবলম্বন করিয়া অল্প অল্প পরিমাণে উপদেশ দেওয়া উচিত। একটী বৃহৎ অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিতে হইলে তাহার মূল দৃঢ় ও স্থায়ী করিবার জন্য প্রথমে অল্পে অল্পে দৃঢ় করিয়া গাঁথিতে হয়; কিন্তু এক দিনে তন্নির্ম্মাণ কার্য্য সম্পন্ন করিলে তাহা সুগঠিত ও

দৃঢ় হইবার তাদৃশ সম্ভাবনা থাকে না। ক্ষেত্রকর্ষণ করিয়া বীজ বপন করিলেই কি তৎক্ষণাৎ সেই বীজ হইতে আকাঙ্ক্ষিত ফললাভ হয়? ফলপ্রাপ্তির আশয়ে সেই বীজ ক্রমশঃ অঙ্কুরিত এবং শাখা-পল্লব বিশিষ্ট হওয়া পর্য্যন্ত কি অপেক্ষা করিতে হয় না? ফলতঃ শীঘ্র ফলপ্রাপ্তি হইবে প্রত্যাশা করিয়া এক বারে অধিক উপদেশ দেওয়া উচিত নয়; এবং বৎসরসাধ্য কর্ম্ম এক দিনে সম্পন্ন করিতে চেষ্টা করাও যুক্তিযুক্ত নয়। যদি একবারে অধিক প্রত্যাশা করিয়া বালকদিগের উপর অধিক ভার দেওয়া যায় তাহা হইলে তাহারা সাধ্যানুসারে যাহা করিতে সমর্থ তাহাও সুসম্পন্ন করিয়া উঠিতে পারে না। যে ব্যক্তি যখন যে কর্ম্ম করে তখনই তাহার সেই কর্ম্মটী সাধ্যানুসারে সুন্দর ও পরিপাটীরূপে সম্পন্ন করা উচিত। বিবেচনা ও যত্নপূর্ব্বক যে কর্ম্মটী পুনঃপুনঃ করা যায় সে কর্ম্মে বিশেষ নৈপুণ্য জন্মে।

বালকদিগকে যে যে পাঠ দেওয়া যায় সেই সকল পাঠের তাৎপর্য্য তাহারা যথাসাধ্য আপন আপন রচিত বাক্যে লিখিবে এবং শিক্ষক তাহাদিগের লেখার ও রচনার দোষ সংশোধন করিয়া দিবেন। উপদেশদ্বারা ছাত্রগণের মনোমধ্যে যে যে ভাব সন্নিবেশিত করা হয় সেই সকল ভাব কেবল স্মরণ করিয়া রাখাতেই বিশিষ্ট ফল উৎপন্ন হয় না; কিন্তু সেই সকল ভাব ভিন্ন ভিন্ন রূপে যোজনা করিয়া স্বস্ব রচিত বাক্যে সহজে প্রকাশ করিতে পারিলে মনোবৃত্তির যে চালনা হয় তাহাই বিশিষ্টরূপে ফলোপধায়ক হইয়া থাকে। এরূপে ছাত্রদিগের মানসমূষায় উপদেশরূপ বিমিশ্র স্বর্ণ নিক্ষিপ্ত করিয়া পর্য্যালোচনারূপ তাপ সংযোগে তাহা হইতে পরিপক্ক-জ্ঞানরূপ বিশুদ্ধ স্বর্ণ বাহির করিতে পারিলেই শিক্ষাদানক্রিয়া ফলবতী হয়। লর্ডবেকন বলেন "গ্রন্থাদি পাঠে বহুদর্শিতা, কথোপ-কথনে উপস্থিত বক্তৃতা এবং রচনা লিখনে পরিপক্ক সংস্কার জন্মে।" বালকেরা যাহা দর্শন করে, যাহা শ্রবণ করে এবং যাহা পাঠ করে,

যদি আপনারাই সেই সকল বিষয় স্বস্ব ভাষায় বর্ণন করিতে শিক্ষা করে তাহা হইলে শীঘ্রই তাহাদিগের সূক্ষ্ম জ্ঞান, ও ভাষায় সবিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ হয়; এবং সকল বিষয়ে বিশেষ মনঃসংযোগ করিতে প্রবৃত্তি জন্মে, আর অনুধ্যান বৃত্তিরও চালনা হইতে থাকে। অতএব শিক্ষক মুখে মুখে যে উপদেশ দেন এবং বালকেরা পুস্তক পাঠ করিয়া যে শিক্ষা প্রাপ্ত হয়, যদি তাহার তাৎপর্য্য তাহারা স্বীয় বাক্যে প্রকাশ করিয়া লিখিতে থাকে, তবে শিক্ষিত বিষয় তাহাদিগের মানসপটে দৃঢ়রূপে মুদ্রিত হয়, এবং তাহাদিগের লিখন, রচনা, ও বিশুদ্ধবর্ণবিন্যাসাদি বিষয়ে নৈপুণ্য জন্মে। এইরূপ আলোচনার সময়ে ক্ষিপ্রকারিতার প্রতি দৃষ্টি রাখা আবশ্যক।

কোন বস্তু দর্শন করিলে বালকেরা আপনারাই তাহার কারণ ও উপযোগিতা জানিবার নিমিত্ত ব্যাকুল হয়। এই দ্রব্যটীর নাম কি? ইহা কিসে হয়? ইহাতে কি হয়? ইহা কে করিল? ইত্যাদি প্রশ্নদ্বারা বালকেরা বুভুৎসা প্রকাশ করে। বিশেষতঃ বুদ্ধিমান্ বালকেরা প্রায়ই কোন বিষয়ের উপযোগিতা না জানিলে তাহা শিক্ষা করিতে যত্নবান্ হয় না, সুতরাং তদুপদেশেও মনোনিবেশ করে না, তাহারা কেবল শিক্ষকের বাক্যের উপর নির্ভর করিয়া তিনি যাহা বলেন তাহাই গ্রহণ করে না। অতএব দৃষ্টান্তপ্রদর্শনদ্বারা কোন বিষয়ের কার্য্যকারিতা তাহাদিগের হৃদয়ঙ্গম করিয়া না দিলে তাহারা তদ্বিষয়পাঠে অভিনিবিষ্ট হয় না। বিজ্ঞানশাস্ত্র সংক্রান্ত কোন বিষয়ের উপদেশ দিবার সময়ে এই বাক্যের তাৎপর্য্য স্পষ্ট অনুভূত হয়। "দূরত্বের বর্গানুসারে আকর্ষণের হ্রাস হয়" "কোন দুই রাশির সমষ্টি ও অন্তরের গুণফল সেই রাশিদ্বয়ের বর্গান্তরের সমান" এতাদৃশ নিয়ম গুলি দৃষ্টান্ত দিয়া না বুঝাইলে বালকগণের সুন্দররূপে হৃদগত হয় না। দৃষ্টান্ত দর্শন না করিলে বালকেরা কখনই এই সকল নিয়মের তাৎপর্য্য সুন্দর রূপে সংগ্রহ করিতে সমর্থ হয় না। শিক্ষকের নিকট হইতে দৃষ্টান্ত না পাইলে বুদ্ধিমান্ বালকেরা

আপনারাই দৃষ্টান্ত প্রয়োগ করিয়া তাৎপর্য্য গ্রহণ করিতে চেষ্টা করে।

যাহাতে বালকেরা অনায়াসে ও বিশদ রূপে বুঝিতে পারে এরূপ করিয়া উপদেশ দেওয়া উচিত। অপর কোন একখান নির্দ্দিষ্ট গ্রন্থ অবলম্বন করিয়া উপদেশ দেওয়া বিধেয় নয়। ইহাও স্মরণ করা কর্ত্তব্য যে শিক্ষকের পক্ষে যাহা অতি সহজ বোধ হয় তাহা বালকদিগের পক্ষে অতি কঠিন হইতেও পারে, এবং শিক্ষক বহু যত্ন করিয়া সাধ্যমত বিশদ ও সহজ করিয়া উপদেশ দিলেও হয় ত বালকেরা তাহা গ্রহণ করিতে সমর্থ হয় না। শিক্ষক স্বয়ং কোন বিষয় বিশদ করিয়া বুঝাইয়া দিতে না পারিলে যে যে বালক সেই বিষয়টী বুঝিয়াছে তাহাদিগের উপর বুঝাইয়া দিবার ভার অর্পণ করা ভাল। কারণ বালকেরা বালকদিগের অন্তঃকরণের ভাব সুন্দর রূপে বুঝিতে পারে; অতএব তাহারা কোন কোন বিষয় শিক্ষক অপেক্ষাও অধিক বিশদ করিয়া বুঝাইয়া দিতে পারে।

নির্দ্দিষ্ট গ্রন্থ অবলম্বন করিয়া কোন বিষয়ের উপদেশ দিলে সে উপদেশকে সম্পূর্ণ বা সাঙ্গ বলিয়া সর্ব্বত্র নির্দ্দেশ করিতে পারা যায় না। কেননা যে ধারাতে সেই গ্রন্থ লিখিত হইয়াছে, হয় ত সেই ধারানুসারে উপদেশ দিলে ছাত্রগণের পক্ষে শিক্ষা করা সহজ হয় না। আর, সেই নির্দ্দিষ্ট গ্রন্থ ক্ষুদ্র হইলে বালকেরা প্রায়ই পুনঃ পুনঃ পাঠ করিয়া তৎসমুদায় মুখস্থ করিয়া ফেলে, পাঠ মুখস্থ হইলেই ভাবগ্রহে বিশেষ যত্ন থাকে না। অপর, উর্ব্বরা ভূমিতে একটী শস্য নিক্ষেপ করিলে তাহা হইতে অনেক শস্যলাভ হয়, কিন্তু গোলাগৃহে শস্য সঞ্চয় করিয়া রাখিলে তাহা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় না। যেরূপে হউক, উপদেশ গ্রহণ করিয়া যাহাদিগের মনোবৃত্তি সকল বিকসিত ও মানসিক শক্তি ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইতে থাকে তাহাদিগকে উপদেশ দেওয়া আর উর্ব্বরা ভূমিতে বীজ বপন করা তুল্য। কিন্তু যাহারা উপদেশগুলি কেবল মুখস্থ করিয়া রাখে

কোনমতে মনোবৃত্তির চালনা করে না তাহাদিগকে উপদেশদান আর গোলাগৃহে শস্য সঞ্চয় করা সমান।

কোন বিষয়ের সম্পূর্ণ উপদেশ দিতে হইলে সেই বিষয়ের পুনঃ পুনঃ আলোচনা করান অতিশয় কর্ত্তব্য।

পুনঃ পুনঃ যে কর্ম্ম করা যায়, তাহাই অভ্যস্ত হয়। পুনঃ পুনঃ আলোচনাদ্বারা যে কর্ম্ম অভ্যস্ত হয় সে কর্ম্ম করিতে আর কষ্ট বোধ হয় না। বেহালা অথবা সেতারা বাদ্য প্রথম শিক্ষা করিবার সময়ে হস্তের অঙ্গুলি সকল সঞ্চালন করিতে যত কষ্ট বোধ হয় পরে তত কষ্ট বোধ হয় না। অনেকে অভ্যাস বলে বাদ্য ও গীত উভয়ই এক কালে অনায়াসে সম্পন্ন করিতে পারে। একটী বিষয় দীর্ঘকাল চিন্তা করিলে যে শ্রান্তি বোধ হয়, অভ্যাসদ্বারা ক্রমে তাহারও হ্রাস হইয়া থাকে। কোন নূতন বিষয় শিক্ষা করিবার সময়ে লোকে আহ্লাদযুক্ত ও অতিব্যগ্র হইয়া একবারে অপরিমিত পরিশ্রম ও চেষ্টা করে, সুতরাং শীঘ্র শ্রান্ত হইয়া পড়ে। বালকগণের পক্ষে অনেক বিষয়ই নূতন, সুতরাং তাহাদিগের এতাদৃশ চেষ্টার আতিশয্য হেতু সর্ব্বদা শ্রান্তি ও বিরক্তি জন্মে। এবিষয়ে শিক্ষকের কর্ত্তব্য যে তিনি অপর কোন সামান্য বিষয়ের কথোপকথনদ্বারা বালকগণকে নূতন বিষয় হইতে অন্যমনস্ক করেন এবং এইরূপ উপদেশ দেন যে প্রথম উদ্যমে একটী বিষয় বুঝিতে না পারিলেও কেহ নিন্দাভাজন হয় না, অদ্য না বুঝিয়া কল্য বুঝিতে পারিলেও ক্ষতি নাই। এতাদৃশ উপদেশ বাক্যে ছাত্রগণের উৎকণ্ঠা দূরীকৃত হয় এবং প্রথম উদ্যমে সিদ্ধমনোরথ না হইলেও অধিকতর দুঃখ বোধ হয় না।

বালকগণের মনে দৃঢ়তর সংস্কার জন্মাইবার জন্য উপদিষ্ট বিষয়ের পুনরুপদেশ দান আবশ্যক। প্রথম বারের উপদেশ দানের পর বালকেরা উপদিষ্ট বিষয় সুন্দররূপে বুঝিতে না পারিলে দ্বিতীয়বার সেই বিষয়ের উপদেশ দিতে হয়, দ্বিতীয় বার উপদেশ

দিবার সময়ে পূর্ব্বাবলম্বিত ধারা পরিত্যাগ করিয়া অন্য কোন ধারা এবং নূতন নূতন দৃষ্টান্ত অবলম্বন করিয়া উপদেশ দেওয়া উচিত। এরূপ করিলে এক কথা পুনঃ পুনঃ বলিলে যে দোষ ঘটে তাহারও অনেক নিবারণ হয়। ইঁহাতে যদিও এক বিষয়ের চর্ব্বিত-চর্ব্বণ হইতে থাকে তথাপি প্রথম বারের পাঠের সহিত দ্বিতীয় বারের পাঠের অনেক বৈলক্ষণ্য লক্ষিত হয়, সুতরাং ছাত্রগণের বিরক্তি না জন্মিয়া সানুরাগ-প্রবৃত্তিই জন্মে, এবং এক বিষয় ভিন্ন ভিন্ন ভাবে তাহাদিগের জ্ঞাননেত্রের গোচর হইলে তাহারা অনায়াসে তাহার মর্ম্মগ্রহে সমর্থ হয়। যিনি শিক্ষকতা কার্য্যে দক্ষতা লাভ করিয়াছেন, যিনি বিশেষ করিয়া সকল পর্য্যবেক্ষণ করেন, তিনিই ছাত্রগণের মুখ, নয়নভঙ্গি ও আকার দেখিয়া, এবং স্বর শুনিয়া তাহারা উপদেশ গ্রহণে সমর্থ হইয়াছে কি না ও আম্রেড়-নের প্রয়োজন আছে কি না অনায়াসে বুঝিতে পারেন। আর যিনি উপদেষ্টব্য বিষয়ের চিন্তায় নিমগ্ন থাকিয়া অবিরত উপদেশ দিতে থাকেন একবারও ছাত্রদিগের প্রতি দৃষ্টিপাত করেন না তাঁহার সম্মুখে মনোযোগী বালকও অনাবিষ্ট হইয়া উঠে।

১৬। ছাত্রদিগের সদাচার অভ্যাসই সকল প্রকার উপদেশের প্রধান উদ্দেশ্য, এইটী সর্ব্বদা স্মরণ করিয়া উপদেশ দেওয়া শিক্ষক মাত্রেরই নিতান্ত কর্ত্তব্য।

যাহা বাল্যকালে অভ্যস্ত হয়, তাহা যাবজ্জীবন বলবৎ থাকে। এই নিমিত্তই অনেকে অভ্যাসকে দ্বিতীয় স্বভাব বলিয়া বর্ণনা করেন। বাল্য কালের সংস্কার অন্যথা করা যে কত কঠিন তাহা অনেকেই অবগত আছেন। অতএব যাহাতে বাল্যকালে কোন অসদভ্যাস না হইয়া সদভ্যাস হয় তদ্বিষয়ে যত্ন করা পিতা মাতা ও শিক্ষকের অবশ্য কর্ত্তব্য। "যে পথে চলা উচিত বালকদিগকে সেই পথে চালাও, পরে তাহারা বড় হইলে সেই পথ কখন পরিত্যাগ করিবে না।" এই উপদেশ বাক্যটী অভ্যাসের বলবত্তা স্বীকার

করিয়া রচিত হইয়াছে। অপর সৎসংসর্গে থাকিলে সদা সদাচার ও সদ্ব্যবহার দর্শন হয় এবং তদনুকরণ প্রবৃত্তি বলবতী হয়। অতএব অসৎসংসর্গ পরিত্যাগ করাইয়া বালকদিগকে সদা সৎসংসর্গে রাখা কর্ত্তব্য

অধ্যাপনা ঘটিত যে যে নিয়মের প্রতি শিক্ষকের বিশেষ দৃষ্টি রাখা উচিত তাহা সংক্ষেপে লিখিত হইতেছে। পশ্চাল্লিখিত নিয়ম গুলির অধিকাংশই পূর্ব্বে বাহুল্য রূপে উক্ত হইয়াছে, অতএব এস্থলে তাহাদিগের পুনরুক্তি হইল।

১। যে বিষয়ের উপদেশ দিতে হইবে অগ্রে তদ্বিষয় সংক্রান্ত ভিন্ন ভিন্ন গ্রন্থপাঠ অথবা অপেক্ষাকৃত বিজ্ঞ লোকের নিকট অনুসন্ধান করিয়া কিম্বা তদ্বিষয় দর্শন করিয়া শিক্ষক সাধ্যানুসারে প্রস্তুত হইলে ভাল হয়।

২। যে বিষয়ের যে যে প্রধান প্রধান অঙ্গ ঘটিত উপদেশ যেরূপে দিতে হইবেক তাহা অগ্রে ভাবিয়া যথাক্রমে লিখিয়া রাখা উচিত।

৩। বালকদিগকে যে যে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে হইবে তাহা অগ্রে না লিখিয়া তাহাদিগের বাক্য বা উত্তর শ্রবণ করিয়া প্রশ্ন করাই বিধেয়। প্রশ্ন গুলি পরস্পর যত সুসম্বদ্ধ হয় ততই ভাল।

৪। বালকদিগের ব্যুৎপত্তি বিবেচনা করিয়া তাহাদিগের সুখবোধ ব্যাখ্যা ও ভাষা প্রয়োগ করা উচিত। বালকেরা ব্যাখ্যার কোন অংশ না বুঝিতে পারিলে পুনর্ব্বার প্রকারান্তরে ব্যাখ্যা করা উচিত। সদা বালকদিগের দৃষ্ট ও পরিচিত বিষয় লইয়া দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করা কর্ত্তব্য।

৫। যাহাতে বালকেরা নিজ ক্ষমতানুসারে নূতন নূতন বাক্য রচনা করিয়া উত্তর প্রদান করিতে সমর্থ হয় এরূপ যত্ন করা আবশ্যক।

৬। বালকদিগের বয়স ও ব্যুৎপত্তি বিবেচনা করিয়া তাহাদিগের রচিত উত্তরবাক্যের দোষ গুণ অবধারাণ করা উচিত এবং দোষসংশোধনপূর্ব্বক উৎসাহ দান করা কর্ত্তব্য।

৭। কোন বিষয়ের ক্রমাগত ব্যাখ্যা করিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বালককে উপদেশ দেওয়া উচিত নয়; মধ্যে মধ্যে গল্প ও প্রশ্ন করিয়া উপদেশ দেওয়া ভাল।

৮। বালকদিগের দৃষ্ট বা জ্ঞাত বিষয় অবলম্বন করিয়া অদৃষ্ট বা অজ্ঞাত বিষয়ের উপদেশ দেওয়া উচিত। বিড়ালের সহিত উপমা দিয়া ব্যাঘ্রের উপদেশ দেওয়া ভাল।

৯। এক কালে বহু বিষয়ের উপদেশ দেওয়া উচিত নয়। একটী বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া তাহারই প্রধান প্রধান অঙ্গের ভাল রূপ উপদেশ দেওয়া কর্ত্তব্য।

১০। পাঠদানের মধ্যে মধ্যে ছাত্রদিগকে প্রশ্ন করা উচিত; ঐরূপ করিলে পাঠে বালকদিগের মনোযোগ হয় এবং তদ্দ্বারা উপদিষ্ট বিষয়ের এক প্রকার পুনরালোচনা ও বালকদিগের পরীক্ষা করা হয়।

১১। এক বিষয়ের পুনঃ পুনঃ প্রশ্ন করিতে হইলে প্রকারান্তরে বা ভিন্ন ভিন্ন পদে রচিত বাক্য দ্বারা, প্রশ্ন করা কর্ত্তব্য।

১২। সোপানমঞ্চের উচ্চ অধঃ এবং পার্শ্বস্থিত বালকদিগকে অধিক প্রশ্ন করা উচিত।

১৩। পাঠদান সমাপ্ত হইলে উপদিষ্ট বিষয়ের সংক্ষেপ আম্রেড়ন করা উচিত এবং আম্রেড়ন কালে প্রশ্নাত্মক ও আহ্যা-হারিক ধারা অবলম্বন করা কর্ত্তব্য। অবশেষে কাষ্ঠ ফলকে উপদেশের সারভাগ সংক্ষেপে লিখিয়া দেখান আবশ্যক।

১৪। যাহাতে পাঠে বালকদিগের সর্ব্বদা মনোযোগ ও আমোদ হয় এরূপ করা কর্ত্তব্য। মধ্যে মধ্যে বালকবিশেষকে প্রশ্ন করিয়া সকলকে পাঠে অভিনিবিষ্ট রাখা উচিত

১৫। বালকদিগের চিত্ত-চাপল্য নিবারণার্থ এবং সুশৃঙ্খলা স্থাপনার্থ মধ্যে মধ্যে শারীরিক অঙ্গের চালনা করান বিহিত; সকলে এককালে কোন কঠিন পদের বর্ণবিন্যাস করিলেও অঙ্গ চালনার কার্য্য হয়।

১৬। সর্ব্বদা সদয়, সস্নেহ ও ধৈর্য্যশীল হওয়া শিক্ষকের অতি আবশ্যক।

১৭। নিতান্ত ত্বরান্বিত হইলে কোন কার্য্য সুসম্পন্ন হয় না। যেরূপ ত্বরান্বিত হইয়া কুঁজাতে জল ঢালিতে গেলে জল বাহিরে পড়ে, ত্বরান্বিত হইয়া কোন দ্রব্য কাটিতে গেলে প্রায়ই হাত, পা কাটিয়া যায়; সেইরূপ ত্বরান্বিত হইয়া উপদেশ দিলে সে উপদেশে তাদৃশ উপকার হয় না, এই বলিয়া দীর্ঘসূত্র হওয়াও উচিত নয়।

১৮। বালকেরা সকলেই পাঠে যে সমান মনোযোগী হইবে এবং সদা শুদ্ধ বাক্য প্রয়োগ করিবে ইহা সম্ভবে না, অতএব কাহাকেও অমনোযোগী দেখিয়া বা কাহারও অশুদ্ধবাক্য শুনিয়া রুষ্ট হওয়া উচিত নয়।

শিক্ষাপ্রণালী।

পরিশিষ্ট।

১। প্রথম প্রকরণ।

বর্ণ পরিচয়, লিখন ও পঠন।

১। শিশুসকল প্রথমে গ্রাম বা পল্লীস্থ পাঠশালায় যাই... জন্য অত্যন্ত উৎসুক হয়। পাঠশালায় যাইবার আমোদে প্রফুল্ল হইয়া তাহারা লিখিবার উপকরণ সামগ্রী সকল অর্থাৎ কলম, কালী, দুয়াত, তালপত্র ও বসিবার নিমিত্ত একটী মাদুর সংগ্রহ করে। শিশুরা পাঠশালায় এই সকল উপকরণ সামগ্রীর সহিত গমন করিয়া প্রথমে তালপত্রে কেবল হিজিবিজি লিখে, নিত্য এরূপ লিখিতে লিখিতে কিছুদিন পরে বিরক্ত হইয়া উঠে। গুরুমহাশয়েরা এই উপায়দ্বারা শিশুদিগের হস্তের জড়তা নষ্ট হইতেছে বোধ করেন। পরে কখ প্রভৃতি হলবর্ণের একটী দাগা করিয়া দেন, শিশুরা সেই দাগা বুলাইয়া কিছু দিন অতিবাহিত করে, তৎপরে সেই দাগা সম্মুখে রাখিয়া তাহা দেখিয়া কখ লিখিতে অভ্যাস করে, পরে দাগা না দেখিয়া কখ লিখিতে পারিলে এক প্রকার কখ, এর পরিচয় হয়। ইহার পর কখ পড়া শিখিতে হয়। কোন কোন স্থানে লিখনের সঙ্গে সঙ্গে পড়াও হইয়া থাকে। এইরূপে বহু দিন অভ্যাস করিয়া বহু ব্যাপারের পর কখটী কথঞ্চিৎ শিক্ষিত হয়। ফলতঃ এইরূপে কখ শিক্ষা করাতে বালকদিগের বিশেষ আমোদ হয় না, সুতরাং উত্তরোত্তর তাহাদিগের বিরক্তিই হইতে থাকে। অতএব পাঠশালায় গমনে তাহাদিগের আমোদ ও সুখ সম্ভোগের যে আশা

থাকে তাহা অন্তর্হিত হয় এবং মধ্যে মধ্যে শিক্ষককর্ত্তৃক তিরস্কৃত হইয়া এবং শিক্ষক অন্য বালককে যথেষ্ট প্রহার করিতেছেন দেখিয়া তাহাদিগের আর পাঠশালাভিমুখ হইবার ইচ্ছাও থাকে না; সুতরাং তখন তাহাদিগকে কৌশল ক্রমে অথবা বল প্রকাশ-পূর্ব্বক পাঠশালায় পাঠাইতে হয় এবং হয় ত অনেকেই পিতামাতার অনুরোধে কতক দূর গিয়া গুপ্ত স্থানে লুক্কাইয়া থাকে; পরে পাঠ-শালার ছুটী হইলে অন্যান্য বালককে বাটী যাইতে দেখিয়া আপনারা বাটীতে যায়। বাটীতে গিয়া আপন দোষ গোপন করিবার জন্য নানা প্রকার মিথ্যা কথা কহে। এইরূপে প্রথম হইতেই বালক-দিগের চরিত্রগত নানা দোষ ঘটিতে থাকে।

২। শিশুদিগের আমোদের সহিত সুন্দররূপে অক্ষর পরিচয় হইবে বলিয়া ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ভিন্ন ভিন্ন উপায় অবলম্বিত হইয়াছে। কোন কোন স্থানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাগজ খণ্ডের এক পৃষ্ঠে একটী অক্ষর থাকে এবং যে দ্রব্যের নামের প্রথমে সেই অক্ষরটী আছে কাগজ খণ্ডের অপর পৃষ্ঠে সেই দ্রব্যের একটী ছবি থাকে। এইরূপ সকল অক্ষরের কাগজ গুলি লইয়া শিশুদিগকে বর্ণশিক্ষা দেওয়া হয়; যথা, ক, করাত, খ, খরগোস, গ, গাধা, ইত্যাদি। বর্ণ পরিচয়ের কোন কোন গ্রন্থে ক্রমান্বয়ে এক একটী অক্ষরের পার্শ্বে, নীচে, বা উপরে ঐরূপ ছবি অঙ্কিত থাকে। কোন কোন স্থানে কখ পড়িবার চমৎকারজনক এক রীতি আছে। কখ পড়িবার সময়ে প্রত্যেক অক্ষরের নামের পূর্ব্বে এক একটী বিশেষণ সংযুক্ত হয় সেই বিশেষণ দ্বারা অক্ষরের অবয়ব বিশেষের উপলব্ধি হইয়া থাকে, ইহাতে শীঘ্রই সুন্দর অক্ষর জ্ঞান জন্মিতে পারে। যথা, কান্ মোচ্‌ড়া ক, বগাঠুঠো খ, ঝুমুরিয়ার গ, বুগং পোট্‌লা ঘ, মাতাৎ পোজা ঙ, বাউনিয়ার চ, হাপলেজা ছ, ঢুমাথা জ, উবরা-উবরি ঝ, পিটং বোচ্‌কা ঞ, ইত্যাদি। বঙ্গদেশের পূর্ব্ব অঞ্চলে কখ পড়িবার এই রীতি আছে। পশ্চিম অঞ্চলে কোন কোন

অক্ষরের নামের পূর্ব্বে ভিন্ন ভিন্ন বিশেষণ যোগ করিয়া কথ পঠিত হয়। যথা আঁকুড়ে ক, বকমুখো খ, চৌপালা গ, আনা গোনা ঘ, মাতায় পাকড়ি ঙ, যেগুণে চ, কোল টানা ছ, দুমাত্রা জ, কাঁকেপো ঝ, পালানপিটে ঞ, ইত্যাদি।

৩। কি রূপে উপদেশ দিলে শিশুদিগের সুন্দর বর্ণজ্ঞান হয় এই বিষয় লইয়া ইউরোপীয় পণ্ডিতগণের মধ্যে বহু আন্দোলন হইয়াছে। এক্ষণে তাঁহাদিগের অনেকের মতে ধ্বনিধারানুসারে বর্ণমালার পাঠ দেওয়াই কর্ত্তব্য। বর্ণ সকল মনুষ্যের কণ্ঠ তাল্বাদির অভিঘাতদ্বারা উচ্চারিত সূক্ষ্ম ধ্বনির প্রতিরূপমাত্র। শিক্ষক অগ্রে কাষ্ঠ ফলকে একটী অক্ষর লিখিয়া, সেই অক্ষরটী যে ধ্বনির দ্যোতক সেই ধ্বনি পুনঃ পুনঃ উচ্চারণ করিয়া বালকদিগকে তাহার উচ্চারণ করিতে শিখাইবেন। যদি কোন বালক কোন ধ্বনি স্পষ্ট উচ্চারণ করিতে না পারে তবে সেই ধ্বনি যে যে স্থান হইতে যে রূপে উচ্চারিত হয় তাহা বুঝাইয়া দিয়া এবং স্বয়ং তাহা পুনঃ পুনঃ উচ্চারণ করিয়া বালকদিগকে উচ্চারণ করিতে শিক্ষা দিবেন। এইরূপে বর্ণ ও ধ্বনির বিষয় শিক্ষা দেওয়াই ধ্বনিধারার উদ্দেশ্য। ইঙ্গরাজী ভাষার বর্ণমালার (১) বর্ণ বিন্যাস ও উচ্চারণ ঘটিত অনেক দোষ আছে, বঙ্গ ভাষার বর্ণমালায় প্রায়ই সে সকল দোষ নাই, অতএব ইঙ্গরাজী ভাষার বর্ণমালা শিক্ষাবিষয়ে ধ্বনিধারার যত উপযোগিতা দৃষ্ট হয়, বাঙ্গালা ভাষার বর্ণমালা

---

(১) ইঙ্গরাজী বর্ণমালাতে।

স্বরবর্ণ ও হলবর্ণের পৃথক্ বিন্যাস নাই।
সকল ধ্বনির দ্যোতক বর্ণ নাই, সুতরাং কোন বর্ণ একাধিক ধ্বনির সূচক।
স্বরবর্ণের যেমন নাম তেমন ধ্বনি ও তদ্ভিন্ন অন্যরূপ ধ্বনিও আছে।
হলবর্ণের মধ্যে কোন কোনটীর নামের সহিত তদ্বোধক ধ্বনির কোন

শিক্ষাবিষয়ে ততোধিক উপযোগিতা সম্ভবে। অপর অতি শিশু সন্তানেরা যে অবধি শব্দ উচ্চারণ করিতে আরম্ভ করে যদি সেই অবধি এই ধ্বনিধারানুসারে উপদেশ দেওয়া হয়, তাহা হইলেই ভাল হয়। কিন্তু অস্মদ্দেশে প্রায়ই পঞ্চম বর্ষ বয়ঃক্রম না হইলে বালকদিগকে কেহ পাঠশালায় প্রেরণ করেন না, অতএব পাঠশালায় আসিয়া বর্ণপরিচয় শিক্ষা করিবার পূর্ব্বেই বালকেরা অনেক প্রকার ধ্বনি ও পদ উচ্চারণ করিতে শিখে, এবং অনেক প্রকার দ্রব্যেরও নাম জানে, এবং সেই সকল নামও উচ্চারণ করিতে পারে, কেবল সেই সকল নামের মূলীভূত সূক্ষ্ম ধ্বনি গুলি পৃথক্ করিয়া উচ্চারণ করিতে পারে না, এবং সেই সকল সূক্ষ্ম ধ্বনির প্রতিরূপ বর্ণগুলি জানে না। অতএব প্রথমে বালকেরা সচরাচর যে সকল দ্রব্য গুণ বা ক্রিয়া দর্শন করে, সেই সকলের নাম ঘটিত পদ গুলি ক্রমশঃ বিভাগ করিয়া যাহাতে তাহারা সেই সকল পদের মূলীভূত সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ধ্বনি গুলি উচ্চারণ করিতে সমর্থ হয়, এমনরূপে উপদেশ দেওয়া কর্ত্তব্য। পরে যে যে বর্ণ সেই সকল সূক্ষ্ম ধ্বনির প্রতিরূপ তাহাদিগের উপদেশ দেওয়া উচিত এবং সেই উপদেশের সঙ্গে সঙ্গে সেই সকল দ্রব্যাদির কিঞ্চিৎ বর্ণনা করাও কর্ত্তব্য। এইরূপে বালকদিগের শিক্ষিত বিষয় অবলম্বন করিয়া তাহাদিগকে বর্ণ

সম্বন্ধ নাই। যথা, এইচ্ এবং এফ্ স্বরবর্ণের যোগে তাঁহাদিগের নামেরও উচ্চারণ হয় না।

মুদ্রাক্ষর ও হস্তাক্ষর ভেদে এবং ছোট বড় ভেদে প্রায় প্রত্যেক বর্ণের আকার চারি প্রকার।

বাঙ্গালার বর্ণমালাতে।

স্বরবর্ণ ও হলবর্ণের পৃথক বিন্যাস আছে।

ষ, ড ঢ (সংযোগস্থল) ভিন্ন একাধিক ধ্বনির সূচকবর্ণ নাই।

স্বরবর্ণের যেমন নাম তেমনই ধ্বনি।

হলবর্ণের নামের ও ধ্বনির সম্বন্ধ আছে। ধ্বনিটী স্পষ্ট উচ্চারণ করিবার জন্য তাহাতে অ, সংযোগ করা যায় এবং তাহাতে যে ধ্বনি উচ্চারিত

পরিচয়ের উপদেশ দিলে তাহারা অনায়াসে আমোদের সহিত বর্ণ শিক্ষা করে এবং শীঘ্রই তাহাদিগের সুন্দর বর্ণজ্ঞান হয়।

ধ্বনিধারার সহিত আমাদিগের লিখিত এই ধারার বিশেষ বৈলক্ষণ্য নাই। ধ্বনিধারা সংযোগাত্মক, এই ধারা বিভাগাত্মক এই মাত্র বিশেষ। সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ধ্বনির যোগে যে রূপে পদ সকল উচ্চারিত হয় তাহারই উপদেশ দেওয়া ধ্বনিধারার উদ্দেশ্য; পদগুলিকে তত্তন্মূলীভূত সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ধ্বনিতে পর্য্যবসিত করিয়া উপদেশ দেওয়াই এই ধারার উদ্দেশ্য। এই ধারা অনুসারে যে রূপে উপদেশ দিতে হইবে তাহার দুই একটী দৃষ্টান্ত পরে লেখা যাইতেছে। যথা, শিক্ষক আপনার অধর ধরিয়া বালকদিগকে জিজ্ঞাসা করিবেন, শরীরের এই অঙ্গকে কি বলে? ইহার নাম কি? বালকেরা সেই অঙ্গের নাম বলিবে, বলিতে না পারিলে শিক্ষক বলিয়া দিবেন এবং বালকেরা সকলে সেই নাম উচ্চারণ করিবে, অর্থাৎ সকল বালকেই 'অধর' বলিবে। শিক্ষক (অধর ধরিয়া,) শরীরের এই অঙ্গের নাম কি? বালকেরা, অধর। শি (অর্থাৎ শিক্ষক বলিবেন)। তোমরা আপন আপন অধর স্পর্শ কর। বালকেরা অধর স্পর্শ করিল। শি। তোমরা সকলে এই অঙ্গের নাম শিখিয়াছ, এবং সেই নামটী উচ্চারণ করিয়াছ, এক্ষণে সেই নামটীকে বিভাগ করিয়া

হয় তাহাই সেই বর্ণের নাম। 'অ, সংযুক্ত না হইলে হসন্ত বর্ণ বলে, হসন্ত বর্ণ লিখনের পৃথক্ রীতিও আছে।

সর্ব্বত্রই বর্ণের একই আকার।

বর্ণমালা পাঠের সঙ্গে সঙ্গে বর্ণলিখনের রীতি থাকা ভাল, কিন্তু ইঙ্গরাজী বর্ণের উক্ত চারি প্রকার আকার বশতঃ বর্ণ পরিচয়ের সঙ্গে সঙ্গে বর্ণ লিখন শিশুদিগের পক্ষে বড় সহজ নয়, এই জন্য বোধ হয় প্রথমাবধি বর্ণ লিখনের রীতি ইঙ্গরাজী বিদ্যালয়ে প্রচলিত নাই। কিন্তু বাঙ্গালা ভাষায় প্রত্যেক বর্ণের একাধিক আকার নাই সুতরাং বর্ণপরিচয়ের সঙ্গে সঙ্গে লিখনের রীতি প্রবর্ত্তিত করাতে বালকদিগের পক্ষে উপকার ভিন্ন অপকার নাই।

উচ্চারণ কর, যথা অ ধ র। বা, (অর্থাৎ বালকেরা বলিবে)। অ ধ র। বহুবার উচ্চারণ করিয়া সকল বালকে অধর পদটী সুন্দররূপে উচ্চারণ করিতে শিখিলে পর শিক্ষক বালকদিগকে বলিবেন তোমরা যেমন অধর পদটী বিভাগ করিয়া উচ্চারণ করিলে তেমনি অ ধ্বনিটীকে বিভাগ করিয়া উচ্চারণ কর দেখি। বালকেরা যখন অকে বিভাগ করিয়া উচ্চারণ করিবার চেষ্টা করিয়া দেখিবে যে অ ধ্বনিটীকে আর বিভাগ করা যায় না, তখন তাহারা বলিবে যে অ টীর আর ভাগ হয় না। শিক্ষক এক্ষণে তাহাদিগকে এই উপদেশ দিবেন যে 'অ, ধ্বনিকে আর পৃথক্ করিয়া উচ্চারণ করা যায় না বলিয়া তাহাকে সূক্ষ্ম বা মূল ধ্বনি বলে, সেই ধ্বনির দ্যোতক 'অকে, বর্ণ কহে, এবং ঐ বর্ণের নাম ও ধ্বনি একরূপ, পৃথক্ নয়। এই রূপ সকল স্বর বর্ণেরই ধ্বনির ও নামের ঐক্য আছে। এক্ষণে অধর পদের 'অ, এর উচ্চারণ ও নাম শিক্ষিত হইল। পরে ধর ভাগকে পৃথক্ করিলে ধ র হয়। ধকে পৃথক্ করিলে ধ্ অ, হয়। ধকে উচ্চারণ করিবার সময়ে জিহ্বাগ্র পরস্পর-সংলগ্ন-প্রায় দন্তপাটীদ্বয়ের মধ্যে যে রূপে অবস্থান করে এবং যে রূপে মুখরন্ধ্রের দুই পার্শ্ব দিয়া বায়ু নির্গত হইয়া ধ্ উচ্চারিত হয় শিক্ষক তাহা স্পষ্ট করিয়া দেখাইয়া দিবেন। এবং সেই ধ্ ধ্বনির সহিত অ সংযোগ করিলে ধ হয় বুঝাইয়া দিবেন। পরে রকে র্, অ ভাগে পৃথক্ করিয়া উচ্চারণ করিতে শিখাইবেন। সুখোচ্চারণ নিমিত্ত হস বর্ণে অকার সংযুক্ত করা যায় এবং বর্ণমালাতেও অকার সংযুক্ত হস বর্ণ লিখিত হয়। প্রত্যেক হস বর্ণই পৃথক্ পৃথক ধ্বনির সূচক, তন্মধ্যে কোন ধ্বনিটী সুস্পষ্ট কোনটী অস্পষ্ট। যে স্থলে কেবল মূল ধ্বনিটী ব্যক্ত করিতে হয় সে স্থলে হসন্ত বর্ণ লিখনের রীতি আছে, সেই স্থলে বর্ণের নীচে '্, এই চিহ্নটী লিখিত হয়। এই চিহ্নকে হসন্ত কহে। এই রূপে অধর পদকে অ ধ্ অ র্ অ, এই সকল মূল ধ্বনিতে

পৃথক্ করিয়া উচ্চারণ করিতে শিখিলে বালকদিগের একটী স্বর বর্ণ ও দুইটী হস বর্ণের পরিচয় হয়। কিন্তু এই রূপে এককালে স্বর ও হসন্ত বর্ণের উপদেশ দিলে যদি বালকগণের পক্ষে সুকঠিন বোধ হয় তবে কেবল অ ধ র এই পর্য্যন্ত উপদেশ দিয়া ক্ষান্ত হওয়া উচিত। পরে এই রূপে সকল স্বর বর্ণ ও অকারান্ত হস বর্ণের উপদেশ দেওয়া হইলে হসন্ত বর্ণের উপদেশ দেওয়া ভাল।

অপর দৃষ্টান্ত। শিক্ষক একখান ইট্ হস্তে করিয়া বালকদিগকে জিজ্ঞাসা করিবেন আমার হস্তে যে দ্রব্য আছে তাহাকে কি বলে? বা, আপনার হস্তে যে দ্রব্য আছে তাহাকে ইট্ বলে। সকল বালকে ইট্ এই পদটী উচ্চারণ করিলে শিক্ষক পূর্ব্বমত ঐ পদটীকে বিভাগ করিয়া উচ্চারণ করিতে বলিবেন, বালকেরা ই ট্, ই ট্, এইরূপ পৃথক্ করিয়া উচ্চারণ করিবে। যেমন এক একটী দ্রব্যের নাম অবলম্বন করিয়া এইরূপে এক একটী অক্ষরের ধ্বনি ও আকারের বিষয় উপদেশ দেওয়া হইবে তেমনি বালকেরা যাহাতে সেই অক্ষর গুলি লিখিতে শিখে তাহার উপদেশ দেওয়া আবশ্যক। কিন্তু অগ্রে সরল এবং বক্র রেখার বিষয় উপদেশ দিয়া এবং সরল ও বক্র রেখা আর তদুভয়রেখা সম্পাদিত কতক গুলি সহজ ক্ষেত্র লেখাইয়া অক্ষর লেখাইতে আরম্ভ করিলেই ভাল হয়। অপর, যে যে দ্রব্য অবলম্বন করিয়া পূর্ব্বোক্ত প্রকারে উপদেশ প্রদত্ত হয়, উপদেশ গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে সেই সেই দ্রব্যের স্থূল স্থূল বিবরণ জানিয়া যাহাতে উপদেশ গ্রহণে ছাত্রগণের আমোদ জন্মে এমত চেষ্টা করা উচিত। উপদেশ গ্রহণে ছাত্রদিগের আমোদ হইলে তাহারা অল্পেই শ্রান্ত হইবে না। আর বালকদিগের পরিজ্ঞাত বিষয় লইয়া এই রূপে পাঠ দিলে অবশ্যই তাহাদিগের বিশেষ আমোদ জন্মিবে সন্দেহ নাই। যে যে পাঠশালায় প্রথমে বালকদিগকে স্বরবর্ণের শিক্ষা না দিয়া, হলবর্ণের শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে, সেই সেই পাঠালয়ে অগ্রে

বালকেরা ‘ক খ’ শিক্ষা করে। কিন্তু আমাদিগের মতে অগ্রে স্বরবর্ণের শিক্ষা দেওয়াই ভাল, কেননা স্বরবর্ণের ধ্বনি বালকেরা অনায়াসে সুস্পষ্ট উচ্চারণ করিতে পারে। আমাদিগের বোধ হইতেছে যে পূর্ব্বকালেও অগ্রে স্বরবর্ণ শিক্ষা করণেরই রীতি ছিল, অন্যথা অনেক পাঠশালায় মঙ্গলাচরণ সূচক ‘সিদ্ধি রস্তু, এই বাক্যটী কেন স্বরবর্ণ সকলের পূর্ব্বে লেখা হয়। সর্ব্বত্রই কার্য্যারম্ভে মঙ্গলাচরণ করণের রীতি দেখা যায়, কার্য্যারম্ভে মঙ্গলাচরণ না করিয়া কার্য্যমধ্যে মঙ্গলাচরণ করার বিধি ও ব্যবহার কুত্রাপি নাই। যাহা হউক প্রথমে স্বরবর্ণ গুলি লেখা বালকদিগের পক্ষে কঠিন বিবেচনায়, বোধ হয়, অগ্রে ‘ক খ, লিখনের রীতি প্রবর্ত্তিত হইয়াছে।

৪। আমাদিগের মতে বর্ণমালা লিখন ও পঠন এক সঙ্গেই ভাল। কিন্তু অগ্রে সরল রেখাদি না লেখাইয়া বর্ণ লিখিতে আরম্ভ করান উচিত নয় ইহা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। অপর লিখিবার সময়ে যে রূপে বসিতে হয়, হস্ত, উত্তমাঙ্গ ও শরীরকে যে রূপে রাখিতে হয়, কলম বা পেন্সিল যে রূপে ধরিতে হয় এবং কাগজ শ্লেট বা অন্য লিখনের আধার যে রূপে রাখিতে হয় শিক্ষক তাহার উপদেশ দিবেন, এবং যাহাতে ছাত্রেরা সেই সকল উপদেশ অনুসারে কার্য্য করে এমন চেষ্টা করিবেন। অপর যাহাতে অক্ষর গুলি ছোট বড় না হয় ও বক্র না হয়, অক্ষরের মাত্রাগুলি সোজা হয়, যে যে অক্ষরে এক একটী পদ হয় সেই সকল অক্ষরের মধ্যে মধ্যে সমান ব্যবধান থাকে, পদগুলি পৃথক্ পৃথক্ লিখিত হয়, পদ সকলের মধ্যে মধ্যে সমান ব্যবধান থাকে, এবং ছত্রগুলি সোজা হয় ও অকারণ দৈর্ঘ্যে বিষম না হয় এমন করিয়া লেখান উচিত। অপর একটী পদের কিয়দংশ এক ছত্রের শেষে এবং অবশিষ্টাংশ পরবর্ত্তী ছত্রের প্রথমে লিখিতে হইলে সেই পদটীকে বিবেচনা করিয়া বিভাগ করা উচিত। যথা, পা-র্য্যালোচনা বা পর্য্যালো-চনা না

লিখিয়া পর্য্যা-লোচনা লেখা ভাল। পদগুলি এই রূপে বিভাগ করিয়া লিখিতে হইলে উপসর্গ, প্রকৃতি ও প্রত্যয় পৃথক্ করিয়া বিভাগ করাই উচিত। দুইপদ বা পদাংশে সন্ধি হইলে শেষ পদ বা পদাংশ পৃথক্ না করিয়া প্রথম পদ বা পদাংশ পৃথক্ করিয়া পদটীকে বিভাগ করা ভাল; যথা, উপর্য্যু-পরি না লিখিয়া উপ-র্য্যুপরি লেখা ভাল। অক্ষরগুলি ছোট বড় না হয় এজন্য প্রথমে কষি টানিয়া (রুল করিয়া) * কষিদ্বয়ের মধ্যে যত স্থান থাকিবে তত বড় করিয়া অক্ষর লিখিতে শিক্ষা করা ভাল; অক্ষরের মাত্রা-গুলি উপরের কষির সহিত সংলগ্ন হইবে। এ রূপ লেখা সুন্দর অভ্যাস হইলে পর এক একটী কষি টানিয়া তাহার নিম্নে এক এক ছত্র লিখিতে শিক্ষা করা উচিত। ছত্রের নিম্নে কষি থাকিবে না বলিয়া যেন অক্ষর গুলি ছোট বড় না হয়। অক্ষরের মাত্রা গুলিও যেন পূর্ব্বমত উপরের কষির সহিত সংলগ্ন হয়। শেষে একটীও কষি না টানিয়া লিখিতে শিক্ষা করা কর্ত্তব্য। অনেকে লেখায় তাদৃশ মনোযোগ করেন না। লিখনে ও চিত্রকরণে বড় প্রভেদ নাই, অতএব উত্তম লিখন চিত্রকরেরই কর্ম্ম, চিত্রকরেরা নীচলোক, নীচলোকের কর্ম্ম পরিশ্রম ও যত্ন করিয়া শিক্ষা করা ভদ্রলোকের উচিত নয়, এই সকল বিবেচনা করিয়া তাঁহারা লেখাতে অযত্ন করেন। অনুপ-স্থিত ব্যক্তির নিকট মনোগত ভাব ব্যক্ত করাই লেখার প্রধান উদ্দেশ্য; কিন্তু অনেকেরই লেখা এরূপ অপরিষ্কার যে তাহা পাঠ করিয়া লেখকের ভাব সংগ্রহ করা অনেকের পক্ষে অতি কষ্টকর হয়। কেহ কেহ তাদৃশ লেখককেই পাকা মুহুরি বলিয়া জ্ঞান করেন, তাঁহাদিগের মতে টানা লেখাই মুহুরির এক প্রধান গুণ; যাহা হউক কিঞ্চিৎ পরিশ্রম ও যত্ন করিলে যদি লিখনের প্রধান উদ্দেশ্য সুসিদ্ধ হয়, এবং পাঠকগণের কষ্ট নিবারিত হয় তাহা

---

* অনেকে রুল না করিয়া কাগজ ভাঁজিয়া ভাঁজে ভাঁজে লিখে।

হইলে সেই পরিশ্রম ও যত্নে বিমুখ হওয়া বিজ্ঞের কর্ম্ম নয়। সকলেরই সুলেখক হওয়া নিতান্ত আবশ্যক নয় বটে, কিন্তু যাহাতে পড়িবার সময়ে কাহার বিশেষ কষ্ট বোধ না হয় এরূপ পরিষ্কার করিয়া লেখা সকলেরই কর্ত্তব্য।

৫। হসন্ত বর্ণের সহিত স্বরবর্ণযুক্ত হইলে, আকার ভিন্ন সকল স্বরবর্ণের যে রূপান্তর হয় তাহা স্বরবর্ণের উপদেশ দিবার সময়ে বালকদিগকে আবশ্যকমত বিশদ করিয়া বুঝাইয়া দেওয়া উচিত। যে যে দ্রব্যাদি অবলম্বন করিয়া স্বরবর্ণ সকলের উপদেশ দিতে হইবে তাহাদিগের নাম পরে লেখা যাইতেছে।

স্বরবর্ণ	স্বরবর্ণ হসন্তবর্ণে যুক্ত হইলে যেরূপ হয়	দ্রব্যাদির নাম।
অ		অধর, অনল। অলক, অজা, অতসী
আ	া	আসন, আনারস, আতা, আদা।
ই	ি	ইট্। ইকুন্, ইষু। মণি।
ঈ	ী	ঈষ, ঈশান, ঈশ। ফণী বীণা।
উ	ু বা	উট্, উদর, উড়নী, বকুল, গরু।
ঊ	ূ বা	ঊরু। মূলা, রূপা।
ঋ	ৃ	ঋষি, ঋতু, ঋণ। ঋষভ, তৃণ।
এ	ে	এলা, এলাচি, এণ। কেশ।
ঐ	ৈ	ঐ। ঐরেয়, দৈথ।
ও	ো	ওল, ওলা, ওষধি, ওসার। মোচা।
ঔ	ৌ	ঔষধ। মৌ।

অ আ ই উ এ ও এই ছয়টী স্বরবর্ণ, ভিন্ন ভিন্ন সূক্ষ্ম ধ্বনির দ্যোতক। সেই সকল ধ্বনির উচ্চারণ যতক্ষণ ইচ্ছা ততক্ষণ ব্যাপিয়া

করা যায়। ই ঈ, আর উ ঊ, ইহারা পৃথক্ পৃথক্ ধ্বনির দ্যোতক নয়, উচ্চারণের মাত্রানুসারে ইহাদিগের হ্রস্ব দীর্ঘ ভেদ হইয়াছে। ঋ প্রকৃত স্বর বর্ণ নয় এবং একটী সূক্ষ্ম ধ্বনিরও দ্যোতক নয়, র্ ই সংযোগে ঋ হয়। (যেমন ইঙ্গরাজী ভাষার আই এবং ইউ তেমনি) ঐ আর ঔ, ইহারা প্রত্যেকে দুইটী সূক্ষ্ম ধ্বনির দ্যোতক। অ ই সংযোগে ঐ এবং ও উ সংযোগে ঔ হয়।

কখন্ কোন্ দ্রব্য লইয়া উপদেশ দিলে বালকদিগের পক্ষে সুখবোধ হইবে এবং কখন্ কোন্ স্বর বর্ণের উপদেশ দিলে ভাল হইবে তাহা শিক্ষক স্বয়ং বিবেচনা করিয়া স্থির করিবেন। আমাদিগের মতে যে দ্রব্য ও নাম অগ্রে গ্রহণ করিয়া উপদেশ দেওয়া ভাল সেই দ্রব্যের নামটী অগ্রে লেখা হইয়াছে। নাম গুলির মধ্যে প্রথম ছেদের পর যে গুলি লিখিত হইয়াছে, তাহাদিগের সহিত পর লিখিত বর্ণের সম্বন্ধ আছে বলিয়া তাহাদিগকে পৃথক্ করিয়া লেখা হইয়াছে, যথা আকারের উপদেশ দেওয়া না হইলে 'অজা' এবং ঈকারের উপদেশ দেওয়া না হইলে 'অতসী' পদ অবলম্বন করিয়া উপদেশ দেওয়া বিধেয় নয়। এই সকল পদ প্রয়োজনানুসারে গ্রহণ করিয়া বালকদিগের বর্ণ পরিচয়ের পরীক্ষা করা ভাল। স্বরবর্ণ গুলির উপদেশ দিবার জন্য যে যে দ্রব্যাদির নাম প্রথম ছেদের পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে তন্মধ্যে দশটী হসবর্ণ ধ র ন ল স ত দ ট ষ চ গৃহীত হইয়াছে। সুতরাং স্বরবর্ণ শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে উক্ত দশটী হস বর্ণেরও শিক্ষা হইবে। অকারান্ত করিয়া উচ্চারণ করিলে বালকদিগের পক্ষে সহজ হয় বলিয়া হসবর্ণ সকল প্রথমে অকারান্ত করিয়া উচ্চারণ করা ভাল। কখন কখন পদের শেষে যে অকার থাকে কেহ তাহা উচ্চারণ করে না, এই কথাটী বালকদিগকে বলিয়া দিয়া যে যে পদ যে রূপে সচরাচর উচ্চারিত হয় সেই সেই পদের উচ্চারণ সেই রূপে করা ভাল। অনেক স্থানে বালকদিগের বর্ণ পরিচয়ের নিমিত্ত কতকগুলি অর্থশূন্য পদ ব্যবহার করণের রীতি আছে।

আমরা সে রীতির অনুসরণ করিতে অভিলাষ করি না, কারণ সে রীতি অনুসৃত হইলে পদার্থ বা বাক্যার্থ সংগ্রহে বালকদিগের তাদৃশ যত্ন থাকে না। তাহারা অর্থ না বুঝিয়া আবৃত্তি করিতেই রত হয়। অর্থ না বুঝিয়া কেবল অভ্যাস করিবার জন্য পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি করাতে যে পরিশ্রম ও কষ্ট হয় তাহার অনুরূপ ফল ফলে না। অর্থজ্ঞান পূর্ব্বক যে আবৃত্তি তাহাই উত্তম ও ফলদায়ক এবং তাহাতে তাদৃশ কষ্ট বোধও হয় না।

৬। হস বর্ণের পরিচয়ের নিমিত্ত যে সে দ্রব্যাদি অবলম্বন করা আবশ্যক এক্ষণে যথা ক্রমে তাহাদিগের নাম লেখা যাইতেছে।

দ্রব্যাদির নাম।

আকারান্ত

হসবর্ণ

ক কলম, কমল, কলস, কলা, কচু, কপাল, করাত, কাক, কান, কালী, কীট, কোকিল।

খ খস, খড়, খড়ম, খড়ি, খোলা, খনি।

গ গলা, গাল, গালা, গামলা, গাড়ী, গগন, গণক, গুড়, গরু, গেলাস।

ঘ ঘট, ঘর, ঘাট, ঘাস, ঘানী, ঘুণ, ঘুম, ঘৃত।

ঙ *

চ চরণ, চড়াই, চষমা, চলন, চারা, চাকা, চাবী, চরকা, চাদর, চাকর, চামর, চামড়া,।

ছ ছবি, ছড়ী, ছাতা, ছাল, ছুরী, ছোলা।

জ জল, জটা, জাল, জীবন।

---

*। ঙ, এই বর্ণ কোন পদের আদিতে নাই এ নিমিত্ত এখানে কোন পদের উল্লেখ করা হইল না।

ঝ ঝড়, ঝামা, ঝোপ, ঝোল।

ঞ *

ট টগর, টক, টাকা।

ঠ ঠক, ঠাকুর, ঠেস, ঠোঁট।

ড ডগা, ডমরু, ডাল, ডাব, ডাবর, ডাবরী, ডালা, ডুমুর।

ঢ ঢক, ঢল, ঢাক, ঢাকনী, ঢাকা, ঢেউ, ঢেরা, ঢোল।

ণ *

ত তসর, তনয়, তনু, তনুজ, তাল, তালা, তিল, তিলক, তিমি, তীর, তুষ, তৃণ, তৈল, তোল।

থ থলিয়া, থলী, থলুয়া, থাম, থালা, থোড়।

দ দড়ি, দধি, দল, দরমা, দালান, দুয়াত, দোকান।

ধ ধন, ধনুক, ধরণী, ধামা, ধূম, ধূপ, ধূনা, ধূনচী।

ন নল, নখ, নয়ন, নাক, নীল, নৌকা।

প পট, পথ, পাতর, পশু, পটল, পালা, পাতা, পাথর, পাখী, পিতা, পিতল।

ফ ফল, ফলা, ফণা, ফণী, ফটক, ফুল, ফোড়া।

ব বক, বন, বর, বদন, বরগা, বরাহ, বানর, বিড়াল, বীজ, বৃষ।

ভ ভড়, ভবন, ভগিনী, ভুজ, ভূমি, ভূষী, ভেক।

ম মঠ, মদ, মই, মটর, মকর, মধু, ময়ূর, মহিষ, মালা, মূল, মৃগ।

য যব, যম, যমুনা, যুগল, যোড়া।

র রথ, রস, রসনা, রবি, রজক, রজত, রূপা, রোম।

ল লবণ, লতা, লগা, লগী, লাটিম, লোম, লোচন, লৌহ।

---

*। ঞ, আর ণ এই দুই বর্ণ কোন পদের আদিতে নাই নিমিত্ত এখানে কোন পদের উল্লেখ করা হইল না।

ব *

শ শর, শকট, শরীর, শাখা, শাল, শিরীষ, শৃগাল।

ষ ষট্‌পদ ষোল, ষোড়শ।

স সর, সরোজ, সরোবর, সরসিজ, সরিৎ সরট, সাগর, সরস, সোজা, সোহাগা।

হ হয়, হরিণ, হিম, হীরা, হেম।

ঙ রঙ, রাঙ, চোঙা।

ঞ যাচ্‌ঞা, ঝিঞা।

ণ *

ং অংশ, অংস, হংস, বংশ, বংশী, সিংহ।

ঃ অধঃ পতন, পুনঃ পুনঃ, তেজঃ।

ঁ জাঁত, জাঁতা, জোঁক, বাঁশ, দাঁত, বাঁশী, বাঁধ, বাঁধা, ফাঁদ, ফাঁস, ফাঁপা, আঁক, আঁখি, আঁটি।

৭। যুক্তাক্ষর ও ফলা শিখাইবার জন্য যে যে দ্রব্যাদি অবলম্বন করিতে হয় তাহাদিগের নাম পরে লেখা যাইতেছে।

কুক্কুর কুক্কুট। ভক্ত মুক্তা। অক্ষ পক্ষ অক্ষি পক্ষী অক্ষর লক্ষণ ভক্ষণ। দগ্ধ দুগ্ধ মুগ্ধ। লঙ্কা শঙ্কা কলঙ্ক কঙ্কণ। শঙ্খ পুঙ্খ শৃঙ্খল শৃঙ্খলা। অঙ্গ অঙ্গার গঙ্গা শৃঙ্গ অঙ্গুলি। জঙ্ঘা সঙ্ঘাত লঙ্ঘন। উচ্চ উচ্চারণ। গুচ্ছ পুচ্ছ কচ্ছপ। কজ্জল উজ্জ্বল লজ্জা। যজ্ঞ আজ্ঞা সংজ্ঞা। পঞ্চ মঞ্চ কাঞ্চন কাঞ্চি অঞ্চল। বাঞ্ছা লাঞ্ছনা। অঞ্জলি মঞ্জুষা। পট্ট ভট্ট অট্টালিকা। খড়্গ। কণ্টক ঘণ্টা। কণ্ঠ লণ্ঠন। অণ্ড খণ্ড দণ্ড ষণ্ড মুণ্ড গণ্ডার। পিত্ত পিত্তল উত্তর।

*। অন্তস্থ ব, এবং ণ, এই দুইটী বর্ণের উচ্চারণ যথাক্রমে বর্গীয় ব ও দন্ত্য ন এই দুই বর্ণের উচ্চারণের সমান অতএব এখানে পৃথক দৃষ্টান্তের উল্লেখ করা গেল না। অপর, অন্তস্থ ব ও বর্গীয় ব এই দুই বর্ণের আকার একরূপ, কিন্তু দন্ত্য ন ও মূর্দ্ধন্য ণ এই দুই বর্ণের আকারগত ভেদ আছে; এই ভেদ তৃণ, ধরণী, ফণা ফণী প্রভৃতি শব্দের উপদেশ দানকালে শিক্ষক বালকদিগকে বুঝাইয়া দিবেন।

উত্থান। মুদ্গার উদ্গার। পোদ্দার। উদ্ভিদ। অন্ত দন্ত কান্ত শান্ত। গ্রন্থ পান্থ মন্থন পন্থা কন্থা। কন্দর সুন্দর মন্দির সন্দেশ। অন্ধ গন্ধ বন্ধু সিন্ধু সৈন্ধব সন্ধ্যা বন্ধ্যা। অন্ন। তপ্ত গুপ্ত। অব্দ শব্দ। লব্ধ আরব্ধ। গর্ত্ত। কম্প চম্পক। লম্ফ ঝম্ফ। কুম্ভীর শম্ভু। সম্মতি সম্মুখ কর্ম্ম চর্ম্ম ধর্ম্ম। বল্কল শল্ক উল্কা। ফাল্গুণ। অল্প গল্প শিল্প আল্পিন। নিশ্চয় পশ্চাৎ পশ্চিম। অশ্রু। শুষ্ক পুষ্কর পুষ্করিণী। অষ্ট কষ্ট দৃষ্ট যষ্টি মুষ্টি বৃষ্টি দৃষ্টি সৃষ্টি। কনিষ্ঠ বলিষ্ঠ গরিষ্ঠ। শষ্প পুষ্প বাষ্প। বিস্ফোটক। তস্কর নমস্কার পুরস্কার। হস্ত মস্তক। অস্থি স্বাস্থ্য। বাষ্প আস্পদ। স্ফটিক স্ফুলিঙ্গ।

এই সকল যুক্তাক্ষর সংযুক্ত পদের মধ্যে কোন্ পদটী অগ্রে, কোন্ পদটী পশ্চাৎ গ্রহণ করিলে ভাল হয় তাহা শিক্ষক স্বয়ং বিবেচনা করিয়া স্থির করিবেন। ্য ও র্ এই দুইটি চিহ্নের উপদেশ না দিয়া যে যে পদে ্য ও র্ আছে তাহাদিগের উপদেশ দেওয়া উচিত নয় যে বর্ণের উপর র্ হয় তাহার বিকল্পে দ্বিত্ব হয়।

য ্য রৌপ্য, শয্যা। চ্যুত, জ্যোতিঃ।

র র্ ্র কর্ণ, স্বর্ণ, সর্ষপ, শর্করা, সর্ব্ব, পূর্ব্ব, গর্ব্ব, খর্ব্ব।

আম্র, তাম্র, অভ্র, পাত্র, জক্র, রৌদ্র, চন্দ্র।

ল ্ল অম্ল, শুক্ল, ভল্লুক, পল্লব।

ব ্ব অশ্ব, পক্ক, স্বচ্ছ, জিহ্বা, শ্বেত, নিম্ব, অম্বু, লম্বা।

ণ তৃষ্ণা, কৃষ্ণ।

ম ্ম জন্ম, পদ্ম, ভস্ম, ব্রাহ্মণ।

৮। বর্ণ, যুক্তাক্ষর ও ফলা শিখিবার জন্য যে পদ গুলি লিখিত হইল সেই গুলি ভালরূপে শিক্ষিত হইলে বালকদিগের সুন্দর বর্ণ পরিচয় হইতে পারে। এই রূপে সুন্দর বর্ণ জ্ঞান হইলে কতিপয় ক্রিয়া, ক্রিয়া-বিশেষণ প্রভৃতি পদ শেখান কর্ত্তব্য। দুই চারি পদের যোগে সরল বাক্য রচনা করিয়া, সেই সকল বাক্যের অর্থজ্ঞানপূর্ব্বক আবৃত্তি করিতে, এবং উত্তরোত্তর দীর্ঘতর বাক্য সেইরূপে পাঠ

করিতে শেখান ভাল। পাঠকালীন হ্রস্ব দীর্ঘ ভেদ করিয়া উচ্চারণ করা উচিত। যেখানে যেমন ছেদ থাকে সেখানে তদনুরূপ থামিয়া পাঠ করা কর্ত্তব্য। বাক্যের অর্থ বিবেচনা করিয়া পাঠকালে গলার স্বরের ভেদ করা আবশ্যক; যথা, প্রশ্নবোধক বাক্য পাঠকালে প্রশ্নবোধক স্বর করা কর্ত্তব্য। বাক্যের শেষ পদ বা পদের শেষ বর্ণ অপেক্ষাকৃত মৃদুস্বরে উচ্চারণ করা উচিত নয়। অপর পড়িবার সময়ে উচ্চার্য্যমাণ ধ্বনি গুলি নিতান্ত দীর্ঘ করা বা অকারণ সুর করিয়া পড়া উচিত নয়। অতি উচ্চ বা অতি মৃদু স্বরে পাঠ করাও কর্ত্তব্য নয়। পরস্পরে কথোপকথন করিবার সময়ে লোকে যেরূপে কথা কয় সেই রূপে পাঠ করাই উচিত। ফলতঃ যেরূপে পাঠ করিলে পাঠকের ক্লেশ ও শ্রোতার বিরক্তি না হয় এবং শ্রবণ মাত্র সুন্দর অর্থবোধ হয় তাহাকেই উত্তম পড়া বলা যায়।

শিক্ষাপ্রণালী

পরিশিষ্ট।

১। দ্বিতীয় প্রকরণ।

বস্তুবিচার।

১। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বালকদিগকে প্রথমে সহজ সহজ বিষয়ের উপদেশ দিতে হইবে, পরে যত তাহাদিগের বয়স ও ব্যুৎপত্তি বৃদ্ধি হইতে থাকিবে ততই ক্রমশঃ কঠিন বিষয়ের উপদেশ দেওয়াই আবশ্যক, ইহা মূল গ্রন্থে উক্ত হইয়াছে। এক্ষণে এই যুক্তি অনুসারে

কিরূপে বস্তুবিচারের আনুক্রমিক পাঠ দিতে হইবে তাহা লেখা যাইতেছে।

প্রথম পাঠের উদ্দেশ্য।

বালকেরা সচরাচর যে সমস্ত দ্রব্য দর্শন করে পদার্থ গ্রহ বৃত্তির চালনা করিয়া সেই সমস্ত দ্রব্য ও তাহাদিগের নাম জানাই এই পাঠের উদ্দেশ্য। পদার্থ গ্রহ বৃত্তির চালনানন্তর অর্থজ্ঞান এবং অর্থ জ্ঞানানন্তর পদ জ্ঞান লাভ হইবে বলিয়া সামান্য দ্রব্য সকল ছাত্রদিগের সম্মুখে উপস্থিত করা আবশ্যক। দ্রব্য সকল দর্শন করিলে যেমন সুন্দর হৃদয়ঙ্গম হয়, তত্তদ্বিষয়ক বর্ণনা পাঠ বা শ্রবণ করিলে সে রূপ হওয়া সম্ভাবিত নয়। তিন চারি বৎসর বয়স্ক ছাত্রদিগকে এই পাঠ দেওয়া যাইতে পারে।

প্রথম পাঠ দানের ক্রম।

প্রথমতঃ, বালকদিগের সম্মুখে তিন চারিটী ভিন্ন ভিন্ন দ্রব্য, যথা শ্লেট, পুস্তক ও দোয়াত রাখিতে হইবে, এবং তোমরা কখন এই সকল দ্রব্য দেখিয়াছ কি না? ইত্যাদি প্রশ্ন করিয়া তাহারা সেই সকল দ্রব্য ও তাহাদিগের নাম অবগত আছে কি না তাহা জানিতে হইবে। যদি কেহ সম্মুখস্থিত কোন দ্রব্য চিনিতে না পারে এবং তাহার নাম না জানে তবে যাহাতে অগ্রে সে সেই দ্রব্যটী চিনিতে পারে এমত চেষ্টা করা কর্ত্তব্য এবং সে সেই দ্রব্যটী ভালরূপে চিনিলে পর তাহাকে সেই দ্রব্যের নাম বলিয়া দেওয়া উচিত।

দ্বিতীয়তঃ, বালকেরা দ্রব্যের নাম জানিলে পর শিক্ষক কোন দ্রব্যের নাম উল্লেখ করিয়া একটী বালককে সেই দ্রব্যটী স্পর্শ করিতে বলিবেন, এবং সেই বালক যথার্থ সেই দ্রব্যটী স্পর্শ করিল কি না অপরাপর বালকেরা তাহার বিচার করিবে। শিক্ষক কখন

কখন একটী দ্রব্য হাতে করিয়া তাহাকে এক বার বাম পার্শ্বে, এক বার দক্ষিণ পার্শ্বে, একবার ঊর্দ্ধদিকে একবার অধোদিকে ধরিবেন এবং সেই দ্রব্যটী কখন্ কোথায় থাকে বালকদিগকে দেখাইয়া দিতে বলিবেন। বালকেরা সেই দ্রব্য যখন যে স্থানে থাকে তখন সেই স্থান অঙ্গুলিদ্বারা দেখাইয়া দিবে। শিক্ষক কখন বা দুই হাতে দুইটী দ্রব্য লইয়া উক্ত প্রকারে ভিন্ন ভিন্ন দিকে ধরিবেন এবং তাহার কোন একটীর নাম উল্লেখ করিয়া বালকদিগকে অঙ্গুলিদ্বারা দেখাইয়া দিতে বলিবেন; অথবা কোন্ দ্রব্যটী কখন্ কোন্ হাতে থাকে তাহা নির্দ্দেশ করিতে বলিবেন। এইরূপে শিক্ষক এক একটী করিয়া সম্মুখস্থিত যে যে দ্রব্যের নাম বলিবেন বালকেরা সেই সেই দ্রব্য স্পর্শ করিবে অথবা দেখাইয়া দিবে।

তৃতীয়তঃ, শিক্ষক একটী দ্রব্য স্পর্শ করিবেন এবং যে যে বালক তাহার নাম জানে তাহাদিগকে হস্তোত্তোলন করিতে বলিবেন। পরে যাহারা হস্ত উত্তোলন করিবে তাহাদিগের মধ্যে বালকবিশেষকে তাহার নাম উচ্চারণ করিতে বলিবেন; যদি সে তাহা না পারে তবে অন্যকে সেই দ্রব্যের নাম জিজ্ঞাসা করিবেন। এইরূপে বালকেরা এক একটী করিয়া সকল দ্রব্যের নাম উচ্চারণ করিবে।

চতুর্থতঃ, শিক্ষক বালকদিগের দৃষ্টির অগোচর স্থানে দ্রব্য গুলি রাখিয়া তাহাদিগকে সেই সকল দ্রব্যের নাম জিজ্ঞাসা করিবেন। যে পর্য্যন্ত তাহারা সকলদ্রব্যের নাম ভাল রূপে শিখিতে না পারিবে সে পর্য্যন্ত শিক্ষক পুনঃ পুনঃ তাহাদিগকে পূর্ব্বোক্ত প্রকারে উপদেশ দিবেন।

পঞ্চমতঃ, শিক্ষক কোন বালককে দ্রব্য গুলি একটী নির্দ্দিষ্ট ক্রম অনুসারে রাখিতে বলিবেন; যথা, পুস্তকখানি মধ্যস্থলে শ্লেটখানি তাহার অগ্রে এবং দোয়াতটী তাহার পশ্চাৎ ভাগে রাখিতে বলিবেন। সেই ক্রম অনুসারে দ্রব্য গুলি অবস্থাপিত হইল কি না অন্য

বালকেরা তাহার বিচার করিবে। এইরূপে শিক্ষক কখন দ্রব্য গুলিকে উপরি উপরি রাখিতে কখন বা এক সারিতে রাখিয়া ধরাতল রেখা করিতে, কখন বা সমান সমান দূরে রাখিতে আদেশ করিবেন।

ষষ্ঠতঃ, শিক্ষক দ্রব্য গুলি এক এক বার এক এক প্রকারে সংস্থাপিত করিয়া ছাত্রগণকে তাহা বিশেষ মনোযোগপূর্ব্বক অবলোকন করিতে বলিবেন, পরে দ্রব্য গুলি স্থানান্তরে অবস্থাপিত করিয়া কোন বালককে সেই সকল দ্রব্য পূর্ব্বাবস্থাতে রাখিতে আদেশ করিবেন। দ্রব্য গুলি পূর্ব্বাবস্থায় রাখা হইল কি না অপর বালকেরা তাহার বিচার করিবে।

সপ্তমতঃ, শিক্ষক বালকদিগের সহিত দ্রব্য গুলির নাম, সংখ্যা, উপযোগিতাদি বিষয়ক কিঞ্চিৎ কথোপকথন করিয়া অথবা তদ্বিষয়ক প্রশ্নদ্বারা বালকদিগকে পরীক্ষা করিয়া এই পাঠের উপসংহার করিবেন। যথা, অদ্য কয়টী দ্রব্যের বিষয় আলোচনা করা হইল? তাহাদিগের নাম কি? দোয়াতে কি থাকে? শ্লেটে কি করা যায়? ইত্যাদি

পশ্চাল্লিখিত দ্রব্য গুলি অবলম্বন করিয়া প্রথম পাঠ দেওয়াই উচিত।

কাগজ, শ্লেট, কলম, পেন্সিল, দোয়াত, কালী, খড়ী, ছুরী, কাঁচী, গালা, ধুতী, চাদর, জামা টুপী, মোজা, দস্তানা, জুতা, খড়ম, ঘড়া, গাড়ু, থাল, বাটী, ঘটী, গেলাস, ডাবর, বাটা, চুল্লি, তাওা, বেড়ি, বহুগুণা, খাট, গদি, বালিশ, লেপ, মাদুর, শতরঞ্চি, গালিচা, পশম, কম্বল, বনাত, ফ্লানেল, দুগ্ধ, দধি, ঘৃত, ক্ষীর, মাখন, ঘোল, চিনি, গুড়, সন্দেশ, মিঠাই, ময়দা, গম, চাউল, ধান্য, ছোলা, মটর, মসুর, কলাই, লবণ, জল, ইক্ষু, ডালিম, কিসমিস, কেশুর, পানিফল, মিছরি, সাবু, লেবু, দাত্র, কুঠারি, খনিত্র, কোদালি, ফোঁড়, কাস্তিয়া, খুরপ্র, ফাল, সূত্র, সূচী, (ছুচ), আলপিন, প্রেক, কাষ্ঠ, দ্বার,

গবাক্ষ, আলু, পটল, বেগুন, মূলা, পত্র, নারিকেল, কাঁকুড়, ফুটি, সশা, আতা, পিয়ারা, সুপারি, আদা এলাচ, লবঙ্গ ইত্যাদি।

দ্বিতীয় পাঠের উদ্দেশ্য।

দ্রব্যের যে যে অঙ্গ ও যে যে গুণ সুস্পষ্ট লক্ষিত হয় সে সকল অঙ্গ ও গুণের আলোচনা করিয়া পর্য্যবেক্ষণ বৃত্তির সম্যক্ চালনা করাই এই পাঠের উদ্দেশ্য। দ্রব্যের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ও গুণ জানিলে বালকেরা অনায়াসে সেই সকল দ্রব্যের সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য নির্ণয় করিতে সমর্থ হইবে। কতকগুলি সুলক্ষ্য অঙ্গ বিশিষ্ট দ্রব্য লইয়া যাহাতে বালকেরা সেই সকল অঙ্গ চিনিতে পারে এবং তাহাদিগের নাম শিখে এমত চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। অপর, যে দ্রব্যের কোন একটী গুণ বিশেষরূপে লক্ষিত হয় সেই দ্রব্যটী লইয়া বালকদিগকে সেই গুণটী সুন্দররূপে বুঝাইয়া দেওয়াই উচিত। এইরূপে দর্শনাদি দ্বারা পদার্থ সকল বালকদিগের সুন্দর হৃদয়ঙ্গম হইলে তাহাদিগকে পদ সকল বলিয়া দেওয়া বিধেয়। পাঁচ ছয় বর্ষ বয়স্ক ছাত্রদিগকে এই পাঠ দেওয়া যাইতে পারে।

এই পাঠে কোন দ্রব্যের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ঘটিত উপদেশ দানের ক্রম।

প্রথমতঃ, বালকেরা কোন দ্রব্যের বিশেষ বিশেষ অঙ্গ দেখাইয়া দিবে শিক্ষক মহাশয় সেই সেই অঙ্গের নাম উচ্চারণ করিবেন। বালকেরা শিক্ষক কর্ত্তৃক উচ্চারিত নাম শ্রবণ করিয়া সেই সকল নাম শিক্ষা করিবে।

দ্বিতীয়তঃ, শিক্ষক সেই দ্রব্যের এক একটী অঙ্গ স্পর্শ করিবেন বালকেরা তাহার নাম বলিবে।

তৃতীয়তঃ, শিক্ষক দ্রব্যের অঙ্গ সকলের আকার, সংস্থান, সংখ্যা

প্রভৃতিঘটিত বর্ণনা বা প্রশ্ন করিয়া যাহাতে সেই সকল বিষয় বালক-দিগের সুন্দররূপে হৃদ্গত হয় এমন চেষ্টা করিবেন।

চতুর্থতঃ, শিক্ষক দ্রব্যটী বালকদিগের দৃষ্টির অগোচরে রাখিয়া তাহাদিগকে সেই দ্রব্যের অঙ্গ সকলের নামাদি উল্লেখ করিতে আদেশ করিবেন।

এই পাঠে কোন গুণবিশেষঘটিত উপদেশ দানের ক্রম।

প্রথমতঃ, যে দ্রব্যে যে গুণটী সুস্পষ্টরূপে লক্ষিত হয় সেই দ্রব্যটী দেখাইয়া সেই গুণটী সুন্দররূপে বালকগণের হৃদয়ঙ্গম করিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য।

দ্বিতীয়তঃ, দৃষ্টপূর্ব্ব অথবা তৎকালে সম্মুখে আনীত পদার্থ সমূহের মধ্যে যাহাতে উক্ত গুণটী লক্ষিত হয়, বালকেরা তাহার নাম উল্লেখ করিবে, আর নাম উল্লেখ করিতে না পারিলে সেই দ্রব্য দেখাইয়া দিবে।

তৃতীয়তঃ, গুণটী ও তন্নামঘটিত প্রশ্ন পুনঃ পুনঃ ভিন্ন ভিন্ন রূপে জিজ্ঞাসা করিয়া যাহাতে সেই গুণ ও নাম বালকদিগের মনে দৃঢ়রূপে সংলগ্ন হয় এরূপ করা আবশ্যক।

এই পাঠে বালকেরা যেমন এক একটী অঙ্গের বা গুণের নাম শিখিবে তেমনি সেই সকল নাম সম্মুখস্থিত একখানি বড় শ্লেটে বা কাষ্ঠফলকে যথাক্রমে লিখিবে। বালকদিগের যদি অক্ষর পরিচয় না হইয়া থাকে তবে বিশেষ চিহ্ন দ্বারা দ্রব্যের অঙ্গ বা গুণ ব্যক্ত করিবে। অপর যেমন এক একটী অঙ্গের বা গুণের নাম বা চিহ্ন লেখা হইবে তেমনি বালকেরা প্রথম অবধি লিখিত সকল গুণ বা অঙ্গের নাম উচ্চারণ করিবে। এরূপ করিলে স্মরণ শক্তির অনেক চালনা হইবে।

অঙ্গপ্রত্যঙ্গবিশিষ্ট যে যে দ্রব্য লইয়া এই পাঠোপযোগী শিক্ষা দেওয়া যাইবে তাহার কতকগুলির নাম পরে লিখিত হইল। যথা, মানব শরীর, বৃক্ষ, ছুরী, কাঁচী, চাবী, ঘড়ী, কলম, পুস্তক, মধুক্রম, মোমবাতি, কেদেরা, বেঞ্চ, জামা, জুতা, ছাতা, আম্র, আতা, ইক্ষুদণ্ড, আলু, মুলা, বেল, পুষ্প, পত্র, ইত্যাদি।

যে যে দ্রব্য লইয়া বিশেষ বিশেষ গুণের উপদেশ দেওয়া যাইবে তাহা পরে লিখিত হইতেছে।

দ্রব্য	গুণবোধক পদ
রবর, বেত, স্পঞ্জ	স্থিতিস্থাপক
কাচ	স্বচ্ছ, ভঙ্গপ্রবণ
শ্লেট	অস্বচ্ছ
তুলা, কর্পূর, কাগজ, পশম	দাহ্য
চর্ম্ম	ভেদাবরোধক (দুর্ভেদ্য)
শোলা, কাক	লঘু
তুলা, পালক, বেনারফুল	কোমল
জল, দুগ্ধ, তৈল	দ্রাব্য
কাষ্ঠ, প্রস্তর	কঠিন
দর্পণ	প্রাতিফলিক
মধু, চিনি, মিছরি	মিষ্ট
নিম্ব, উচ্ছা, পল্‌তা	তিক্ত
লঙ্কা, আর্দ্রক	ঝাল
তেতুল, লেবু	অম্ল
হরীতকী, আমলকী, বয়ড়া	কষায়
শণ, পাট	সূত্রময় বা সৌত্রিক
গঁদ, আল্‌কাতরা	চটচটে
হীরক, লবণ	উজ্জ্বল
চিনি, লবণ	দ্রবণীয়

ঘৃত, তৈল, বসা	স্নৈহিক
দুগ্ধ, ময়দা	পুষ্টিকর
স্পঞ্জ, বেঙ্গের ছাতা	সচ্ছিদ্র
সীস, মোম, গন্ধক	গলনীয়
আতর, মল্লিকা, কর্পূর	সুগন্ধি

তৃতীয় পাঠের উদ্দেশ্য।

পর্য্যবেক্ষণ ও অনুধ্যান বৃত্তির পরিচালনাদ্বারা দ্রব্যের সকল গুণ ও অঙ্গ নির্ণয় করা ও তদ্ঘটিত বর্ণনা করিতে শিক্ষা করাই এই পাঠের প্রধান উদ্দেশ্য। সাত আট বর্ষ বয়স্ক ছাত্রগণকে এই পাঠ দেওয়া যাইতে পারে।

তৃতীয় পাঠদানের ক্রম।

প্রথমতঃ, পূর্ব্ব পাঠ প্রদর্শিত ধারাতে দ্রব্যটী সবিশেষ পর্য্যবেক্ষণ করিয়া তাহার যে যে অঙ্গ লক্ষিত হয় বালকেরা তাহা দেখাইয়া দিবে এবং তাহাদিগের নামও শিক্ষা করিবে।

দ্বিতীয়তঃ, পূর্ব্বোক্ত ধারাতে দ্রব্যের গুণ সকল নির্ণয় করিবে এবং সেই সকল গুণবোধক পদ গুলিও শিক্ষা করিবে।

তৃতীয়তঃ, দ্রব্যটী যে যে কার্য্যে ব্যবহৃত হয় তাহা নির্ণয় করিতে হইবে এবং যে গুণ বা যে অঙ্গ থাকাতে যে কার্য্যের উপযোগী হয় তাহাও বর্ণনা করিতে হইবে।

এই দ্রব্যটী কি? ইহার কি কি অঙ্গ আছে? ইহার কি কি গুণ আছে? ইহা কোন্ কার্য্যের উপযোগী? ইত্যাদি প্রশ্নদ্বারা এই পাঠের উদ্দেশ্য নির্ণয় করা হয়। অপর কোন দ্রব্য সম্মুখে উপস্থিত হইলে যদি তৎ সম্বন্ধে উক্ত প্রকার প্রশ্ন করিয়া তাহার তত্ত্বান্বেষণ করা অভ্যাস হয় তাহা হইলে অতি শীঘ্রই নানাবিষয়ক জ্ঞান জন্মে

এবং যখন যে পদার্থ সম্মুখে উপস্থিত হয় তখন তাহার তত্ত্বনির্ণয়ে প্রবৃত্তি হইতে থাকে। এই পাঠে বালকেরা যেমন এক একটী অঙ্গের বা গুণের নাম বলিবে তেমনি সেই সকল নাম যথাক্রমে শ্লেটে বা কাষ্ঠ ফলকে লিখিবে এবং মধ্যে মধ্যে প্রথম লিখিত নামটী অবধি পাঠ করিয়া আম্রেড়ন করিবে। কোন নূতন পদ উপস্থিত হইলে শিক্ষক অগ্রে সেই পদের অর্থ যাহাতে বালকদিগের সুন্দররূপে হৃদয়ঙ্গম হয় এমত চেষ্টা সর্ব্বতোভাবে করিবেন।

চতুর্থ পাঠের উদ্দেশ্য।

কোন্ ইন্দ্রিয়ের চালনা দ্বারা দ্রব্যের কোন্ গুণটী জানা যায় এবং ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য গুণ ব্যতীত অন্য গুণ কি রূপে নির্ণয় হয় তাহা অবগত হওয়াই এই পাঠের উদ্দেশ্য। বালকেরা এই পাঠে ইহাও অবগত হইবে যে, দ্রব্যের কতকগুলি গুণ কেবল ইন্দ্রিয় চালনা দ্বারা অনায়াসে জানা যায় এবং কতকগুলি গুণ পরীক্ষা না করিলে বা বিশেষ বিবেচনা করিয়া না দেখিলে কেবল ইন্দ্রিয় চালনাদ্বারা কোন মতে হঠাৎ জানা যায় না। যথা, স্থিতিস্থাপকতা, পুষ্টিকরতা ইত্যাদি। নয় দশ বর্ষ বয়স্ক ছাত্রদিগকে এই পাঠ দেওয়া যাইতে পারে।

চতুর্থ পাঠদানের ক্রম।

প্রথমতঃ, বালকেরা পূর্ব্ব পাঠ প্রদর্শিত রীতি অনুসারে দ্রব্যের অঙ্গ ও গুণ নির্ণয় করিবে।

দ্বিতীয়তঃ, কোন্ ইন্দ্রিয়দ্বারা কোন্ গুণ নির্ণীত হয় তাহা স্থির করিবে।

তৃতীয়তঃ, বালকেরা দ্রব্য ও তদঙ্গের উপযোগিতা নির্ণয় করিবে এবং শিক্ষক তাহাদিগের বুভুৎসাবৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্য সেই দ্রব্যঘটিত আরও অধিক বর্ণনা বা প্রশ্ন করিবেন

চতুর্থতঃ, কোন্ ধাতুর উত্তর কি প্রত্যয় করিয়া ব্যবহৃত দুই একটী সরল পদ সিদ্ধ হইয়াছে ইহা যথাসাধ্য বুঝাইয়া দিতে চেষ্টা করা শিক্ষকের উচিত। এরূপ করিলে অর্থবোধ সহজ হয়।

বালকেরা এই পাঠে দ্রব্যের অঙ্গ ও গুণের যে যে নাম শিখিবে সেই সকল নাম তাহাদিগের শ্লেটে যথাক্রমে লিখিবে। শিক্ষক মহাশয় মধ্যে মধ্যে কোন দ্রব্যের নাম উল্লেখ না করিয়া, তাহার বিশেষ বিশেষ গুণ বর্ণনা করিয়া বালকগণকে সেই দ্রব্য দেখাইয়া দিতে, অথবা তাহার নাম বলিতে আদেশ করিবেন; এবং কখন কখন আপনি এরূপ না করিয়া বালক বিশেষকে কোন দ্রব্যের এরূপ বর্ণনা করিতে বলিবেন যে তাহার বর্ণনা শুনিয়া অপরাপর বালকেরা সেই দ্রব্য নির্ণয় করিতে সমর্থ হয়। এইরূপে আলোচনা করিলে বালকদিগের আমোদবৃদ্ধি হয় এবং এক বিষয় বহুক্ষণ পাঠ করিলেও শ্রান্তি বোধ হয় না। অপর শিক্ষক মহাশয় যদি সুখ বোধ বর্ণনা দ্বারা কোন্ দ্রব্য কোথায় কি রূপে উৎপন্ন হয় তাহার উপদেশ দেন তাহা হইলে বালকগণের মন পাঠে অতিশয় আকৃষ্ট হয়।

পঞ্চম পাঠের উদ্দেশ্য।

কতকগুলি সদৃশ ও কতকগুলি বিসদৃশ দ্রব্য ছাত্রগণের সম্মুখে থাকিবে, ছাত্রেরা সেই সকল দ্রব্য পরস্পর তুলনা করিয়া তাহাদিগের সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য নির্ণয় করিবে। এইরূপে বালকদিগের বিবেক বৃত্তির চালনা করাই এই পাঠের প্রধান উদ্দেশ্য। এই পাঠে বালকেরা কি গুণ বা কোন্ অঙ্গটী থাকাতে কোন্ দ্রব্য কোন্ কার্য্যের উপযোগী হইয়াছে তাহা নির্ণয় করিতে পারিবে এবং বাক্য রচনা করিয়া স্ব স্ব অভিপ্রায় ব্যক্ত করিতেও শিক্ষা করিতে সমর্থ হইবে। এগার বার বর্ষ বয়স্ক ছাত্রগণকে এই পাঠ দেওয়া যাইতে পারে।

পঞ্চম পাঠদানের ক্রম।

প্রথমতঃ, বালকেরা দুই তিনটী দ্রব্য পরস্পর তুলনা করিয়া কোন্ কোন্ অংশে তাহাদিগের ঐক্য আছে তাহা নির্ণয় করিবে।

দ্বিতীয়তঃ, বালকেরা দুই তিনটী দ্রব্য পরস্পর তুলনা করিয়া কোন্ কোন্ অংশে তাহাদের অনৈক্য আছে তাহা নির্ণয় করিবে।

তৃতীয়তঃ, কি গুণ বা কোন্ অঙ্গ থাকাতে কোন্ দ্রব্য কোন্ কার্য্যের উপযোগী তাহাও তাহারা নির্ণয় করিবে।

চতুর্থতঃ, এক শ্রেণীভুক্ত দ্রব্যের সহিত অপর এক শ্রেণীভুক্ত দ্রব্যের তুলনা করিতে হইলে যে যে কারণে তাহারা ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীতে নিবিষ্ট হইয়াছে তাহাও বালকদিগকে উল্লেখ করিতে হইবে।

পঞ্চমতঃ, এক শ্রেণীস্থ দ্রব্য সমূহের যে সকল সাধারণ গুণ আছে তাহাও নির্ণয় করিতে হইবে।

ষষ্ঠতঃ, যে সকল পদ ব্যবহৃত হয় তাহাদিগের মধ্যে সরল সরল পদ গুলি কোন্ ধাতু হইতে কি রূপে সিদ্ধ হইয়াছে তাহাও স্থির করিতে হইবে।

যে যে বিষয় অবলম্বন করিয়া উক্তক্রমানুসারে উপদেশ দিতে হইবে তাহার কতিপয় উদাহরণ পরে লিখিত হইল।

১। কলম ও পেন্‌সিল।

২। ভিন্ন ভিন্ন প্রকার কলম।

৩। ভিন্ন ভিন্ন প্রকার পেন্‌সিল।

৪। তালপত্র, কদলীপত্র, ভূর্জ্জপত্র, কাগজ, শ্লেট, চর্ম্মকাগজ।

৫। ভিন্ন ভিন্ন প্রকার কাগজ।

৬। পতঙ্গ ও পক্ষী।

৭। উদ্ভিজ্জ ও জীব।

৮। জীব ও খনিজ দ্রব্য।

৯। পাট, শণ, পশম।

১০। রবর ও তিমিঅস্থি (কাচকড়া)।

১১। সূচী ও আল্‌পিন।

১২। ভিন্ন ভিন্ন প্রকার মূল (শিকড়)।

১৩। ঐ ঐ মসলা।

১৪। ঐ ঐ দ্রবদ্রব্য।

১৫। ঐ ঐ ধাতু।

১৬। ঐ ঐ মৃত্তিকা।

১৭। ঐ ঐ কাষ্ঠ।

১৮। ঐ ঐ ধান্য।

১৯। আতপ চাউল ও সিদ্ধ চাউল।

২০। খৈ, মুড়ি, চিড়ে।

২১। চিনি, লবণ।

২২। ভিন্ন ভিন্ন জীবের ডিম্ব। ইত্যাদি।

পূর্ব্বোক্ত রীতি অবলম্বন করিয়া উক্ত পাঠ গুলি দিবার অগ্রে অঙ্গসঞ্চালনাদি দ্বারা বালকদিগকে সুশৃঙ্খল করা কর্ত্তব্য। অপর, পাঠদান ও তদাম্রেড়ন সমাপ্ত হইলে পর যদি সময় থাকে তবে বালকদিগকে কোন নীতিসূচক বা প্রভাতাদির বর্ণনা ঘটিত কতকগুলি পদ্য সুর করিয়া সমস্বরে পাঠ করিতে আদেশ করাও ভাল।

বস্তুবিচার ঘটিত উপদেশ দিবার সময়ে যে যে ক্রম অবলম্বন করিতে হইবে তাহা পূর্ব্বে প্রদর্শিত হইল এক্ষণে এক একটী পাঠের এক একটী উদাহরণ যথাক্রমে লিখিত হইতেছে।

প্রথম পাঠের উদাহরণ।

একটী মোমবাতি, একটী রুল, ও একটী কলম বালকদিগের সম্মুখে রাখিয়া শিক্ষক উপদেশ দিতে আরম্ভ করিলেন।

১। শিক্ষক প্রথমে বাতিটী হাতে করিয়া বালকদিগকে দেখাইলেন, পরে তাহা মেজের উপর রাখিয়া হরি নামক একটী

বালককে বলিলেন, হরি! আমি যে দ্রব্যটী হাতে করিয়াছিলাম তুমি এখানে আসিয়া সেই দ্রব্যটী স্পর্শকর।

হরি শিক্ষকের নিকট গিয়া সেই দ্রব্যটী স্পর্শ করিল।

শিক্ষক। (বালকদিগকে লক্ষ্য করিয়া) তোমরা বল দেখি আমি যে দ্রব্যটী হাতে করিয়াছিলাম সেইটী এক্ষণে কোথায় আছে?

বালকেরা। মেজের উপর।

শি। (বাতিটী টুলের উপর রাখিয়া) সে দ্রব্যটী এখন কোথায় আছে?

বা। টুলের উপর।

শি। (বাতিটী মেজের উপরে রুল ও কলমের সঙ্গে রাখিয়া) রাম তোমাকে যে দ্রব্যটী দেখাইয়াছিলাম তুমি সেইটী স্পর্শ কর।

রাম সেই দ্রব্যটী স্পর্শ না করিয়া কলমটী স্পর্শ করিল।

শি। হরি! আমি রামকে যাহা বলিয়াছিলাম রাম কি তাহা করিয়াছেন?

হরি। না মহাশয়! রাম তাহা করেন নাই*।

শি। আমি রামকে যে দ্রব্যটী স্পর্শ করিতে বলিয়া ছিলাম রাম সেটী স্পর্শ করেন নাই। মথুর! তুমি সেইটী হাত দিয়া স্পর্শ কর।

মথুর তাহা হাত দিয়া স্পর্শ করিল।

শি। হরি! বল দেখি আমি মথুরকে যাহা স্পর্শ করিতে বলিয়াছিলাম, মথুর কি তাহাই স্পর্শ করিয়াছেন?

হরি। হাঁ। মহাশয়! মথুর তাহাই স্পর্শ করিয়াছেন।

শি। (কলমটী হাতে করিয়া) যদু! বল দেখি আমি পূর্ব্বে যে দ্রব্যটী হাতে করিয়াছিলাম এক্ষণে সেইটী আমার হাতে আছে কি না?

যদু। না, মহাশয়! আপনার হাতে তাহা নাই।

---

* বালকেরা প্রায়ই এরূপ সম্পূর্ণ বাক্য প্রয়োগ করে না, কিন্তু যাহাতে এরূপ বাক্য প্রয়োগ করে সে চেষ্টাকরা কর্ত্তব্য।

শি। (রুলটী হাতে করিয়া) মথুর যে দ্রব্যটী স্পর্শ করিয়াছিলেন আমার হাতে কি সেইটীই আছে?

যদু। না, মহাশয়! আপনার হাতে সেইটী নাই।

শি। ভাল, সেই দ্রব্যটী কোথায় আছে?

যদু। মেজের উপর?

শি। (বাতিটী বালকদিগের অগোচর স্থানে রাখিয়া) সে দ্রব্যটী এখনও কি মেজের উপর আছে?

যদু। না, মহাশয়! এখন মেজের উপর নাই।

শি। ভাল তবে কোথায় আছে বল দেখি?

যদু। (ইতস্তত দৃষ্টি করিয়া) সে দ্রব্যটী দেখিতেছি না।

শি। (বাতিটী গুপ্ত স্থান হইতে হাতে করিয়া) ভাল এক্ষণে সেই দ্রব্যটী কোথায় আছে বল দেখি।

যদু। ঐ যে আপনার হাতে আছে।

শি। রাম! বল দেখি এই দ্রব্যটীর নাম কি, ইহাকে লোকে [কি বলে?

রাম। আমি জানি না।

শি। লোকে ইহাকে বাতি বলে। এই দ্রব্যটীর নাম বাতি। হরি! ইহার নাম কি?

হরি। বাতি।

শি। কালী! এই দ্রব্যটীকে লোকে কি বলে?

কালী। বাতি বলে।

শি। তোমরা সকলে বল দেখি আমার হাতে এইটী কি?

বা। বাতি।

এইরূপে বালকেরা অগ্রে রুলটী ও কলমটী ভালরূপে চিনিলে পর শিক্ষক তাহাদিগকে এইটীর নাম রুল, ওইটীর নাম কলম, ইহা বলিয়া দিবেন এবং বালকেরা সেই সেই নাম শিক্ষা করিবে।

২। শিক্ষক। কালী! তুমি এখানে আসিয়া রুলটী স্পর্শ কর কালী রুলটী স্পর্শ করিল।

শি। তোমরা বল দেখি কালী কি রুলটী স্পর্শ করিয়াছেন?

বা। হাঁ করিয়াছেন।

শি। কেশব! তুমি কলমটী হাত দিয়া স্পর্শ কর। কেশব হাত দিয়া কলম স্পর্শ করিলেন।

শি। যদু! তুমি বাতিটী হাতে কর।

যদু। বাতিটী হাতে করিলেন।

শি। তোমরা বল দেখি যদু কি হাতে করিয়াছেন?

বা। বাতি।

শি। (বাতিটী হাতে করিয়া দক্ষিণপার্শ্বে ধরিয়া) বল দেখি বাতিটী কই?

বা। (অঙ্গুলি দিয়া দেখাইয়া) ঐ।

শি। (বাতিটী বাম পার্শ্বে ধরিয়া) বল দেখি বাতিটী কই?

বা। (পূর্ব্বমত অঙ্গুলি দিয়া দেখাইয়া) ঐ।

শি। (বাতিটী ঊর্দ্ধদিকে ধরিয়া) এখন বল দেখি বাতি কই?

বা। (পূর্ব্বমত অঙ্গুলি দিয়া দেখাইয়া) ঐ।

শি। (বাতিটী নীচের দিকে ধরিয়া) এখন বল দেখি বাতিটী কই?

বা। (পূর্ব্বমত অঙ্গুলি দিয়া দেখাইয়া) ঐ। ইত্যাদি।

৩। শিক্ষক। (বাতিটী স্পর্শ করিয়া) ইটী কি?

বা। বাতি।

শি। (কলমটী স্পর্শ করিয়া) এইটী কি?

বা। কলম।

শি। (রুলটীতে হাত দিয়া) রাম! বল দেখি এইটী কি?

রাম। ঐটী রুল।

শি। (কলমটী স্পর্শ করিয়া) যদু! এইটী কি?

যদু। ঐটী কলম।

শি। তোমরা বল দেখি যদুর উত্তর ঠিক হইয়াছে কি না?

বা। হাঁ মহাশয়! ঠিক হইয়াছে।

৪। শিক্ষক এক্ষণে দ্রব্যগুলি বালকদিগের অগোচর স্থানে রাখিয়া রামকে জিজ্ঞাসা করিলেন, রাম! বল দেখি মেজের উপর কি কি দ্রব্য ছিল?

রাম। বাতি, কলম, রুল। [দেখিয়াছি?

শি। হরি! তুমি বল দেখি আমরা এই মাত্র এখানে কি কি দ্রব্য

হরি। রুল, বাতি, কলম।

শি। হীরালাল! তুমি বল দেখি আমি তোমাদিগকে এই মাত্র যে যে দ্রব্য দেখাইয়াছি তাহাদিগের নাম কি?

হীরা। রুল, কলম, বাতি।

শি। তোমরা সকলে বল, বাতি, রুল, কলম।

বা। বাতি, রুল, কলম।

৫। শিক্ষক বলিলেন, রাম! তুমি রুলটী মধ্যে রাখিয়া বাতিটী দক্ষিণপার্শ্বে (অর্থাৎ তোমার দক্ষিণ হস্তের দিকে) ও কলমটী বামপার্শ্বে রাখ।

রাম বাতিটী মধ্যে রাখিয়া রুলটী দক্ষিণপার্শ্বে ও কলমটী বাম পার্শ্বে রাখিলেন।

শি। হরি! আমি রামকে এই কয়টী দ্রব্য যেরূপে রাখিতে বলিয়াছিলাম রাম কি তাহাদিগকে সেইরূপে রাখিয়াছেন?

হরি। না মহাশয়! রাম সেরূপে রাখেন নাই।

শি। ভাল, আমি রামকে দ্রব্যগুলি যে প্রকারে রাখিতে বলিয়াছিলাম তুমি তাহাদিগকে সেইপ্রকারে রাখ। [লেন।

হরি। রুলটীকে বাতির স্থানে এবং বাতিটী রুলের স্থানে রাখি-

শি। যদু! আমি হরিকে যাহা বলিয়াছিলাম হরি কি তাহাই করিয়াছেন?

যদু। হাঁ মহাশয়! হরি তাহাই করিয়াছেন।

শি। রাম! তুমি কলমটী মধ্যে রাখিয়া, বাতিটী বামপার্শ্বে ও রুলটী দক্ষিণপার্শ্বে রাখ।

রাম দ্রব্যগুলি সেইরূপেই রাখিলেন।

শি। হরি! এইবার রামের রাখা ঠিক হইয়াছে কি না?

হরি। হাঁ মহাশয়! ঠিক হইয়াছে।

শি। যদু! তুমি বাতিটীকে মধ্যে রাখিয়া, রুলটী বামপার্শ্বে ও কলমটী দক্ষিণপার্শ্বে রাখ।

যদু দ্রব্যগুলি সেইরূপেই রাখিলেন।

শি। অমৃতলাল! যদুর রাখা কি ঠিক হইয়াছে?

অমৃত। হাঁ মহাশয়! ঠিক হইয়াছে। ইত্যাদি।

৬। শিক্ষক বাতিটী মধ্যস্থলে, রুলটী দক্ষিণ পার্শ্বে ও কলমটী বামপার্শ্বে রাখিয়া বালকদিগকে বলিলেন আমি যেরূপে দ্রব্যগুলি রাখিয়াছি তোমরা তাহা বিশেষ মনোযোগ করিয়া দেখ। পরে তিনি দ্রব্যগুলি ভিন্ন প্রকারে রাখিয়া জীবনকৃষ্ণকে বলিলেন, জীবন! দ্রব্যগুলি যেরূপে ছিল, তুমি তাহাদিগকে সেইরূপে রাখ। জীবন, সেইরূপে অর্থাৎ বাতিটী মধ্যস্থলে, রুলটী দক্ষিণ-পার্শ্বে, ও কলমটী বামপার্শ্বে রাখিলেন।

শি। কেমন জীবনের রাখা কি ঠিক হইয়াছে?

বা। হাঁ মহাশয়! ঠিক হইয়াছে। ইত্যাদি।

৭। শিক্ষক। অদ্য তোমরা কয়টী দ্রব্যের নাম শিক্ষা করিলে?

বা। তিনটী।

শি। হাঁ তিনটী বটে। (এক একটী দ্রব্য স্পর্শ করিয়া) একটী, দুইটী, তিনটী। জীবন বল দেখি তিনটী কিরূপে হইল।

জীবন। (এক একটী দ্রব্যে হাত দিয়া) একটী, দুইটী, তিনটী।

শি। কালী তুমি বল দেখি সেই তিনটী দ্রব্যের নাম কি?

কালী। কলম, বাতি, রুল।

শি। হরি! বল দেখি কলম কি কার্য্যে লাগে।

হরি। কলমে লেখা যায়।

শি। ভাল, রুল কি কার্য্যে লাগে?

হরি। বলিতে পারি না।

শি। রুল দিয়া সোজা কষি টানা যায়, রুল করা যায়। বাতিতে কি হয় জান?

হরি। না মহাশয়! জানি না।

শি। রাত্রিতে প্রদীপে তৈল দিয়া প্রদীপ জ্বালিলে যেরূপ আলো হয়, বাতি জ্বালাইলে সেইরূপ অন্ধকার নষ্ট হইয়া আলো হয়। রাম! অদ্য যে যে দ্রব্যের নাম শিখিয়াছ সেই সেই দ্রব্যের নাম বল দেখি।

রাম। বাতি, রুল, কলম।

শি। মহেশ! বল দেখি এই তিনটী দ্রব্য কি কি কার্য্যে লাগে?

মহেশ। মহাশয়! বাতি জ্বালাইলে আলো হয়, রুল দিয়া কষি টানা যায়, ও কলমে লেখা যায়।

প্রথম পাঠটী প্রদানের পর সময় থাকিলে বালকদিগকে পশ্চাল্লিখিত পদ্যগুলি সমস্বরে পাড়িতে আদেশ করা ভাল। বিদ্যালয় হইতে বাটীতে যাইবার সময়ে এই পদ্যগুলি পড়াইলে আরও ভাল হয়।

পড়া হল বেলা নাই। ছুটী হল বাড়ী যাই॥
করিব না মারা মারি। সবে যাব সারি সারি॥
ধীরে ধীরে পথে যাব। কোন দিকে নাহি চাব॥
রাখি পুঁথি বাড়ী গিয়া। ছাড়ি বেশ ধুতি নিয়া॥
আগে ধুই পদ হাত। মুখ নাক, গাল দাঁত॥
মার কাছে পরে যাই। যাহা দেন তাহা খাই॥
জল পান করি পরে। সুখে বসি নিজ ঘরে॥
যত পারি লিখি পড়ি। শেষে গিয়া শুয়ে পড়ি॥

দ্বিতীয় পাঠের উদাহরণ।

আতা ফলের অঙ্গের উপদেশ দেওয়া এই পাঠের উদ্দেশ্য।

১। শিক্ষক। (এই দেশের একটী আতা ফল হাতে করিয়া) আমার হাতে ইটী কি?

বা। আতা।

শি। হরি! আতা কি কার্য্যে লাগে?

হরি। আতা খাওয়া যায়।

শি। হাঁ লোকে আতা খায় বটে। লোকে কি কাঁচা আতা খায়, না পাক করিয়া খায়?

হরি। না মহাশয়। লোকে পাকা আতা খায়।

শি। হাঁ, লোকে পাকা আতাই খায়। লোকে কি আস্ত আতাটী খায়?

হরি। না মহাশয়! আস্ত আতাটী খায় না, আতাটী ভাঙ্গিয়া ভিতরের শাঁস খায়।

শি। যদু! এই আতাটী হাতে করিয়া ইহার ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গ স্পর্শ কর। যদু বোঁটাটী স্পর্শ করিলেন।

শি। ঐ অঙ্গটীর নাম কি বল দেখি?

কেহই বলিতে পারিলেন না।

শি। ঐ অঙ্গটীকে আতার বোঁটা বলে। বোঁটাকে বৃন্তও বলে। রাম! বলদেখি যদু আতার যে অঙ্গটী ধরিয়াছেন তাহাকে কি বলে?

রাম। তাহাকে বোঁটা বলে।

শি। হরি! বোঁটার আর একটী নাম কি?

হরি। বৃন্ত।

শি। তোমরা সকলে বল, আতার বৃন্ত আছে?

বা। আতার বৃন্ত আছে।

শি। তোমরা ঐ বাক্যটী শ্লেটের পার্শ্বে লিখ। যে রূপে

লিখিতে হইবে শিক্ষক তাহা স্বয়ং বোর্ডে লিখিয়া দেখাইবেন। বালকেরা শ্লেটে কিরূপ লিখিল তাহাও মধ্যে মধ্যে দেখিবেন।

শি। যদু! আতার অন্য একটী অঙ্গ স্পর্শ কর।

যদু আতার গাত্রে হাত দিলেন। [কি বলে ?

শি। যদু এক্ষণে আতার যে অঙ্গ স্পর্শ করিয়াছেন, তাহাকে কেহই হস্তোত্তোলন করিলেন না, ইহাতে জানা গেল, কেহই সে অঙ্গের নাম জানেন না।

শি। আতার ঐ অঙ্গকে ত্বক্ বা খোসা বলে। আর আতার ত্বকের উপরে যে উন্নত অংশ গুলি দেখিতেছ, তাহাদিগকে চক্ষুঃ বলে। জীবন! বল দেখি, আতার ত্বকে কি আছে ?

জীবন। আতার ত্বকে চক্ষুঃ আছে।

শি। তোমরা শ্লেটের যেখানে বৃন্ত শব্দটী লিখিয়াছ, তাহার নীচে চক্ষুঃ লিখ। আর তোমরা সকলে বল, আতার ত্বক আছে, আতার চক্ষুঃ আছে।

বা। আতার ত্বক্ আছে, আতার চক্ষুঃ আছে।

শি। যদু! তুমি এক্ষণে আতাটী ভাঙ্গিয়া উহার ভিতরের ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গ স্পর্শ কর।

যদু মাজটী স্পর্শ করিলেন।

শি। রাম! যদু আতার যে অঙ্গটী স্পর্শ করিয়াছেন, তাহার নাম কি বল দেখি ?

রাম। আমি বলিতে পারি না।

শি। ভাল আর কেহ বলিতে পার ?

সকলেই নিরুত্তর হইয়া রহিলেন।

শি। তোমরা জান না। ঐ অঙ্গকে মাজ বলে।

কালি! বল দেখি, যদু আতার যে অঙ্গটী স্পর্শ করিয়াছেন, তাহাকে কি বলে ?

কালী। তাহাকে মাজ বলে।

শি। তোমরা শ্লেটে চক্ষুঃ শব্দটীর নীচে মাজ লিখ।

বালকেরা লিখিল, শিক্ষক তাহাদিগের লেখা দেখিলেন। এবং এই রূপে যদু আতার এক এক অঙ্গ স্পর্শ করিতে লাগিলেন, শিক্ষক তাহার নাম বলিয়া দিতে লাগিলেন। যথা শাঁস, বীজাবরণ, বীজ।

শি। কালি! বলদেখি আতাব কোন্ ভাগে মাজ শাঁ বীজাবরণ, ও বীজ থাকে?

কালী আতার ভিতরে থাকে।

শি। হাঁ, ভিতরে বা অন্তর্ভাগে। আতার উপরপৃষ্ঠে বা বহির্ভাগে কি আছে বল দেখি?

কালী। ত্বক্ ও চক্ষুঃ আছে।

শি। তবে দেখ, আতার একটী বহির্ভাগ ও একটী অন্তর্ভাগ আছে। এক্ষণে তোমরা শ্লেটে মাজ শব্দটীর নীচে যথাক্রমে শাঁস, বীজাবরণ, বীজ, অন্তর্ভাগ, বহির্ভাগ লিখ।

বালকদিগের লেখা হইলে শিক্ষক তাহাদিগেরলেখা দেখিলেন।

২। শিক্ষক। (আতার বৃন্তটী ধরিয়া) হরি! আতার ইটীকে কি বলে?

হরি। বৃন্ত বলে, বোঁটাও বলে।

শি। (আতার চক্ষুঃ গুলি স্পর্শ করিয়া) অমৃতলাল! আতার এইগুলিকে কি বলে?

অমৃত। চক্ষুঃ বলে।

শি।' চক্ষুঃ গুলি আতার কোথায় আছে?

অমৃত। আতার বহির্ভাগে আছে।

শি। হাঁ, বহির্ভাগে আছে বটে। বহির্ভাগের কোন্ অঙ্গের উপরে আছে।

অমৃত। খোসার উপরে আছে।

শি। (একটী আবরণ যুক্ত বীজ হাতে করিয়া) রাম! ইহাকে কি বলে?

রাম। উহাকে বীজ বলে।

শি। হাঁ ইহাকে বীজ বা বীচী বলে। (বীচী হইতে আবরণটী পৃথক লইয়া) ইহাকে কি বলে?

রাম। উহাকে বীজাবরণ বলে। ইত্যাদি।

৩। শিক্ষক! দেখ, আতার মাজ ও বৃন্ত পরস্পর সংযুক্ত, বৃন্তটী বাহিরে থাকে, মাজটী ভিতরে থাকে, মাজটী বৃন্তের শেষভাগ মাত্র। মাজটীতে বীজ ও শাঁস সংলগ্ন থাকে। শিবচন্দ্র! বল দেখি আতার খোসাতে কি উপকার হয়? [থাকে।

শিব। আতার খোসাদ্বারা ভিতরের শাঁস, বীচী ও মাজ ঢাকা

শি। ভাল, বল দেখি আতার বীচীদ্বারা কি উপকার হয়?

শিব। জানি না।

শি। তোমরা কেহ বলিতে পার?

কেহই হস্তোত্তোলন করিল না।

শি। আতার বীচী হইতে আতার বৃক্ষ হয়। বীচী মাটিতে পুতিলে অঙ্কুর জন্মে, এবং সেই অঙ্কুর ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইয়া বৃক্ষ হয়; যদি আতার বীচী না থাকিত, তবে আতার বৃক্ষ সহজে হইত না। বৃক্ষ না হইলে আতাফল পাওয়া কঠিন হইত। ইত্যাদি।

৪। শিক্ষক (আতাটী বালকদিগের অগোচর স্থানে রাখিয়া) তোমরা এক এক জন দাঁড়াইয়া আতার এক একটী অঙ্গের নাম কর; এবং এক এক জন যাহা বলিবেন, সকলে একত্র হইয়া তাহাই বল। রাম! তুমি প্রথমে বলিতে আরম্ভ কর।

রাম। আতার বৃন্ত আছে।

বা। আতার বৃন্ত আছে।

হরি। আতার ত্বক্ আছে।

বা। আতার ত্বক আছে।

জীবন। আতার ত্বকে চক্ষুঃ আছে।

বা। আতার ত্বকে চক্ষুঃ আছে।

মধু। আতার শাঁস আছে।

বা। আতার শাঁস আছে। ইত্যাদি।

প্রাতিফলিকতা গুণ বুঝাইয়া দেওয়াই পর পাঠের উদ্দেশ্য।

১। শিক্ষক। (একখান দর্পণ হাতে করিয়া), আমার হাতে এই খানি কি?

বা। আরশি।

শি। হাঁ, ইহাকে আরশি বলে, দর্পণও বলে। হরি! দর্পণ খানি তোমার সম্মুখে ধরিয়া বল দেখি তুমি উহাতে কি দেখিতে পাও?

হরি। মহাশয়! আমার মুখ দেখিতে পাই।

শি। আশুতোষ! তুমিও ঐ দর্পণ খানি সম্মুখে ধরিয়া দেখ, কি দেখিতে পাও?

আশু। মহাশয়! আমিও আমার গাল মুখ কপাল দেখিতেছি।

২। শি। (জলপূর্ণ একটী গেলাস লইয়া) রাম! তুমি এই জলপূর্ণ পাত্র সম্মুখে ধরিয়া দেখ দেখি, কি দেখিতে পাও।

রাম। মহাশয়! আমি এই জলে আমার মুখের ছবি দেখিতেছি?

শি। (একটী হাতির ছবি হাতে করিয়া) রাম! বল দেখি আমার হাতে এই খানি কি?

রাম। ঐ খানি ছবি।

শি। হাঁ, এইখানি ছবি বটে, এই খানি কিসের ছবি?

রাম। ঐ খানি একটী হাতির ছবি।

শি। আমি যেমন তোমাকে হাতির ছবি হাতে করিয়া দেখাইলাম। তুমিও তেমনি আমাকে তোমার মুখের ছবি খানি দেখাও।

রাম। (জলমধ্যে স্বীয় মুখের প্রতিবিম্বকে ধরিতে না পারিয়া) উহাকে ধরা যায় না, তবে কি রূপে আপনাকে হাতে করিয়া দেখাইব। আপনি যদি এখানে আইসেন, তবে দেখিতে পান।

শি। (রামের নিকট গিয়া এবং জলমধ্যে দৃষ্টি করিয়া) হাঁ, আমি

তোমার ও আমার মুখের অবয়ব দেখিতেছি, কিন্তু যাহা দেখিতেছি, তাহাকে ছবি বলে না। তাহাকে কি বলে বলিতে পার?

রাম। না মহাশয়! বলিতে পারি না।

শি। তোমরা কেহ বলিতে পার?

বা। না মহাশয়।

৩ শি। তাহাকে প্রতিফল বা প্রতিবিম্ব বলে। ছবি খানি হাতে করিয়া স্থানান্তরে লইয়া যাওয়া যায়, কিন্তু প্রতিবিম্বকে সে রূপে লইয়া যাওয়া যায় না। রাম! যাহাতে এই রূপে দ্রব্যের প্রতিফল দেখা যায়, তাহাকে কি বলে বলিতে পার?

রাম। না মহাশয়! আমি বলিতে পারি না।

শি। তোমরা কেহ বলিতে পার কি?

বা। না মহাশয়।

শি। যাহাতে কোন দ্রব্যের প্রতিফল দেখা যায়, তাহাকে প্রাতিফলিক কহে। হরি! কাহাকে প্রাতিফলিক কহে?

হরি। যহাতে অন্য কোন দ্রব্যের প্রতিফল দেখা যায় তাহাকেই প্রাতিফলিক বলে।

শি। প্রতিফলের আর একটী নাম কি?

হরি। প্রতিবিম্ব।

৪। শিক্ষক। আশুতোষ! তুমি এমন কোন দ্রব্যের নাম কর, যাহাতে প্রতিবিম্ব দেখা যায়।

আশু। আরশি।

শি। জীবনকৃষ্ণ! তুমি বল দেখি, আর কোন্ দ্রব্যে পদার্থের প্রতিফল দেখা যায়?

জীবন। জল।

শি (মলিন জলপূর্ণ একটী গেলাস লইয়া) দেখ দেখি, এই জলে প্রতিবিম্ব দেখা যায় কি না?

জীবন না মহাশয়। এজলে প্রতিবিম্ব দেখা যায় না।

শি। তবে কেমন জলে প্রতিফল দেখা যায়।

জীবন। পরিষ্কার জলে প্রতিফল দেখা যায়, ঘোলা জলে প্রতিফল দেখা যায় না।

শি। কানাইলাল! তুমি বল দেখি, জলে ও আরশিতে প্রতিবিম্ব দেখা যায় বলিয়া জলকে ও আরশিকে কি বলে?

কানাই। প্রাতিফলিক।

শি। যদু! জল ও দর্পণ ভিন্ন আর কোন প্রাতিফলিক দ্রব্যে নাম বল দেখি।

যদু। মহাশয়! বলিতে পারি না।

শি। (একখান পরিষ্কৃত ধাতু পাত্র লইয়া) এই পাত্রটী সম্মুখে ধরিয়া দেখ দেখি?

যদু। হাঁ মহাশয়! ইহাতে আমার মুখের প্রতিবিম্ব দেখা যায়।

শি। পরিষ্কৃত ধাতুপাত্রে প্রতিবিম্ব দেখা যায় বলিয়া তাহাকে প্রাতিফলিক বলে। যদু! তুমি এই দর্পণে ও ঐ ধাতুপাত্রে মুখ দেখ, এবং বল দেখি কোন্ দ্রব্যে কেমন দেখিতে পাও।

যদু। (দুই দ্রব্যে আপন মুখের প্রতিবিম্ব দেখিয়া) মহাশয়! দর্পণে মুখ যেমন পরিষ্কার দেখা যায়, ধাতু পাত্রে তেমন পরিষ্কার দেখা যায় না।

শি। হাঁ, সত্য বলিয়াছ। দর্পণ, নির্ম্মল জল, পরিষ্কৃত ধাতুপাত্র সকলই প্রাতিফলিক বটে, কিন্তু সকলই সমান প্রাতিফলিক নয়। আর যেমন পরিষ্কৃত ধাতুপাত্রে প্রতিবিম্ব দেখা যায় তেমন কোন রঞ্জিত দ্রব্যে বার্ণিস করিলে তাহাতেও প্রতিবিম্ব দেখা যায়।

আম্রেড়ন।

শি। ব্রজনাথ! তুমি বল দেখি, দর্পণকে কেন প্রাতিফলিক বলে?

ব্রজ। দর্পণে প্রতিফল দেখা যায়, এজন্য দর্পণকে প্রাতিফলি বলে।

শি। প্রতিফলের আর একটী নাম কি বল দেখি?

ব্রজ। প্রতিবিম্ব।

শি। গোলোকচন্দ্র! তুমি বল দেখি ছবি ও প্রতিবিম্বে ভেদ কি?

গোলোক। দাঁড়াইয়া নিরুত্তর রহিলেন।

শি। গোলোকের আকারদ্বারা বোধ হইতেছে যে, তিনি আমার প্রশ্নের উত্তর করিতে পারিবেন না। মথুরানাথ! তুমি বল দেখি, ছবিতে ও প্রতিবিম্বতে ভেদ কি?

মথুর। ছবিখানিকে এক স্থান হইতে অন্য স্থানে লইয়া যাওয়া যায়, কিন্তু প্রতিবিম্বকে সেরূপ লইয়া যাওয়া যায় না।

শি। গোলোক! তুমি এখন বল দেখি ছবিতে ও প্রতিফলেতে বিশেষ কি?

গোলোক। ছবিখানি হাতে করিয়া লইয়া যাওয়া যায় কিন্তু প্রতিবিম্বকে লইয়া যাওয়া যায় না।

শি। গোলোক! আমি যখন তোমাদিগকে উপদেশ দিতেছিলাম, তখন তুমি মধ্যে মধ্যে অন্যমনস্ক ছিলে, এনিমিত্ত আমার প্রশ্নের উত্তর করিতে পার নাই। মথুরের উত্তর মনোযোগপূর্ব্বক শুনিয়াছ বলিয়া এক্ষণে উত্তর করিতে পারিলে। তুমি আর এরূপ অন্যমনস্ক হইবে কি?

গোলোক। না মহাশয়! আমি আর অন্যমনস্ক হইব না।

শি। উপেন্দ্রনাথ! তুমি বল দেখি কোন্ কোন্ দ্রব্য প্রাতিফলিক। [দ্রব্য।

উপেন্দ্র। দর্পণ, নির্ম্মল জল, পরিষ্কৃত ধাতুপাত্র, বার্ণিস করা

শি। নরেন্দ্রনাথ! তুমি বল দেখি, উপেন্দ্র যে সকল দ্রব্যের নাম করিলেন, তাহারা সকলই কি সমান প্রাতিফলিক?

নরেন্দ্র। না মহাশয়! সকলই সমান প্রাতিফলিক নয়।

শি। কেন তাহারা সমান প্রাতিফলিক নয়?

নরেন্দ্র। এ সকল দ্রব্যে প্রতিবিম্ব সমান পরিষ্কার দেখা যায় না।

শি। তোমরা সকলে এক্ষণে আমার অসম্পূর্ণ বাক্য সম্পূর্ণ কর। যে সকল দ্রব্যে প্রতিফল দেখা যায় তাহাদিগকে-প্রাতিফলিক-কহে। দর্পণ প্রাতিফলিক, কেননা দর্পণে-প্রতিফল-দেখা যায়। প্রতিফলের আর একটী নাম-প্রতিবিম্ব-। পরিষ্কার জলেও প্রতিবিম্ব-দেখা যায়-অতএব পরিষ্কার জলও-প্রাতিফলিক। দর্পণ, জল, পরিষ্কৃত ধাতু পাত্র ও বার্নিস করা দ্রব্য সকলই প্রাতিফলিক বটে কিন্তু সকলই সমান-প্রাতিফলিক নয় *।

দ্বিতীয় পাঠটি প্রদানের পর সময় থাকিলে বালকদিগকে পশ্চাল্লিখিত পদ্যগুলি পাঠ করিতে বলা ভাল।

বাড়িতে থাকিয়া পিতারে মানিব। জননী আদেশ যতনে শুনিব ॥
সোদর সোদরা মিলিয়া খেলিব। কুকাযে কুপথে কভুনা চলিব ॥
সুজন সহিত সতত থাকিব। ভুজগ সমান কুজনে দেখিব ॥
কুকথা কখন নাহিক কহিব। সুশীল হইয়া কুকথা সহিব ॥
অনৃত বচন কভুনা বলিব। সুবোধ সহিত সতত মিলিব ॥
উষাতে উঠিয়া বসন লইব। বিমল সলিলে বদন ধুইব ॥
কেতাব লইয়া পড়িতে শিখিব। যতন করিয়া কাগজে লিখিব ॥
ভোজন করিয়া কেতাব লইব। সকলে মিলিয়া পড়িতে যাইব ॥
গুরুর আদেশ যতনে পালিব। বিদায় পাইলে আমোদে খেলিব ॥

তৃতীয় পাঠের উদাহরণ।

চাকু ছুরীর অঙ্গ ও গুণবিষয়ক উপদেশ দান এই পাঠের উদ্দেশ্য।

১। শিক্ষক। (একখানি চাকু ছুরী লইয়া) আমার হাতে এই খানি কি?

বা। ছুরী।

* বালকদিগকে প্রযুক্ত পদগুলি দুই কমির বা কমি ও ছেদের মধ্যে লিখিত।

শি। রাম! তুমি এই ছুরীখানি হাতে করিয়া ইহার যে যে অঙ্গ লক্ষ্য হয়, তাহা দেখাও এবং তাহার নাম বল।

রাম। এক একটী অঙ্গ স্পর্শ করিয়া ইটী ফলা, ইটী বাঁট, ইটী কীলক, ইটী খাঁজ, ইটী স্প্রিং।

শি। হরি! তুমি বল দেখি, ছুরীর কি কি অঙ্গ আছে?

হরি। ছুরীর ফলা আছে, বাঁট আছে, খাঁজ আছে, কীলক আছে আর স্প্রিং আছে।

২। শি। বিনোদবিহারি! তুমি বল দেখি ফলাটীর কি গুণ আছে?

বিনোদ। ফলাটী দেখিতে উজ্জ্বল।

শি। হরি! বল দেখি ফলাটীর আর কিগুণ আছে?

হরি। (ফলাটী সম্মুখে ধরিয়া) মহাশয়! ইটী প্রাতিফলিক।

শি। অনাদি! তুমি বলদেখি, হরি ফলাটীকে প্রাতিফলিক বলিলেন কেন?

অনাদি। মহাশয়! আমি বলিতে পারি না।

শি। তুমি ফলাটী সম্মুখে ধরিয়া, দেখ দেখি উহাতে তোমার মুখ দেখিতে পাও কি না?

অনাদি। (ফলাটী সম্মুখে ধরিয়া) হাঁ মহাশয়! মুখ দেখিতে পাই।

শি। ফলাটীতে তুমি যাহা দেখিতেছ, তাহাকে মুখ বলা যায় না, কিন্তু মুখের প্রতিবিম্ব বা প্রতিফল বলে। অতএব এখন বল দেখি, হরি ফলাটীকে প্রাতিফলিক বলিয়াছিলেন কেন?

অনাদি। উহাতে দ্রব্যের প্রতিফল দেখা যায় বলিয়া হরি উহাকে প্রাতিফলিক বলিয়াছিলেন।

শি। গোলোক! তুমি ফলাটীর আর কোন গুণ আছে কি না বল দেখি?

গোলোক। (ফলাটী নুয়াইয়া) মহাশয়! ইটী স্থিতিস্থাপক।

শি। ইহা কি বেতের ন্যায় স্থিতিস্থাপক?

গোলোক। না মহাশয়। তত স্থিতিস্থাপক নয়। অল্প স্থিতিস্থাপক।

শি। যদু! যদি ফলাটী অধিক নুয়ান যায়, তবে কি হয়?

যদু। তবে ভাঙ্গিয়া যায়।

শি। এই ছুরী দিয়া যদি কোন কঠিন দ্রব্য কাটা যায়, তাহা হইলে কি হয়?

যদু। ছুরীর ধার পুট পুট করিয়া ভাঙ্গিয়া যায়।

শি। অতএব ফলাকে কি বলা যাইতে পারে?

যদু। ভঙ্গুর বা ভঙ্গপ্রবণ।

শি। যজ্ঞেশ্বর! বলদেখি ফলাটী কিসে নির্ম্মিত হইয়াছে?

যজ্ঞেশ্বর। ফলাটী ইস্পাতে নির্ম্মিত হইয়াছে।

শি। অতএব ছুরীর ফলাকে ইস্পাত নির্ম্মিত বলাযায়। যাদব! তুমি ভাবিয়া দেখ দেখি ফলাটীর আর কোন গুণ আছে কি না?

যাদব। মহাশয়! ইহা কঠিন এবং অস্বচ্ছ।

শি। এই ফলাটীর কয়টী ধার আছে?

যাদব। দুটী ধার আছে।

শি। দুইটী ধারই কি সমান?

যাদব। না মহাশয়। একটী ধার পাতলা ও তীক্ষ্ণ, অপর ধারটী পুরু ও ভোঁতা।

শি। ফলাটীর যে ধার পাতলা, তাহাকে যদি সম্মুখ ভাগ বলা যায় তবে যে ধারটী পুরু তাহাকে কি বলিবে?

যাদব। তাহাকে পশ্চাৎ ভাগ বলিব।

শি। হাঁ পশ্চাৎ ভাগ বা পৃষ্ঠ বলা যাইতে পারে। ভুবন! তুমি বল দেখি ছুরীর বাঁটের কি কি গুণ আছে?

ভুবন। বাঁট চেটাল ও শূন্যগর্ভ।

শি। চেটাল না বলিয়া আর কোন শব্দ বলিতে পার কি?

ভুবন। চৌড়া

শি। হাঁ চৌড়া। ভাল, তোমরা কেহ চৌড়া বুঝায় এমন আর

কোন পদ বলিতে পার ?

কতকগুলি বালক হস্তোত্তোলন করিলে শিক্ষক তাহাদিগের মধ্যে বিনোদকে জিজ্ঞাসা করিলেন, বিনোদ ! তুমি বল দেখি আর কোন্ পদে চৌড়া বুঝায় ?

বিনোদ। প্রশস্ত।

শিক্ষক। প্রশস্ত পদটী বোর্ডে লিখিয়া সকলকে সমস্বরে সেই পদের বর্ণবিন্যাস করিতে বলিলেন, সকলে ধীরে ধীরে বর্ণবিন্যাস করিল।

শি। শূন্যগর্ভ শব্দের অর্থ কি ?

বিনোদ। শূন্যগর্ভ শব্দের অর্থ ফাঁপা।

শি। হাঁ, যাহার ভিতর শূন্য তাহাকেই ফাঁপা অথবা শূন্যগর্ভ বলে।

৩। শিক্ষক। প্রসন্নকুমার ! তুমি বল দেখি ছুরীদ্বারা কি কার্য্য সম্পন্ন হয় ?

প্রসন্ন। ছুরীদ্বারা অনেক দ্রব্য কাটা যায়। কলম কাটা যায়, কাগজ কাটা যায়, কাপড় কাটা যায়।

শি। হাঁ, ছুরীদ্বারা অনেক দ্রব্য কাটা যায়। ছুরী এক প্রকার ছেদনাস্ত্র। রাম ! বল দেখি ছুরীর কোন্ কোন্ গুণ থাকাতে ছুরী-দ্বারা ছেদন করা যায় ?

রাম। ছুরীর ফলাটীর সম্মুখ ভাগে ধার আছে বলিয়া ছুরীদ্বারা ছেদন করা যায়।

শি। তালপত্র ত ধারাল, তাহারদ্বারা কি কলম কাটা যায় ?

রাম। তালপত্র ত ছুরীর মতন কঠিন নয়, তালপত্র যদি ছুরীর ন্যায় কঠিন ও তীক্ষ্ণ হইত তবে তাহারদ্বারা অবশ্যই কলম কাটা যাইত।

শি। যদি ছুরীর বাঁট না থাকিত তবে কি হইত ?

রাম। ছুরীর বাঁট না থাকিলে ছুরী হাত দিয়া ধরিতে অসুবিধা

হইত, দ্রব্যাদি কাটিতেও কষ্ট হইত।

শি। ছুরীর যে যে অঙ্গ ও গুণের উল্লেখ হইল, তোমরা সকলে সে সকল আপন আপন শ্লেটে যথাক্রমে লিখ।

যেরূপে লিখিতে হইবে, শিক্ষক স্বয়ং তাহা বোর্ডে লিখিয়া দেখাইবেন। পশ্চাদ্বর্ত্তী চতুর্থ পাঠের উদাহরণের প্রথম পরিচ্ছেদে যে রূপ লিখিত হইয়াছে সেই রূপে লিখিলেই ভাল হয়।

এই পাঠের শেষে সময় থাকিলে বালকদিগকে পশ্চাল্লিখিত পদ্যগুলি পাঠ করিতে আদেশ করা ভাল।

"আমরা সকল শিশু পুথি লয়ে করে।
আসিয়াছি পাঠশালে পড়িবার তরে॥ ১॥
আঁটুর উপরে দুই খানি হাত দিয়া।
আসনে বসিব সবে সরল হইয়া॥ ২॥
কোন দিকে নাহি চাব নাহি দিব মন।
শিখিব আপন পাঠ করিয়া যতন॥ ৩॥
আপন সোদর সম সবারে দেখিব।
কাহার সহিত নাহি কলহ করিব॥ ৪॥
গুরুর নিয়মগুলি যতনে পালিব।
পড়া হলে সবে মিলি আনন্দে খেলিব॥ ৫।

চতুর্থ পাঠের উদাহরণ।

পেনকলম।

১। পূর্ব্বপাঠপ্রদর্শিত রীতিতে অঙ্গ ও গুণ নির্ণয় করিয়া লিখিতে হইবে। যথা,

পেনকলম।

অঙ্গ	গুণ
নলা	দীর্ঘ

অঙ্গ		গুণ
শঙ্ক,		লঘু
মজ্জা।		দুর্ভেদ্য
পক্ষ		উপযোগী
খণ্ড		স্বাভাবিক
প্রান্ত		জীবজ
বহির্ভাগ	নলী	স্বচ্ছ
অন্তর্ভাগ		উজ্জ্বল
ত্বক		ঈষৎ পীতবর্ণ
		নলাকার
		শূন্যগর্ভ
		কঠিন
		স্থিতিস্থাপক
	শঙ্ক,	সপক্ষ
		অস্বচ্ছ
		নিরেট
		শুক্লবর্ণ
		কঠিন
	মজ্জা	কোমল
		স্থিতিস্থাপক,
		শুক্লবর্ণ

২। শিক্ষক। কেদার! তুমি বল দেখি পেনকলমটী যে দীর্ঘ তাহা কি রূপে জানা যায়?

কেদার। দর্শনদ্বারা জানা যায়।

শি। শরীরের কোন্ অঙ্গদ্বারা দর্শন হয়?

কেদার। জানি না। [পাও।

শি। তুমি দুইটী চক্ষুঃ মুদ্রিত করিয়া দেখ দেখি, কি দেখিতে

কেদার। মহাশয়! কিছুই দেখিতে পাই না।

শি। তবে বল দেখি কিসের দ্বারা দেখিতে পাও?

কেদার। মহাশয়! চক্ষুরদ্বারা দেখিতে পাই।

শি। হাঁ, চক্ষুরদ্বারা দর্শন হয়। চক্ষুরদ্বারা দর্শন হয় বলিয়া চক্ষুকে কি বলে জান?

কেদার। না মহাশয়! জানি না।

শি। চক্ষুরদ্বারা আমরা দর্শন করি এ জন্য চক্ষুকে দর্শনেন্দ্রিয় কহে। হরি চক্ষুকে কি বলে?

হরি। দর্শনেন্দ্রিয় বলে।

শি। চক্ষুকে কেন দর্শনেন্দ্রিয় বলে?

হরি। চক্ষুরদ্বারা দেখিতে পাওয়া যায় বলিয়া চক্ষুকে দর্শনেন্দ্রিয় [বলে।

শি। এখন বল দেখি যাহারদ্বারা শ্রবণ করা যায় তাহাকে কি বলিবে?

হরি। তাহাকে শ্রবণেন্দ্রিয় বলিব।

শি। আমরা কর্ণদ্বারা শ্রবণ করি এ জন্য কর্ণকে শ্রবণেন্দ্রিয় বলা যায়। ভাল যাহারদ্বারা গমন করা যায় তাহাকে কি বলিবে?

হরি। তাহাকে গমনেন্দ্রিয় বলিব।

শি। আমরা চরণদ্বারা গমন করি অতএব চরণকে গমনেন্দ্রিয় বলা যায়। যদু! বল দেখি কাহাকে ইন্দ্রিয় বলা যায় এবং ইন্দ্রিয়ের একটী লক্ষণ কর দেখি।

যদু। মহাশয়! যাহার দ্বারা আমরা দর্শনাদি করি তাহাকে ইন্দ্রিয় বলা যায়।

শি। দর্শনাদি বলাতে দর্শন ভিন্ন আর কোন্ কোন্ ক্রিয়া বুঝা যাইবে।

যদু। শ্রবণ, আঘ্রাণ, গমন, প্রভৃতি কর্ম্ম বুঝা যাইবে।

শি। ভাল, তুমি বল দেখি দূরবীক্ষণ ও অণুবীক্ষণ যন্ত্রদ্বারা চক্ষুর অগোচর দূরস্থ ও অতি ক্ষুদ্র পদার্থ সকল দর্শন করা যায়

এবং শকটাদি দ্বারা গমন করা যায় বলিয়াই কি ঐ সকল যন্ত্রকেও ইন্দ্রিয় বলা যাইতে পারে?

যদু। হাঁ মহাশয়। তাহাদিগকেও ইন্দ্রিয় বলা যাইতে পারে।

শি। না, তাহাদিগকে ইন্দ্রিয় বলা যায় না। তুমি ইন্দ্রিয় শব্দের যে লক্ষণ করিয়াছ তাহা যথার্থ লক্ষণ হয় নাই। কাহাকে ইন্দ্রিয় বলে আমি বলিতেছি শুন। বিশেষ কার্য্যের সাধন জীব বা উদ্ভিদ্ শরীরের অবয়ব বিশেষকেই ইন্দ্রিয় বলা যায়। যথা চক্ষুঃ দর্শন-ইন্দ্রিয়, কর্ণ শ্রবণেন্দ্রিয়, নাসিকা ঘ্রাণেন্দ্রিয়, জিহ্বা রসনেন্দ্রিয়, ত্বক্ স্পর্শেন্দ্রিয়, এই পাঁচটী ইন্দ্রিয়কে সামান্যতঃ জ্ঞানেন্দ্রিয় কহে। ইত্যাদি।

শি। ব্রজনাথ! চক্ষুরদ্বারা পেনকলমের কিম্বা তাহার কোন অঙ্গের যে যে গুণ জানা যায় সেই সেই গুণবোধক পদগুলি বল দেখি?

ব্রজ। দীর্ঘ, স্বচ্ছ, অস্বচ্ছ, উজ্জ্বল, ঈষৎপীতবর্ণ, নলাকার, শূন্যগর্ভ, সপক্ষ, শুক্লবর্ণ।

শি। পেনকলমটী যে লঘু তুমি তাহা কিরূপে জানিবে?

ব্রজ। হাতে তুলিয়া জানিব।

শি। হাঁ তুমি কলমটী হাতে তুলিয়া দেখিলেই ভার বোধ করিবে না অতএব লঘু জানিবে। শরীরের কোন্ অঙ্গদ্বারা ঐ জ্ঞানটী হয় বল দেখি?

ব্রজ। হস্তদ্বারা।

শি। হাঁ হস্তদ্বারা বটে। হস্তস্থিত মাংসপেশীর সঞ্চালন দ্বারা দ্রব্য গুরু কি লঘু, কঠিন কি কোমল, ইত্যাদি গুণ জানা যায়। খগেন্দ্র! মাংসপেশীর সঞ্চালনদ্বারা পেনকলমের বা তাহার কোন অঙ্গের যে যে গুণ নির্ণীত হয়, সেই সেই গুণবোধক পদগুলি বল দেখি?

খগেন্দ্র। লঘু, দুর্ভেদ্য, কঠিন, [স্থিতিস্থাপক, কোমল, নম্য।

৩। শিক্ষক। পেনকলম দ্বারা কি কার্য্য হয়?

খগেন্দ্র। পেনকলম দিয়া লেখা যায়।

শি। যদি পেনকলমের নলী না থাকিত তাহা হইলে কি তাহার দ্বারা লেখা যাইত?

খগেন্দ্র। না মহাশয়। পেনকলমের নলী না থাকিলে তাহারদ্বারা লেখা যাইত না।

শি। নলী না থাকিলে পেনকলম দ্বারা লেখা যাইত না কেন?

খগেন্দ্র। নলী যেমন কঠিন ও স্থিতিস্থাপক, শঙ্কু তেমন কঠিন ও স্থিতিস্থাপক নয়।

শি। ভাল, যে সকল কলমদ্বারা বাঙ্গালা লেখা যায়, তাহারা ত পেনকলমের নলীর ন্যায় স্থিতিস্থাপক নয়, তবে তাহাদিগের দ্বারা কিরূপে লেখা যায়?

খগেন্দ্র। আমি বলিতে পারি না।

শি। তোমরা কেহ আমার এই প্রশ্নের উত্তর করিতে পার? (অনেকেই হস্তোত্তোলন করিল, তন্মধ্যে শিক্ষক যোগেন্দ্রকে বলিলেন) যোগেন্দ্র! তুমি বল দেখি।

যোগেন্দ্র। ইঙ্গরাজী অক্ষরগুলির কোন স্থান সরু কোন স্থান মোটা, বাঙ্গালা অক্ষর গুলির তেমন নয়, অতএব বাঙ্গালা লিখিবার কলম স্থিতিস্থাপক না হইলেও চলিতে পারে, কিন্তু ইঙ্গরাজী লিখিবার কলম স্থিতিস্থাপক না হইলে চলে না।

শি। যোগেন্দ্র! তুমি উত্তম উত্তর প্রদান করিয়াছ। তোমার উত্তর শ্রবণ করিয়া আমি বড় সন্তুষ্ট হইয়াছি।

৪। শিক্ষক। যাদব! তুমি বল দেখি দুর্ভেদ্য শব্দের অর্থ কি?

যাদব। যাহা সহজে বা শীঘ্র ভেদ করা যায় না, তাহাকে দুর্ভেদ্য বলে।

শি। হাঁ, যাহা অনায়াসে ভিন্ন হয় না, তাহাকেই দুর্ভেদ্য বলে। দুর্ভেদ্য পদটী কি কি পদাংশের যোগে উৎপন্ন হইয়াছে বল দেখি।

যাদব। দুর্ ও ভেদ্য যুক্ত হইয়া দুর্ভেদ্য হইযাছে।

শি। কোন্ ধাতু হইতে ভেদ্য পদটী উৎপন্ন হইয়াছে?

যাদব। মহাশয়। বলিতে পারি না।

শি। তোমরা কেহ বলিতে পার কি? (কেহই হস্তোত্তোলন করিল না দেখিয়া) ভিদ্ ধাতু হইতে ভেদ্য উৎপন্ন হইয়াছে; ভিদ্ ধাতুর অর্থ ভেদ করা। এই ধাতু হইতে আর কি কি পদ সিদ্ধ হইয়াছে বল দেখি?

যাদব। ভেদ।

কানাই। ভেদক।

বলাই। প্রভেদ।

শি। আরও অনেক শব্দ ঐ ধাতু হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। যথা, ভিত্তি, ভিন্ন, উদ্ভিদ, উদ্ভিন্ন ইত্যাদি। চন্দ্রনাথ! তুমি এমন কোন পদ বল দেখি যাহার আদিতে দুর্ এই উপসর্গটী আছে?

চন্দ্র। দুর্গম, দুর্লভ, দুর্নাম।

শি। দুর্গম শব্দে কি বুঝায়?

চন্দ্র। যে স্থানে দুঃখে গমন করা যায়, তাহাই বুঝায়।

শি। কোন দুর্গম পদার্থের নাম কর দেখি।

চন্দ্র। বন দুর্গম, সমুদ্র দুর্গম, কর্দ্দমময় পথও দুর্গম।

শি। দুর্গম পদের যে অর্থ তদ্বিপরীত অর্থবোধক পদ কি বল দেখি?

চন্দ্র। সুগম।

শি। মাধব! পেনকলমের অঙ্গ ও গুণের বিষয় পাঠ হইল। ভাল, এক্ষণে তুমি বল দেখি ইন্দ্রিয় রহিত জড় পদার্থ সমূহের একটী সাধারণ নাম কি?

মাধব। খনিজ পদার্থ।

শি। নগেন্দ্র! তুমি আমার মত বালকদিগকে অন্যান্য প্রশ্ন কর [দেখি?

নগেন্দ্র। ব্রজনাথ! যাহাদিগের ইন্দ্রিয় আছে এবং যাহারা ইচ্ছামত গমনাগমন করিতে পারে তাহাদিগের সাধারণ নাম কি বল দেখি?

ব্রজ। জীব।

নগেন্দ্র। শুণ্ডবিশিষ্ট, স্থূলকায় কোন চতুষ্পাদ জীবের নাম বল দেখি ?

ব্রজ। হস্তী।

নগেন্দ্র। রাম! তুমি বল দেখি সমকোণি সমচতুর্ভুজ ক্ষেত্রকে কি বলে ?

রাম। বর্গক্ষেত্র।

নগেন্দ্র। যাহার গলাটী লম্বা ও সরু, পেটটী মোটা, যাহা বেলে মাটিতে নির্ম্মিত এবং যাহাতে লোকে জল রাখে এমন একটী দ্রব্য দেখাও দেখি ?

রাম। ঐ দেখ কুঁজা।

শি। নগেন্দ্র! তুমি উত্তম প্রশ্ন করিয়াছ। মহেন্দ্র! তুমি এমন একটী ফলের নাম বল, যাহার বহিরাবরণ সূত্রময়, যাহার অন্তরে এক, দুই, (সচরাচর) তিন, কখন চারিটী বীজ থাকে, সেই সকল বীজ অপক্কাবস্থায় কোমল আবরণ যুক্ত থাকে, সেই আবরণ মধ্যে সুখাদ্য শস্য থাকে এবং সেই শস্যমধ্যে জলও থাকে।

মহেন্দ্র। তাল।

শি। কেদার! যে ফল তালের ন্যায় সূত্রময় আবরণ যুক্ত কিন্তু যাহার অন্তরে একটী মাত্র বীজ থাকে, বীজটীও তালের বীজের ন্যায় আবৃত এবং শস্য ও জল বিশিষ্ট সেই ফলের নাম কি বল দেখি ?

কেদার। সুপারি।

শি। সুপারীর মধ্যে কি জল থাকে ?

কেদার। না, মহাশয়!

শি। তবে কিরূপে সুপারী আমার প্রশ্নের উত্তর হইবে। মহেন্দ্র! তুমি আমার প্রশ্নের উত্তর কর দেখি।

মহেন্দ্র। নারিকেল।

শি। মহেন্দ্র! তুমি ভাল উত্তর করিয়াছ। তুমি অতি সুবোধ

বালক। আমি তোমার উত্তর শ্রবণ করিয়া বড় সন্তুষ্ট হইয়াছি।

এই পাঠের শেষে সময় থাকিলে বালকদিগকে পশ্চাল্লিখিত পদ্য গুলি পাঠ করিতে আদেশ করা ভাল।

প্রভাত বর্ণন।

"পাখী সব করে রব রাতি পোহাইল।
কাননে কুসুম কলি সকলি ফুটিল॥ ১॥
রাখাল গরুর পাল লয়ে যায় মাঠে।
শিশুগণ দেয় মন নিজ নিজ পাঠে॥ ২॥
ফুটিল মালতি ফুল সৌরভ ছুটিল।
মধুলোভে মধুকর আসিয়া জুটিল॥ ৩॥
গগনে উঠিল রবি লোহিত বরণ।
আলোক পাইয়া লোক পুলকিত মন॥ ৪॥
শীতল বাতাস বয় জুড়ায় শরীর।
পাতায় পাতায় পড়ে নিশিব শিশির॥ ৫॥
উঠ শিশু মুখ ধোও পর নিজ বেশ।
আপন পাঠেতে মন করহ নিবেশ॥ ৬।" ঋজুপাঠ।

পঞ্চম পাঠের উদাহরণ।

তালপত্র, কদলীপত্র, কাগজ, ভূর্জ্জপত্র, শ্লেট, চর্ম্ম কাগজ। এই দ্রব্যগুলি বালকদিগের সম্মুখে উপস্থিত করিয়া শিক্ষক পশ্চাৎ বর্ণিত রূপে উপদেশ দিলেন।

১। শিক্ষক, (একটী তালপত্র ও কিঞ্চিৎ কদলীপত্র হস্তে করিয়া) রাম! এই দুই দ্রব্যের কোন্ কোন্ অংশে সাদৃশ্য আছে বল দেখি?

রাম। মহাশয়! ইহাদিগের উপর লেখা যায়, অতএব ইহারা লিখনের আধার।

শি। হরি! তুমি বল দেখি আর কোন অংশে ইহাদিগের সাদৃশ্য আছে কি না?

হরি দাঁড়াইয়া নিরুত্তর হইয়া রহিলেন।

শি। হরি! বল দেখি এই দুই দ্রব্য কোথা হইতে পাওয়া যায়।

হরি। তালগাছ হইতে তালপত্র এবং কলাগাছ হইতে কদলী-পত্র পাওয়া যায়।

শি। ভাল, তাল বৃক্ষ ও কদলী বৃক্ষ প্রভৃতি যাহারা প্রায় মৃত্তিকা ভেদ করিয়া উৎপন্ন হয়, তাহাদিগের যে সাধারণ নাম আছে, সেই নামটী কি বল দেখি?

হরি। উদ্ভিদ।

শি। উদ্ভিদ হইতে যে যে দ্রব্য উৎপন্ন হয় তাহাদিগকে কি বলিবে?

হরি। উদ্ভিজ্জ বলিব।

শি। তালপত্র ও কদলীপত্রকে কি বলিবে?

হরি। উদ্ভিজ্জ বলিব।

শি। যদু! তোমাদিগের সম্মুখে স্থিত এই দ্রব্যগুলির মধ্যে আর কোন উদ্ভিজ্জ পদার্থ আছে কি না বল দেখি?

যদু। হাঁ মহাশয়! আছে। কাগজ উদ্ভিজ্জ, ভূর্জ্জপত্রও উদ্ভিজ্জ।

শি। যেরূপ তাল ও কদলীবৃক্ষ হইতে তালপত্র ও কদলীপত্র উৎপন্ন হয়, সেইরূপ কোন্ বৃক্ষ হইতে কাগজ উৎপন্ন হয় বল দেখি?

যদু। মহাশয়! কাগজ কোন বৃক্ষ হইতে উৎপন্ন হয় না, মনুষ্যেরা ইহা প্রস্তুত করে।

শি। তবে কাগজ উদ্ভিজ্জ কিরূপে হইল?

যদু। কাগজ যে যে দ্রব্যে প্রস্তুত হয়, সেই সকল দ্রব্য উদ্ভিজ্জ পদার্থ, সুতরাং কাগজকেও উদ্ভিজ্জ বলিতে হইবে।

শি। কি কি দ্রব্যে কাগজ হয়?

যদু। পাট, শণ ও কার্পাস, এবং তজ্জাত পুরাতন দড়ি, পরদা, থলিয়া, কাপড় প্রভৃতিতে এবং পুরাতন কাগজেও নূতন কাগজ প্রস্তুত হয়।

শি। ভাল, শ্লেট কি উদ্ভিজ্জ পদার্থ?

যদু। না মহাশয়! শ্লেট খনি হইতে পাওয়া যায় এজন্য ইহাকে খনিজ বলে।

শি। ভাল, চর্ম্মকাগজ উদ্ভিজ্জ না খনিজ পদার্থ?

যদু। চর্ম্মকাগজ উদ্ভিজ্জ নয়, খনিজও নয়; মেষ বা ছাগের চর্ম্ম হইতে নির্ম্মিত, সুতরাং তাহাকে জীবজ পদার্থ বলিতে হইবে।

২। শি। কেশব! তুমি বল দেখি তালপত্র ও কদলীপত্রে প্রভেদ কি?

কেশব। উহাদিগের আকারে প্রভেদ আছে। তালপত্র দীর্ঘ ও অপ্রশস্ত, কদলীপত্র তাদৃশ দীর্ঘ নয়।

শি। উহাদিগের আর কোন অংশে বৈলক্ষণ্য আছে?

কেশব। উহাদিগের বর্ণে বৈলক্ষণ্য আছে। তালপত্রটী ঈষৎ শুভ্রবর্ণ, কদলীপত্রটী সবুজ বর্ণ।

শি। আর কোন অংশে বৈসাদৃশ্য আছে কি? দ্রব্য গুলি হস্তে ধরিয়া দেখ।

কেশব। তালপত্র যাদৃশ পুরু, কদলীপত্র তাদৃশ পুরু নয়।

শি। ভাল, আর কোন অংশে বিভিন্নতা আছে কি? কদলীপত্র ঘরের মধ্যে ২ বা ৪ দিন রাখিলে কিরূপ হয়?

কেশব। শুষ্ক হয় কিম্বা পচিয়া যায়।

শি। কদলীপত্র যত শীঘ্র পচে তালপত্র কি তত শীঘ্র পচিয়া যায়?

কেশব। না, তালপত্র ততশীঘ্র পচে না।

শি। অতএব দেখ তালপত্র যত দিন অবিকৃত থাকে, কদলীপত্র

তত দিন অবিকৃত থাকে না। ফণীন্দ্র! তুমি বল দেখি, তালপত্র ও কদলীপত্রে প্রভেদ কি?

ফণীন্দ্র। তালপত্রের যেমন আকার ও বর্ণ কদলীপত্রের তেমন আকার ও বর্ণ নয়। তালপত্র যেমন পুরু কদলীপত্র তেমন পুরু নয়, আর তালপত্র যত দিন থাকে কদলীপত্র তত দিন থাকে না।

৩। শি। আশুতোষ! বলদেখি তালপত্র কি কি কার্য্যে ব্যবহৃত হয়।

আশু। বালকেরা পাঠশালায় গিয়া প্রথমে তালপত্রে লিখে, এবং উহাতে ভট্টাচার্য্য মহাশয়দিগের ও উড়িয়াদিগের পুথি হয়।

শি। কি কি গুণ বিশিষ্ট হওয়াতে তালপত্র লিখনের আধার রূপে ব্যবহৃত হয়?

আশু। তালপত্র অতি কোমল নয়, অতি কঠিনও নয়, ইহা আমাদিগের দেশে অনায়াসলভ্য এবং ইহার মূল্যও অধিক নয়। ইহাতে কালীর চিহ্ন অনায়াসেই লাগে এবং জল দিয়া ধুইলে কালীর চিহ্নগুলি থাকে না, ইহা শীঘ্র বিনষ্টও হয় না।

শি। নির্ম্মলচন্দ্র! উৎকল নিবাসিলোকেরা তালপত্রের পুথিতে কিরূপে লিখে বলিতে পার?

নির্ম্মল। হাঁ মহাশয়! পারি। তাহারা অগ্রভাগ সরু ও ধারাল এমন একটী লৌহের কলম দিয়া তালপত্রে লিখে, ইহাতে তালপত্র অল্প বিদ্ধ হয় এবং তাহাতে অক্ষরের দাগ পড়ে। পরে সেই তাল-পত্রে কালী মাখাইলে দাগগুলির মধ্যে কালী প্রবেশ করে, তাহাতে অক্ষর গুলি কাল দেখায়।

শি। বঙ্গদেশের লোকেরা তালপত্রের পুথিতে কিরূপে লিখে বল দেখি?

নির্ম্মল। তাহারা কলমে কালী লইয়া তালপত্রে লিখে।

শি। ভাল, এই দুই প্রকার লিখনের দোষ গুণ বর্ণনা কর।

নির্ম্মল। তালপত্রে লৌহের কলম দিয়া লিখিতে যত ক্লেশ হয়,

কালী কলম দিয়া লিখিতে তত ক্লেশ হয় না। কিন্তু লৌহের কলমে লিখিলে সে লেখা কখনই বিনষ্ট হয় না, যত দিন সেই তালপত্র থাকে তত দিন সেই লেখাও থাকে। কিন্তু কালীর লেখা তালপত্রের পরস্পর ঘর্ষণে উঠিয়া যায় এবং জল দিয়া ধৌত করিলে কিছুই থাকে না।

শি। নবীনচন্দ্র! বল দেখি তালপত্র আর কি কার্য্যে লাগে?

নবীন। তালপত্রে ঘরের বেড়া হয়, চাল ছাওয়া হয়, এবং কোন কোন দেশে তালপত্রে বসিবার আসন ও ছত্রাদি নির্ম্মিত হয়।

শি। কি কি গুণ থাকাতে তালপত্র এই সকল কার্য্যের উপযোগী হইয়াছে?

নবীন। তালপত্র শীঘ্র বিনষ্ট হয় না, মসৃণ, জলসিক্ত হইলে গলিয়া যায় না, এবং তালপত্রের মূল্যও অধিক নয়, এই জন্য উহা উক্ত কার্য্যগুলিতে ব্যবহৃত হয়।

শি! কেদার! বল দেখি কাগজের কি গুণ থাকাতে লিখনের আধার হইয়াছে?

কেদার। কাগজ মসৃণ ও শোষক বলিয়া লিখনের আধার হইয়াছে।

শি। তোমরা যে পুস্তক পাঠ কর তাহা কিরূপে লেখা হইয়াছে বলিতে পার?

কেদার। আমাদের পুস্তকের লেখা হাতের লেখা নয়, সে ছাপার লেখা।

শি। হাঁ, ছাপার লেখা বটে। এক্ষণে অনেকে মুদ্রাযন্ত্রদ্বারা কাগজ মুদ্রাঙ্কিত করিয়া পুস্তক সকল প্রস্তুত করিতেছেন।

কেদার। মহাশয়! মুদ্রাযন্ত্র কি প্রকার?

শি। তোমরা কেহ মুদ্রাযন্ত্র দেখ নাই?

বা। না মহাশয়!

শি। কোন ছাপাখানাও কি দেখ নাই?

বা। না মহাশয়!

শি। কলিকাতার বটতলায় অনেক ছাপাখানা আছে, তোমরা তাহার একটী ছাপাখানায় গিয়া কিরূপে ছাপা হয় তাহা দেখিবে। আমি অবসর ক্রমে এক দিন তোমাদিগকে মুদ্রাযন্ত্রের বিষয় বুঝাইয়া দিব এবং সঙ্গে করিয়া কোন একটী ছাপাখানায় লইয়া যাইব ও সকল বিষয় ভালরূপে দেখাইব। কেদার! বল দেখি, তালপত্রে মুদ্রাঙ্কণ হয় না কেন?

কেদার। তালপত্র কঠিন বলিয়া তাহাতে মুদ্রাঙ্কণ হয় না।

৪। শি। ঈশানচন্দ্র! তালপত্র, কদলীপত্র ভূর্জ্জপত্র ও কাগজ, ইহারা উদ্ভিজ্জ পদার্থ, শ্লেট খনিজ, আর চর্ম্মকাগজ জীবজ। ভাল, তুমি বল দেখি, খনিজ ও উদ্ভিদ পদার্থে ভেদ কি?

ঈশান। খনিজ পদার্থ ইন্দ্রিয় রহিত, উদ্ভিদ ইন্দ্রিয় বিশিষ্ট।

শি। জীব সকল ত ইন্দ্রিয় বিশিষ্ট, তবে জীবে ও উদ্ভিদে প্রভেদ কি?

ঈশান। জীবেরা আপন আপন ইচ্ছানুসারে এক স্থান হইতে অন্য স্থানে গমন করিতে পারে, কিন্তু উদ্ভিদেরা সেরূপ গমন করিতে পারে না।

শি। নরেন্দ্র! তুমি বল দেখি, খনিজ ও উদ্ভিদ পদার্থের মধ্যে আর কোন প্রভেদ আছে কি না?

নরেন্দ্র। কই, আর কোন প্রভেদ আছে এমন বোধ হইতেছে না।

শি। তোমরা কেহ বলিতে পার কি? (কোন বালক হস্তো-ত্তোলন না করাতে) দেখ, উদ্ভিদেরা জীবের ন্যায় আহার করে, ভুক্ত দ্রব্য পরিপাক করিয়া বর্দ্ধিত হয়, এবং কিছুকাল পরে মরিয়া যায়। জীবের ন্যায় তাহাদিগের পরিপাক করণের যন্ত্র আছে, সেই যন্ত্র দ্বারা তাহারা ভুক্ত দ্রব্য সকল ভিন্ন ভিন্ন প্রকারে পরিণত করিতেও সমর্থ হয়। কিন্তু খনিজ পদার্থেরা আহার করে না, তাহা-দিগের পরিপাকের যন্ত্রও নাই এবং তাহারা এক অবস্থাতে চিরকাল থাকিতে পারে, তাহাদিগের মৃত্যু নাই।

ভুবন। মহাশয়! উদ্ভিদেরা কিরূপে আহার করে?

শি। উদ্ভিদেরা মূল দ্বারা মৃত্তিকা হইতে রস আকর্ষণ করে এবং পত্র দ্বারা বায়ু হইতে রস ও তাপ গ্রহণ করে। এইরূপে রস ও তাপ গ্রহণ করাই তাহাদিগের আহার। তুমি বল দেখি, খনিজ ও উদ্ভিদ পদার্থের আর কোন অংশে অনৈক্য আছে কি না?

ভুবন। মহাশয়! আমি বলিতে পারি না।

শি। তোমাদিগের মধ্যে আর কেহ বলিতে পার কি? (কেহই হস্তোত্তোলন করিল না দেখিয়া) দেখ কোন খনিজ দ্রব্যের অতি ক্ষুদ্রাংশের গুণ জানিলে সেই দ্রব্যের পর্ব্বতাকার বৃহৎপিণ্ডেরও গুণ জানা যায়, কেননা তাহার এক ক্ষুদ্রাংশে যে সব গুণ থাকে, পর্ব্বতাকার পিণ্ডেতেও প্রায় সেই সব গুণ থাকে; কেবল আয়তনে প্রভেদ স্পষ্ট লক্ষিত হয়। কিন্তু কোন উদ্ভিদের এক অংশের (যথা পত্রের) গুণ জানিলে তাহার সমুদায় শরীরের গুণ বা অবয়ব-সংস্থান জানা যায় না। হরি! তুমি বল দেখি কোন্ কোন্ অংশে খনিজ ও উদ্ভিদ পদার্থের প্রভেদ আছে উক্ত হইল?

হরি। খনিজ পদার্থ ইন্দ্রিয় রহিত, উদ্ভিদেরা ইন্দ্রিয় বিশিষ্ট, খনিজ পদার্থেরা আহার করে না, তাহাদিগের পরিপাকের যন্ত্র নাই, আহারদ্বারা তাহাদিগের বৃদ্ধি, হ্রাস নাই, তাহাদিগের মৃত্যুও নাই। উদ্ভিদেরা আহার করে, তাহাদিগের পরিপাকের যন্ত্র আছে, আহারদ্বারা তাহাদিগের হ্রাস বৃদ্ধি হয়; তাহাদিগের মৃত্যুও আছে।

শি। ভাল, উদ্ভিদেরা যদি আহার করে, তবে কি তালপত্র কদলীপত্র ভূর্জ্জপত্র ও কাগজ ইহারাও আহার করে?

হরি। না মহাশয়! ইহারা আহার করে না, কিন্তু যে যে বৃক্ষাদি হইতে তালপত্র কদলীপত্র ও ভূর্জ্জপত্র উৎপন্ন হয়, তাহারাই আহার করে। ইহারা এক্ষণে সেই সকল বৃক্ষ হইতে বিযুক্ত হইয়াছে, এনিমিত্ত আর আহার করে না। ইহারা উদ্ভিদের অঙ্গমাত্র কাগজ

মনুষ্যকৃত বলিয়া কৃত্রিম পদার্থমধ্যে গণ্য, উহা স্বভাবজ নয়। কিন্তু যে যে দ্রব্যে কাগজ হয়, তাহারা উদ্ভিদ হইতেই উৎপন্ন।

শি। কেদার! ঈশান জীব ও উদ্ভিদের যে প্রভেদ বলিয়াছেন, তদ্ভিন্ন তাহাদিগের আর কোন ভেদ আছে কি না বল দেখি?

কেদার। না মহাশয়! আমি বলিতে পারি না।

শি। যদু! তুমি বল দেখি জীব ও উদ্ভিদের মধ্যে আর কোন ভেদ আছে কি না?

যদু। না মহাশয়! উহাদিগের যে আর কোন ভেদ আছে এমন [বোধ হইতেছে না।

শি। ভাল, যদি জীবের ও উদ্ভিদের এক এক অংশ দগ্ধ করা যায়, তবে গন্ধের কিছু ইতর বিশেষ হয় কি না?

যদু। হাঁ মহাশয়! গন্ধের ইতর বিশেষ হয়। জীবের অঙ্গ দগ্ধ করিলে দুর্গন্ধ (চামসা গন্ধ) নির্গত হয়, কিন্তু উদ্ভিদকে দগ্ধ করিলে সেরূপ দুর্গন্ধ টের পাওয়া যায় না।

শি। তবে দেখ, উদ্ভিদ ও জীবের মধ্যে এই এক ভেদ জানা [গেল।

যদু। হাঁ মহাশয়!

৫। শি। যোগেন্দ্র! চর্ম্মকাগজ জীবজ পদার্থ। ভাল, তুমি বলদেখি কোন জীব হইতে ইহা সাক্ষাৎসম্বন্ধে উৎপন্ন হয় কি না?

যোগেন্দ্র। না মহাশয়! চর্ম্মকাগজ কোন জীব হইতে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে উৎপন্ন হয় না, ইহা মনুষ্যকৃত অতএব কৃত্রিম; কিন্তু মনুষ্যেরা ছাগ ও মেষের চর্ম্ম হইতেই চর্ম্মকাগজ প্রস্তুত করে। ছাগ ও মেষ জীবমধ্যে গণ্য।

শি। ভাল, ছাগ ও মেষ ভিন্ন আমাদিগের দেশের আর কোন জীবের নাম বল দেখি?

যোগেন্দ্র। মনুষ্য, গো, মহিষ, ব্যাঘ্র, হরিণ, কাক, বক, ইত্যাদি

শি। এই সকলের নাম জীব হইল কেন?

যোগেন্দ্র। তাহারা সকলেই জীব-ধর্ম্মবিশিষ্ট, অতএব জীব বলিয়া প্রসিদ্ধ।

শি। বল দেখি জীব-ধর্ম্ম কি কি?

যোগেন্দ্র। ইন্দ্রিয় বিশিষ্টতা, জন্ম, বৃদ্ধি, হ্রাস, মৃত্যু, স্বৈরগতি, এইগুলি জীবের সাধারণ ধর্ম্ম।

৬। শি। রাম, তোমরা পেনকলমের নলী ও মজ্জাকে স্থিতি-স্থাপক বলিয়াছ। স্থিতিস্থাপক শব্দের অর্থ কি বল দেখি?

রাম। যাহা টানিলে বাড়ে, নত করিলে নত হয়, বা চাপিলে সঙ্কুচিত হয় কিন্তু ছাড়িয়া দিলে পূর্ব্বাবস্থা প্রাপ্ত হয়, তাহাকে স্থিতিস্থাপক বলে।

শি। তুমি, স্থিতি-স্থাপক শব্দের অর্থ বুঝিয়াছ; ঐ শব্দটী কি রূপে উৎপন্ন হইয়াছে বল দেখি?

রাম। স্থিতি ও স্থাপক এই দুই পদের যোগে উক্ত শব্দটী উৎ-পন্ন হইয়াছে।

শি। কোন্ কোন্ ধাতুর উত্তর কি কি প্রত্যয় করিয়া উক্ত দুইটী পদ সিদ্ধ হইয়াছে বল দেখি?

রাম। স্থা ধাতুর উত্তর ক্তি প্রত্যয় করিয়া স্থিতি হইয়াছে। স্থাপক কি রূপে হইয়াছে বলিতে পারি না।

শি। কেহ কোন কর্ম্ম করিতেছে, তাহাকে সেই কর্ম্ম করানই প্রেরণ, প্রেরণার্থে ধাতুর উত্তর ণিঃ প্রত্যয় হয়। স্থা ধাতুর উত্তর ণিঃ প্রত্যয় করিলে স্থাপি হয়, তাহার উত্তর অক প্রত্যয় করিয়া স্থাপক হইয়াছে। যদু! এক্ষণে বল দেখি স্থাপক কি প্রকারে সিদ্ধ হইয়াছে?

যদু। স্থাধাতুর উত্তর ণিঃ প্রত্যয় করিয়া স্থাপি হইয়াছে তাহার উত্তর অক প্রত্যয় করিয়া স্থাপক হইয়াছে।

শি। স্থা ধাতুর অর্থ কি এবং স্থাপক পদের অর্থ কি?

যদু। স্থা ধাতুর অর্থ থাকা, স্থিতি করা। স্থাপক পদের অর্থ বলিতে পারি না।

শি। যে স্থিতি করে সে স্থাতা, যিনি, তাহাকে স্থিতি করান তিনি স্থাপক। যেমন স্থাতা আর স্থাপক, তেমন জ্ঞাতা, আর জ্ঞাপক,

প্রমাতা আর প্রমাপক, অধ্যেতা আর অধ্যাপক। হরি! বল দেখি স্থা ধাতু হইতে আর কিকি পদ সিদ্ধ হইয়াছে?

হরি। স্থান, সংস্থান প্রস্থান, অবস্থা, স্থাপন, স্থাপিত স্থেয়, স্থায়ী, স্থানীয় স্থাবর।

শি। স্থা ধাতু হইতে আরও অনেক শব্দ উৎপন্ন হইয়াছে। যথা- উত্থান, অধিষ্ঠান, নিষ্ঠা, প্রতিষ্ঠা, স্থাপ্য, স্থাস্নু, স্থির, প্রস্থ, স্থাণু, গ্রামস্থ, ইত্যাদি।

এই পাঠের শেষে সময় থাকিলে বালকদিগকে পশ্চাল্লিখিত পদ্য- গুলি পাঠ করিতে আদেশ করা ভাল।

পরমেশ্বরের মহিমা বর্ণন।

"তুমি ধাতা, তুমি পাতা, ফলদাতা, তুমি ত্রাতা।
তুমি নাথ! সর্ব্ব মূলাধার।
সৃজিয়াছ শত শত, অচল সচল যত,
চলাচল অখিল সংসার॥
তৃণ আদি ধরাধর, এই সব চরাচর,
অপরূপ শোভার ভাণ্ডার।
আহা, কিবা মরি মরি, স্বভাব স্বভাব ধরি,
দেখাতেছে মহিমা তোমার॥"
"তুমি নাথ ইচ্ছাময়, কর যাহা ইচ্ছা হয়,
ইচ্ছায় চালিছ এ সংসার।
যে কলে চলাও চলি, যে বলে বলাও বলি,
সম্ভাবনা কি আছে আমার॥"
"ভবসিন্ধু পার হেতু, জ্ঞানরূপ এক সেতু,
মানবে করেছ তুমি দান।

সংসার সাগর পার, কেহ নাহি করে আর,
অকূলে পড়িয়া যায় প্রাণ ॥
হায় হায়, হাহাকার, মুখে রব সবাকার,
জীবিকার সঞ্চয় কারণ।
সন্তোষের সমাচার, কেহ নাহি লয় আর,
বৃথা করে জীবন যাপন ॥
কৃপাময় কৃপা কর, মানবে মানব কর,
হর হর মনের বিকার।
আমিও মানুষ হই, মানুষে মানুষ কই,
করি মানুষের ব্যবহার ॥" ঐ প্রভাকর।

শিক্ষাপ্রণালী।

পরিশিষ্ট।

তৃতীয় প্রকরণ।

গণিতশিক্ষা।

১। পুস্তক দেখিয়া শিক্ষা দেওয়া অপেক্ষা মুখে মুখে শিক্ষা দেওয়া ভাল। অস্মদ্দেশের পাঠশালাতে গুরুমহাশয়েরা গণিত শিখাইবার সময়ে পুস্তক দেখিয়া শিক্ষা দেন না বটে, কিন্তু বালকদিগকে শুভঙ্করের কতকগুলি আর্যা মুখস্থ করাইয়া তদনুসারে অঙ্ক কসাইয়া থাকেন। যদ্যপি কতকগুলি নিয়ম অভ্যাস করা এবং তদ্দ্বারা অঙ্ক কসিয়া ফলস্থির করা গণিত বিষয়ক অধ্যাপনার একমাত্র উদ্দেশ্য হইত, তাহা হইলে সে রূপ করাতে ক্ষতি ছিল না। কিন্তু যখন সমুদায় মনোবৃত্তির সম্যক পরিচালনাদ্বারা উন্নতি সাধনই

অধ্যাপনার প্রকৃত উদ্দেশ্য বলা যাইতেছে, তখন যাহাতে গণিত শিক্ষার সহ মনোবৃত্তির বিশেষ চালনা হয়, এমত চেষ্টা করা কর্ত্তব্য ; সে চেষ্টা করিতে হইলে, প্রথমাবধি নিয়মসকল মুখস্থ না করাইয়া যে যে যুক্তি দ্বারা সেই সকল নিয়মের সৃষ্টি হইয়াছে, তাহা বিলক্ষণ রূপে বালকদিগের হৃদয়ঙ্গম করিয়া দেওয়া উচিত। ফলতঃ বালকদিগকে অচেতন যন্ত্রস্বরূপ বিবেচনা না করিয়া, সজীব, বুদ্ধিবিশিষ্ট, সচেতন পদার্থ জ্ঞান করিয়া উপদেশ দেওয়া উচিত।

২। গণিতশাস্ত্রসম্বন্ধীয় কতকগুলি যুক্তি এই প্রকরণে লেখা যাইবে। সচরাচর যে সকল পদার্থ দেখিতে পাওয়া যায়, তদ্দ্বারা সংখ্যা গণনার শিক্ষা দিলে মনোবৃত্তির চালনা হইতে পারে। প্রথমে কতকগুলি গুটিকাদ্বারা কিম্বা হস্তের অঙ্গুলি দ্বারা গণনা করাইতে আরম্ভ করা ভাল। তাহার পর এক অবধি নয় পর্য্যন্ত নয়টী সংখ্যার নয়টী অঙ্ক বা চিহ্ন বোর্ডে লিখিয়া তাহাদের অর্থ বুঝাইয়া দেওয়া উচিত। ১ + ১ = ২, ১ + ১ + ১ = ৩, ১ + ১ + ১ + ১ = ৪, ১ + ১ + ১ + ১ + ১ = ৫, ইত্যাদি প্রকারে একের সমষ্টিদ্বারা সকল সংখ্যা উৎপন্ন হয়, তাহাও বুঝাইয়া দেওয়া আবশ্যক। পরে ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮, ৯, লিখিয়া প্রত্যেকের অর্থবোধক যে কয়েকটী অঙ্গুলি বা গুটিকা হয়, তাহা দেখান উচিত। এইরূপে ১ অবধি ৯ পর্য্যন্ত নয়টী অঙ্কের অর্থ সুন্দররূপে বোধ হইলে, কিরূপে সেই নয়টী অঙ্ক ও শূন্য (০) দ্বারা সকল সংখ্যা ব্যক্ত হয়, তাহা বুঝাইবার জন্য একটী বালককে তাহার হস্তদ্বয়ের অঙ্গুলি সকল একাদিক্রমে গণিতে বলা ভাল। সমুদায় অঙ্গুলি একবার গণনা হইলেই দশ গণনা হয়। পুনর্ব্বার সে ঐরূপে একাদিক্রমে দশ পর্য্যন্ত গণিবে। এইরূপে সে পুনঃ পুনঃ শীঘ্র গণনা করিতে থাকিবে। আট বার গণনার পর নয় বারের গণনা কালে পাঁচটী অঙ্গুলি গণনা হইলে, যদি তাহাকে জিজ্ঞাসা করা যায় যে, সর্ব্বশুদ্ধ কত গণনা হইল, তবে সে প্রায়ই ঠিক উত্তর দিতে সমর্থ হইবেক না। কিন্তু

যদি তাহার দক্ষিণ (অর্থাৎ যে দিকে দক্ষিণ হস্ত) পার্শ্বস্থ বালক-কে বলা যায় যে, যত বার প্রথম বালকটীর সমুদায় অঙ্গুলি গণনা হইবে, তত বার সে একটী একটী করিয়া আপন অঙ্গুলি তুলিবে, তাহা হইলে দ্বিতীয় বালকের অঙ্গুলি দেখিয়া বলিতে পারা যাইবে যে, কতবার প্রথম বালকের সমুদায় অঙ্গুলি গণনা হইয়াছে। এই রূপ স্থির করিয়া যদি প্রথম বালকটী পূর্ব্বমত গণিতে আরম্ভ করে, এবং দ্বিতীয় বালক, প্রথম বালকের সমুদায় অঙ্গুলি যত বার গণনা হয়, তত বার এক একটী অঙ্গুলি তুলিয়া ধরে, তাহা হইলে কখন্ কত গণনা হইল, তাহা অনায়াসে জানা যাইতে পারে। ফলতঃ যদি দ্বিতীয় বালকের পাঁচটী অঙ্গুলি উত্তোলিত হয়, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে, প্রথম বালকের সমুদায় অঙ্গুলি পাঁচ বার গণনা হইল, অর্থাৎ পাঁচদশে পঞ্চাশ গণনা হইল। আর পাঁচ বারের পর প্রথম বালকের যদি সাতটী অঙ্গুলি গণনা হয়, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে, সর্ব্বশুদ্ধ পঞ্চাশ ও সাত অর্থাৎ সাতান্ন গণনা হইল। এই রূপ গণনার সঙ্গে সঙ্গে এক দশ একে, এগার; এক দশ দুয়ে, বার; এক দশ তিনে, তের; দুই দশে, কুড়ি; দুই দশ একে, একুশ; দুই দশ পাঁচে, পঁচিশ; তিন দশে ত্রিশ; তিন দশ আটে, আটত্রিশ; চারি দশে চল্লিশ; চারি দশ দুয়ে, দুচল্লিশ; পাঁচ দশে পঞ্চাশ; পাঁচ দশ তিনে, তিপ্পান্ন; ছয় দশে ষাটি; সাত দশে সত্তর; আট দশে আশী; নয় দশে নব্বই; দশ দশে শত; এইরূপ গণনার শিক্ষা দেওয়া উচিত। দশ বার দশ অর্থাৎ এক-শত গণনা হইলে দ্বিতীয় বালকের দশটী অঙ্গুলি উত্তোলিত হয়। তাহার পর দ্বিতীয় বাল-কের দশটী অঙ্গুলির পরিবর্ত্তে তাহার দক্ষিণ পার্শ্বস্থ বালক একটী অঙ্গুলি তুলিবে এবং দ্বিতীয় বালক সমুদায় অঙ্গুলি নামাইবে। অনন্তর প্রথম বালক নূতন গণনা আরম্ভ করিয়া যতবার তাহার সমুদায় অঙ্গুলি গণিবে, ততবার পূর্ব্বমত দ্বিতীয় বালক এক একটী অঙ্গুলি তুলিবে। এই রূপে গণিতে গণিতে দ্বিতীয় বালকের পুনর্ব্বার

সমুদায় অঙ্গুলি উত্তোলিত হইলে তৃতীয় বালক আর একটী অঙ্গুলি তুলিবে এবং দ্বিতীয় বালক সমুদায় অঙ্গুলি অবনত করিবে। এইরূপে ক্রমে ক্রমে তৃতীয় বালকের দশটী অঙ্গুলি উত্তোলিত হইলে পর তাহার দক্ষিণ পার্শ্বস্থ বালক একটী অঙ্গুলি উত্তোলন করিবে এবং তৃতীয় বালক সমুদায় অঙ্গুলি অবনত করিবে। প্রথম বালক যত গণিবে, উত্তরোত্তর দক্ষিণ পার্শ্বস্থ বালকেরা এই রূপে অঙ্গুলি উত্তোলন করিয়া তাহার সংখ্যা নির্ণয় করিতে সমর্থ হইবে। এ স্থলে ইহা বালকদিগের বিলক্ষণ রূপে হৃদয়ঙ্গম করিয়া দেওয়া উচিত যে, প্রথম বালকের এক একটী অঙ্গুলি এক এক সংখ্যাসূচক দ্বিতীয় বালকের এক একটী অঙ্গুলি দশ দশ সংখ্যাবোধক, তৃতীয় বালকের এক একটী অঙ্গুলি এক এক শতসূচক, চতুর্থ বালকের এক একটী অঙ্গুলি দশ শত অর্থাৎ সহস্রসূচক, পঞ্চম বালকের এক একটী অঙ্গুলি দশ সহস্র অর্থাৎ অযুতজ্ঞাপক, ষষ্ঠ বালকের এক একটী অঙ্গুলি দশ অযুত অর্থাৎ লক্ষবোধক, ইত্যাদি। পঞ্চম বালকটীর ৩টী, তৃতীয় বালকের ৫টী ও প্রথম বালকের ১টী অঙ্গুলি তুলিয়া ধরিলে তদ্দ্বারা কত সংখ্যা প্রকাশ হয়? কোন বালককে জিজ্ঞাসা করিলে যদি সে উক্ত বিষয় গুলি বুঝিয়া থাকে, তবেই উত্তর দিতে পারিবে। যদি সে বালক না বুঝিয়া থাকে, তবে অন্য একটী বালককে জিজ্ঞাসা করিতে হইবে। যে বুঝিয়াছে. সেই বালক তিন অযুত পাঁচ শত এক বলিবে। তাহাকেই পুনঃ অন্যান্য বালককে বুঝাইয়া দিতে বলা উচিত। বালকেরা ভালরূপে বুঝিলে পর উক্ত প্রকারে অঙ্গুলি দ্বারা কখন কত সংখ্যা প্রকাশ হয়, তাহা এক এক করিয়া বালকদিগকে জিজ্ঞাসা করা উচিত। এবং কোন একটী নির্দ্দিষ্ট সংখ্যা, যথা পাঁচ লক্ষ, তিন হাজার, সাত, কোন্ কোন্ বালকের কয়টী অঙ্গুলি দ্বারা প্রকাশ হয়, তাহাও জিজ্ঞাসা করা আবশ্যক। এই রূপে ভিন্ন ভিন্ন প্রশ্নের দ্বারা বিশিষ্টরূপে আলোচনা হইলে অঙ্গুলির পরিবর্ত্তে অঙ্ক লিখিতে এবং যেখানে অঙ্গুলি

নাই, সেখানে শূন্য লিখিতে শিখাইলে বালকেরা অনায়াসেই অঙ্ক-দ্বারা সংখ্যা লিখিতে ও লিখিত অঙ্ক সকলের সংখ্যা বলিতে পারগ হয়। এ বিষয়ের প্রশ্ন মুখে মুখে জিজ্ঞাসা করাই আবশ্যক; যথা, (বাম দিক হইতে আরম্ভ করিয়া) তিন, দুটী শূন্য, পাঁচ কত হয়? উত্তর, তিন হাজার পাঁচ। সাত, দুটী শূন্য, পাঁচ, একটী শূন্য, ছয় কত হয়? উত্তর, সাত লক্ষ, পাঁচ শত, ছয়। দুই অযুত সাত শত কিরূপে লিখিবে? উত্তর, দুই, একটী শূন্য, সাত, দুইটী শূন্য। এক লক্ষ, সাত হাজার কিরূপে লিখিবে? উত্তর, এক, একটী শূন্য, সাত, তিনটী শূন্য। ইত্যাদি। এই রূপে এক বা বহু অঙ্ক (শূন্য সহিত থাকিলেও) স্বয়ং যে সংখ্যাবোধক হয়, অন্য একটী অঙ্কের বা শূন্যের বাম দিকে থাকিলে সেই সংখ্যার দশ গুণ বোধক হয়, দুটী অঙ্কের বা শূন্যের বামে থাকিলে শত গুণ বোধক হয়, এবং তিনটী অঙ্কের বা শূন্যের বামে থাকিলে সহস্র গুণ বোধক হয়, ইত্যাদি। যথা, ৩০৫৪৭=৩০০০০+৫০০+৪০+৭। অঙ্ক সকলের সংখ্যা এই রূপে স্থানানুসারে নিরূপিত হয়, ইহা জানিলেই অঙ্ক দ্বারা সংখ্যা লিখনের কৌশল সুন্দররূপে জানা যায়।

৩। বালকেরা অঙ্ক ও শূন্য দ্বারা সংখ্যা লিখিতে এবং লিখিত অঙ্কের সংখ্যা বলিতে উত্তমরূপে শিখিলে পর তাহাদিগকে চাক্ষুষ পদার্থঘটিত প্রশ্ন করিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাশির সঙ্কলন শিখান ভাল। যথা ৩ টা পেন্সিল ও ৪ টা পেন্সিল একত্র করিলে কয়টা হয়? পাঁচখান শ্লেট ও ছয়খান শ্লেট কয় খান হয়? ৯ টা আম্র ও ৭ টা আম্র কয়টা হয়? সঙ্কল্য রাশি গুলি এক জাতীয় এবং এক জাতির এক শ্রেণীস্থ না হইলে সঙ্কলন ক্রিয়া সম্পন্ন হয় না। ৫ টা কলম, ও ৭ টা আম্র একত্র সঙ্কলিত হয় না। ৫ আর ৭, ১২ হয় বটে, কিন্তু ৫ টা কলম ও ৭ টা আম্রে না ১২ টা কলম, না ১২ টা আম্র হয়। এখানে ৫ টা কলম ও ৭টা আম্র এক জাতীয় নয়। অপর ২ টাকা ও ৩ আনাকে একত্র করিলে, না ৫ টাকা, না ৫ আনা হয়।

ইহারা এক জাতীয় বটে, কিন্তু এক শ্রেণীস্থ নয়। যদি ২ টাকাকে ৩২ আনা ধরা যায়, তাহা হইলে ৩২ আনা ও ৩ আনা একত্র করিলে ৩৫ আনা হয়, ৩২ আনা ও ৩ আনা, এক জাতির এক শ্রেণীস্থ বটে।

অপর, শিক্ষক যদুকে জিজ্ঞাসা করিলেন, যদু! তুমি বল দেখি এক পাত্রে ৯ টী, আর একটী পাত্রে ৮ টী পয়সা আছে, দুই পাত্রে সর্ব্বশুদ্ধ কয়টী পয়সা আছে?

যদু। সতরটী পয়সা আছে।

শি। যদি পূর্ব্বোক্ত একটী পাত্রের পয়সাগুলি লইয়া আমার ইচ্ছামত কতকগুলি কতকগুলি করিয়া দুটী শূন্য পাত্রে রাখি তবে তিনটী পাত্রে সর্ব্বশুদ্ধ কত গুলি পয়সা হইবে?

যদু। সেই সতরটী।

শি। আবার যদি একটী পাত্রের পয়সাগুলি লইয়া পূর্ব্বমত তিনটী শূন্য পাত্রে রাখি, তাহা হইলে পাঁচটী পাত্রে সর্ব্বশুদ্ধ কত গুলি পয়সা হইবে?

যদু। সেই সতরটী।

শি। অতএব বিবেচনা করিয়া দেখ, সঙ্কল্য রাশি গুলির কতকগুলি বা সমুদয়গুলি ভিন্ন ভিন্ন অংশে বিভক্ত এবং সেই সকল সঙ্কলিত হইলেও প্রকৃত সমষ্টি স্থির হয়।

শি। হরি! বল দেখি একটী পাত্রে ৭ টী ও আর একটী পাত্রে ৬ টী আম্র আছে, দুই পাত্রে সর্ব্বশুদ্ধ কতগুলি আম্র আছে?

হরি। তেরটী আম্র আছে।

শি। যদি এই দুইটী পাত্রের প্রথম পাত্র হইতে তিনটী আম্র লইয়া দ্বিতীয় পাত্রটীতে রাখি, তাহা হইলে দুই পাত্রে সর্ব্বশুদ্ধ কতগুলি আম্র হইবে?

হরি। তেরটী।

শি। রাম! আমি পুনর্ব্বার যদি একটী পাত্র হইতে দুইটী আম্র লইয়া অপর পাত্রটীতে রাখি, তাহা হইলে দুই পাত্রে সর্ব্বশুদ্ধ কত গুলি হয়?

রাম। সেই তেরটী

শি। যদি ঐ দুই পাত্রের সমুদয় আম্র একত্র করিয়া এক পাত্রে রাখি, তবে সেই পাত্রে কতগুলি আম্র হইবে?

রাম। সেই তেরটী হইবে।

শি। অতএব দেখ, সঙ্কল্য রাশির মধ্যে যদি একটী রাশির কিয়দংশ বা সমুদয় অন্য সঙ্কল্য রাশিতে যোগ করিয়া রাশিগুলি সঙ্কলিত হয়, তবে সমষ্টির প্রভেদ হয় না।

পূর্ব্বোক্ত দুটী যুক্তি হইতে সঙ্কলনের নিয়ম উদ্ভূত হইয়াছে, অতএব বালকেরা এই দুটী যুক্তি ভাল রূপে বুঝিলে, দৃষ্টান্তদ্বারা ক্রমশঃ গুরুতর রাশির সঙ্কলন শিখান উচিত। যথা,

একটী বালকের নিকট চারি শত সাতাশিটা আর একটী বালকের নিকট ছত্রিশটা আম্র আছে, এই দুটী রাশি ঠিক দিলে কত হয় স্থির করিতে হইবে। বোর্ডে ঐ দুটী সংখ্যাবোধক অঙ্ক পাশ্চাল্লিখিত প্রকারে লিখিয়া বালকদিগকে পাঠ করিতে বলিলে, তাহারা এই রূপে পড়িবে, চারি শত সাতাশি, সমান চারি শতক, আট দশক, সাত একক; আর ছত্রিশ, সমান তিন দশক, ছয় একক।

৪ ৮ ৭	=	৪ শতক	৮ দশক	৭ একক
৩ ৬			৩ "	৬ "
		৪ "	১১ "	১৩ "
			১ "	৩ "
		১ "	১ "	
		৪ "		
৫ ২ ৩	=	৫ "	২ "	৩ "

বালকেরা সচরাচর যেরূপে অঙ্ক রাখিয়া ঠিক দেয়, তাহা বাম পার্শ্বে

লেখা হইয়াছে। পশ্চাল্লিখিত ধারাতে ঠিক দিলে ছাত্রদিগের বোধের সুবিধা হইবে। সাত আর ছয় তের, তেরতে এক দশক তিন একক, সুতরাং তিন এককের স্থানে রাখিয়া এক দশ হাতে ধরিয়া দশকের সহিত ঠিক দিতে হইবেক। এক দশ আর আট দশ নয় দশ, নয় দশ আর তিন দশ, বার দশ, বার•দশে, দশ দশক আর দুই দশক, সুতরাং দশকের নিম্নে দুই লিখিয়া হাতে ধর দশ-দশক, অর্থাৎ এক শতক; এক শতক আর চারি শতক পাঁচ শতক, সুতরাং শতকের স্থানে পাঁচ লিখ। অতএব পাঁচ-শত-তেইশ সমষ্টি স্থির হইল। দশক স্থানের অঙ্কের সংযোগ কালে এক দশ আর আট দশ নয় দশ, না বলিয়া এক আর আট নয়, নয় আর পাঁচ চৌদ্দ, চৌদ্দতে এক দশ ও চারি হয়, সুতরাং দশকের স্থানে চারি লিখিয়া অবশিষ্ট এক দশের পরিবর্ত্তে বামদিগের স্তবকের অর্থাৎ শতকের অঙ্কের সহিত এক ধরার রীতি আছে, এইরূপ শতক সহস্রাদির বেলাও জানিবে।

৪। ব্যবকলন। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাশির সঙ্কলন শিখাইবার সময়ে যেরূপ করা হইয়াছে, ব্যবকলন শিখাইবার সময়েও প্রথমে সেই রূপ চাক্ষুষ পদার্থ ঘটিত প্রশ্ন দ্বারা অল্প সংখ্যার বিয়োগ করিতে শিক্ষা করান ভাল; যথা। ৮ টা আম্রের ২ টা ভক্ষণ করিলে কয়টী অবশিষ্ট থাকে? ৬ টী পয়সার ৪ টী খরচ করিলে কয়টী থাকে? ইত্যাদি।

একটী রাশি হইতে আর একটী রাশি বিয়োগ করিতে হইলে সেই দুই রাশি এক জাতিয় এবং এক জাতির এক শ্রেণীস্থ হওয়া আবশ্যক; অন্যথা বিয়োগ ক্রিয়া সম্ভবে না। ৫ সের দুগ্ধ হইতে ২ টাকা বিয়োগ করা যায় না। ৫ হইতে ২ বিয়োগ করিলে ৩ অবশিষ্ট থাকে বটে, কিন্তু ৫ সের হইতে ২ টাকা বিয়োগ করিলে, না ৩ সের, না ৩ টাকা অবশিষ্ট থাকে। এখানে বিয়োগ করা কোন মতে সম্ভবে না, কারণ ইহারা এক জাতীয় নয়। অপর ৫ সের হইতে

৩ পোয়া অন্তর করিলে, না ২ সের, না ২ পোয়া হয়, ইহারা এক জাতীয় বটে, কিন্তু এক শ্রেণীস্থ নয়। যদি ৫ সেরকে ২০ পোয়া ধরা যায়, তাহা হইলে ২০ পোয়া হইতে ৩ পোয়া অন্তর করিলে ১৭ পোয়া অবশিষ্ট থাকে। ২০ পোয়া ও ৩ পোয়া এক জাতির এক শ্রেণীস্থ বটে।

একটী পাত্রে ১৬ টী আম্র আছে, সেই পাত্র হইতে ১২ টী আম্র লইতে হইবে। যদি একেবারে ১২টী আম্র না লইয়া প্রথমে ৮ টী লওয়া যায় এবং যাহা অবশিষ্ট থাকে, তাহা হইতে ৪টী আম্র লওয়া যায়, তাহা হইলেও ১২ টী আম্র লওয়া হয় এবং ৪ টী অবশিষ্ট থাকে। ইহাতে এই যুক্তি স্থির হইতেছে যে, বিযোজ্য রাশিকে সমান বা অসমান ভাগে বিভাগ করিয়া সেই সকল অংশ ধারাবাহিক রূপে অন্তর করিলে ক্ষতি নাই। অপর, যদি, ১৬ টী আম্রকে ৯ টী ও ৭ টী পৃথক করিয়া দুই ভাগ করা যায় এবং ৯ টী হইতে ৮ টী ও ৭ টী হইতে ৪ টী লওয়া যায়, তাহা হইলেও ১৬ টী হইতে ১২ টী আম্র লওয়া হয় এবং ১ টী ও ৩ টী অর্থাৎ ৪ টী অবশিষ্ট থাকে। এই রূপ নানা দৃষ্টান্ত দ্বারা বালকদিগকে এই যুক্তিটী বুঝাইয়া দিতে হইবে যে, এক এক টী রাশি হইতে সমান বা লঘুতর এক একটী রাশি বিয়োগ করিলে যত গুলি রাশি অবশিষ্ট থাকে, তাহাদিগের সমষ্টি, প্রথমোক্ত রাশিগুলির সমষ্টি হইতে বিযোজ্য রাশিগুলির সমষ্টি অন্তর করিলে যাহা অবশিষ্ট থাকিবে, তাহার সহিত সমান হইবে। যথা,

৬ হইতে ৩ লইলে ৩ অবশিষ্ট থাকে,

৭ হইতে ৫ লইলে ২ অবশিষ্ট থাকে,

৯ হইতে ৪ লইলে ৫ অবশিষ্ট থাকে,

৬, ৭ ও ৯ এর সমষ্টি ২২ হইতে ৩, ৫ ও ৪ এর সমষ্টি ১২ লইলে ৩, ২ ও ৫ এর সমষ্টি ১০ অবশিষ্ট থাকে। পরে ছাপ্পান্নটী আম্র হইতে সাঁইত্রিশটী আম্র খরচ করিলে কয়টী অবশিষ্ট থাকে,

জানিবার জন্য ছাপ্পন্নের নিম্নে সাঁইত্রিশ লিখ। ছয়টী আম্র হইতে সাতটী বিয়োগ করা যায় না, যে হেতুক সাত অপেক্ষা ছয় লঘু, কিন্তু এস্থলে ছয় হইতে সাত অন্তর করা উদ্দেশ্য নয়, পাঁচ দশ ও ছয় হইতে তিন দশ ও সাত অন্তর করাই উদ্দেশ্য। অতএব পাঁচ দশ ছয়কে চারি দশ ষোল বোধ করিয়া ষোল হইতে সাত অন্তর করিলে নয় অবশিষ্ট থাকে। এবং ছাপ্পান্নর ষোল বাদে অবশিষ্ট চারি দশ হইতে তিন দশ অন্তর করিলে এক দশ অবশিষ্ট থাকে, অতএব সর্ব্বশুদ্ধ এক দশ আর নয় অর্থাৎ উনিশ বাকি হইল। এ স্থলে একক, দশক প্রভৃতিকে যথাযোগ্য স্থানে লিখিতে হয়। উক্ত প্রক্রিয়া অঙ্কের দ্বারা এইরূপে লেখা যাইতে পারে।

৫৬ বা ৪০+১৬

৩৭ বা ৩০+ ৭

---

১৯ বা ১০+৯

সংখ্যা লিখনের কৌশল সুন্দররূপে বুঝিলেই উক্ত প্রক্রিয়া অনায়াসে বোধগম্য হয়। কিন্তু অস্মদ্দেশের বিদ্যালয়ে বালকগণ অন্য প্রকারে বিয়োগ ক্রিয়া সম্পন্ন করিয়া থাকে, এবং তাহার একটী স্বতন্ত্র যুক্তি আছে।

৫। দুটী পাত্রে কতকগুলি কতকগুলি আম্র আছে, তন্মধ্যে কোন্ পাত্রে বেসি আম্র আছে, জানিতে হইবে। যদি পুনঃ পুনঃ দুটী পাত্র হইতে এক একবার এক একটী বা সমসংখ্যক আম্র লইয়া অন্যত্র রাখা যায়, তবে একটী পাত্র শূন্য হইলেই জানা যাইতে পারে যে, অন্য পাত্রে বেসি আম্র ছিল কি না। অন্য পাত্রটীও শূন্য হইলে দুই পাত্রেই সমসংখ্যক আম্র ছিল, অথবা অন্য পাত্রে যে কয়টী অবশিষ্ট থাকিল, সেই কয়টী তাহাতে বেসি ছিল, ইহাই জানা গেল। যে কয়টী আম্র বেসি রহিল, তৎসূচক সংখ্যাকে অন্তর কহে। এতাদৃশ দৃষ্টান্ত দ্বারা বালকেরা অনায়াসে বুঝিতে পারে যে, যদি

উক্ত দুইটী পাত্র হইতে এককালে সমসংখ্যক আম্র লওয়া যায়, তাহা হইলে অন্তরের মান পরিবর্ত্ত হয় না; অথবা যদি দুই পাত্রে সমসংখ্যক আম্র নিক্ষিপ্ত হয়, তাহা হইলেও অন্তরের মান পরিবর্ত্ত হয় না। অর্থাৎ যদি জমা ও খরচ দুয়ের সংখ্যাতে সমান সংখ্যা যোগ করা যায়, অথবা যদি জমা ও খরচ দুয়ের সংখ্যা হইতে সমান সংখ্যা বিয়োগ করা যায়, তাহা হইলে বাকি পরিবর্ত্ত হয় না। ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টান্তদ্বারা এই যুক্তিটী বালকদিগের বিলক্ষণ হৃদয়ঙ্গম হইলে পর যেরূপে অস্মদ্দেশীয় পাঠশালায় বালকেরা এই যুক্তি অবলম্বন করিয়া বিয়োগ ক্রিয়া সম্পন্ন করে, তাহা বুঝাইয়া দেওয়া আবশ্যক। যথা, বিরাশি হইতে সাতান্ন অন্তর করিতে হইলে বিরাশির নিম্নে সাতান্ন লিখিতে হয়। দুই হইতে সাত বিয়োগ করা যায় না, কিন্তু যদি বিরাশি ও সাতান্ন উভয়েতে দশ সংযোগ করা যায়, তাহা হইলে বাকি পরিবর্ত্ত হয় না; অতএব প্রথমে বিরাশিতে যে দশ সংযোগ করিতে হইবে, তাহা দুইতে সংযোগ করিলে বার হয়, বার হইতে সাত বিয়োগ করিলে পাঁচ অবশিষ্ট থাকে, সেই পাঁচ এককের স্থানে লিখিতে হয়। বিরাশিতে দশ সংযুক্ত হইয়াছে, সাতান্নতে এপর্য্যন্ত দশ সংযুক্ত হয় নাই, কিন্তু সেই ১০ কে এক দশক ধরিয়া পাঁচ দশকে সংযোগ করিলে ছয় দশক হয়। এক্ষণে আট দশক হইতে ছয় দশক বিয়োগ করিলে দুই দশক অবশিষ্ট থাকে; অতএব তাহা দশকের স্থানে লিখিতে হয়, সুতরাং সর্ব্বশুদ্ধ দুই দশ ও পাঁচ অর্থাৎ পঁচিশ বাকি থাকে। বিয়োগ করিবার সময়ে এ পাঁচ ও আট দশক বলিয়া উল্লিখিত হয় না, কেবল পাঁচে এক যোগ করিলে ছয়, আট হইতে ছয় বিয়োগ করিলে দুই থাকে, কিন্তু সেই দুই দশক বলিয়া দশকের স্থানে লিখিত হয়। শতক সহস্র আদির সময়েও এইরূপ। বিয়োগ করিবার সময়ে বালকেরা উক্ত ক্রিয়াগুলি স্পষ্ট প্রকাশ করিয়া বলে না; তাহারা বলে, ৭ আর ৫ দেও ১২ র ২, হাতে ধর ১;

১ আর ৫, ৬; ৬ আর ২ দেও ৮ মিলে। উক্ত প্রক্রিয়া অঙ্কের দ্বারা এই রূপে লেখা যাইতে পারে।

৮২+১০=৮০+১২

৫৭+১০=৬০+ ৭

২৫　=২০+৫

৬। অপর, ৩টী পাত্রের প্রত্যেক পাত্রে সমসংখ্যক (কুড়িটী) আম্র আছে; তাহার প্রথম পাত্র হইতে ৪ টী আম্র লইলাম, পরে তাহাতে ৭ টী রাখিলাম, তৎপরে তাহা হইতে ৫ টী লইলাম এবং শেষে তাহাতে ৩ টী রাখিলাম। দ্বিতীয় পাত্রটী হইতে প্রথমে ৪ টী লইলাম, পরে ৫ টী লইলাম, তৎপরে তাহাতে ৭ টী রাখিলাম এবং শেষে ৩ টী রাখিলাম। তৃতীয় পাত্রে প্রথমে ৩ টী রাখিলাম, পরে সাতটী রাখিলাম তৎপরে তাহা হইতে ৫ টী লইলাম এবং শেষে ৪ টী লইলাম। এই রূপ করাতে স্পষ্ট দেখা যাইতেছে যে, প্রত্যেক পাত্রেই ৩ টী ও ৭ টী অর্থাৎ দশটী যোগ করা হইয়াছে, এবং প্রত্যেক পাত্র হইতে ৪ টী ও ৫ টী অর্থাৎ ৯ টী গ্রহণ করা হইয়াছে, সুতরাং প্রত্যেক পাত্রেই একটী মাত্র আম্র যোগ করার ফল হইয়াছে, অতএব সকল পাত্রেই সমান সংখ্যক (২১ টী) আম্র আছে। ইহাতে এই যুক্তি স্থির হইতেছে যে সংযোগ ও বিয়োগ ক্রিয়া ধারাবাহিকরূপে জড়িত হইলে, অগ্র পশ্চাৎ বিবেচনা না করিয়া আপন ইচ্ছানুসারে সেই ক্রিয়াগুলি সম্পন্ন করিলে ফলের কোন ন্যূনাতিরেক হয় না। পূর্ব্বোক্ত দৃষ্টান্তটী অঙ্ক ও চিহ্ন দ্বারা এইরূপে প্রকাশিত হইতে পারে;

২০—৪+৭—৫+৩=২০—৪—৫+৭+৩=২০+৩+৭—৫—৪।

৭। গুণন। একটী সংখ্যাতে যতগুলি এক থাকে, তত বার আর একটী রাশি উক্ত হইলে কত হয়, তাহা (সঙ্কলনের প্রক্রিয়া অবলম্বন না করিয়া) স্থির করণের নাম গুণন। অতএব গুণন

কতকবার উক্ত কোন রাশির সংক্ষেপ সঙ্কলন মাত্র। কেননা সাতবার পঁচিশ কত হয়, স্থির করিবার জন্য নীচে নীচে সাতটা ২৫ লিখিয়া ঠিক না দিয়া, গুণনের প্রক্রিয়ার দ্বারা পঁচিশকে সাত দিয়া গুণ করিলে সংক্ষেপে ফলস্থির করা যায়। গুণনে বার সূচক যে সাংখ্য রাশি তাহা অর্থাৎ গুণক অবশ্যই অনবচ্ছিন্ন রাশি হইবে। সুতরাং ৫।৵০ পাচ টাকা দশ আনাকে টাকা ২।৵০ দিয়া গুণ করা সম্ভবে না। প্রথমে বালকদিগকে মুখে মুখে পুর্ব্বগত চাক্ষুষ পদার্থ লইয়া অল্প অল্প করিয়া দশবার দশে এক শত হয় এই পর্য্যন্ত শিক্ষা দিতে হয়। যথা, দুই বার দুইটা টাকা লইলে কত হয়? দুইকে দ্বিগুণ করিলে কত হয়? তিনবার পাঁচটী আম্র লইলে কত হয়? তিন পাঁচে কত হয়? ইত্যাদি।

৮। ৫ কে ৪ দিয়া গুণ করিলে যাহা হয়, ৪ কে ৫ দিয়া গুণ করিলেও তাহাই হয়। বালক দিগকে ইহা বুঝাইবার জন্য পার্শ্বস্থ চিত্রে কুড়িটী শূন্য লেখা হইয়াছে।

০	০	০	০	০	৫
০	০	০	০	০	৫
০	০	০	০	০	৫
০	০	০	০	০	৫
৪	৪	৪	৪	৪	২০

বাম দিক্ হইতে আরম্ভ করিয়া দক্ষিণ দিকে গণিলে এক এক সারিতে ৫ টা ৫ টা শূন্য গণিত হয়; এবং তাদৃশ ৪ সারি দৃষ্ট হয়। অতএব ৫ কে চারি গুণ করিলে ২০ হয় জানা হইল। পুনর্ব্বার যদি উপর হইতে নীচে গণা যায়, তাহা হইলে এক এক সারিতে ৪ টা ৪ টা শূন্য গণিত হয় এবং তাদৃশ ৫ টা সারি দৃষ্ট হয়, অতএব ৪ কে ৫ গুণ করিলেও ২০ হয় জানা গেল। এই চিত্র দেখিয়া ইহা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে যে বাম দিক্ হইতে দক্ষিণদিকে, অথবা উচ্চ হইতে নীচে, যে দিকে গণনা করা যায়, কোন প্রকারে সমুদায়

শূন্যের সংখ্যা পরিবর্ত্ত হয় না। শূন্য সংখ্যা যে কুড়ি সেই কুড়িই থাকে। এইরূপ অন্যান্য দৃষ্টান্তদ্বারা এই যুক্তিটী স্থির হইবে যে, গুণ্য ও গুণক পরস্পর পরিবর্ত্তিত হইলে অর্থাৎ গুণ্যকে গুণক এবং গুণককে গুণ্য করিলে গুণফলের মান পরিবর্ত্ত হয় না।

৯। একটী পাত্রে কতকগুলি আম্র আছে, সেই পাত্র হইতে প্রথমে ৬ টী ৬ টী আম্র দুইবার লইয়া রামকে দেওয়া গেল। পুনর্ব্বার ৬ টী ৬ টী আম্র দুইবার লইয়া হরিকে দেওয়া গেল, রাম যত গুলি আম্র পাইলেন, হরিও ততগুলি আম্র পাইলেন। প্রথমে ৬টী ৬ টী আম্র যতবার লওয়া হইয়াছে, প্রথম ও দ্বিতীয়বারে ৬ টী ৬টী আম্র তাহার দ্বিগুণবার লওয়া হইয়াছে; এবং রাম যতগুলি পাইয়াছেন, রাম ও হরি উভয়ে তাহার দ্বিগুণ পাইয়াছেন। ইহাতে স্পষ্ট দেখা যাইতেছে যে ৬ টী ৬ টী আম্র দুইবার লইলে যতগুলি পাওয়া যায়, ৬ টী ৬ টী আম্র দ্বিগুণ দুইবার অর্থাৎ চারিবার লইলে তাহার দ্বিগুণ পাওয়া যায় এবং ৬ টী ৬ টী আম্র চারিবার লইলে যতগুলি পাওয়া যায়, ৬ টী ৬ টী আম্র চারিবারের অর্দ্ধেক বার অর্থাৎ দুই বার লইলে তাহার অর্দ্ধেক পাওয়া যায়। এইরূপ অপরাপর দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়া, এবং গুণ্য ও গুণকের স্থান পরিবর্ত্ত করিলে গুণফলের প্রভেদ হয় না, এই যুক্তি গ্রহণ করিয়া এই সিদ্ধান্ত স্থির করা উচিত যে, গুণ্য ও গুণক এই দুই রাশির অন্যতরকে যে পরিমাণে গুণিত বা বিভক্ত করা যায় গুণফলও সেই পরিমাণে গুণিত বা বিভক্ত হয়।

১০। কোন বিদ্যালয়ের প্রত্যেক বালকের দেয় বেতন দ্বিগুণ করিয়া সমষ্টি লইলে, সমুদায় বালকের দেয় বেতনসমষ্টি দ্বিগুণিত হয়। কোন তালুকের অন্তর্গত প্রত্যেক বিঘার কর চারিগুণ বৃদ্ধি করিলে, তালুকের সমুদয় করও চারিগুণবৃদ্ধি করা হয়। ইহাতে স্পষ্ট বোধ হইতেছে যে, কোন এক রাশিকে অপর এক রাশি দিয়া গুণ করিলে যে একটী গুণফল লাভ হয়; গুণ্যরাশিকে ভিন্ন ভিন্ন অংশে

বিভক্ত করিয়া তাহার প্রত্যেক অংশকে গুণকদ্বারা গুণ করিলে যে যে গুণফল লব্ধ হয়, তাহাদিগের সমষ্টিও পূর্ব্বোক্ত গুণফলের সমান হয়। যথা, ৩৫ কে ৪ দিয়া গুণ করিতে হইলে, এই বিবেচনা করিতে হইবে যে, ৩০ ও ৫, ৩৫ হয়, অতএব যদি ৫ কে ৪ দিয়া গুণ করিয়া এবং ৩০ কে ৪ দিয়া গুণ করিয়া দুই গুণফলকে একত্র করা যায়, তাহা হইলে ৩৫ কে ৪ দিয়া গুণ করণের ফল লাভ হয়।

$$৩৫ = ৩০+৫$$
$$৪ = ৪$$
$$১৪০ = ১২০+২০$$

এস্থলে চারিবার পাঁচ লইলে বিংশতি হয়, এবং বিংশতিতে দুই দশক ও শূন্য একক, অতএব ফলের এককের স্থানে শূন্য লিখিয়া দশকের সঙ্গে দুই ধরিয়া লওয়া যায়; চারিবার তিন দশক লইলে বার দশক হয়, বার দশক আর দুই দশক ১৪ দশক হয়, ১৪ দশকে ১ শতক ও ৪ দশক, সুতরাং দশকের স্থানে ৪ লিখিয়া শতকের স্থানে ১ লেখা যায়; অতএব ১৪০ ফল স্থির হইল। এখানে যদি ৪ বার ৩৫ লিখিয়া ঠিক দেওয়া যায় তাহা হইলেও উক্ত ফল লাভ হয়।

১১। একটী পাত্রে কতকগুলি আম্র আছে, সেই পাত্র হইতে ৫টী ৫টী আম্র ৬ বার লইতে হইবে। যদি প্রথমে ৫টী ৫টী আম্র ৪ বার লওয়া যায় এবং পরে ৫ টী ৫ টী আম্র দুই বার লওয়া যায় তাহা হইলে ৫ টী ৫ টী আম্র ৪ বার ও ২ বার অর্থাৎ ৬ বার গ্রহণ করা হয়। ইহাতে স্পষ্ট বোধ হইতেছে যে যদি গুণক রাশিকে ভিন্ন ভিন্ন অংশে বিভাগ করা যায় এবং প্রত্যেক অংশ দিয়া গুণ্য রাশিকে গুণ করিয়া সকল গুণফল একত্রিত করা হয় তাহা হইলে প্রকৃত গুণফলের মান পরিবর্ত্ত হয় না। যথা ৩৫ কে ৩৪ দিয়া গুণ করিতে হইলে এই রূপ বোধ করিতে হয়, ৩০ ও ৪, ৩৪ হয়, অতএব ৩৫ কে ৪ দিয়া গুণ করিয়া এবং ৩৫ কে ৩০ দিয়া গুণ

করিয়া দুইগুণফলকে একত্র করিলে ৩৫ কে ৩৪ দিয়া গুণ করিবার ফল লব্ধ হয়। পূর্ব্বেই স্থির হইয়াছে যে ৩৫ কে ৪ দিয়া গুণ করিলে ১৪০ হয়। যদি সেইরূপ ৩৫ কে ৩০ এর পরিবর্ত্তে কেবল ৩ দিয়া গুণ করা যায় তাহা হইলে ১০৫ গুণফল হয়। কিন্তু ৩, ৩০ এর দশাংশের একাংশ. সুতরাং ৩০ দিয়া গুণ করিলে যে গুণফল হইত, ১০৫ তাহার দশাংশের একাংশ হইয়াছে,

```
  ৩৫
  ৩৪
 ----
 ১৪০
১০৫
 ----
১১৯০
```

অতএব যদি ১০৫ এর প্রত্যেক অঙ্ককে বামদিকে এক স্থান অন্তর করিয়া রাখা হয়, তাহা হইলে ঐ গুণফলকে দশগুণ বৃদ্ধি করা হয়, অর্থাৎ ৫ কে এককের স্থানে, ০ কে দশকের স্থানে, এবং ১ কে শতকের স্থানে না রাখিয়া, ৫ কে দশকের স্থানে, ০ কে শতকের স্থানে এবং ১ কে সহস্রের স্থানে রাখিলে প্রত্যেক অঙ্কের মান দশগুণ বৃদ্ধি হয়, অতএব ৩০ এর পরিবর্ত্তে ৩ দিয়া গুণ করাতে যে প্রভেদ হইয়াছিল তাহা আর রহিল না; এই কারণ গুণফলের দ্বিতীয় পংক্তির প্রথম অঙ্ক এককের স্থানে লিখিত না হইয়া দশকের স্থানে লিখিত হয়, পরে দুই ফলকে সঙ্কলিত করিলেই প্রকৃত গুণফল লাভ হয়। এখানে ১১৯০ গুণফল স্থির হইল। ইহাতে এই স্থির হইল যে গুণকের যে স্থানের অঙ্ক দিয়া গুণ করা যায় তল্লব্ধ গুণফলের প্রথম অঙ্কটী সেই স্থানে রাখিতে হয়, অর্থাৎ গুণকের দশকের অঙ্ক দিয়া গুণ করিলে প্রথম লব্ধ অঙ্ক দশকের স্থানে এবং শতকের অঙ্ক দিয়া গুণ করিলে, প্রথম লব্ধ অঙ্ক শতকের স্থানে লিখিতে হয়। সহস্রাদির বেলাও এইরূপ।

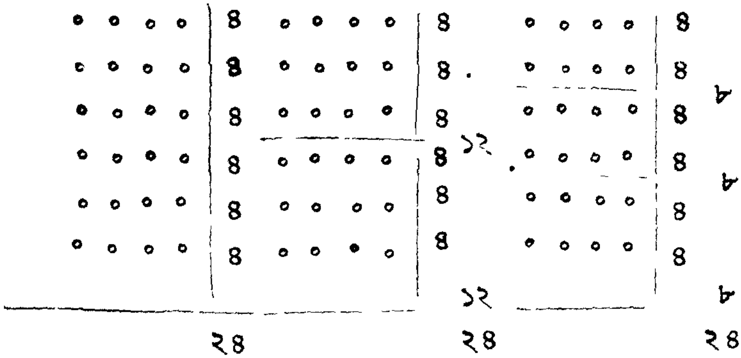
১২। গুণকে শূন্য থাকিলে তাহার এক এক শূন্যের নিমিত্ত, কোন কোন স্থানে বালকেরা এক এক সারি শূন্য লিখিয়া থাকে। যথা পার্শ্বস্থ দৃষ্টান্তে লিখিত হইয়াছে। কিন্তু পূর্ব্বোক্ত নিয়মটী বুঝিলে পর আর সে শূন্যের সারি লিখিবার প্রয়োজন থাকে না।

```
   ২৯৫
   ২০৩
  -----
   ৮৮৫
  ০০০
 ৫৯০
 ------
 ৫৯৮৮৫
```

১৩। অপর যদি ৩৫ কে ৩৪০ দিয়া গুণ করিতে হয় তাহা হইলে এই বুঝিতে হইবে যে, ৩৪, ৩৪০ এর দশাংশের এক অংশ, অতএব ৩৪ দিয়া গুণ করিয়া যে ফল লব্ধ হয়, তাহাও অভিপ্রেত গুণফলের দশাংশের এক অংশ ; অতএব তাহার দক্ষিণ পার্শ্বে একটী শূন্য যোগ করিলে তাহার প্রত্যেক অঙ্কের মান পূর্ব্বাপেক্ষা দশগুণ বৃদ্ধি হইয়া সমুদায় গুণ ফলের মানও দশগুণ বৃদ্ধি হয়; এজন্য ৩৫ কে ৩৪০ দিয়া গুণ করিলে ১১৯০০ গুণফল হয়। সেই রূপ যদি ৩৪০০ দিয়া গুণ করিতে হয় তাহা হইলে স্পষ্টই দেখা যাইতেছে, ৩৪০০, ৩৪ অপেক্ষা শতগুণ গুরু অতএব ৩৪ দিয়া গুণ করিয়া যে ফল লব্ধ হয়, তাহার দক্ষিণ পার্শ্বে দুইটী শূন্য বসাইলে সেই ফলকে শতগুণ বৃদ্ধি করা হয়, অতএব তাহাই অভিপ্রেত গুণফল হয়। এইরূপ ৩৪০০০ এর বেলাও জানিবে। ইহাতে এই স্থির হইল যে গুণকের শেষে শূন্য থাকিলে প্রথমে সেই শূন্য গুলি পরিত্যাগ করিয়া অন্যান্য অঙ্ক দিয়া গুণ করিলে যে ফল লব্ধ হয়, তাহার দক্ষিণ পার্শ্বে গুণকের যতগুলি শূন্য পরিত্যক্ত হইয়াছে, ততগুলি শূন্য দিলে অভিপ্রেত গুণফল লাভ হয়। গুণ্যের শেষে শূন্য থাকিলেও এইরূপ করিতে হয়। কোন রাশিকে ১ দিয়া গুণ করিলে সেই রাশিই থাকে অতএব তাহাকে ১০, ১০০, ১০০০, দিয়া গুণ করিতে হইলে কেবল তাহার শেষে এক, দুই, তিনটী শূন্য যথাক্রমে বসাইলেই হয়।

১৪। ৪ কে ৬ বার লইলে যে গুণফল লাভ হয়, ৪ কে প্রথমে ৩ বার লইয়া গুণফলকে ২ বার লইলেই সেই গুণফল লাভ হয়; অথবা ৪ কে প্রথমে ২ বার লইয়া গুণফলকে ৩ বার লইলেও সেই গুণফল লাভ হয়। বালকদিগকে এই যুক্তিটী স্পষ্ট করিয়া বুঝাইবার নিমিত্ত এক সারিতে ৪ চারিটী শূন্য লইয়া সেই সারি ৬ বার ভিন্ন ভিন্ন রূপে পরে লিখিত হইল। যথা, চারি শূন্যের যে এক সারি হইয়াছে, বাম পার্শ্বে সেই সারি ৬ বার লওয়া হইয়াছে মধ্যে সেই সারি তিনটী তিনটী করিয়া ২ বার লওয়া হইয়াছে, দক্ষিণ

পার্শ্বে সেই সারি দুইটী দুইটী করিয়া ৩ বার লওয়া হইয়াছে।



সর্ব্বত্রই শূন্য সংখ্যা যে ২৪ সেই ২৪ই আছে তাহার অন্যথা হয় নাই। অপর কোন রাশিকে ২৪ দিয়া গুণ করিতে হইলে সেই রাশিকে প্রথমে ৬ দিয়া গুণ করিয়া যে ফল লব্ধ হয়, তাহাকে পুনর্ব্বার ৪ দিয়া গুণ করিলে যাহা হইবেক, তাহাই সেই রাশিকে ২৪ দিয়া গুণ করার ফল হইবে। কারণ প্রথমে যে রাশিকে ৬ গুণ করা হইল, পরে গুণফলকে দ্বিগুণ করিলে সেই রাশিকেই ১২ গুণ করা হয়, তিন গুণ করিলে ১৮ গুণ এবং চারি গুণ করিলে ২৪ গুণ করা হয়। অতএব যে রাশি দুই বা ততোধিক সংখ্যার পরস্পরের গুণফল, তাহার দ্বারা গুণ করিতে হইলে যদি উত্তরোত্তর গুণ্য ও গুণফলের সেই সেই সংখ্যা (গুণনীয়ক) দ্বারা গুণ করা যায়, তাহা হইলে শেষে যে গুণফল লব্ধ হয়, উক্ত রাশির দ্বারা গুণ্যকে এককালে গুণ করিলেও সেই গুণফল লাভ হয়।

১৫। ভাগহার বা হরণ! ১৫ তে কতবার পাঁচ আছে? পাঁচ ভাগে ১৫কে বিভক্ত করিলে প্রত্যেক ভাগে কত হয়? ১৫ কে কত সমান অংশে বিভক্ত করিলে প্রত্যেক ভাগে ৫ হয়? এতাদৃশ প্রশ্নের উত্তর ভাগহারদ্বারা নির্ণয় হয়। অতএব ভাগহার দ্বারা এক রাশি অন্য রাশিতে কতবার আছে, অথবা একটী রাশিকে নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক সমান অংশে ভাগ করিলে প্রত্যেক ভাগে কত হয় অথবা প্রত্যেক

ভাগে যত হয় তাহা নির্দ্দিষ্ট থাকিলে তাদৃশ কত ভাগে সেই রাশি বিভক্ত হইতে পারে, ইহাই নির্ণয় করা যায়। গুণন যেমন সংক্ষেপ সঙ্কলন ভাগহারও তদ্রূপ সংক্ষেপ ব্যবকলন। ভাগহার গুণনের বিপরীত। অগ্রে বালকদিগকে চাক্ষুষ পদার্থ লইয়া মুখে মুখে অথবা নামতার দ্বারা লঘু রাশিকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সংখ্যা দ্বারা ভাগ করিতে শিক্ষা করান আবশ্যক। ১০৪ তে কতবার ৮ আছে জানিবার জন্য যদি ১০৪ হইতে ৮ অন্তর করা যায় এবং যাহা বাকি থাকে তাহা হইতে ৮ অন্তর করা যায় এবং যত বাকি থাকে তাহা হইতে এইরূপে ক্রমশঃ ৮ অন্তর করা যায়, তাহা হইলে তের বার ৮ অন্তর করিলে আর কিছুই অবশিষ্ট থাকে না; অতএব ১০৪ তে তের বার ৮ আছে জানা গেল। কিন্তু যদি প্রত্যেক বার ৮ অন্তর না করিয়া, দুইবার ৮, ৩ বার ৮, ৪ বার ৮, ইত্যাদি ১০ বার ৮, কত হয় জানা থাকে, তাহা হইলে এককালে আপন ইচ্ছামত কতক বার ৮ অন্তর করিলে কোন ক্ষতি হয় না। যথা,

১০৪		(বা)	১০৪	
৪০	৫ বার ৮		৮০,	১০ বার ৮
৬৪			২৪	
৪০	৫ বার ৮		২৪	৩ বার ৮
২৪				
২৪	৩ বার ৮			

এই দুই প্রক্রিয়া দ্বারা জানা যাইতেছে যে ১০৪তে ৮, (৫+৫+৩) বা (১০+৩), ১৩ বার আছে। উক্ত প্রক্রিয়ার অন্যতরটী ভিন্ন প্রকারে ব্যক্ত করা যাইতে পারে। যথা, ১০৪ কে ৮০ ও ২৪

এই দুই ভাগে বিভক্ত করিলে ৮০ তে ৮ দশবার আছে ও ২৪ তে ৮ তিনবার আছে, অতএব ১০৪ তে ৮তের বার আছে জানা গেল। কিন্তু ভাজ্যকে যথেচ্ছাক্রমে বিভাগ না করিয়া একক, দশক, শতক, সহস্র ইত্যাদি ক্রমে বিভাগ করিলে ভাল হয়। যথা বোধ কর যেন, ৯৭ কে ৩ দিয়া ভাগ করিতে হইবে। ৯০ ও ৭, ৯৭, অতএব ৯০ কে ৩ দিয়া ভাগ করিয়া, এবং ৭ কে ৩ দিয়া ভাগ করিয়া দুই ভাগফল একত্র করিলেই অভিপ্রেত ভাগফল লাভ হয়; যদি ভাগশেষ থাকে, তাহা হইলে তাহাকে ভাজ্যের অবশিষ্ট অংশের সহিত যোগ করিয়া সমষ্টিকে ভাগ করিতে হয়। এই রূপে ভাগ করিলে সর্ব্বশেষ যাহা অবশিষ্ট থাকে, তাহাই প্রকৃত ভাগশেষ। পশ্চাল্লিখিত অঙ্কের দ্বারা উক্ত দৃষ্টান্ত ঘটিত প্রক্রিয়া অনায়াসেই বোধগম্য হইবে।

৩) ৯৭ ৩) ৯০ + ৭

——— ———

৩২, ১ ৩০ + ২, ১

এস্থলে ৩২ ভাগফল, এবং ১ ভাগশেষ। ৯০ সমান ৯ দশক, ৩০ সমান ৩ দশক, অতএব ৯০ কে ৯ ও ৩০ কে ৩ জ্ঞান করিলে ক্ষতি হয় না; কেবল ৩ কে ভাগফলের যথাস্থানে অর্থাৎ দশকের স্থানে লিখিতে হয় এবং ভাগশেষ থাকিলে তাহার দক্ষিণপার্শ্বে ভাজ্যের এককের অঙ্ক লিখিয়া ভাগ করিতে হয়। ভাজ্যে অধিক সংখ্যা থাকিলেও তাহাকে এইরূপ একক, দশক, শতক, সহস্রকাদি ক্রমে বিভাগ করিতে হয় এবং সেই অংশ গুলিকে যথাক্রমে ভাজক দ্বারা ভাগ করিয়া ভাগফলের অঙ্কগুলিকে যথাযোগ্য স্থানে লিখিতে হয়।

১৬। যদি দুটী পাত্রে কতকগুলি কতকগুলি আম্র থাকে এবং দ্বিতীয় পাত্রের আম্র সংখ্যার চারি গুণ আম্র প্রথম পাত্রে থাকে, আর যদি প্রত্যেক পাত্র হইতে অর্দ্ধেক আম্র লওয়া যায় তবে প্রথম পাত্রে দ্বিতীয় পাত্র অপেক্ষা চারি গুণ আম্র থাকিবে। কারণ যখন

প্রথম পাত্রের সমুদায় আম্র দ্বিতীয় পাত্রের সমুদায় আম্রের চতুর্গুণ তখন প্রথম পাত্রের অর্দ্ধেক আম্র দ্বিতীয় পাত্রের অর্দ্ধেক আম্রেরও চতুর্গুণ হইবে এবং প্রথম পাত্রের তৃতীয়াংশ ও চতুর্থাংশ আম্রও দ্বিতীয় পাত্রের যথাক্রমে তৃতীয়াংশ ও চতুর্থাংশ আম্রের চতুর্গুণ হইবে, পঞ্চম, ষষ্ঠ প্রভৃতি অংশের বেলাও এইরূপ। অপর এখানে

১২) ৯৬ (৮   ৬) ৪৮ (৮   ৪) ৩২ (৮
৯৬   ৪৮   ৩২
———   ———   ———
০   ০   ০

৩) ২৪ (৮   ২) ১৬ (৮   ১) ৮ (৮
২৪   ১৬   ৮
———   ———   ———
০   ০   ০

স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে ভাজ্য ও ভাজক উভয়কে ক্রমশঃ ২, ৩, ৪, ৬ এবং ১২ দিয়া ভাগ করাতে যদিচ তাহাদের পরিবর্ত্ত হইতেছে, তথাপি ৮ যে ভাগফল তাহার পরিবর্ত্ত হইতেছে না, অতএব যদি ভাজ্য ও ভাজক উভয়কে এমন কোন অঙ্কদ্বারা বিভাগ করা যায় যে ভাগশেষ না থাকে অথবা ভাজ্যকে ভাগ করিলে ভাগশেষ থাকে কিন্তু ভাজককে ভাগ করিলে ভাগশেষ থাকে না; ও সেই উভয় ভাগফল লইয়া ভাগকার্য্য সম্পন্ন করা যায় তবে প্রকৃত ভাগফলের অন্যথা হয় না। ভাজকের শেষের একটী শূন্য বাদ দেওয়া এবং ভাজ্যের শেষের একটী অঙ্ক বাদ দেওয়া আর উভয়কে ১০ দ্বারা ভাগ করা তুল্য। ভাজকের শেষের দুই শূন্য বাদ দেওয়া ও ভাজ্যের শেষের দুই অঙ্ক বাদ দেওয়া আর উভয়কে ১০০ দিয়া ভাগ করা তুল্য, ইত্যাদি। অতএব যদি ভাজকের শেষে শূন্য থাকে, তবে শূন্য গুলি বাদ দিয়া এবং ভাজ্যের দক্ষিণ পার্শ্ব হইতে ততগুলি অঙ্ক বাদ দিয়া ভাজকের অবশিষ্ট রাশির দ্বারা ভাজ্যের অবশিষ্ট অংশ ভাগ

করিলে যে ভাগফল লাভ হয়, তাহাই অভিপ্রেত ভাগফল। কিন্তু যদি ভাগ করিবার পর ভাগশেষ থাকে, তবে তাহার দক্ষিণে ভাজ্যের যে যে অঙ্ক বা শূন্য পরিত্যক্ত হইয়াছিল, তাহা লিখিলে অভিপ্রেত ভাগশেষ পাওয়া যায়। আর ভাগশেষ না থাকিলে ভাজ্যের যে যে অঙ্ক পরিত্যক্ত হইয়াছিল, তাহারাই ভাগশেষ হয়। যথা,

৪,০০) ৯,৩০ (২
৮
———
১৩০

এস্থলে ভাজকের শেষের দুই শূন্য ও ভাজ্যের শেষের দুই অঙ্ক (৩০) বাদ দিয়া ভাগ করা হইয়াছে এবং ভাগশেষ একের দক্ষিণে ৩০ লিখিয়া প্রকৃত ভাগশেষ স্থির হইয়াছে। অতএব ২ ভাগ ফল এবং ১৩০ ভাগশেষ। আর ১০, ১০০, ১০০০, আদি দ্বারা ভাগ করিতে হইলে ভাজ্যের শেষ হইতে যথাক্রমে এক, দুই, তিনটী প্রভৃতি অঙ্ক বাদ দিয়া যাহা অবশিষ্ট থাকে, তাহা ভাগফল, এবং যাহা বাদ দেওয়া যায়, তাহাকেই ভাগশেষ ধরিতে হয়। উক্ত যুক্তি ও দৃষ্টান্তের বিপরীত ক্রম দ্বারা ইহাও প্রতীয়মান হইবে যে ভাগ কার্য্যের পূর্ব্বে ভাজ্য ও ভাজক উভয়কে কোন অঙ্ক দিয়া গুণ করিলেও ভাগফলের পরিবর্ত্ত হয় না।

১৭। গুণনের সময়ে যেরূপ, দুই বা ততোধিক সংখ্যার পরস্পরের গুণফল যে রাশি, তাহার দ্বারা গুণ করিতে হইলে সেই সেই সংখ্যার দ্বারা ক্রমান্বয়ে গুণ করিলেও অভিপ্রেত গুণফললব্ধ হয়, ভাগহারের বেলাও সেইরূপ, অর্থাৎ দুই বা ততোধিক সংখ্যার পরস্পরের গুণফল যে রাশি, তাহার দ্বারা কোন রাশিকে ভাগ করিতে হইলে ভাজ্য ও ভাগফলকে সেই সেই সংখ্যার দ্বারা ক্রমান্বয়ে ভাগ করিলে অভিপ্রেত ভাগফল লব্ধ হয়। কিন্তু ভাগশেষ থাকিলে অভিপ্রেত ভাগশেষ স্থির করা কিঞ্চিৎ কঠিন। অভিপ্রেত ভাগশেষ স্থির

করিবার নিমিত্ত যে সংখ্যা দিয়া ভাগ করার পর ভাগশেষ থাকে, তাহার পূর্ব্ব পূর্ব্ব যে যে সংখ্যা দিয়া ভাগ করা হইয়াছে ক্রমান্বয়ে সেই সেই সংখ্যা দ্বারা ঐ ভাগশেষকে গুণ করিতে হয়, এবং যত ভাগশেষ থাকে, সকলকে এইরূপ গুণ করিয়া গুণফল ও প্রথম ভাগশেষ একত্র করিলে তাহাদের সমষ্টি অভিপ্রেত ভাগশেষ হয়। যথা, ৭২=৬ × ৪ × ৩, অতএব ৬৩৭৫ কে ৭২ দিয়া ভাগ করিতে হইলে,

৬।	৬৩৭৫				
৪।	১০৬২	অবশিষ্ট	৩	=	৩
৩।	২৬৫	"	২	× ৬ =	১২
	৮৮	"	১	× ৪ × ৬ =	২৪
					৩৯

৬৩৭৫ কে ৬ দিয়া ভাগ করিলে ৩ ভাগশেষ রহিল এবং সে ৩ ৩ মাত্র; পরে ভাগফলকে চারি দিয়া ভাগ করিলে ২ ভাগশেষ রহিল কিন্তু সে দুই দুই নয়, তাহা ১২; কারণ ৬ দিয়া ভাগ করিলে যে ১০৬২ ফল হইয়াছিল তাহাতে এই বোধ হইতেছে যে ছয় ১০৬২ বার আছে আছে; অতএব ১০৬২র মধ্যে যে ২ ভাগশেষ রহিল তাহা দুই ৬ অর্থাৎ ১২। ৪ দিয়া ভাগ করিলে যে ভাগফল হইল তাহাকে তিন দিয়া ভাগ করিলে ১ ভাগশেষ রহিল; সেই ১, ১ নয় বস্তুতঃ ২৪ ইত্যাদি। এখানে ৮৮ ভাগফল এবং ৩৯ ভাগশেষ।

১৮। গুণ্য, গুণক ও গুণফল, এবং ভাজ্য, ভাজক, ভাগফল ও ভাগশেষে যে যে অঙ্ক থাকে, তাহাদিগের সমষ্টি হইতে যত বার

সম্ভব ৯ বাদ দিয়া গুণন ও ভাগহারের প্রক্রিয়া সপ্রমাণ করিবার একটী নিয়ম আছে। গুণনের প্রক্রিয়াতে সেই নিয়মটী যেরূপে যোজনা করিতে হয়, তাহা পাটীগণিতে লিখিত আছে, সেই নিয়মের যুক্তি পরে লেখা যাইতেছে। কোন বিশেষ সংখ্যার উল্লেখ না করিয়া সামান্যতঃ সংখ্যার উল্লেখ করিবার সময়ে সংখ্যার পরিবর্ত্তে বর্ণ লিখিলে কার্য্যের অনেক সুবিধা হয়; এবং যেখানে এইরূপ বর্ণের ব্যবহার করা যায়, সেখানে ক×খ=কখ এবং ক×ক= কক এই রূপ লেখা যায়। যদি ক খ গ ঘ এরূপ চারিটী সংখ্যা হয় যে ক= খগ+ঘ এবং আর একটী সংখ্যা ম দিয়া ক খ গ ঘকে ভাগ করিলে যথাক্রমে অ ই উ ঋ ভাগফল এবং প ফ ব ভ ভাগশেষ থাকে, অর্থাৎ ক=অম+প, খ=ইম+ফ, গ=উম+ব এবং ঘ=ঋম +ভ হয়, তবে প ও ফব+ভ এই দুই রাশি হয় সমান হইবে, নতুবা ফব+ভকে ম দিয়া ভাগ করিলে যে ভাগশেষ থাকিবে, তাহা পএর সমান হইবে। কারণ ক=খগ+ঘ এই সমীকরণে ক খ গ ঘ এর পরিবর্ত্তে তাহাদিগের উক্ত মান লিখিলে, অম+প=(ইম+ফ)×(উম +ব)+(ঋম+ভ)=ইউমম+উফম+ইবম+ফব+ঋম+ভ=(ইউম +উফ+ইব+ঋ)ম+ফব+ভ। এই সমীকরণের প্রথম পক্ষ অম+প কে ম দিয়া ভাগ করিলে প ভাগশেষ থাকে। কিন্তু শেষ পক্ষের (উইম+উফ+ইব+ঋ) ম এই অংশকে ম দিয়া ভাগ করিলে কিছুই ভাগশেষ থাকে না স্পষ্টই দেখা যাইতেছে। অতএব শেষ পক্ষের ফব+ভ যদি ম অপেক্ষা ন্যূন হয়, তবে শেষ পক্ষকে ম দিয়া ভাগ করিলে ফব+ভ ভাগশেষ থাকে, কিন্তু যদি ফব+ভ, ম অপেক্ষা গুরু হয় তবে ফব+ভ কে ম দিয়া ভাগ করিলে যাহা অবশিষ্ট থাকে শেষ পক্ষকে ম দিয়া ভাগ, করিলেও তাহাই অবশিষ্ট থাকে, অতএব ফব+ভ, ম অপেক্ষা ন্যূন হইলে পএর সমান হইবে আর ফব+ভ, ম অপেক্ষা অধিক হইলে ফব+ভকে ম দিয়া ভাগ করিলে যাহা ভাগশেষ থাকিবে তাহা পএর সমান হইবে, কারণ সমান

সমান রাশিকে অন্য কোন রাশি দিয়া ভাগ করিলে ভাগাবশেষ অবশ্যই সমান হইবে। যথা ৯৬৯৯=১৮৩×৫৩ ; এই তিনটী সংখ্যাকে ৭ দিয়া ভাগ করিলে যথাক্রমে ৪, ১ ও ৪ ভাগাবশেষ থাকে এবং ৪ ও ১ × ৪ পরস্পর সমান হইল। অপর দৃষ্টান্ত যথা, ৯৭১০=১৮৩×৫৩+১১ ; এই চারিটী সংখ্যাকে ৬ দিয়া ভাগ করিলে যথাক্রমে ২, ৩, ৫ ও ৫ ভাগাবশেষ থাকে এবং ২ ও ৩× ৫+৫ অর্থাৎ ২ ও ২০ এই দুই রাশির উভয় রাশিকে ৬ দিয়া ভাগ করিলেও ২ ভাগশেষ থাকে। প্রথমোক্ত দৃষ্টান্তে একটী গুণনের দৃষ্টান্ত সমীকরণ দ্বারা প্রকাশিত হইয়াছে এবং গুণফল গুণ্য ও গুণককে ৭ দিয়া ভাগ করিয়া ভাগশেষ দ্বারা গুণন প্রক্রিয়া সপ্রমাণ করা হইয়াছে। শেষোক্ত দৃষ্টান্তে ৯৭১০ ভাজ্য, ১৮৩ ভাজক, ৫৩ ভাগফল ও ১১ ভাগাবশেষ জ্ঞান করিলে সেই দৃষ্টান্ত লিখিত সমীকরণ দ্বারা একটী ভাগহারের দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইয়াছে, স্পষ্টই বোধ হইবে ; এবং তাহার ভাজ্যাদিকে ৬ দিয়া ভাগ করিয়া ভাগাবশেষ দ্বারা ভাগহারের প্রক্রিয়া সপ্রমাণ করা হইয়াছে।

১৯। পূর্ব্বোক্ত যুক্তি দ্বারা এই স্থির হইতেছে যে, গুণ্যাদি ও ভাজ্যাদিকে যে কোন সংখ্যা দ্বারা ভাগ করিয়া ভাগাবশেষ গুলি লইয়া যথা নিয়ম কার্য্য করিলে গুণন ও ভাগহারের প্রক্রিয়া সপ্রমাণ করা যাইতে পারে। কিন্তু যে কোন সংখ্যা দ্বারা ভাগ করিয়া ভাগাবশেষ নির্ণয় করা সহজ কর্ম্ম নয়, এ নিমিত্ত অপরাপর সংখ্যা পরিত্যাগ করিয়া ৯ কে গ্রহণ করা হইয়াছে ; কেমনা কোন অখণ্ড সাংখ্য রাশিকে ৯ দিয়া ভাগ করিলে যাহা অবশিষ্ট থাকে, সেই রাশিতে যে যে অঙ্ক থাকে, তাহাদিগের সমষ্টিকে ৯ দিয়া ভাগ করিলেও তাহাই অবশিষ্ট থাকে। কারণ ১,১০,১০০,১০০০, ইত্যাদিকে ৯ দিয়া ভাগ করিলে ১ ভাগাবশেষ থাকে, যে হেতুক তাহারা ক্রমান্বয়ে ১, ৯+১, ৯৯+১, ৯৯৯+১ ইত্যাদির সহিত সমান। এইরূপ ২, ২০, ২০০, ২০০০ ইত্যাদিকে ৯ দিয়া ভাগ করিলে ২

ভাগাবশেষ থাকিবে এবং ৩,৩০,৩০০,৩০০০, ইত্যাদিকেও ৯ দিয়া ভাগ করিলে ৩ ভাগাবশেষ থাকিবে ইত্যাদি। ইহাতে স্পষ্টই বোধ হইতেছে যে কোন সংখ্যা যথা, ৫৩৮৪ কে ৫০০০, ৩০০, ৮০, ও ৪ এই কয় ভাগে বিভক্ত করিয়া প্রত্যেক ভাগকে ৯ দিয়া ভাগ করিলে যথাক্রমে ৫, ৩, ৮ ও ৪ ভাগাবশেষ থাকিবে, অতএব ৫+৩+৮+৪=২০ হইতে ৯ বাদ দিলে যাহা অবশিষ্ট থাকিবে ৫৩৮৪ কে ৯ দিয়া ভাগ করিলেও তাহাই অবশিষ্ট থাকিবে। একটী দৃষ্টান্ত অবলম্বন করিয়া উক্ত নিয়মের যৌক্তিকতা প্রকারান্তরে প্রদর্শন করা যাইতেছে। যথা,

২৬৩ × ৬২ = ১৬৩০৬, কিন্তু
২৬৩ = ২৬১ × ২ = ২৯×৯ + ২
৬২ = ৫৪ + ৮ = ৬×৯ + ৮

এখানে স্পষ্ট দেখা যাইতেছে যে ২৬১ কে ৯ দিয়া ভাগ করিলে ভাগশেষ থাকে না, অতএব ২৬১×৬২ কেও ৯ দিয়া ভাগ করিলে ভাগশেষ থাকিবে না, এবং ২৬৩×৬২=২৬১×৬২+২×৬২ কে ৯ দিয়া ভাগ করিলে যাহা অবশিষ্ট থাকিবে ২×৬২ কেও ৯ দিয়া ভাগ করিলে তাহাই অবশিষ্ট থাকিবে। অপর ২×৬২=২×(৫৪+৮) =২×৫৪+২×৮ এবং ২×৫৪ কে ৯ দিয়া ভাগ করিলে ভাগশেষ থাকে না, কেননা ৫৪ কে ৯ দিয়া ভাগ করিলে ভাগশেষ থাকে না; অতএব ২৬৩×৬২ কে ৯ দিয়া ভাগ করিলে যাহা অবশিষ্ট থাকিবে, ২×৮ কেও ৯ দিয়া ভাগ করিলে (অর্থাৎ গুণ্য ও গুণককে ৯ দিয়া ভাগ করিয়া যে যে সংখ্যা অবশিষ্ট থাকে, তাহাদিগের গুণফলকে ৯ দিয়া ভাগ করিলেও) তাহাই অবশিষ্ট থাকিবে। এখানে ২×৮ কে ৯ দিয়া ভাগ করিলে যে ৭ ভাগাবশেষ থাকে, ২৬৩ ও ৬২ এই দুই রাশির গুণফল যে ১৬৩০৬, তাহাকে বা তাহার অঙ্কসমষ্টি ১৬ কেও ৯ দিয়া ভাগ করিলে সেই ৭ ই অবশিষ্ট থাকে, অতএব গুণন ক্রিয়াতে কোন ভুল না হইবারই অধিক সম্ভাবনা।

২০। অপর, ৯ বাদ দিয়া ভাগহারের প্রক্রিয়া সপ্রমাণ করণের নিয়ম পরে লেখা যাইতেছে। ভাজক ও ভাগফলের অঙ্ক সমষ্টি পৃথক্ পৃথক্ স্থির করিয়া সেই সেই সমষ্টি হইতে ৯ বাদ দিয়া ক্রমান্বয়ে যে যে সংখ্যা অবশিষ্ট থাকিবে, তাহাদিগের গুণফল হইতে ৯ বাদ দেও; এবং ৯ বাদ দিয়া যাহা অবশিষ্ট থাকে, তাহাকে প্রথমান্তর বল। ভাগহারের ক্রিয়ার পর যদি ভাগশেষ থাকে তবে তাহারও অঙ্ক সমষ্টি হইতে ৯ বাদ দিয়া যাহা শেষ থাকে, তাহা উক্ত প্রথমান্তরে যোগ করিয়া সমষ্টি হইতে ৯ বাদ দেও। ৯ বাদ দিয়া যাহা অবশিষ্ট থাকে, তাহাকে দ্বিতীয়ান্তর বল। পরে ভাজ্যের অঙ্ক সমষ্টি হইতে ৯ বাদ দিয়া যাহা অবশিষ্ট থাকিবে, তাহা যদি দ্বিতীয়ান্তরের সহিত অথবা ভাগশেষ না থাকিলে প্রথমান্তরের সহিত সমান না হয়, তবে ভাগক্রিয়াতে ভুল হইয়াছে সন্দেহ নাই, যদি সমান হয়, তবে ভুল না হইবারই অধিক সম্ভাবনা। ৯ সম্বন্ধে এখানে যে যে বিষয়ের উল্লেখ করা হইল, ৩ সম্বন্ধেও সেই সেই বিষয় বলা যাইতে পারে, কিন্তু ৩ অপেক্ষা ৯ গুরু বলিয়া ৯কেই গ্রহণ করা হইয়াছে।

২১। ভাগহারের বিষয়ে লিখিত হইয়াছে যে, ভাজক অপরিবর্ত্তিত থাকিয়া ভাজ্য যে পরিমাণে গুণিত বা বিভক্ত হয় ভাগফলও সেই পরিমাণে গুণিত বা বিভক্ত হয়। ১২ কে ৩ দিয়া ভাগ করিয়া ভাগফল ৪ কে ৫ দিয়া গুণ করিলে ২০ হয়। এখানে ভাগফলকে ৫ গুণ করা হইয়াছে, কিন্তু ভাজ্যকে ৫ গুণ করিয়া ভাগ করিলেও ভাগ ফল ৫ গুণ হয়; অর্থাৎ ১২ কে ৫ দিয়া গুণ করিয়া, গুণফল ৬০ কে ৩ দিয়া ভাগ করিলে ২০ ভাগফল হয়। অতএব কোন একটী রাশিকে অপর একটী রাশি দিয়া ভাগ করিয়া সেই ভাগফলকে অন্য এক রাশি দিয়া গুণ করিলে যে ফল পাওয়া যায়, প্রথম রাশিকে তৃতীয় রাশি দিয়া অগ্রে গুণ করিয়া গুণফলকে দ্বিতীয় রাশি দিয়া ভাগ করিলেও সেই ফল পাওয়া যায়। উক্ত যুক্তির বিপরীত ক্রম

অবলম্বন করিলে ইহাও অনায়াসে প্রতীত হইবে যে, যেখানে অগ্রে গুণ পরে ভাগ করিতে হয়, সেখানে অগ্রে ভাগ পরে গুণ করিলেও ক্ষতি নাই। পূর্ব্বোক্ত যুক্তি দ্বারা ইহাও প্রতিপন্ন হইবে যে, যেমন ধারাবাহিক দুইটী গুণ ও ভাগ ক্রিয়ার সময়ে অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না করিয়া ক্রিয়া দুইটী সম্পন্ন করিলে ফলের ন্যূনাতিরেক হয় না, সেইরূপ ধারাবাহিক বহু গুণন ও ভাগহার জড়িত ক্রিয়ার সময়ে অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না করিয়া ক্রিয়া গুলি সম্পন্ন করিলেও ফলের ন্যূনাতিরেক হয় না। যথা,

[{ (২৪÷৬)×৫ } ÷৪] ×৩=[{ (২৪×৫)÷৬ } ×৩] ÷৪=[{ (২৪×৫) ×৩ } ÷৬] ÷৪ ইত্যাদি। কারণ (২৪÷৬) ×৫=(২৪×৫) ÷৬ ; { (২৪×৫) ÷৬ } কে একটী রাশি (২০) জ্ঞান করিলে, (২০÷৪)×৩=(২০×৩)÷৪ ইত্যাদি।

২২। মিশ্র সঙ্কলন, ব্যবকলন, গুণন ও ভাগহার এবং লঘূকরণের যে যে যুক্তি সে সকল অনায়াসে বোধগম্য হইবে, এজন্য তাহাদিগের পৃথক্ উল্লেখ করা গেল না। কেবল এইটী বলা আবশ্যক যে, গুণনে যেমন গণক অনবচ্ছিন্ন রাশি হয়, ভাগহারে ভাজক অনবচ্ছিন্ন না হইলেও হইতে পারে। যথা কত ব্যক্তিকে টাকা ৪৪৶ সমান ভাগ করিয়া দিলে প্রত্যেক ব্যক্তি টাকা ৬।৴ পায় ? এই প্রশ্নে টাকা ৪৪৶ কে টাকা ৬।৴ দিয়া ভাগ করিলে ভাগফল ৭ হয়। গরিষ্ঠ সাধারণ গুণনীয়ক ও লঘিষ্ঠ সাধারণ গুণিতক স্থির করণের যে নিয়ম, তাহার যুক্তি পাটীগণিতেই স্পষ্ট লিখিত আছে।

২৩। ত্রৈরাশিক। ত্রৈরাশিকের নিয়ম অবলম্বন করিয়া বালকদিগকে তাহা বুঝান কঠিন। সহজ সহজ দৃষ্টান্ত অবলম্বন করিয়া কেবল গুণন ও ভাগহারের প্রক্রিয়ার সাহায্য লইয়া ত্রৈরাশিক বুঝাইয়া দেওয়া ভাল, এবং ত্রৈরাশিক ঘটিত প্রশ্নগুলি প্রথমে বিভাগ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলে বালকগণের পক্ষে সুখবোধ হয়। যথা, ৫ থান কাপড়ের মূল্য যদি ৩০ টাকা হয়, তবে ৭ থানের মূল্য

কত? এই প্রশ্নটী প্রথমে বালকদিগের পক্ষে জটিল বোধ হইবে, কিন্তু ইহাকে বিভাগ করিয়া যদি পশ্চাল্লিখিত রূপে জিজ্ঞাসা করা যায়, তবে তাহাদিগের পক্ষে সহজ হয়। যথা ৫ থানের মূল্য ৩০ টাকা হইলে ১ থানের মূল্য কত? উত্তর, ৬ টাকা। ভাগহার শিখিবার সময়ে বালকেরা এই রূপ অনেক প্রশ্নের উত্তর করিতে অবশ্যই শিখিয়া থাকিবে। অপর, ১ থানের মূল্য ৬ টাকা হইলে ৭ থানের মূল্য কত? উত্তর ৪২ টাকা। এখানে ৩০ কে ৫ দিয়া ভাগ করিয়া ভাগফল ৬ 'কে ৭ দিয়া গুণ করা হইয়াছে। কিন্তু তাহা না করিয়া অগ্রে ৩০ কে ৭ দিয়া গুণ, পরে গুণফলকে ৫ দিয়া ভাগ করিলেও হয়।

দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত। ১৩ টাকার দর সোণার ৫ ভরিতে ১০ টাকার দর সোণা কত পাওয়া যায়? প্রথমে ১ ভরির মূল্য ১৩ টাকা হইলে ৫ ভরির মূল্য ৫ গুণ ১৩ টাকা অর্থাৎ ৬৫ টাকা হয়। পরে ১০ টাকায় ১ ভরি হইলে ৬৫ টাকাতে, ৬৫ র দশমাংশ অর্থাৎ সাড়ে ছয় ভরি হয়। এখানে ১৩ কে ৫ গুণ করিয়া গুণফলকে ১০ দিয়া ভাগ করা হইয়াছে।

তৃতীয় দৃষ্টান্ত। কোন ব্যক্তি ৭২০ টাকার বনাত খরিদ করিল এবং ৫ টাকার হিসাবে প্রতি গজ বিক্রয় করিয়া ৮০ টাকা লাভ করিল, সেই ব্যক্তি প্রতি গজ কত দরে খরিদ করিয়া ছিল? এখানে ৮০ টাকা লাভ হওয়াতে সমুদায় বনাত ৭২০+৮০=৮০০ টাকায় বিক্রয় হইল। প্রতি গজ ৫ টাকার হিসাবে বিক্রয় করিলে যদি ৮০০ টাকা হয়, তবে প্রতি গজ কত টাকার হিসাবে ধরিলে ৭২০ টাকা হইবে? এই প্রশ্নটী পূর্ব্ব প্রশ্ন অপেক্ষা সহজ হইল। এক্ষণে ৫ টাকার হিসাবে গজ ধরিলে যদি ৮০০ টাকা হয়, তবে ৫ টাকার অষ্টশততম ভাগ হিসাবে অর্থাৎ ২৷ গণ্ডার হিসাবে গজ বিক্রয় করিলে ১ টাকা হয়। আর প্রতি গজ ২ গণ্ডার হিসাবে ধরিলে যদি ১ টাকা হয়, তবে ৭২০ গুণ ২ গণ্ডা অর্থাৎ ৪।৹ টাকার হিসাবে ধরিলে ৭২০ টাকা

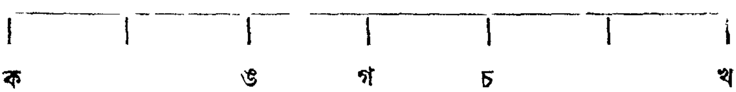
হইবে। অতএব ৪॥০ টাকা উত্তর হইল। এখানে অগ্রে ৫ টাকাকে ৮০০ দিয়া ভাগ করিয়া ভাগফলকে ৭২০ দিয়া গুণ করা হইয়াছে, কিন্তু তাহা না করিয়া ৫ টাকাকে ৭২০ দিয়া গুণ করিয়া গুণফলকে ৮০০ দিয়া ভাগ করিলেও হয়।

২৪। বহুরাশিক। উক্ত প্রকারে কেবল গুণন ও ভাগহারের সাহায্য লইয়া বহুরাশিকঘটিত প্রশ্ন সকলের সমাধান অনায়াসে হইতে পারে। কেননা সেই সকল প্রশ্নকে প্রায়ই দুই বা তদধিক ত্রৈরাশিকের প্রশ্নে পরিণত করা যাইতে পারে। যথা ৮ জনে ৫ মাসে যদি ১২০ টাকা উপার্জ্জন করে, তবে সেই হিসাবে ৬ জন ৭ মাসে কত টাকা উপার্জ্জন করিবে? এই প্রশ্নটী দুইটী ত্রৈরাশিকে পরিণত হয়। ৮ জনে (৫ মাসে) ১২০ টাকা পাইলে, ৬ জনে (৫ মাসে) কত পায়? উত্তর, এক জনে (৫ মাসে) ১৫ টাকা পায়, সুতরাং ৬ জনে (৫ মাসে) ৯০ টাকা পাইবে। অপর, যদি (৬ জনের) ৫ মাসে ৯০ টাকা হয় তবে (৬ জনের) ৭ মাসে কত হইবে? উত্তর (৬ জনের) এক মাসে ১৮ টাকা হয়, সুতরাং ৭ মাসে ১৮×৭=১২৬ টাকা হইবে। এখানে ১২০ টাকাকে প্রথমে ৮ দিয়া ভাগ, পরে ভাগফলকে ৬ দিয়া গুণ, তৎপরে গুণফলকে ৫ দিয়া ভাগ করিয়া যে ভাগফল হইল তাহাকেই ৭ দিয়া গুণ করা হইয়াছে। কিন্তু তাহা না করিয়া ১২০ টাকাকে ৬ দিয়া গুণ করিয়া গুণফলকে ৭ দিয়া গুণ করিলে এবং শেষ গুণফলকে ৮ দিয়া ভাগ করিয়া ভাগফলকে ৫ দিয়া ভাগ করিলেও হইত, অথবা ১২০ টাকাকে ৬×৭=৪২ দিয়া গুণ করিয়া গুণফলকে ৮×৫=৪০ দিয়া ভাগ করিলেও হইত।

গুণন ও ভাগহার সম্বন্ধে যে সকল যুক্তি উক্ত হইয়াছে সেই সকল যুক্তি এবং পূর্ব্বোক্ত দৃষ্টান্ত গুলির তাৎপর্য্য সুন্দররূপে বুঝিলে, বালকেরা শুভঙ্করের প্রায় সমুদায় আর্য্যার মূল এবং ত্রৈরাশিক ও বহুরাশিকের অঙ্কপাতাদির নিয়ম অনায়াসে বুঝিতে পারিবে।

২৫। ভগ্নাংশ। ২৩ কে ৩ দিয়া ভাগ করিলে ৭ ভাগফল হয় এবং ২ ভাগশেষ থাকে। অতএব ২৩ কে ৩ সমান ভাগ করিলে প্রত্যেক ভাগে, না ৭ হয়, না ৮ হয়, কিন্তু ৭$\frac{২}{৩}$ হয়, অর্থাৎ ৭, আর দুইকে তিন সমান ভাগ করিলে এক ভাগে যত হয়, তত। ঐ $\frac{২}{৩}$ কে ভগ্নাংশ কহে এবং এইরূপে ভগ্নাংশের উৎপত্তি হয়।

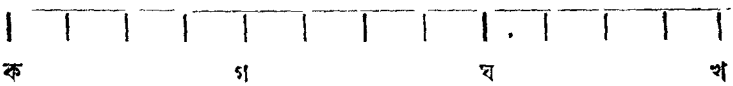
$\frac{২}{৩}$ কে দুইয়ের তৃতীয়াংশ অথবা একের দুই তৃতীয়াংশ বলা যাইতে পারে, অর্থাৎ দুইকে ৩ সমান ভাগ করিয়া তাহার এক ভাগ অথবা এককে তিন সমান ভাগ করিয়া তাহার দুই ভাগ $\frac{২}{৩}$ দ্বারা প্রকাশ করা যায়। ইহা সপ্রমাণ করিবার জন্য দুই হাত পরিমিত একটী রেখা কখ টানিয়া তাহাকে দুই সমান অংশে বিভাগ কর যথা



কগ, গখ, এবং ঐ দুই ভাগের প্রত্যেক ভাগকে তিন সমান ভাগে বিভক্ত করিলেই সমুদায় রেখাকে ৬ সমান ভাগে বিভক্ত করা হইল। এই ৬ সমান ভাগের দুই দুই ভাগ একত্র করিলে যে কঙ, ঙচ, চখ তিন অংশ হয় তাহারাও পরস্পর সমান এবং সেই তিন ভাগে সমুদায় রেখাটী বিভক্ত হইয়াছে; অতএব কঙ, কখএর অর্থাৎ ২ হাতের এক তৃতীয়াংশ। অপর, ঐ কঙতে কগএর অর্থাৎ এক হাতের তিন ভাগের দুই ভাগ অর্থাৎ দুই তৃতীয়াংশ আছে স্পষ্টই দেখা যাইতেছে, সুতরাং দুইয়ের তৃতীয়াংশ আর একের দুই তৃতীয়াংশ সমান।

ভগ্নাংশের লব ও হরকে যথাক্রমে ভাজ্য ও ভাজক এবং ভগ্নাংশটীকে ভাগফল জ্ঞান করিলে ভাগহারের যুক্তি দ্বারা ইহা প্রতিপন্ন হইবে যে, ভগ্নাংশের লব ও হর উভয়কে কোন রাশি দিয়া গুণ বা ভাগ করিলে ভগ্নাংশের মান পরিবর্ত্ত হয় না। যথা $\frac{২}{৩}$ এই ভগ্নাংশের লব ও হরকে ৪ দিয়া গুণ করিলে $\frac{৮}{১২}$ হয়, অতএব $\frac{২}{৩}=\frac{৮}{১২}$ অর্থাৎ এককে ৩ সমান ভাগ করিয়া দুই ভাগ লইলে যাহা হয় এককে

সমান ১২ ভাগ করিয়া তাহার ৮ ভাগ লইলেও তাহাই হয়। এই যুক্তিটী প্রকারান্তরে সপ্রমাণ করা যাইতে পারে। যথা, এক হাত পরিমিত একটী রেখা কখকে কগ, গঘ, ও ঘখ এই তিন সমান ভাগে বিভক্ত করিয়া প্রত্যেক ভাগকে পুনর্ব্বার চারি সমান অংশ করিলে



সমুদায় কখ রেখাকে ১২ সমান ভাগে বিভক্ত করা হয়। কখকে প্রথমে যে ৩ ভাগ করা হয়, কঘতে তাহার দুই ভাগ আছে, সুতরাং কঘ=$\frac{২}{৩}$। অপর কখকে দ্বিতীয়বার যে ১২ ভাগ করা হয় কঘতে তাহার ৮ ভাগ আছে, সুতরাং কঘ=$\frac{৮}{১২}$; অতএব $\frac{২}{৩}=\frac{৮}{১২}$।

ভিন্ন ভিন্ন ভগ্নাংশকে সাধারণ হরবিশিষ্ট করণের নিয়ম, এবং ভগ্নাংশের সঙ্কলন ও ব্যবকলনের নিয়ম পূর্ব্বোক্ত যুক্তিমূলক। ভগ্নাংশ গুলি সাধারণ হর বিশিষ্ট হইলে তাহাদিগের মধ্যে কোন্‌টী গুরু কোন্‌টী লঘু তাহা স্থির হয় এবং সঙ্কলন ও ব্যবকলন ক্রিয়া অনায়াসসাধ্য হয়।

২৬। ভগ্নাংশের গুণন। $\frac{২}{৩}$ কে ৪ দিয়া গুণ করিতে হইলে $\frac{২}{৩}$ কে ৪ বার রাখিয়া সঙ্কলন করিতে হয়, যথা $\frac{২}{৩}+\frac{২}{৩}+\frac{২}{৩}+\frac{২}{৩}=\frac{৮}{৩}$। ইহাতে স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে, কোন অখণ্ড রাশি দিয়া ভগ্নাংশকে গুণ করিতে হইলে সেই রাশি দিয়া ভগ্নাংশের লবকে গুণ করিয়া গুণফলের নীচে হর রাখিলেই গুণকার্য্য সম্পন্ন হয়। অপর $\frac{৮}{৩}$ কে ৪ দিয়া ভাগ করিলে $\frac{২}{৩}$ হয়, অতএব কোন ভগ্নাংশকে অখণ্ড রাশি দিয়া ভাগ করিতে হইলে, সেই রাশি দিয়া লবকে ভাগ করিয়া ভাগফলের নীচে হর রাখিলেই হয়। যদি $\frac{২}{৩}$ কে $\frac{৪}{৫}$ দিয়া গুণ করিতে হয় তবে ক্রিয়াটী কি রূপে সম্পন্ন হইবে? $\frac{২}{৩}$ কে ১, ২, ৩, ৪ ইত্যাদি দ্বারা গুণ করা সম্ভবে, কিন্তু $\frac{৪}{৫}$ দিয়া গুণ করা কি রূপে সম্ভবে? অতএব এরূপ স্থলে বিশেষ বিবেচনা করিতে হইবে।

৬ কে ৪ দিয়া গুণ করিতে হইলে, ৪ তে যত গুলি ১ আছে তত বার ৬ লইতে হয়। যথা,

$৪=১+১+১+১$

$৬\times৪=৬+৬+৬+৬=২৪$ ।

এখানে যে কার্য্য দ্বারা ১ হইতে ৪ উৎপন্ন হইয়াছে, ৬ কে ৪ গুণ করিবার জন্য ৬ লইয়া সেই কার্য্যই করা হইল। অতএব যে কার্য্যদ্বারা ১ হইতে $\frac{৪}{৫}$ উৎপন্ন হইয়াছে, $\frac{২}{৩}$ কে $\frac{৪}{৫}$ দিয়া গুণ করিতে হইলে $\frac{২}{৩}$ লইয়া সেই কার্য্য করিতে হইবে, অর্থাৎ যেমন ১ কে ৫ সমান ভাগ করিয়া তাহার ৪ ভাগ লইয়া $\frac{৪}{৫}$ হইয়াছে, তেমন $\frac{২}{৩}$ কে ৫ সমান ভাগ করিয়া তাহার চারি ভাগ লইতে হইবে। $\frac{২}{৩}=\frac{১০}{১৫}$ অতএব $\frac{১০}{১৫}$ কে ৫ ভাগ করিলে প্রতি ভাগে $\frac{২}{১৫}$ হয়, এবং তাহার ৪ ভাগ লইলে $\frac{২}{১৫}+\frac{২}{১৫}+\frac{২}{১৫}+\frac{২}{১৫}=\frac{৮}{১৫}$ হয়, অতএব $\frac{২}{৩}\times\frac{৪}{৫}=\frac{৮}{১৫}$ ।

২৭। ভগ্নাংশের ভাগহার। $\frac{৬}{৭}$ কে $\frac{২}{৭}$ দিয়া ভাগ করিতে হইবে, অর্থাৎ $\frac{২}{৭}$ কে কত বার গ্রহণ করিলে $\frac{৬}{৭}$ হয় স্থির করিতে হইবে। এখানে স্পষ্ট দেখা যাইতেছে যে $\frac{২}{৭}$ কে ৩ বার গ্রহণ করিলেই $\frac{৬}{৭}$ হয়, অতএব ৩ ভাগফল স্থির হইল। কিন্তু যেখানে ভাগফল অখণ্ড রাশি না হইয়া ভগ্নাংশ হয়, সেখানে ভাজক কতবার লইলে সমষ্টি ভাজ্যের সমান হইবে ? এরূপ প্রশ্ন করা সম্ভবে না, অতএব সে স্থলে ভাগহারের অর্থবোধ কি রূপে হইবে। যথা, $\frac{৫}{১১}$ কে $\frac{২}{৩}$ দিয়া ভাগ করিতে হইলে, $\frac{৫}{১১}$ তে $\frac{২}{৩}$ কত বার আছে এরূপ প্রশ্ন করা সম্ভবে না ; কেননা $\frac{২}{৩}$ কে ১, ২, ৩, ৪ ইত্যাদি যত বার লওয়া যায়, কিছুতেই তাহার সমষ্টি $\frac{৫}{১১}$ হয় না। পূর্ব্বে গুণনে যে রূপ অর্থের যোজনা করা হইয়াছে এখানেও সেই রূপ করিতে হইবে, কেননা ভাজক ও ভাগফলের গুণনে ভাজ্য রাশির সমান রাশি উৎপন্ন হয়। অতএব এ স্থলে $\frac{২}{৩}$ কে কয় সমান অংশে বিভাগ করিয়া তাহার এক অংশ কত বার লইলে $\frac{৫}{১১}$ হয় ? এই রূপ প্রশ্ন করিয়া ভাগহারের অর্থ সংগ্রহ করিতে হইবে। এখানে উভয় ভগ্নাংশ $\frac{৫}{১১}$ ও $\frac{২}{৩}$ কে

সাধারণ হর বিশিষ্ট করিলে $\frac{১৫}{৩৩}$ও $\frac{২২}{৩৩}$ হয়। $\frac{২২}{৩৩}$ কে অর্থাৎ $\frac{২}{৩}$ কে ২২ ভাগ করিলে প্রতিভাগে $\frac{১}{৩৩}$ হয়, তাহার ১৫ ভাগ লইলে $\frac{১৫}{৩৩}$ অর্থাৎ $\frac{৫}{১১}$ হয়; অতএব $\frac{১৫}{২২}$ ভগ্নাংশই ভাগফল, সেই ভাগফলের লব যে ১৫, তাহা ভাজ্যের লব ও ভাজকের হরের গুণফল এবং সেই ভাগফলের হর যে ২২ তাহা ভাজ্যের হর ও ভাজকের লবের গুণফল ইহা স্পষ্টই দেখা যাইতেছে। অতএব ভগ্নাংশের গুণন ও ভাগহার ঘটিত ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টান্ত লইয়া বালকদিগকে উক্ত প্রকারে বুঝাইয়া দিলে তাহারা অনায়াসে গুণন ও ভাগহারের নিয়ম সকল বুঝিতে সমর্থ হয়!

২৮। এক্ষণে যেরূপে অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বালকদিগকে সংখ্যা ঘটিত উপদেশ দিতে হইবে তাহার একটী দৃষ্টান্ত লিখিয়া এই প্রকরণের উপসংহার করা যাইতেছে।

৬ ছয়ের অর্থ বুঝাইয়া দেওয়া এই পাঠের উদ্দেশ্য।

বালকদিগের সম্মুখে কতকগুলি চাক্ষুষ পদার্থ যথা কাষ্ঠখণ্ড, কড়ি, কলম, পয়সা ইত্যাদি রাখিয়া শিক্ষক পাঠ দিতে আরম্ভ করিলেন।

১। শিক্ষক। (বালকেরা পাঁচের অর্থ বুঝিয়াছে কি না পরীক্ষা করিবার জন্য) হরি! তুমি পাঁচটী কাষ্ঠখণ্ড লইয়া এই স্থানে রাখ। হরি চারিটী কাষ্ঠখণ্ড লইয়া সেই স্থানে রাখিলেন।

শি। (অর্থাৎ শিক্ষক) কেমন হরি কি পাঁচখানি কাষ্ঠ রাখিয়াছেন?

বালকেরা বলিল, না মহাশয়।

শি। তবে কে পাঁচটী কাষ্ঠখণ্ড এখানে রাখিতে পার? কেদার আর একটী কাষ্ঠখণ্ড আনিয়া হরির আনীত চারিটী কাষ্ঠ খণ্ডের সঙ্গে রাখিয়া বলিলেন এই পাঁচটী কাষ্ঠখণ্ড হইয়াছে।

শি। যদু! বলদেখি কেমন করিয়া পাঁচটী হইল? যদু এক একটী সরাইয়া গণিতে লাগিলেন; একটী, দুইটী, তিনটী, চারিটী, পাঁচটী। পরে শিক্ষক এক একটী লইয়া বালকদিগকে দেখাইতে লাগিলেন

বালকেরা এক একটী গণিতে লাগিল, যথা, একটী, দুইটী, তিনটী, চারিটী, পাঁচটী। শি। রাম!, তুমি পাঁচটী কলম আন। রাম পাঁচটী কলম আনিলেন।

শি। রাখাল! তুমি পাঁচটী পয়সা আন। রাখাল পাঁচটী পয়সা আনিলেন। ইত্যাদি।

২। শিক্ষক। (বালকেরা পাঁচের অর্থ বুঝিয়াছে দেখিয়া তাহাদিগকে ছয়ের অর্থ বুঝাইবার জন্য) পাঁচটী কাষ্ঠ খণ্ডের নিকট আর একটী কাষ্ঠখণ্ড রাখিয়া বলিলেন এই ছয়টী কাষ্ঠখণ্ড হইল। তোমরা বল দেখি এখানে কয়টী কাষ্ঠখণ্ড আছে? বালকেরা বলিল, ৬টী কাষ্ঠখণ্ড আছে।

শি। (ছয়টী গুলি এক স্থানে রাখিয়া বলিলেন) এ কয়টী গুলি? বালকেরা বলিল ছয়টী গুলি। শিক্ষক এক স্থানে পাঁচটী কলম রাখিয়া বলিলেন। হরি! এখানে কয়টী কলম আছে? হরি বলিল পাঁচটী। শিক্ষক তাহাতে আর একটী কলম যোগ করিয়া বলিলেন বল দেখি এক্ষণে কয়টী কলম হইল? হরি বলিলেন ছয়টী। শি। তবে সকলে বল দেখি পাঁচটীতে একটী যোগ করিলে, কয়টী হয়? বা (অর্থাৎ বালকেরা)। ছয়টী। শি। পাঁচটী পয়সা আর একটী পয়সা কয়টী হয়? বা। ছয়টী। শি। পাঁচটী বালক আর একটী বালক কয়টী বালক হয়? বা। ছয়টী বালক হয়। ইত্যাদি।

৩। শিক্ষক। (বালকেরা ছয়ের অর্থ ভাল রূপে বুঝিয়াছে কি না জানিবার জন্য) রাম! তুমি ছয়টী কলম আন। রাম ছয়টী কলম আনিল। শি। হরি! তুমি ছয়টী পয়সা আন। হরি ছয়টী পয়সা আনিল। শি। কেদার! তুমি ছয়টী গুলি আন। কেদার। পাঁচটী গুলি আনিল। শি। কেদার কি ছয়টী গুলিআনিয়াছে? বা। না, মহাশয় তিনি পাঁচটী গুলি আনিয়াছেন। শি। যদু! তুমি বল দেখি কেদারের আনীত পাঁচটী গুলিতে আর কয়টী যোগ করিলে ছয়টী হয়? যদু। একটী। শি। যদু! তুমি তাহাই কর। যদু একটী গুলি আনিয়া যোগ করিল

৪। শিক্ষক। (বালকেরা ছয় এই সংজ্ঞাটী অর্থ সহিত শিখিয়াছে কি না জানিবার জন্য ছয় খান কাষ্ঠখণ্ড হস্তে করিয়া) মোহন! আমার হস্তে কয় খান কাষ্ঠ আছে? মোহন। ছয় খান। শি। (ছয়টী কলম হস্তে করিয়া) রাম! আমার হস্তে কয়টী কলম আছে? রাম। ছয়টী। ইত্যাদি

৫। শিক্ষক। (বালকেরা ছয় এই সংজ্ঞাটী যথাস্থানে প্রয়োগ করিতে পারে কি না জানিবার জন্য ছয়টী বোতল সম্মুখে রাখিয়া) মধু! এখানে কয়টী বোতল আছে? মধু বলিলেন ছয়টী। শি। ছয়টী কিরূপে হইল মধু এক একটী বোতল স্পর্শ করিয়া গণিতে লাগিল; এক, দুই, তিন, চারি, পাঁচ, ছয়।

৬। শিক্ষক। (কোন্ কোন্ সংখ্যার যোগে ছয় হয় শিখাইবার জন্য) রাম! বল দেখি ৫টী পয়সা আর কয়টী পয়সা হইলে ৬টী পয়সা হয়? রাম। পাঁচটী আর একটী পয়সা হইলে ছয়টী পয়সা হয়। শি। একটী গুলি আর কয়টী গুলি হইলে ছয়টী গুলি হয়? রাম। একটী গুলি আর পাঁচটী গুলি হইলে ছয়টী গুলি হয়। শি। হরি! চারিটী পেন্সিল আর কয়টী হইলে ছয়টী হয়? হরি। চারিটী পেন্সিল আর দুইটী পেন্সিল হইলে ছয়টী পেন্সিল হয়। শি। আশুতোষ! দুইটী আর কয়টী কলম হইলে ছয়টী কলম হয়? আশু। দুইটী আর চারিটী কলম হইলে ছয়টী হয়। শি। যদু! তিন খান শ্লেট আর কয় খান শ্লেট হইলে ছয় খান হয়? যদু। তিন খান আর তিন খান হইলে ছয় খান হয়। শি। রাম! বল দেখি কলমের কোন্ দুইটী রাশি একত্র করিলে অর্থাৎ কয়টী কয়টী কলম লইলে ছয়টী কলম হয়। রাম। ১ টী আর ৫ টী কলম, ২ টী আর ৪ টী কলম, ৩ টী আর ৩ টী কলম একত্র করিলে ছয়টী কলম হয়। শি। ভাল, উক্ত রাশি কয়টী ভিন্ন আর এমন কোন দুইটী রাশি আছে কি যাহাদিগের যোগে ছয়টী কলম হয়? রাম। হাঁ, ৪ টী ও ২ টী কলম একত্র করিলে ছয়টী হয়। শি। হাঁ; ঐ দুই রাশি একত্র করিলে ছয়টী

কলম হয় বটে, কিন্তু উহারা ত উক্ত হইয়াছে। যে যে রাশি উক্ত হইয়াছে তদ্ভিন্ন অন্য কোন দুই রাশি কলম একত্র করিলে ছয়টী কলম হয় কি না? রাম। না!

৭। শিক্ষক। বনমালি! তুমি বল দেখি একটী অঙ্গুলি আর কয়টী হইলে ছয়টী অঙ্গুলি হয়। বন। একটী আর পাঁচটী অঙ্গুলি হইলে ছয়টী হয়। শি। ভাল, ছয়টী অঙ্গুলি হইতে একটী অঙ্গুলি লইলে কয়টী থাকে? বন। ৫ টী থাকে। শি। ভাল, ছয়টী অঙ্গুলি হইতে পাঁচটী লইলাম কয়টী রহিল? বন। একটী রহিল। শি। রাম! ছয়টী বোতামকে দুই ভাগ করিলাম, এক ভাগে দুইটী আর এক ভাগে চারিটী। এক্ষণে যদি ছয়টী হইতে দুইটী বোতাম লই তবে কয়টী থাকে? রাম। চারিটী থাকে। শি। আবার যদি ছয়টী বোতাম হইতে চারিটী লই তবে কয়টী থাকে? রাম। দুইটী থাকে। শি। মুরারি! তিনতা কাগজ আর কয়তা হইলে ছয়তা কাগজ হয়? মুরারি। তিন তা আর তিন তা হইলে ছয় তা কাগজ হয়। শি। ছয়তা কাগজ হইতে তিনতা লইলে কয়তা থাকে? মুরারি। তিনতা থাকে। শি। ছয়টী কলম হইতে ছয়টী লইলে কয়টী থাকে। মুরারি। কিছুই থাকে না। ইত্যাদি। ইহার পর এই পাঠের সংক্ষেপ আম্রেড়ন করিয়া পাঠটী সমাপন করা কর্ত্তব্য।

শিক্ষাপ্রণালী।

পরিশিষ্ট।

৪। চতুর্থ প্রকরণ।

ভুগোলশিক্ষা।

১ ইতিহাস, রাজনীতি প্রভৃতি বিবিধ বিষয়ে ভুগোল শিক্ষার সবিশেষ উপযোগিতা আছে। ইতিহাস পাঠে ভুগোলবিদ্যার বিশেষ

উপযোগিতা আছে ইহা অনেকেই স্বীকার করেন। রাজনীতি বিষয়েও তাহার যে বিশেষ উপযোগিতা আছে তাহাই পরে প্রতিপন্ন করা যাইতেছে। সন্তানের শুভসাধন করা যেমন পিতামাতার কর্ত্তব্য, প্রজালোকের হিতসাধন করাও সেই রূপ রাজা ও রাণীর কর্ত্তব্য। প্রজাদিগের কোন কোন্ বিষয়ে কি কি অভাব আছে, আচার ব্যবহার কি রূপ, সৌভাগ্য সম্পাদনের সদুপায় কি এবং কি প্রকার ব্যবস্থা প্রণয়ন করিলে তাহাদিগের সুখোৎপত্তি ও দুঃখনিবৃত্তি হয়, ইত্যাদি কোন বিষয়ঘটিত কথার মীমাংসা করিতে হইলে অবশ্যই তাহাদিগের ও তাহাদিগের আবাসভূমির অবস্থার সবিশেষ জ্ঞানের প্রয়োজন হয়। সেই জ্ঞান ভূগোলবিদ্যা সাপেক্ষ অতএব তাহাদিগের দেশ ও অবস্থা ঘটিত কতকগুলি স্বাভাবিক ও কতকগুলি কৃত্রিম বিষয় অবগত হওয়া আবশ্যক। দেশটী ভূপৃষ্ঠের যে ভাগে অবস্থিত সেই ভাগ, দেশের জল বায়ু, চতুঃসীমা, উপকূলপরিমাণ, নদী সকলের প্রকৃতি, ভূমির গুণ দোষ, দেশোৎপন্ন খনিজ, উদ্ভিজ্জ ও প্রাণিসমূহ, এই গুলি স্বাভাবিক বিষয়মধ্যে গণ্য। দেশীয় লোকের বিবাহ, বিদ্যা, শাসনাদি ঘটিত নিয়ম সকল, তাহাদিগের বাণিজ্য, শিল্প ও কৃষিকার্য্য, ভাষা ও বিজ্ঞানাদি শাস্ত্রের উন্নতি, ধর্ম্ম ও আচার ব্যবহার; এই গুলি কৃত্রিম বিষয় মধ্যে গণ্য. এই সকল বিষয়ের সুন্দর জ্ঞান থাকিলেই দেশের ও দেশীয় লোকের অবস্থার জ্ঞান জন্মে। ভূগোল বিদ্যার আলোচনা ব্যতিরেকে ঐ সকল বিষয়ের জ্ঞানলাভ কোন ক্রমে সম্ভবে না।

কিন্তু ক্ষোভের বিষয় এই, অনেকে ইহার উপযোগিতা ও আবশ্যকতার বিষয় অবগত নহেন। অনেক স্থলে দেখিতে পাওয়া যায়, কি শিক্ষক কি ছাত্র উভয়েই ভূগোল বিদ্যা বিষনয়নে দর্শন করেন। শিক্ষকেরা আপদ্ জ্ঞান করিয়া তদুপদেশে প্রবৃত্ত হন। বালকেরাও অগত্যা ঔষধ সেবনের ন্যায় তৎপাঠে ব্যাপৃত হয়। যে যে স্থলে এতদ্বিষয়ক শিক্ষাদানের ফলোপধায়িনী প্রণালী নাই, তত্তৎ স্থলেই

এরূপ ঘটিয়া থাকে। সুন্দর প্রণালীতে উপদেশ দিলে শিক্ষক ও ছাত্রগণের ভূগোলবিদ্যায় যাদৃশ অনুরাগ জন্মিবার সম্ভাবনা আছে, অন্য কোন শাস্ত্রে তাদৃশ অনুরাগ হইবার সম্ভাবনা নাই।

২। ভূগোলবিদ্যার প্রতি লোকের এতাদৃশ বিদ্বেষবুদ্ধির কারণ এই যে, অনেকে অনভিজ্ঞতাবশতঃ কেবল কতকগুলি দেশ, পর্ব্বত, নগর, নদ, নদী প্রভৃতির নাম অভ্যাসকেই ভূগোলবিদ্যা বলিয়া জানেন এবং তদনুসারিণী শিক্ষাদান ধারাও প্রবর্ত্তিত করিয়া থাকেন। গ্রাম নগরাদির নাম মধ্যে অনেক নামই নিতান্ত শ্রুতি-কটু ও নীরস। সেই নীরস নামাবলীর অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা সাতি-শয় ক্লেশকর হয়, সুতরাং তাহাতে অধ্যাপয়িতা ও অধ্যেতা উভয়েরই সাভিনিবেশ প্রবৃত্তি দুর্ঘট হইয়া উঠে। এই নিমিত্তই উক্ত ধারাতে শিক্ষাদান সবিশেষ ফলোপধায়ক হয় না। স্কেজরাক, কাটিগট, সাউণ্ড, জিব্রলটর প্রভৃতি কতকগুলি নীরস দুঃখোচ্চার্য্য শব্দ কণ্ঠস্থ করিলা কি বিশেষ ফলোদয় হইতে পারে? ইউরোপের মধ্যে উক্ত নামে কয়েকটী স্থান আছে বলিয়া বালকদিগকে ঐ সকল অভ্যাস করিতে হয়, কিন্তু সেই অভ্যাসে বালকদিগের যে কষ্ট হয়, তাহা যাঁহারা ঐ রূপে ভূগোল শিক্ষা করিয়াছেন তাঁহারাই বিলক্ষণ বুঝিতে পারেন। তাদৃশ কষ্ট স্বীকার করিয়া অভ্যাস করিলেও ৩।৪ দিবস পরে ঐ সকল নাম কথঞ্চিৎ স্মৃতিপথে উদিত হয়। সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায়, শিক্ষকেরা কি ব্যাকরণ কি ভূগোল, কোন শাস্ত্রের পাঠারম্ভ কালে ছাত্রগণকে কেবল কতকগুলি লক্ষণ অভ্যাস করিতে দেন। এইরূপে অভ্যাসের উপর নির্ভর করিয়া কিছুকাল গত হয়। এই প্রথা এ দেশে বহুকাল অবধি প্রচলিত আছে। এত-দ্দেশীয় চতুষ্পাঠীতে বালকগণ কেবল ব্যাকরণ আবৃত্তি করিয়া তিন চারি বৎসর অতিবাহিত করে। অর্থ না বুঝিয়া শুকপক্ষীর ন্যায় কেবল কতকগুলি শব্দ মুখস্থ করিলে উপকার হয় না, প্রত্যুত বহুতর অপকার হয়। তাহাতে একমাত্র স্মরণ শক্তিরই কিঞ্চিৎ পরিচালনা

হয়, অন্যান্য মনোবৃত্তি পরিচালনা বিরহে মলিন হইয়া যায়। আবৃত্তির দিকে দৃষ্টি না রাখিয়া পদার্থের দিকে দৃষ্টি রাখা আবশ্যক। কেননা সুন্দররূপে অর্থ বোধ হইলেই অনায়াসে অভ্যাস হইতে পারে। অতএব যাহাতে বালকেরা পদার্থ জ্ঞানে সমর্থ হয়, তাদৃশ শিক্ষাদানই বিধেয়।

৩। বালকেরা কেবল অভ্যাসের উপর নির্ভর করিয়া ভূগোল শিক্ষা করে এবং শিক্ষক মহাশয়েরাও পড়াইবার সময়ে পুস্তক হস্তে করিয়া দেখেন, বালকেরা পুস্তকস্থ শব্দগুলি যথাক্রমে কণ্ঠস্থ করিয়াছে কি না। এতাদৃশ অধ্যাপনা ও শিক্ষা বিড়ম্বনা মাত্র। আমরা অনেক স্থানে শিক্ষা দানের ঈদৃশী অফলা ও অনর্থফলোৎপাদিনী রীতি প্রত্যক্ষ করিয়াছি। একদা এক বিদ্যালয় পরীক্ষা করিতে গিয়াছিলাম, দেখিলাম বালকেরা ভূগোল সূত্রের ১২ পৃষ্ঠা পাঠ করিয়াছে। তাহাদিগকে কতকগুলি লক্ষণ জিজ্ঞাসিত হইল। কেহ ২, ১ টীর উত্তর দিল, কেহ বা একে আর উত্তর দিতে লাগিল। কেহ বা প্রথমে কিছু বলিতে পারিল না, কিন্তু লক্ষণের প্রথম ২, ৩ শব্দ শুনিয়া অবশিষ্ট অংশ অনর্গল আবৃত্তি করিতে লাগিল। পরে তাহারা মানচিত্র দেখিয়াছে কি না জিজ্ঞাসা করাতে তাহাদিগের শিক্ষক বলিলেন, তাহারা এখনও মানচিত্র দেখিয়া শিক্ষা করিবার যোগ্য হয় নাই, সমুদায় আসিয়ার বিষয় পাঠ হইলে মানচিত্র দেখান যাইবে। ভূগোলবিষয়ক শিক্ষা দানের ঈদৃশ কুৎসিত রীতিতে কোন্ বালকের ও কোন্ শিক্ষকের বিরক্তি না জন্মে? দেশের লোকেরই বা এই শাস্ত্রে বিদ্বেষ বুদ্ধি না জন্মিবে কেন?

৪। পুস্তকস্থ নামগুলি অভ্যাস করিয়া মানচিত্রে দেখাইয়া দিতে পারিলেই ভূগোল শিক্ষা সম্পন্ন হয় না। কেহ কেহ দেখিয়াছেন, দুই বৎসর বয়স্ক একটী শিশু ইউরোপের মানচিত্রের প্রত্যেক রেখা ও বিন্দুর নাম শ্রবণমাত্র তাহা মানচিত্রে দেখাইয়া দিতে পারিত, কিন্তু তৎকালে সে একটীও শব্দ সুস্পষ্ট উচ্চারণ করিতে পারিত না।

ইহাতে উক্ত শিশুর ভূগোল বিদ্যায় ব্যুৎপত্তি জন্মিয়াছে স্বীকার করা যাইতে পারে না, ইহাতে শিক্ষককেও প্রশংসা করা যাইতে পারে না; ফলতঃ অনেক বিদ্যালয়ে এইরূপেই ভূগোল পাঠ হইয়া থাকে। কোন কোন বিদ্যালয়ে বালকদিগকে কোন স্থান ম্যাপে দেখাইয়া দিতে বলিলে তাহারা ঐ স্থানের নামটী যেখানে লিখিত আছে, তাহাই দেখাইয়া দেয়; কিন্তু ঐ নামটী দেখিতে না পাইলে ইতস্ততঃ দৃষ্টিপাত করিতে থাকে। বালকদিগকে হিমালয় পর্ব্বত কোথায় ম্যাপে দেখাইয়া দিতে বলিলে তাহারা হি মা ল য় প র্ব্ব ত এই কয়েকটী অক্ষরের উপর অঙ্গুলি দিয়া দেখাইয়া দেয়। আর গঙ্গা নদী কোথায় আছে জিজ্ঞাসা করিলে তাহারা ইতস্ততঃ দৃষ্টিপাত করিতে করিতে গ ঙ্গা ন দী এই নামটী যেখানে লিখিত আছে, তাহাই দেখাইয়া দেয়। এইরূপ শিক্ষাকে কখনই প্রকৃত ভূগোল শিক্ষা বলা যাইতে পারে না। এ ধারা সংশোধন দুরূহ ব্যাপার নয়। মানচিত্র প্রদর্শন কালে তাহাতে অঙ্কিত পদার্থ সকল বালকদিগের হৃদয়ঙ্গম করিয়া দিবার চেষ্টা করিলে ভূগোল শিক্ষা সুন্দররূপে সম্পন্ন হইতে পারে। মানচিত্রস্থ রেখা ও বিন্দু সকল দর্শনের সঙ্গে সঙ্গে যতই তদ্বোধ্য পদার্থ সকল বালকগণের হৃদয়ঙ্গম হয়, ততই তাহাদিগের দৃঢ়তর সংস্কার জন্মিতে ও জ্ঞানোন্নতি হইতে থাকে। মানচিত্রে অঙ্কিত পদার্থ সকল বালকদিগের হৃদয়ঙ্গম করিয়া দেওয়া দুরূহ ব্যাপার বলিয়া বোধ হইতেছে না। শিক্ষক যদি সুলভ দৃষ্টান্ত ও উপমাদ্বারা এবং যথাযথ বর্ণন করিয়া ছাত্রদিগের হৃদয়ে নদী পর্ব্বতাদি পদার্থের দৃঢ় বোধ জন্মাইয়া দেন এবং সেই সকল পদার্থ কি কি চিহ্ন দ্বারা ম্যাপে অঙ্কিত হয় তাহা বিশেষ করিয়া বলিয়া দেন, তবে কি বালকদিগের ম্যাপে অঙ্কিত পদার্থের উত্তম জ্ঞান জন্মে না? অপিচ যদি একরূপ একটী মানচিত্র করা যায়, যাহাতে কেবল, নদী পর্ব্বত প্রভৃতি পদার্থ সকল অঙ্কিত থাকে, কিন্তু সেই সেই পদার্থের নাম

লিখিত থাকিবে না, তবে সেই মানচিত্র দেখাইলেই অনায়াসে পূর্ব্ব লিখিত দোষ সংশোধন হয়। মানচিত্র দেখিয়া বালকদিগের মনে পদার্থ সকল যদি উদিত না হয়, তাহা হইলে কতকগুলি রেখা ও বিন্দুর প্রতি দৃষ্টিপাত করাতে, কোন্ রেখা ম্যাপের কোন্ স্থানে অঙ্কিত আছে স্মরণ করিয়া রাখাতে এবং পুস্তকস্থ নাম সকল মুখস্থ করাতে ইষ্ট ফল লাভ হয় না।

৫। এই সমস্ত পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে কে না স্বীকার করিবেন যে, পুস্তকদ্বারা শিক্ষা দেওয়া অপেক্ষা মুখে মুখে শিক্ষা দেওয়াই ভাল। মুখ ও মানচিত্র এই উভয়ই ভূগোল শিক্ষা করাইবার প্রধান উপকরণ। কিন্তু এই দুই উপকরণ দ্বারা কিরূপে শিক্ষা দিতে হয়, তাহা অনেকে অবগত নহেন, সুতরাং তাঁহাদিগের পক্ষে ঐ উপকরণ থাকা না থাকা তুল্য! অনুরক্ত হইয়া মনোযোগ পূর্ব্বক প্রবৃত্ত না হইলে কাহার দ্বারা কোন কর্ম্ম সুচারুরূপে সম্পন্ন হয় না। অতএব যাহাতে ভূগোল বিদ্যায় শিক্ষক ও ছাত্র উভয়েরই দৃঢ়তর অনুরাগ জন্মে এমন করা কর্ত্তব্য। কোন দেশের উপদেশ দিবার সময়ে সম্মুখে সেই দেশের মানচিত্র রাখিয়া যদি প্রথমে তদ্দেশের জল বায়ু প্রভৃতি পদার্থ সকলের প্রকৃতিসিদ্ধ গুণ বর্ণন করিয়া উপদেশ দেওয়া হয়, তাহা হইলে শিক্ষক ও বালক উভয়েরই প্রীতি ও অনুরাগ জন্মে। ঐ দেশের জল বায়ু প্রভৃতির গুণের বিষয়ে বালকেরা যত দূর জানে, তাহা অগ্রে তাহাদিগের দ্বারা ব্যক্ত করাইয়া পশ্চাৎ তাহারা যাহা না জানে ক্রমশঃ তাহার উপদেশ দেওয়াই কর্ত্তব্য। এইরূপে উপদেশ দিবার কালে, পর্ব্বত হইতে প্রায়ই সকল নদী উৎপন্ন হয়, যে দিকে নদী সকল গমন করে সে দিকের ভূমি নিম্ন এবং নদীর ধারে প্রায় অনেক লোকের বসতি আছে, ইত্যাদি বিষয়ের শিক্ষা দিলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বালকেরাও তাহা অনায়াসে বুঝিতে পারে। ফলতঃ ভূগোল মধ্যে যে সকল জ্ঞাতব্য বিষয় আছে, বালকেরা সে সকল বিষয় জানিবার নিমিত্ত একান্ত উৎসুক হয়

এবং সেই সকল বিষয়ের উপদেশ দান শিক্ষকের পক্ষেও অতিশয় প্রীতিকর হয়। পৃথিবীর আকার আয়তন ও গতি, এবং পৃথিবীস্থ এক এক মহাদেশের অন্তর্গত কোন্ প্রদেশ উচ্চ, কোন্ প্রদেশ শস্যশালী, কোন্ প্রদেশ শস্য হীন, কোন্ প্রদেশে কি কি দ্রব্য উৎপন্ন হয়, কোন্ কোন্ প্রদেশে বাণিজ্য কার্য্যের বিলক্ষণ সুবিধা আছে, কোন্ প্রদেশে গমনাগমন ও পরস্পরের কার্য্য সৌকর্য্যার্থ কি কি সদুপায় আছে, ভিন্ন ভিন্ন দেশস্থ লোকের কিরূপ আচার ব্যবহার, রীতি নীতি, ভাষা, ধর্ম্ম, শাসনপ্রণালী প্রভৃতি এবং পর্ব্বত, হ্রদ, নদী, সমুদ্রাদির দ্বারা জীব সমূহের কি কি উপকার হইতেছে ইত্যাদি বিষয় যদি উত্তমরূপে উপদিষ্ট হয়, তাহা হইলে বালকেরা দৃঢ়তর অনুরাগ ও যত্নসহকারে আহ্লাদ পূর্ব্বক ভূগোলবিদ্যা শিক্ষা করিতে থাকে। আর, এই সকল বিষয়ের শিক্ষাদান ও গ্রহণ কালে সৃষ্টিকর্ত্তার অপার মহিমা, অনুপম কৌশল ও অসীম করুণার ভূরি ভূরি প্রমাণ দর্শন করিয়া শিক্ষক ও বালক উভয়ই পরম পুলকে পরিপূরিত হইতে থাকেন। জগদীশ্বরের কার্য্য যতই পর্য্যালোচনা করা যায়, ততই মন কৃতজ্ঞতারসে আর্দ্র হইতে থাকে, ততই তাঁহার প্রতি প্রগাঢ় ভক্তি ও শ্রদ্ধা জন্মিতে থাকে, ততই বিমল আনন্দ-সুখসম্ভোগ হইতে থাকে।

৬। কিরূপে শিক্ষা দিলে ভূগোলবিদ্যার শিক্ষাদান ও গ্রহণে শিক্ষক ও ছাত্র উভয়ের প্রীতি জন্মে, তাহা লিখিত হইল। ভূগোলের উপদেশ দিতে আরম্ভ করিবার অগ্রে বালকদিগকে বস্তুর আয়তন ও বিস্তার বিষয়ক উপদেশ দেওয়া উচিত। যে প্রণালীতে সেই উপদেশ দান করিলে শিক্ষক সফলপরিশ্রম হন তাহা উদাহরণ দ্বারা প্রদর্শিত হইতেছে। যথা, বোর্ডে প্রথমে বিদ্যালয়ের একটী প্রতিরূপ অঙ্কিত করা এবং বিদ্যালয়স্থ সমুদায় বস্তুর যথাযোগ্য আকার ও অবস্থান সেই প্রতিরূপে লিখিয়া দেখান উচিত। পরে যে পল্লীতে সেই বিদ্যালয়, বোর্ডে তাহার প্রতিকৃতি লিখিয়া সেই

প্রতিকৃতিতে বিদ্যালয় যে পরিমাণে লিখিত হয় তাহা বুঝাইয়া দেওয়া আবশ্যক। তৎপরে যে গ্রামে সেই বিদ্যালয় থাকে তাহার প্রতিরূপ লিখিয়া তাহাতে বিদ্যালয় ও সেই পল্লী যে পরিমাণে অঙ্কিত হয় তাহা ছাত্রগণের হৃদয়ঙ্গম, করিয়া দেওয়া আবশ্যক। এইরূপে উত্তরোত্তর অধিকতর বিস্তৃত বিষয়ের সমাবৃত প্রতিকৃতি লিখিয়া বালকসকলকে সুন্দররূপে বুঝাইয়া দিলে তাহারা ম্যাপের উপযোগিতা বুঝিতে পারে। ম্যাপে কিরূপে দিক্ নির্ণয় হয়, তাহাও বুঝাইয়া দেওয়া আবশ্যক। বালকেরা ম্যাপের উপযোগিতা ভালরূপে বুঝিলে পর সামান্যতঃ পৃথিবীর উপরিভাগের বর্ণনা করিয়া উপদেশ দেওয়া উচিত। অর্থাৎ পৃথিবীতে জল ও স্থলের ভাগ কত, পৃথিবী কয় মণ্ডলে বিভক্ত এবং সেই সকল মণ্ডলের কি কি বিশেষ বিশেষ গুণ আছে এবং ইহার সঙ্গে সঙ্গে অক্ষ ও দ্রাঘিমার বিষয় বুঝাইয়া দেওয়াও কর্ত্তব্য।

•৭। কোন বিশেষ প্রদেশের বৃত্তান্ত বর্ণন করিবার অগ্রে মহাসাগর, সাগর, উপসাগর, হ্রদ, মোহানা, নদী, এবং মহাদেশ, দেশ, দ্বীপ, উপদ্বীপ প্রভৃতির নাম ও তাহার প্রকৃত অর্থ যাহাতে বালকদিগের হৃদয়ঙ্গম হয়, তাহা করা উচিত। শিক্ষক যদি সুন্দররূপে এই সকলের উপদেশ দিতে পারেন, তাহা হইলে অতি ক্ষুদ্র বালকদিগেরও শিক্ষা করিতে ইচ্ছা হয়। অন্য অন্য প্রণালী অপেক্ষা যদি আনুষ্ঠানিকী প্রণালীতে শিক্ষা দেওয়া হয়, তাহা হইলে বালকেরা আনন্দের সহিত সকল বিষয় সুন্দররূপে অভ্যাস করিতে থাকে। মধ্যে মধ্যে প্রশ্ন ও পদলোপ দ্বারা উপদেশ দেওয়া ভাল। বালকেরা যাহা না জানে তাহা তাহাদিগকে এমন স্পষ্ট করিয়া বুঝান উচিত যে, যেন তাহার প্রতিকৃতি তাহাদিগের মানসপটে চিত্রিত হয়। পরিশেষে যে পাঠ দেওয়া হইল তাহা হইতে নীতি সংগ্রহ করিয়া বালকদিগকে উপদেশ দেওয়া আবশ্যক! এই রূপে উপদেশ দিলে

অধ্যাপয়িতা ও অধ্যেতা উভয়েরই বুদ্ধিবৃত্তির ফলোপধায়ক পরিচালনা হইতে থাকে।

৮। অন্য প্রদেশের বর্ণনা করিবার পূর্ব্বে বালকদিগের স্বদেশের এবং সেই দেশ যে মহাদেশের অন্তর্গত তাহার আকার ও বিশেষ ২ গুণ বর্ণনা করিয়া যে যে অংশে অন্যান্য মহাদেশের সহিত তাহার সাদৃশ্য বা বৈলক্ষণ্য লক্ষিত হয় তাহা সবিশেষ বর্ণনা করা আবশ্যক। এতদ্দেশের বালকদিগকে অগ্রে আসিয়ার সংক্ষেপ বিবরণ জ্ঞাত করাইয়া হিন্দুস্থানের উপদেশ দেওয়া কর্ত্তব্য, হোরেসমান প্রসিয়াতে যে পদ্ধতিতে ভূগোলের শিক্ষা দিতে দেখিয়াছিলেন, সেই পদ্ধতিই উত্তম। অর্থাৎ পুস্তক দ্বারা শিক্ষা না দিয়া সম্মুখস্থ একখান বোর্ডে মানচিত্র লিখিয়া শিক্ষা দেওয়া বিধেয়। অতএব চিত্র কর্ম্মে শিক্ষকের নৈপুণ্য থাকা অতি আবশ্যক। কোন দেশের উপদেশ দিবার সময়ে শিক্ষক বোর্ডে সেই দেশের একটী মানচিত্র অঙ্কিত করিবেন এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে বাচনিক উপদেশ দিতে থাকিবেন। বালকেরা যখন ঐ প্রদেশের বর্ণনা আরম্ভ করিবে, তখন তাহারা যাহা দেখিল বা শুনিল, তদনুরূপ করিতে ও বলিতে চেষ্টা করিবে। যে পর্য্যন্ত তাহারা মানচিত্রে লিখিত সকল বিষয় ভালরূপে বুঝাইয়া দিতে না পারিবে, সে পর্য্যন্ত তাহাদিগের শিক্ষা সম্পূর্ণ হয় নাই জ্ঞান করিতে হইবে।

৯। উপরে লিখিত হইল এদেশের বালকদিগকে অগ্রে হিন্দুস্থানের সবিশেষ বৃত্তান্ত বুঝাইয়া দেওয়া উচিত। নিম্ন লিখিত রীতিতে বর্ণনা আরম্ভ করিলে সবিশেষ ইষ্টলাভ হইবার সম্ভাবনা থাকে। প্রথমে প্রান্ত সূচক রেখা চতুর্দ্দিকে টানিয়া ক্রমশঃ পর্ব্বতাদি অঙ্কিত করিয়া বুঝাইয়া দিবে। পশ্চাৎ যে যে পর্ব্বত শ্রেণী হইতে যে যে নদী উৎপন্ন হয় এবং সেই সকল নদী যে দিক্ ও যে যে প্রদেশ দিয়া সাগরাদিতে মিলিত হয় তাহা অঙ্কিত করিয়া সেই সেই নদীর তীরে যে যে প্রধান প্রধান নগর আছে তাহাদিগের চিহ্ন

দিয়া তত্তন্নগর সংক্রান্ত কোন কোন ঘটনা বা বিষয়ের বর্ণনা করিবে। এই রূপে প্রধান নদী সকল অঙ্কিত করিয়া কোন্ স্থান উচ্চ কোন্ স্থান নিম্ন তাহা বিশেষ করিয়া বুঝাইয়া দিবে। অনন্তর হিন্দুস্থানের পশ্চিমে যে একটী মরুভূমি আছে তাহা অঙ্কিত করিয়া তাহার সবিশেষ বৃত্তান্ত বর্ণন করিবে। যথা, মরুভূমিতে জলের অভাব ও তত্রত্য বায়ু অতি উষ্ণ। তন্মধ্য দিয়া যাতায়াত করিতে হইলে বহুবিধ সঙ্কটে পড়িতে হয়। উষ্ট্র, পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া লোকে তন্মধ্য দিয়া গমনাগমন করে, কেননা উষ্ট্রদিগের অতিশয় ক্লেশসহিষ্ণুতা গুণ আছে, অন্য কোন পশু তাহাদিগের ন্যায় ক্ষুধা ও তৃষ্ণা সহ্য করিতে পারে না। প্রবল বায়ু বহিতে থাকিলে মরুভূমিতে বালুকা তরঙ্গ উত্থিত হয়। তৎকালে মরুভূমি অতি ভয়াবহ সাগরের রূপ ধারণ করে এবং মধ্যে মধ্যে বণিক্ সম্প্রদায়কে বালুকা রাশিতে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে। মরুবর্ণন হইলে অপরাপর নগর ও প্রদেশের বর্ণনা করিয়া ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের লোকদিগের যেরূপ ব্যবহারাদি ও স্থানে স্থানে যে যে দ্রব্যাদি উৎপন্ন হয় তাহার বর্ণনা করিবে। এই রূপে কথঞ্চিৎ হিন্দুস্থানের পর্ব্বত, নদী, নগরাদির বিষয়ে উপদেশ দেওয়া হইলে, পর্ব্বত শ্রেণী দ্বারা যেরূপে বৃষ্টি ও বায়ুর পরিবর্ত্তনাদি ঘটে এবং নদী সকলের দ্বারা যে যে উপকার হয় বালকদিগকে তাহা বুঝাইয়া দিবে। যেরূপে এক এক দেশের উপদেশ দেওয়া আবশ্যক, তাহা সংক্ষেপে ব্যক্ত করিলাম। মুখে মুখে অথবা পুস্তক দেখিয়া শিক্ষা করা অপেক্ষা মানচিত্রাদিরূপ উপায় দ্বারা যে শিক্ষা করা যায়, তাহাতে দৃঢ়তর সংস্কার জন্মে।

১০। এক একটী বিষয় লইয়া যেরূপে পাঠ দিতে হয়, তাহা সদৃষ্টান্ত বর্ণনা করা যাইতেছে। শিক্ষক ও বালকের উক্তি ও প্রত্যুক্তির প্রভেদ করিবার নিমিত্ত উভয়ের বাক্যের মধ্যস্থলে এক একটী কষি দেওয়া গেল। সেই কষির পরে যে যে বাক্য দৃষ্ট হইবে তাহা বালকের কথা বুঝিতে হইবে।

পাঠ।

অদ্য জলের বিষয় পাঠ হইবে। তোমরা মনোযোগ কর। তোমা-দিগের সম্মুখে এখান কি ?-ম্যাপ। কিসের ম্যাপ ?-পৃথিবীর ম্যাপ। পৃথিবী কি স্থলময়?-না, ইহার কিয়দংশ জল ও কিয়দংশ স্থল। (এই স্থানে জল ও স্থল ভাগ ম্যাপে কিরূপে লক্ষিত হয়, ছাত্রদিগকে তাহা বুঝাইয়া দেওয়া উচিত। ম্যাপের এ স্থানে কি আছে ?—জল। এস্থানে কি ?— স্থল। স্থলের মধ্যে কোন্ স্থানে জল আছে দেখা-ইয়া দেও। কেহ কোন হ্রদ, কেহ কোন সাগর দেখাইয়া দিতে লাগিল)। জলের মধ্যে কোথায় স্থল আছে দেখাইয়া দেও। [বালকেরা ভিন্ন ভিন্ন দ্বীপ দেখাইয়া দিতে লাগিল]। আমরা কিসের উপর বাস করিতেছি ?—স্থলের উপর। স্থলের উপর দিয়া যদি আমরা ক্রমশঃ এই দিকে গমন করি তাহা হইলে স্থলের প্রান্ত-ভাগে উপনীত হইব, এবং সেখান হইতে অতি বিস্তৃত জলভাগ দর্শন করিতে পাইব। এতাদৃশ অতি বিস্তৃত জলভাগের নাম যে যে বালক জান তাহারা হস্তোত্তোলন কর। যদু বল, ইহার নাম কি ?-সমুদ্র। রাম ?—সমুদ্র। হাঁ, ইহাকে সমুদ্রও বলে, মহাসাগরও বলে। ভাল, সমুদ্রের উপর দিয়া মনুষ্যেরা কিরূপে গমনাগমন করে ?—জাহাজ দ্বারা পালি তুলিয়া গমনাগমন করে। তোমরা সকলে কি জাহাজ দেখিয়াছ ? কেমন রাম ?—মহাশয় আমি দেখিয়াছি। কোথায় দেখিয়াছ ?—কলিকাতার নিকট গঙ্গার উপর দেখিয়াছি। আর কোন স্থানে দেখিয়াছ ?— হাঁ, একবার কলাগাছিয়ার দক্ষিণে হাজিপুরে গিয়াছিলাম সেখান হইতে সাগরের উপর দিয়া জাহাজ সকল পালি তুলিয়া যাইতেছে দেখিয়াছিলাম। হরি ! তুমি কখন জাহাজ দেখিয়াছ ?—না মহাশয় আমি দেখি নাই, আমি নৌকা দেখিয়াছি। কোথায় কিরূপ নৌকা দেখিয়াছ ?—আমাদের গ্রামের নিকট একটী খাল আছে সেই খালে ক্ষুদ্র ডিঙ্গী এবং বড় মহাজনী

নৌকা দেখিয়াছি। তোমরা যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ডিঙ্গী দেখিয়াছ তাহা অপেক্ষা মহাজনী নৌকা যত বড় মহাজনী নৌকা অপেক্ষা জাহাজ সকলও তত বড়, অর্থাৎ ১৫।১৬ গুণ বড় হইবে। [এস্থলে কোন জাহাজের চিত্র লইয়া তাহার উচ্চতা দৈর্ঘ্য ও বিস্তার বুঝাইয়া দিলে অধিক উপকার হয়] ভাল, এই ম্যাপ দেখিয়া বল দেখি, পৃথিবীর অধিক অংশ জল কি স্থল?—অধিক অংশ জল। পৃথিবীকে তিন সমান ভাগে বিভক্ত করিলে প্রায় দুই ভাগ—জল। ও একভাগ—স্থল হইবে।

এই এক বিস্তৃত জলভাগ আছে, ইহাকে কি বলে?—মহাসাগর। পৃথিবীতে পাঁচটী মহাসাগর আছে, ইটী ভারত মহাসাগর, ইটী আট্লাণ্টিক মহাসাগর, ইটী প্রশান্ত মহাসাগর, ইটী উত্তর মহাসাগর, ইটী দক্ষিণ মহাসাগর। ইটী—ভারত মহাসাগর। ইটী—প্রশান্ত মহাসাগর। প্রশান্ত শব্দের অর্থ কি?—ধীর, সুস্থির। ইহাকে কেন প্রশান্ত বলে জান?—আমরা জানি না। অন্য অন্য মহাসাগরের ন্যায় এই মহাসাগরে প্রবল স্রোতঃ নাই এই হেতু ইহাকে প্রশান্ত কহে। হরি! ইহাকে প্রশান্ত মহাসাগর কেন বলে?—ইহা স্থির, ইহাতে প্রবলস্রোতঃ নাই। ইটী—আটলাণ্টিক মহাসাগর ইটী—উত্তর মহাসাগর। আর কোন মহাসাগর আছে?—হাঁ, এই একটী মহাসাগর। ইহার নাম—দক্ষিণ মহাসাগর। ভাল, যদি কেহ জাহাজে আরোহণ করিয়া উত্তর বা দক্ষিণ মহাসাগরে গমন করে তবে তাহার কি অনুভব হইতে থাকে? কেহ জান না। সে যত উত্তর বা দক্ষিন সাগরে প্রবেশ করে ততই তাহার শীত বোধ হইতে থাকে, এবং অধিক উত্তরে বা দক্ষিণে এত শীত যে সেখানে জল জমিয়া বরফ হইয়া থাকে।

ভাল, দেখ দেখি, ম্যাপের স্থানে স্থানে সমুদ্র অপেক্ষা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলভাগ আছে কি না?—হাঁ, আছে, এই একটী, আর এই একটী। মহাসাগরের সহিত তুলনা করিলে ইহাদিগকে অতি ক্ষুদ্র বোধ হয়।

ইহারা মহাসাগরের এক এক অংশ, কিন্তু ইহারা এই বিদ্যালয়ের পশ্চিম দিকস্থ ঐ পুষ্করিণী অপেক্ষা বড়। ঐ পুষ্করিণী অপেক্ষা অনেক বড়, এমন কি, যদি কেহ জাহাজে চড়িয়া ঐ জলভাগের উপর দিয়া যায় তাহা হইলে সে ৪।৫ দিবস জল ভিন্ন অন্য কিছু কোন দিকে দেখিতে পায় না। এই সকল জলভাগের নাম কি কেহ বলিতে পার?—না। ইহাকে সাগর কহে। তোমরা সকলে শুনিয়াছ কি বলা হইল। ভাল, সকলেই বল ইহার নাম—সাগর। ইটী লোহিত সাগর, ইটী আরব সাগর, ইটী চীন সাগর, ইটী জাপান সাগর, ইত্যাদি। ইটী কোন্ সাগর?—লোহিত সাগর। ইটী—জাপান সাগর। মহাসাগর বা সাগরের কোন ভাগ স্থলের মধ্যে প্রবেশ করিলে, যেমন এখানে দেখিতেছ, তাহাকে কি বলে জান?—না। তাহাকে উপসাগর বলে। হরি! তুমি একটী উপসাগর ম্যাপে দেখাও—এই একটী উপসাগর। ইহার নাম কি?—অরি। রাম! তুমি একটী উপসাগর দেখাও—এই পারস্য উপসাগর। ভাল, মহাসাগর সাগর ও উপসাগরের জল কেমন জান?—হাঁ, আমরা শুনিয়াছি সাগরের জল লোণা। লোণার পরিবর্ত্তে একটী ভাল শব্দ বলিতে পার?—লবণ-মিশ্রিত। আর একটী শব্দ ঐ অর্থের বোধক আছে সেটী লবণাক্ত। যে ক্ষুদ্র জলভাগ স্থলে বেষ্টিত অর্থাৎ যাহার চতুর্দিকে স্থল আছে তাহাকে হ্রদ বলে এই দেখ একটী হ্রদ। কোন কোন হ্রদ অপেক্ষাকৃত বিস্তৃত হইলে তাহাকে সাগর বলে। তোমরা এক এক জন ম্যাপে এক একটী হ্রদ দেখাইয়া দেও। যদু!—এই বৈকাল হ্রদ। রাম!—এই মানসসরোবর হ্রদ। হরি!—এই আরাল হ্রদ। কালি! ইটী কোন্ হ্রদ?—ইটীকে হ্রদ বলে না। ইহা অতি বিস্তৃত অতএব ইহাকে কাস্পিয়ান সাগর কহে। কোন হ্রদের জল লবণাক্ত, কোন হ্রদের জল মিষ্ট অর্থাৎ তাহাতে লবণের ভাগ নাই। দুই বৃহৎ জলভাগের মধ্যে যে অল্প প্রশস্ত জলভাগ তাহাকে কি বলে?—জানি না। তাহাকে

প্রণালী বলে, তাহাকে মোহানাও বলে। দুই বৃহৎ জলভাগের মধ্যে ক্ষুদ্র জলভাগকে কি বলে?—তাহাকে কেহ প্রণালী ও কেহ মোহানা বলে। ইটী কোন্ প্রণালী?—ইটী বেরিং প্রণালী। ইটী জিবরালটর প্রণালী। এই প্রণালীটী কোন্ কোন্ জলভাগের মধ্যস্থ অথবা কোন্ কোন্ জলভাগকে সংযুক্ত করে?—ইহা ভূমধ্যসাগরের সহিত আটলাণ্টিক মহাসাগরকে সংযুক্ত করে।

তোমরা এক্ষণে যে যে জলভাগের নাম শ্রবণ করিলে অর্থাৎ মহাসাগর, সাগর, উপসাগর, হ্রদ, ও মোহানা, তদ্ব্যতিরিক্ত আর এক প্রকার জলভাগ আছে তাহাও জানা আবশ্যক। যে যে স্থানে এই ছড়ির অগ্রভাগটী সংলগ্ন হয় তাহা তোমরা ভালরূপে লক্ষ্য কর। প্রথমে এই পর্ব্বতশ্রেণী হইতে জল উৎপন্ন হইয়া, এই সকল দেশ দিয়া গমন করে, এবং মধ্যে মধ্যে কতকগুলি জলস্রোতঃ একত্র হওয়াতে উত্তরোত্তর বিস্তৃত হইয়া অবশেষে সাগরে গিয়া মিলিত হয়। এতাদৃশ জলভাগকে নদী বলে। যে নদী অন্য নদীর সহিত মিলিত হয় তাহাকে উপনদী বলে। তোমরা ম্যাপে নদী দেখাইয়া দেও—এই ব্রহ্মপুত্র—এই গোদাবরী,—এই সিন্ধু—এই ওবি—এই টাইগ্রিস। ভাল, নদীর জল কেমন জান?—হাঁ, নদীর জল অতি মিষ্ট তাহা লোকে পান করিয়া থাকে। নদীর জলে কি আর কোন উপকার হয়?—হাঁ, নদীর জলে ভূমি প্লাবিত হইলে অনেক শস্য জন্মে?—ভাল, সমুদ্রের জলে কি কোন উপকার হয় না?—হাঁ, উপকার হয়, লোকে সমুদ্রের উপর দিয়া জাহাজ দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন দেশে শীঘ্র গমনাগমন করিতে পারে। ভাল সে জলে আর কোন উপকার হয় কি? তোমরা জান না; সমুদ্র না থাকিলে বৃষ্টি হইত না। বৃষ্টির বিষয় পরে বর্ণনা করা যাইবে। এক্ষণে সকলে বিবেচনা করিয়া দেখ পরমেশ্বর আমাদিগের সুখের নিমিত্ত কত শত উত্তম উত্তম পদার্থ সৃজন করিয়াছেন, আমরা সর্ব্বত্রই তাঁহার মঙ্গল কর স্বভাবের ভূরি ভূরি প্রমাণ প্রত্যক্ষ করিতেছি। তিনি কত কৌশল প্রকাশ

করিয়া এই পৃথিবীকে আমাদিগের বাসের যোগ্য করিয়াছেন, তাঁহার নিকট আমাদিগের কি পর্য্যন্ত কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত।

শিক্ষাপ্রণালী।

পরিশিষ্ট।

৫। পঞ্চম প্রকরণ।

ইতিহাস পাঠ।

১। শাস্ত্র অধ্যয়ন দ্বারা যতই আমাদিগের ধর্ম্ম প্রবৃত্তি প্রবল হইয়া চরিত্রের নির্ম্মলতা, এবং জনসমাজের উপকার সাধনে প্রবৃত্তি ও ক্ষমতা জন্মিতে থাকে ততই শাস্ত্রের উৎকর্ষ সংস্থাপিত হয়। লোকে একতান মনে কোন কঠিন শাস্ত্র, বিষয় বা কার্য্য চিন্তা করিয়া পরিশ্রান্ত হইলে সেই শ্রান্তি দূর করণার্থ এরূপ কোন সামান্য নির্দ্দোষ বিষয়ে ব্যাপৃত হইয়া থাকে যাহাতে তাদৃশ চিন্তা নাই অথচ আমোদ আছে। যদি এমন কোন শাস্ত্র থাকে যে তাহার আলোচনা দ্বারা উক্ত শ্রান্তি দূর হয় এবং ধর্ম্ম প্রবৃত্তি বলিষ্ঠ ও সদনুষ্ঠানপ্রবৃত্তি বর্দ্ধিত হইতে থাকে, তাহা হইলে সেই শাস্ত্র অবশ্যই সর্ব্বোৎকৃষ্ট শাস্ত্রশ্রেণী-মধ্যে পরিগণিত হইবে। ইতিহাস তাদৃশ উৎকৃষ্ট শাস্ত্র-শ্রেণীমধ্যেই পরিগৃহীত। ইতিহাস পাঠে অশেষ উপকার হয়। কোন বিজ্ঞবর মহাশয় ইতিহাস পাঠের ফল এই রূপে বর্ণন করিয়াছেন ;—"জীবন চরিত পাঠে যে উপকার লাভ হইয়া থাকে, ইতিহাস পাঠে তদপেক্ষা অধিকতর উপকার লাভ হয়। জীবনচরিত পাঠ

করিলে কেবল এক ব্যক্তির বিদ্যা,বুদ্ধি,আচার,ব্যবহার,ধর্ম্ম প্রভৃতির পরিচয় পাওয়া যায়, ইতিহাস পাঠ করিলে সহস্র সহস্র ব্যক্তির আচার, ব্যবহার, রীতি, নীতি, বিদ্যা, বুদ্ধি প্রভৃতির পরিচয় পাওয়া যাইতে পারে। জীবনচরিতে কেবল এক ব্যক্তির বৃত্তান্ত বর্ণিত হইয়া থাকে, ইতিহাসে সহস্র সহস্র ব্যক্তির বৃত্তান্ত বর্ণিত হয়। ফলতঃ ইতিহাস সহস্র সহস্র ব্যক্তির জীবনচরিত স্বরূপ। কোন্ জাতি কি গুণ থাকাতে উন্নতি লাভ করিয়া নিকৃষ্ট অবস্থা হইতে উৎকৃষ্ট অবস্থায় আরোহণ করিয়াছে; কোন্ জাতি কি গুণ থাকাতে সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে; কোন্ জাতি প্রথমে সভ্য পদবীতে অধিরূঢ় হইয়া কি দোষে উৎসন্ন হইয়া গিয়াছে; কোন্ জাতি কি দোষ থাকাতে অতি নিকৃষ্ট অবস্থায় অবস্থান করিতেছে; ইতিহাস পাঠদ্বারা এই সমস্ত বিষয় সবিস্তর অবগত হওয়া যায়। এই সকল বিষয় অবগত হইলেই লোকে আপনার অবস্থা সংশোধন করিয়া উচ্চ পদে আরোহণ করিতে অভিলাষ করে এবং যে যে দোষ থাকাতে স্বজাতির ও স্বদেশের অনিষ্ট ঘটনা হইতেছে, তাহার সংশোধনে প্রবৃত্ত হয়। অতএব ইতিহাস পাঠ সকলের পক্ষেই সবিশেষ আবশ্যক। ইতিহাস পাঠ ব্যতিরেকে বিজ্ঞতা জন্মে না এবং অন্তঃকরণের ভ্রম প্রমাদ দূরীকৃত হয় না।”

২। বালকেরা উপন্যাস শুনিতে বড় ভাল বাসে। অনেকেই এরূপ মনোনিবেশ পূর্ব্বক উপন্যাস শ্রবণ করে যে, তাহারা একবার যে উপকথা শ্রবণ করে তাহা অনায়াসে আনুপূর্ব্বিক বর্ণন করিতে সমর্থ হয়। অতএব প্রথমে বালকদিগের হস্তে কোন ইতিহাসের গ্রন্থ না দিয়া ইতিহাস ঘটিত কোন প্রসিদ্ধ ব্যক্তির বা ঘটনার অথবা ব্যক্তি বিশেষের বর্ণনা করিয়া উপদেশ দেওয়া ভাল। স্বদেশের বর্ত্তমান অবস্থার সহিত যে যে বিষয়ের বিশেষ সম্বন্ধ আছে, যে যে বিষয় অবগত হইলে বালকদিগের সাতিশয় আমোদ হয়, স্বদেশানুরাগ ও উদারাশয়তার বৃদ্ধি হয়, এবং ইতিহাস পাঠে অনুরাগ

জন্মে, অগ্রে সেই সকল বিষয় মনোনীত করিয়া ছাত্রদিগের সহিত তদ্বিষয়ের গল্প করা এবং তাহাদিগকেও পরে সেই রূপ গল্প করিতে আদেশ করা ভাল। এই রূপে ক্রমশঃ এক এক প্রসিদ্ধ রাজার রাজ্যকালের এবং অর্দ্ধ শতাব্দ, বা এক শতাব্দ, প্রভৃতির বৃত্তান্ত বর্ণন করিয়া উপদেশ দেওয়া কর্ত্তব্য। ছাত্রদিগের ব্যুৎপত্তি যতই বৃদ্ধি হইতে থাকে ততই পূর্ব্ব পূর্ব্ব বর্ণিত বিষয়গুলি বিশেষ করিয়া বর্ণনা করা অথবা অপেক্ষাকৃত অধিকতর কালের বৃত্তান্ত ঘটিত উপদেশ দান করা আবশ্যক। অগ্রে স্বদেশের, পরে স্বদেশের সহিত যে যে দেশের বিশেষ সম্বন্ধ আছে সেই সকল দেশের এবং তৎপরে অন্যান্য দেশের বিবরণ জ্ঞাত করান আবশ্যক। এই রূপে ছাত্রদিগের সহিত গল্পচ্ছলে ইতিহাস ঘটিত নানা বিষয়ের উপদেশ প্রদানান্তর তাহাদিগের সবিশেষ ব্যুৎপত্তি ও ইতিহাস পাঠে দৃঢ় অনুরাগ জন্মিলে তাহাদিগকে ইতিহাসের গ্রন্থ পাঠ করিতে দেওয়া ভাল; এবং গ্রন্থের যে যে অংশ নিত্য পঠিত হইবে তাহার সারসংগ্রহ করিয়া লিখিয়া আনিতে বালকদিগকে আদেশ করা, এবং তাহাদিগের লিখিত রচনার দোষ সংশোধন করিয়া দেওয়া উচিত। বালকেরা যদি সারসংগ্রহ করিয়া লিখিয়া আনিতে একান্ত অশক্ত হয়, তবে বালকবিশেষকে স্বরচিত বাক্যে সেই পাঠের স্থূল মর্ম্ম মুখে মুখে বর্ণন করিতে আদেশ করা আবশ্যক এবং তাহার বর্ণনার দোষ গুণ বিচার পূর্ব্বক দোষ সংশোধন করা উচিত। অপর, গ্রন্থে লিখিত বিষয় ভিন্ন সেই পাঠ সংশ্লিষ্ট যত অন্যান্য বিষয়ের উল্লেখ করিয়া উপদেশ দেওয়া হয় ততই উত্তম।

৩। ইতিহাস পাঠ করিতে করিতে যে যে দেশ ও নগরাদির কথা উপস্থিত হয় মানচিত্রে সেই সকল দেখান উচিত, এবং আবশ্যকমত বোর্ডে মানচিত্র অঙ্কিত করিয়া যুদ্ধাদির স্থান বর্ণনা করা অতি কর্ত্তব্য। এরূপ করিলে বালকেরা অঙ্কিত বিষয়গুলি অনায়াসে বুঝিতে এবং স্মরণ করিয়া রাখিতে সমর্থ হয়। ভূগোল ও ইতিহাস

পরস্পর অতিশয় সংশ্লিষ্ট ; অতএব এরূপ না করিলে ইতিহাস পাঠে তাদৃশ ফলোদয় হয় না। দুর্ভাগ্যবশতঃ কি ভূগোল কি ইতিহাস এই দুই বিষয়ের যে যে গ্রন্থ বঙ্গভাষায় প্রণীত হইয়াছে তাহার একখানিতেও এক খানা মানচিত্র দৃষ্টিগোচর হয় না। মানচিত্র না থাকাতে কেবল যে সেই সকল গ্রন্থের ফলোপধায়কতার ন্যূনতা হইয়াছে এমন নয়, সুপ্রণালীতে শিক্ষাদানেরও অনেক ব্যাঘাত হইতেছে। যাহা হউক পূর্ব্বলিখিত রূপে ইতিহাস পড়াইবার সময়ে বালকদিগের ব্যুৎপত্তি অনুসারে, সন্ধি, বিগ্রহ, রাজ্যের উন্নতি, অবনতি প্রভৃতির হেতু ও ফল নির্ণয় করা কর্ত্তব্য। অপর, ইতিহাস পাঠের সঙ্গে সঙ্গে সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য নির্ণয় পূর্ব্বক এক ব্যক্তির চরিত্রের সহিত অন্য ব্যক্তির চরিত্রের, এক বংশের কার্য্যের সহিত অন্য বংশের কার্য্যের, এক নৃপতির সহিত অপর নৃপতির এবং এক বংশীয় ভূপতিদিগের সহিত অন্য বংশীয় ভূপতিদিগের তুলনা করা; এক যুদ্ধের সহিত অন্য যুদ্ধের, দেশ বিশেষের এক শতাব্দের বা অর্দ্ধ শতাব্দের ঘটনার সহিত সেইদেশের অন্য শতাব্দের বা অর্দ্ধ শতাব্দের ঘটনার, এবং কোন দেশের কোন শতাব্দের ঘটনার সহিত অন্যান্য দেশের সেই শতাব্দের ঘটনার তুলনা করা; এক দেশের বা এক সময়ের লোকের আচার ব্যবহারের সহিত অন্য দেশের বা অন্য সময়ের লোকের আচার ব্যবহারের, এক দেশের শাসনপ্রণালীর সহিত অন্য দেশের শাসনপ্রণালীর এবং আর আর বিষয়ের সহিত যথাযোগ্য আর আর বিষয়ের তুলনা করা বালকদিগের পক্ষে অতিশয় কর্ত্তব্য। এইরূপ করিলে পঠিত বিষয়ে বালকদিগের দৃঢ় সংস্কার জন্মে এবং স্মরণ, বিবেক প্রভৃতি মনোবৃত্তির বিশেষ চালনা হইতে থাকে। যে রূপে দুইটী বিষয়ের তুলনা করিতে হইবে তাহার এক দৃষ্টান্ত কোন প্রসিদ্ধ গ্রন্থ হইতে নিম্নে উদ্ধৃত করা যাইতেছে।

"কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ আর রিজিলস হ্রদের নিকটে টার্কুইনিয়সের সহিত রোমকদিগের যুদ্ধ এই উভয় যুদ্ধের অনেক অংশে সৌসাদৃশ্য

আছে। দুরাত্মা দুঃশাসন সভামধ্যে দ্রৌপদীর কেশাম্বরাকর্ষণ করাতে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের সূত্রপাত হয়; এস্থলেও সেইরূপ দুর্বৃত্ত সেক্-স্টস্ বলপূর্ব্বক পতিপরায়ণা লিউক্রসিয়ার পাতিব্রত্য ভঙ্গ করাতে সমরানল প্রজ্বলিত হয়। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে কৃষ্ণ সহায়তা করিয়া পাণ্ডবদিগকে জয়ী করিয়া দেন; এস্থলেও সেইরূপ রোমকেরা ক্যাষ্টর ও পোলক্স নামক দেবদ্বয়ের সহায়তাদ্বারা যুদ্ধে জয় লাভ করে। কুরুপাণ্ডবের যুদ্ধে প্রধান প্রধান বীরগণেরই পরস্পর যুদ্ধ ও বীরত্ব প্রকাশের কথা সবিশেষ বর্ণিত হইয়াছে; এস্থলেও সেইরূপ প্রধান প্রধান বীরগণেরই যুদ্ধবৃত্তান্ত বাহুল্যরূপে বর্ণিত হইয়াছে। সামান্য সেনাগণের যুদ্ধের কথার সবিশেষ উল্লেখ নাই। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে প্রধান প্রধান বীরগণ নিহত হওয়াতেই যুদ্ধ শেষ হয়; এস্থলেও সেইরূপ প্রধান প্রধান বীরগণ বিনিপাতিত হইলেই সমরানল নির্ব্বাপিত হয়। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে অতি বিশাল কুরুকুল ক্ষয়প্রাপ্ত হইলে দুরাত্মা দুর্য্যোধন অসহায় ও অশরণ হইয়া পরিশেষে বিষাদ-সাগরে নিমগ্ন হইয়া তনু ত্যাগ করে; এস্থলেও সেইরূপ অতি-বিশাল টার্কুইনীয় বংশ ধ্বংস প্রাপ্ত হইলে দুরাত্মা টার্কুইনিয়স সুপর্ব্বস অশরণ ও অসহায় হইয়া মনোদুঃখে দেহ বিসর্জন করে।” ফলতঃ পূর্ব্বোক্ত রীতিতে ইতিহাস পঠিত না হইলে, তৎপাঠ দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন মনোবৃত্তির চালনা হয় না, বহুজ্ঞতা জন্মে না, এবং ইতি-হাসে প্রগাঢ় সংস্কারও হয় না।

শিক্ষাপ্রণালী।

পরিশিষ্ট।

৬। ষষ্ঠ প্রকরণ।

ভাষা শিক্ষা,—সাহিত্য (গদ্য ও পদ্য ব্যাকরণ, রচনা ও অনুবাদ।

১। সরল সরল পদ ও বাক্য যে রূপে শিক্ষা করি‹ পরিশিষ্টের প্রথম প্রকরণে এক প্রকার উক্ত হইয়াছে, ... প্রকরণের শেষে যেরূপে আবৃত্তি করিতে হয় তাহাও লিখিত হইয়াছে। এক্ষণে সাহিত্যের কোন গ্রন্থ অবলম্বন করিয়া কিরূপে পাঠ দিতে হইবে এবং সেই পাঠে বালকদিগের পরিচয়ের পরীক্ষা কিরূপে করিতে হইবে তাহা লিখিত হইতেছে। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে বর্ণজ্ঞান, পদজ্ঞান ও বাক্যার্থবোধ না হইলে সুন্দর আবৃত্তি হয় না। পদের অর্থ ও অন্বয় বোধ না হইলে সুন্দর রূপ বাক্যার্থবোধ হয় না। উপসর্গ, প্রকৃতি ও প্রত্যয়ের অর্থ বোধ না হইলে সুন্দর রূপে পদার্থ বোধ হয় না, এবং ব্যাকরণ জ্ঞান না হইলে সুন্দর রূপ পদান্বয় বোধ হয় না। ব্যাকরণ জ্ঞান ব্যতিরেকে লোকে সচরাচর যে ভিন্ন ভিন্ন পদ ও বাক্য প্রয়োগ দ্বারা স্ব স্ব অভিপ্রায় ব্যক্ত করিতে সমর্থ হয় সে কেবল তাহাদিগের বহুদর্শন মূলক বলিতে হইবে।

২। বালকদিগের ব্যুৎপত্তি বিবেচনা করিয়া পাঠ্যগ্রন্থ এবং যে পরিমাণে পড়াইতে হইবে তাহাও অবধারিত করা উচিত। বালকদিগকে প্রতিদিন যে নূতন পাঠ দেওয়া হয় সেই পাঠমধ্যে যে যে

কঠিন পদ থাকে সেই সেই পদগুলি স্বতন্ত্র করা উচিত। যে উপসর্গ, ধাতু ও প্রত্যয় যোগে সেই সকল পদ সিদ্ধ হইয়াছে তাহাদিগের অর্থ বুঝাইয়া ও আবশ্যকমত সহজ দৃষ্টান্ত দিয়া সেই সেই পদের আক্ষরিক অথবা মুখ্যার্থ অগ্রে সুন্দররূপে বালকদিগের হৃদয়ঙ্গম করিয়া দেওয়া আবশ্যক। পরে স্থানবিশেষে যে পদের যে গৌণ অর্থ হয় তাহাও বিশেষরূপে বুঝাইয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। অন্যথা মুখ্যার্থ না বুঝাইয়া দিয়া কেবল যে স্থলে যে গৌণ অর্থের সঙ্গতি হয় তাহা বলিয়া দিলে বালকদিগের সুন্দররূপে প্রকৃত অর্থের বোধ হয় না। বালকদিগের পাঠ্য গ্রন্থের প্রত্যেক পাঠের প্রথম যদি সেই পাঠস্থ কঠিন কঠিন শব্দের ব্যুৎপত্তি ও অর্থ লেখা থাকে তাহা হইলে পাঠের অনেক সুবিধা হয়। উপসর্গ পূর্ব্বক ধাতুর নানা অর্থ হয়। ভিন্ন ভিন্ন উপসর্গ পূর্ব্বক এক হৃ ধাতু হইতে ভিন্ন ভিন্ন অর্থ-বোধক পরলিখিত পদগুলি উৎপন্ন হইয়াছে। যথা, প্রহার, অপ-হরণ, সংহার, হার, নীহার, বিহার পরিহার, প্রতিহারী. ব্যবহার ইত্যাদি। এক একটী উপসর্গের সচরাচর যে যে অর্থ হয় তাহারও উপদেশ দান আবশ্যক। সমুদায় পদগুলির অর্থ বোধ হইলে বালক-দিগকে প্রত্যেক বাক্যের অর্থ বুঝাইয়া দিয়া যাহাতে ভিন্ন ভিন্ন পরিচ্ছেদের (প্যারাগ্রাফের) তাৎপর্য্য এবং সমুদায় পাঠের তাৎপর্য্য সুন্দররূপে বালকদিগের হৃদয়ঙ্গম হয় এরূপ করা বিধেয়। বালকেরা নূতন পাঠের অর্থ সুন্দররূপে বুঝিলে পর, শিক্ষক স্বয়ং এক একটী বাক্য পাঠ করিয়া পড়িবার রীতি দেখাইয়া দিবেন, এবং তিনি যেরূপে এক একটী বাক্য পাঠ করিবেন ছাত্রেরা সকলে মিলিয়া সেইরূপে এক এক একটী বাক্য পাঠ করিবে। শিক্ষক বিচক্ষণতা প্রকাশপুরঃসর কোন্ বালকের পাঠে কোন্ দোষ হইল তাহা ধরিয়া সংশোধন করিয়া দিবেন। এই রূপে বালকদিগকে নূতন পাঠ বলিয়া দিলে তাহারা অন্যদীয় সাহায্য নিরপেক্ষ হইয়া আপনাদিগের পড়া আপনারাই আয়ত্ত করিতে সমর্থ হয় এবং ইহাতে তাহাদিগের পাঠেও অনুরাগ বৃদ্ধি

হয়। কিন্তু উত্তর কালে বালকদিগের কিঞ্চিৎ ব্যুৎপত্তি হইলে অথবা কোন গ্রন্থকারের রচনার রীতিতে তাহারা কিঞ্চিৎ লব্ধপ্রবেশ হইলে উক্তরূপে সমুদয় নূতন পাঠটী বলিয়া না দিয়া তাহার মধ্যে যে যে স্থান তাহাদিগের পক্ষে কঠিন বোধ হইবে সেই সেই স্থানের অর্থ বুঝাইয়া দিয়া আবশ্যক-মতে তাহাদিগকে অপরাপর স্থানের ব্যাখ্যা করিতে বলাই সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। বালকেরা কোন স্থূলভার্থ স্থানের মর্ম্মাববোধে অসমর্থ হইলে হঠাৎ সেই মর্ম্ম বলিয়া দেওয়া উচিত নয়; কিন্তু যে পথ অবলম্বন করিলে তাহারা সেই মর্ম্ম নির্ণয় করিতে সমর্থ হয় কৌশলক্রমে তাহাদিগকে সেই পথে প্রবেশ করান-ই উচিত। যথা, "নিষ্পাপ থাকিয়া সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলে অন্তঃকরণে যে অসঙ্কোচ সম্বলিত অনির্ব্বচনীয় সন্তোষের উদ্রেক হয় তাহাকেই আত্মপ্রসাদ কহে।" আমরা এক দিন এই বাক্যটী অবলম্বন করিয়া কোন পাঠশালার ছাত্রগণকে পরীক্ষা করিলাম এবং অন্যান্য প্রশ্নের পর 'তাহাকেই' এই পদ দ্বারা কাহাকে বুঝায় ইহা জিজ্ঞাসা করিলাম। অনেক বালকে উদ্রেককে বুঝায় বলিল, কেবল একটী বালক সন্তোষকে বুঝায় বলিল। কিন্তু সেই বালকটী উক্ত-বাক্যের মর্ম্ম সুন্দররূপে বুঝিয়া উত্তর করিয়াছে কি না জানিবার জন্য আমরা এই প্রশ্ন করিলাম, 'তাহাকেই' এই পদদ্বারা উদ্রেককে না বুঝাইয়া সন্তোষকে বুঝায় কেন? সেই বালক বা অপর কোন বালকই ইহার উত্তর করিতে পারিল না দেখিয়া আমরা এই প্রশ্ন করিলাম, 'তাহাকেই' এই পদটী কোন্ পদ হইতে সিদ্ধ হইয়াছে?-তৎপদ হইতে সিদ্ধ হইয়াছে। তৎপদের সহিত কোন্ পদের সাপেক্ষতা আছে?—যৎ পদের সাপেক্ষতা আছে। সেই যৎ শব্দ এই বাক্যের কোথায় আছে?—যে অসঙ্কোচ-সম্বলিত ইত্যাদি। এই স্থলে যে শব্দ দ্বারা কোন্ পদটী উপলক্ষিত হইতেছে? অর্থাৎ যে কি?—যে সন্তোষের। তাহাকেই অর্থাৎ সেই সন্তোষকেই আত্ম-প্রসাদ কহে। 'তাহাকেই' এই পদ দ্বারা যদি উদ্রেককে বুঝাইত

তবে যে শব্দটী কোথায় ব্যবহৃত হইত?—উদ্রেকের পূর্ব্বেই ব্যবহৃত হইত। ইত্যাদি। শিক্ষকতা কার্য্যে সুদক্ষতালাভ না হইলে কখন্ কিরূপ কৌশল অবলম্বন করিয়া পড়াইতে হইবে তাহা অবগত হওয়া যায় না।

৩। ছাত্রেরা গৃহে গিয়া যে রূপে পাঠাভ্যাস করিবে শিক্ষক তাহা বুঝাইয়া দিবেন। পর দিবস বিদ্যালয়ে বালকদিগের সেই পাঠাভ্যাসের পরিচয় যে রূপে লইতে হইবে এক্ষণে তাহা লেখা যাইতেছে। প্রায়ই এক জন শিক্ষককে একঘণ্টা সময় মধ্যে ৩০ বা ৪০টী ছাত্রকে সাহিত্য পড়াইতে হয়। যদি প্রত্যেক বালককে পড়াইয়া তাহার পাঠ শ্রবণ করিতে হয় তাহা হইলে কেবল আবৃত্তিতেই প্রায় অর্দ্ধ ঘণ্টা সময় গত হয়, সুতরাং ব্যাখ্যা, পদান্বয়াদি করণের তাদৃশ সময় থাকে না। অতএব সকল বালককে নিত্য না পড়াইয়া ১০ বা ১২টী বালককে বাছনি করিয়া পড়াইলেই কার্য্য চলিতে পারে। সেই ১০। ১২টী বালকের মধ্যে অধম বালকের সংখ্যা অধিক হওয়া আবশ্যক। এক দিবস যে ১০। ১২ জন পাঠ করিবে পর দিবস তাহার ২। ৯ জন এবং অপর ৮। ১০ জনকে পড়ান আবশ্যক, অর্থাৎ এরূপে বালকদিগকে বাছনি করিয়া পড়ান উচিত যে কোন্ দিবস কাহাকে কি পড়িতে হইবে বা কখন্ কাহাকে কি পড়িতে হইবে তাহা যেন বালকেরা কোনক্রমে পূর্ব্বে জানিতে না পারে। এরূপ করিলে সকল বালকই পাঠে মনোনিবেশ করিবে। অন্যথা, যদি একাদিক্রমে পালা করিয়া পড়ান হয় তাহা হইলে অনেকেই আপন পাঠের সময়েই মনোযোগী থাকে অন্য সময়ে অন্যমনস্ক হয়। শিক্ষক এই রূপে ১০। ১২ জন বালককে বাছনি করিয়া আবৃত্তি করিতে এবং ১০। ১২ টী বালককে অর্থ করিতে বলিবেন। কোন বালকের আবৃত্তি ও অর্থ করিতে ভুল হইলে শিক্ষক অন্যান্য বালককে সেই ভুলটী সংশোধন করিতে বলিবেন।

যদি কেহই সে ভুল সংশোধন করিতে না পারে তবে তিনি স্বয়ং তাহা কৌশলক্রমে সংশোধন করিয়া দিবেন।

৪। আবৃত্তি, ব্যাখ্যা, পদান্বয় অথবা অপর কোন বিষয় ঘটিত বাচনিক প্রশ্ন করিবার সময়েই শিক্ষকের কার্য্যদক্ষতার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। যাহাতে একটীও বালক অন্যমনস্ক না থাকে এরূপ করিয়া প্রশ্ন করাই উচিত। কখন্ কোন্ বালককে শিক্ষককৃত প্রশ্নের উত্তর দিতে হইবে তাহা যেন কেহ পূর্ব্বে না জানিতে পারে। শিক্ষক স্বয়ং যাহাকে অন্যমনস্ক বা কোন স্থানের অর্থবোধে অসমর্থ বিবেচনা করিবেন তাহাকেই তিনি প্রশ্ন করিবেন। বালকদিগের স্থান পরিবর্ত্তনদ্বারা শ্রেণীটী যতই চক্রের ন্যায় পরিভ্রমণ করিতে থাকে ততই বালকেরা পাঠে সমনস্ক হয়, অতএব অকারণ বিলম্ব করিয়া প্রশ্ন করা উচিত নয়। যে পর্য্যন্ত একটী বালক একটী প্রশ্নের সদুত্তর দিতে না পারিবে সে পর্য্যন্ত তাহাকেই ভিন্ন ভিন্ন প্রশ্ন করা কর্ত্তব্য। ছাত্রদিগকে কোন বিষয় বুঝাইবার সময়ে হউক বা প্রশ্ন করিবার সময়ে হউক, শিক্ষকের কোন গ্রন্থ দর্শন না করাই ভাল। অস্মদ্দেশের চতুষ্পাঠীর অধ্যাপক মহাশয়েরা ছাত্রদিগকে পাঠ দিবার সময়ে প্রায়ই গ্রন্থদর্শন করেন না, তাঁহারা যে পাঠ দেন তাহা পূর্ব্বেই ভালরূপে দেখিয়া রাখেন, অথবা তাঁহারা যে শাস্ত্রের পাঠ দেন সেই শাস্ত্রে তাঁহাদিগের এরূপ পরিপক্ক সংস্কার থাকে যে পড়াইবার সময়ে তাঁহাদিগকে কি গ্রন্থ কি টীপ্পনি কিছুই আর দেখিতে হয় না। সেই শাস্ত্রের সকল বিষয়ই যেন তাঁহাদিগের ওষ্ঠস্থ আছে এমন বোধ হয়। আমরা অনেক স্থানে চতুষ্পাঠীর অধ্যাপক মহাশয়দিগের শাস্ত্র বিশেষে প্রগাঢ়সংস্কার সন্দর্শন করিয়া সাতিশয় চমৎকৃত হইয়াছি এবং তাঁহাদিগের সেই রীতির সম্যক্ অনুমোদন করিয়া থাকি। ছাত্রদিগকে যে পাঠ দিতে হইবে, যদি অগ্রে শিক্ষকেরা সেই পাঠ দেখিয়া শুনিয়া প্রস্তুত হন তাহা হইলে তাঁহাদিগকে আর গ্রন্থ দর্শন করিতে হয় না, এবং গ্রন্থ না দেখিয়া প্রশ্নাদি করিতে

অনুরুদ্ধ হইলেও অপ্রতিভ হইতে হয় না। যে অন্ধ তাহারই অন্যের সাহায্য আবশ্যক; যে খঞ্জ তাহারই যষ্টির প্রয়োজন। অপর কার্য্য-কালে যিনি যেরূপ করেন করুন, সকলে অবশ্যই ইহা স্বীকার করিবেন, যে যেমন কায়মনোবাক্যে সর্ব্বদাই স্বীয় কার্য্যে ব্যাপৃত থাকা শিক্ষকদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য তেমনি যাহাতে তাঁহাদিগকে নিজ ও পরিজনের অন্ন বস্ত্রের নিমিত্ত কার্য্যান্তরে ব্যাপৃত হইতে না হয় এমন বেতন দিয়া তাহাদিগকে সন্তুষ্ট রাখা নিয়োক্তৃগণেরও অবশ্য কর্ত্তব্য।

৫। বালকেরা কোন একটী বাক্যের অন্তর্গত বিশেষ্য বিশেষণাদি পদ নির্ণয় করিতে না পারিলেও তাহারা সেই বাক্যের অর্থ ও পদান্বয় বুঝিয়াছে কি না জানিবার জন্য তাহাদিগকে সেই বাক্য ঘটিত ভিন্ন ভিন্ন প্রশ্ন করা আবশ্যক। যথা,—"সাধুতম মহাত্মা ব্যক্তিরা ভূভার হরণ করিতেই ভূমণ্ডলে জন্ম গ্রহণ করেন।" এই বাক্যটী অবলম্বন করিয়া শিক্ষক এইরূপে জিজ্ঞাসা করিবেন, কাহারা জন্মগ্রহণ করেন? বালকেরা উত্তর করিবে, ব্যক্তিরা জন্মগ্রহণ করেন। শি। কেমন ব্যক্তিরা জন্মগ্রহণ করেন? বা। সাধুতম মহাত্মা ব্যক্তিরা জন্মগ্রহণ করেন। শি। তাঁহারা কি নিমিত্ত জন্ম-গ্রহণ করেন? বা। তাঁহারা ভূভার হরণ করিতেই জন্মগ্রহণ করেন। শি। তাঁহারা কোথায় জন্ম গ্রহণ করেন? বা। তাঁহারা ভূমণ্ডলে জন্ম গ্রহণ করেন। শি। সাধুতম মহাত্মা ব্যক্তিরা কি গ্রহণ করেন? বা। তাঁহারা জন্মগ্রহণ করেন। শি। তাঁহারা কি হরণ করিতে জন্মগ্রহণ করেন? বা। তাঁহারা ভূভার হরণ করিতে জন্মগ্রহণ করেন। শি। পৃথিবীর ভারস্বরূপ অসল্লোকের দৌরাত্ম্য নিবারণ করাই ভূভার হরণ করা। ইত্যাদি।

৬। সাহিত্যের পাঠদান বিষয়ে পূর্ব্বে যে যে কথা লিখিত হইল সে সকল কথা গদ্য ও পদ্য উভয়েরই পাঠদান বিষয়ে খাটিবে; কিন্তু পদ্য বিষয়ক পাঠ দানের অগ্রে কাব্য পাঠের ফল, পদ্যের

লক্ষণ, গদ্য ও পদ্যের প্রভেদ, গদ্য ও পদ্যে বাক্য রচনার ও পদ-বিন্যাসের নিয়ম, মিত্রাক্ষর ও অমিত্রাক্ষর ভেদে পদ্যের ভেদ, অক্ষরাবৃত্তি ও মাত্রাবৃত্তি ভেদে পদ্যের ভেদ, ছন্দ ভেদ, যতি ও বর্ণ-বিবেক, এবং রস, ভাব, গুণ ও অলঙ্কার প্রভৃতি বিষয় গুলির যথা-যোগ্য স্থূল উপদেশ দিয়া বালকদিগকে পদ্যপাঠে নিযুক্ত করাই উচিত।

৭। ব্যাকরণ। সাহিত্য পাঠের সঙ্গে সঙ্গে ব্যাকরণের শিক্ষা দেওয়া উচিত। কিন্তু প্রথমে ব্যাকরণ বিষয়ক কোন গ্রন্থ অবলম্বন না করিয়া মুখে মুখে ব্যাকরণের উপদেশ দেওয়া ভাল। অতএব বাক্যের অন্তর্গত পদসমুদায়কে সংজ্ঞা, বিশেষণ, ক্রিয়া, সর্ব্বনাম ও অব্যয় এই পাঁচ শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়া এবং প্রত্যেকের লক্ষণ বুঝাইয়া দিয়া যথাক্রমে উপদেশ দেওয়া উচিত। অপর, যেমন এক এক শ্রেণীস্থ পদের উপদেশ দেওয়া হইবে, তেমনি বালক-দিগের নিত্য পঠিত পাঠের মধ্যে যে যে পদ সেই শ্রেণীর অন্তর্নিবিষ্ট বালকেরা একাদিক্রমে সেই সেই পদ নির্ব্বাচন করিবে। যথা, সংজ্ঞার অর্থ নাম, দ্রব্যের নামকে সংজ্ঞা কহে। যথা, কলম, কাগজ, কাষ্ঠ, কাপড় ইত্যাদি। ব্যক্তির নামকেও সংজ্ঞা কহে। যথা রাম, হরি, গঙ্গা, হিমালয় ইত্যাদি। এই রূপে দৃষ্টান্ত সহিত উপদেশ দিয়া সংজ্ঞার অর্থটী বালকেরা ভাল রূপে বুঝিলে পর তাহাদিগকে এই লক্ষণ বলিয়া দেওয়া আবশ্যক যে, ব্যক্তি (প্রাণী অপ্রাণী), দ্রব্য, জাতি, গুণ, ভাব, কাল, দিক্, দেশাদির নামকেই সংজ্ঞা কহে। পরে শিক্ষক মহাশয় বালকদিগের পাঠমধ্যে যে যে সংজ্ঞা-পদ আছে তাহাদিগকে সেই সেই পদ যথাক্রমে নির্ব্বাচন করিতে বলিবেন। তাহারা একে একে সংজ্ঞা পদ গুলি নির্ব্বাচন করিবে। এইরূপে ক্রমশঃ উক্ত পাঁচ প্রকার পদের উপদেশ দেওয়া হইলে উত্তরোত্তর সংজ্ঞাঘটিত লিঙ্গ, পুরুষ, বচন ও কারক, এবং সাধারণ ও বিশেষ ভেদে সংজ্ঞার ভেদ, তৎপরে ক্রিয়াঘটিত বাচ্য, কাল,

পুরুষ ও বচন, এবং সকর্ম্মক, অকর্ম্মক, দ্বিকর্ম্মক ভেদে ক্রিয়ার ভেদ, তৎপরে সামান্য বিশেষণ, বিশেষণীয় বিশেষণ ও ক্রিয়া-বিশেষণ, তরপ্রত্যয়ান্ত ও তমপ্রত্যয়ান্ত বিশেষণ ইত্যাদি বিশেষণের যে যে ভেদ আছে সেই সকল ও বিশেষণের লিঙ্গ, এবং শেষে সর্ব্বনামঘটিত লিঙ্গ, পুরুষ, বচন ও কারক ইত্যাদিরও উপদেশ দেওয়া আবশ্যক। ইহার পর যাহাতে বালকেরা বাক্যস্থিত পদসমূহের সম্যক্‌রূপে অন্বয় করিতে পারে এরূপ করাই উচিত। পদান্বয় করিবার রীতি শ্রীযুক্ত ভগবচ্চন্দ্র বিশারদ ও শ্রীযুক্ত লোহারাম শিরোরত্ন প্রণীত ব্যাকরণে সবিশেষ লিখিত আছে। এইরূপে পদ-বাক্যাদির উপদেশ দিবার সঙ্গে সঙ্গে সহজ সহজ সন্ধির ও সমাসের উপদেশ দান কর্ত্তব্য। একাধিক ভাষায় বালকদিগের অধিকার থাকিলে সেই সেই ভাষার সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য নির্ণয় পূর্ব্বক ব্যাকরণ ঘটিত উপদেশ দিলে বালকদিগের শিক্ষার অনেক সুবিধা হয়।

৮। রচনা। স্ব স্ব অভিপ্রায় বিশদ করিয়া প্রকাশ করিতে সমর্থ হওয়া সকলেরই পক্ষে আবশ্যক। কোন বিষয়ের উত্তমরূপ জ্ঞান থাকিলেও তাহা বিশদ করিয়া ব্যক্ত করিতে না পারিলে সে জ্ঞান মৃত্তিকানিহিত স্বর্ণরৌপ্যাদির ন্যায় প্রায় কোন কার্য্যকারক হয় না। প্রথমে বালকদিগকে দয়া, ধর্ম্ম, সত্য প্রভৃতি নীতি বিষয়ক প্রস্তাব লিখিতে অথবা বাণিজ্য, দেশভ্রমণ প্রভৃতি কঠিন বিষয়ের বর্ণনা করিতে আদেশ না করিয়া, তাহাদিগের সহিত দ্রব্য, গুণ, ক্রিয়াদি ঘটিত কথোপকথন করিয়া যাহাতে তাহাদিগের পদার্থ-জ্ঞানানন্তর পদজ্ঞান এবং বাক্যার্থ বোধ পূর্ব্বক সরলবাক্য রচনা শিক্ষা হয় এরূপ করাই উচিত। অপর যাহাতে বালকেরা এক পদার্থ ভিন্ন ভিন্ন পদ বা পদসমূহের দ্বারা প্রকাশ করিতে সমর্থ হয় এরূপ করা অতি কর্ত্তব্য। যথা, পিতা, জনক, জন্মদাতা, যিনি জন্ম দিয়াছেন। মাতা, জননী, গর্ভধারিণী, যিনি আমাদিগকে গর্ভে ধারণ

করিয়াছেন, যিনি আমাদিগকে দশমাস গর্ভে ধারণ করিয়া নানা কষ্ট ভোগ করিয়াছেন, ইত্যাদি। এক বাক্যার্থ ভিন্ন ভিন্ন বাক্যের দ্বারা প্রকাশ করিতে শিক্ষা করাও বালকদিগের পক্ষে হিতকর। যথা, পিতা মাতাকে ভক্তি কর, পিতা মাতাকে ভক্তি করা কর্ত্তব্য, পিতা মাতাকে ভক্তি না করিলে কর্ত্তব্য কর্ম্মের ত্রুটি হয়, পিতা মাতা আমাদিগের ভক্তির ভাজন, ইত্যাদি। কখন কখন শিক্ষক একটী ধাতু হইতে যে যে পদ উৎপন্ন হইয়াছে বালকদিগকে সে গুলি নির্দ্দেশ করিতে বলিবেন এবং যে বালক যে পদ নির্দ্দেশ করিবে তাহাকেই অন্যান্য পদের সহিত সেই পদটী যোজনা করিয়া একটী বাক্য রচনা করিতে বলিবেন। কখন বা শিক্ষক এক বা একাধিক পদ নির্দ্দেশ করিয়া দিবেন বালকেরা সেই গুলি অবলম্বন করিয়া বাক্য রচনা করিবে। বালকদিগের ভুল হইলে শিক্ষক কৌশল ক্রমে তাহা সংশোধন করিয়া দিবেন। কোন কোন চতুষ্পাঠীতে বাক্য-রচনা-রীতি প্রচলিত আছে। যে রূপে পাঠ দিলে বালকেরা সরল বাক্য রচনা করিতে পারিবে তাহা বস্তুবিচারের পাঠ বিষয়ক প্রকরণে এক প্রকার উক্ত হইয়াছে। পঠিত পাঠের তাৎপর্য্য ও আপাততঃ দৃষ্টির অগোচর অথচ দৃষ্টপূর্ব্ব দ্রব্য বা ক্রিয়ার মুখে মুখে বর্ণনা করিতে শিক্ষা করিয়া সেই সকল বিষয়ের বিবরণ লিখিয়া রচনা শিক্ষা করাই উচিত। বর্ণনা করিবার সময়ে একটী ক্রম অবলম্বন করা আবশ্যক। যথা কোন দ্রব্যের বর্ণনা করিবার সময়ে সেই দ্রব্যের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ, বর্ণ আকৃতি, আয়তন উপাদানসামগ্রী, গুণ, উৎপত্তি, ইত্যাদি ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গের যথাক্রমে বর্ণনা করাই উচিত। দয়ার বর্ণনা করিবার সময়ে, দয়ার স্বরূপ, প্রয়োজন ও উপকার, দয়া না থাকার ফল, সদয় ও নির্দ্দয় ব্যক্তির কার্য্য অবস্থা ও গুণ দোষ ইত্যাদি বিষয়ের যথাযথ বর্ণনা করাই কর্ত্তব্য; এবং আবশ্যক মতে ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়া স্বলিখিত বিষয়ের সমর্থন করা উচিত। অতএব কোন বিষয় ঘটিত যে যে অঙ্গ

উল্লেখ করিয়া রচনা লিখিতে হইবে সেই সেই অঙ্গ ও সেই সকল লিখনের ক্রম অগ্রে শিক্ষক বালকদিগকে বুঝাইয়া দিবেন; পরে তাহাদিগের লিখিত রচনার লেখা শুদ্ধ ও বর্ণনা যথাযথ হইয়াছে কি না তাহা বিচার করিয়া রচনার দোষ সংশোধন ও গুণোদ্ঘাটন করিবেন। বালকেরা গ্রন্থসাহায্য না লইয়া যদি পঠিত ইতিহাসাদির সার সঙ্কলন করিয়া লিখে তাহা হইলে এক কালে রচনা ও শ্রুত লিখনের কার্য্য হয়; কেননা তাহাতে পদের বর্ণবিন্যাসের, পদার্থ ও বাক্যার্থের প্রতি তাহাদিগের বিশেষ দৃষ্টি পড়ে এবং স্মৃতি অনুধ্যান, ও কল্পনা বৃত্তির চালনা হইতে থাকে। রচনা করিতে হইলে বালকেরা অগ্রে কি লিখিবে তাহা ভাবিয়া স্থির করিতে সমর্থ হয় না, ভাবের অভাব নিবন্ধন তাহাদিগকে এই রূপ চিন্তাকুল হইতে হয়; কিন্তু উক্ত প্রকারে রচনা লিখনের উপদেশ দিলে তাহাদিগকে আর তাদৃশ চিন্তায় অভিভূত হইতে হয় না। অপর প্রথমে বালকেরা প্রায়ই বাগাড়ম্বরের প্রতি দৃষ্টি করিয়া থাকে, অর্থের প্রতি তাদৃশ মনোনিবেশ করে না; ইহাতে অনেকের রচনা শারদীয় ঘনঘটার গভীর গর্জ্জন তুল্য আড়ম্বর মাত্র সার হইয়া উঠে। শব্দালঙ্কারের প্রতি দৃষ্টি না করিয়া অর্থালঙ্কারের প্রতি দৃষ্টি করা বরং ভাল। কিন্তু সুন্দর অলঙ্কারযুক্ত বাক্যও যদি প্রসাদ গুণ বর্জ্জিত হয় তবে তাহার আদর ও গৌরব থাকে না, এই বিবেচনা করিয়া *যাহাতে বাক্যগুলি প্রসাদগুণ বিশিষ্ট হয় অগ্রে তাহা করাই সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য।* বাক্যেতে পদযোজনা করিবার যে সকল নিয়মের উপদেশ দান আবশ্যক তাহার কতিপয় নিয়ম পরে লেখা যাইতেছে।

১। বাক্যের যে পদ যে স্থানে প্রযুক্ত হইলে অনায়াসে সুন্দর অর্থবোধ হয় সেই পদ সেই স্থানেই প্রয়োগ করা উচিত। এইটী মূল ও সাধারণ নিয়ম।

২। বাক্যের প্রথমে কর্ত্তৃপদ ও শেষে সমাপিকাক্রিয়া পদ থাকা আবশ্যক।

৩। ক্রিয়া সকর্ম্মক হইলে কর্ম্মপদ, কর্ত্তৃপদের পরে ও ক্রিয়াপদের পূর্ব্বে সন্নিবেশিত হয়। দ্বিকর্ম্মকস্থলে গৌণ কর্ম্মের পরে বিভক্তি থাকে আর যে পদে কর্ম্মের বিভক্তি থাকে সেই পদ বিভক্তি শূন্য পদের পূর্ব্বে প্রায়ই স্থাপিত হয়। যথা, তিনি আমাকে এই কথা বলিলেন।

৪। অন্যান্য কারক পদ কর্ম্মপদের পূর্ব্বেই আর কর্ম্মপদ না থাকিলে ক্রিয়াপদের পূর্ব্বেই ব্যবহৃত হয়।

৫। বিশেষণ পদ স্বীয় বিশেষ্যের পূর্ব্বেই ব্যবহৃত হয়, কিন্তু বিধেয় বিশেষণ হইলে পরে ব্যবস্থাপিত হয়।

৬। সম্বন্ধ পদ যে পদের সহিত সম্বন্ধ তাহারই পূর্ব্বে প্রযুক্ত হয়।

৭। অসমাপিকা ক্রিয়া সমাপিকা ক্রিয়ার পূর্ব্বে থাকে, এবং দুই ক্রিয়াপদেরই এক কর্ত্তৃপদ হইলে ভাল হয়। ইত্যাদি।

এ সকল নিয়ম পদ্য রচনাতে খাটে না। সংস্কৃত ভাষাতে ভিন্ন ভিন্ন প্রত্যয় দ্বারা লিঙ্গ, বচন, কারক, কাল প্রভৃতি সকলই প্রায় ব্যক্ত হয়, এ জন্য সংস্কৃত বাক্যে পদ গ্রন্থনের বিশেষ নিয়ম নাই। যথা, শীঘ্রং গচ্ছামি, অহংশীঘ্রংগচ্ছামি, শীঘ্রমহং গচ্ছামি, শীঘ্রংগচ্ছামহং, গচ্ছামি শীঘ্রমহং।

৯। অনুবাদ। একাধিক ভাষাতে বালকদিগের পরিচয় থাকিলে এক ভাষায় লিখিত বিষয় ভাষান্তরে অনুবাদ করিতে শিক্ষা করা ভাল। মূলগ্রন্থের তৃতীয় প্রকরণে উক্ত হইয়াছে যে স্বজাতীয় ভাষায় অনুবাদ না করিয়া বিজাতীয় ভাষা শিক্ষা করা যায় না, সুতরাং প্রথমে পদের অনুবাদ, পরে বাক্যের অনুবাদ, তৎপরে বাক্যার্থের অনুবাদ করিয়া অপর ভাষা শিক্ষা করিতে হয়। অনুবাদ দুই প্রকার, অক্ষরানুবাদ ও অর্থানুবাদ। বাক্যের পদগুলি যে ক্রম অনুসারে বিন্যস্ত হইয়াছে সেই ক্রম পরিবর্ত্ত না করিয়া প্রত্যেক

পদের অক্ষরার্থের অনুবাদ করিলে সেই অনুবাদকেই অক্ষরানুবাদ কহে। পদবিন্যাসের ক্রম ও পদের মুখ্যার্থের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি না করিয়া কেবল বাক্যার্থের বা ভাবার্থের অনুবাদ করিলে সেই অনুবাদকে অর্থানুবাদ কহে। ভিন্ন ভিন্ন ভাষায় পদ গ্রন্থনাদির রীতি ভিন্ন ভিন্ন। যথা, অভিনিবিশতি ধর্ম্মান্ সাধুঃ। সাধুব্যক্তি ধর্ম্মে অভিনিবেশ করেন। এস্থলে সংস্কৃত ভাষায় যে কর্ম্ম পদ ব্যবহৃত হইয়াছে তাহার পরিবর্ত্তে বাঙ্গালা ভাষাতে অধিকরণ পদ ব্যবহৃত হইল। অতএব অর্থানুবাদ করিবার সময়ে যে ভাষাতে অনুবাদ করিতে হয় সেই ভাষার রীত্যনুসারে বাক্যরচনা করাই উচিত। উভয় ভাষার রচনা রীতিতে বিশিষ্টরূপে লব্ধপ্রবেশ না হইলে কেহই সুন্দর অর্থানুবাদ করিতে সমর্থ হন না। মূলের অর্থ ও অলঙ্কারাদি যথাসম্ভব রক্ষা করিয়া যতদূর সাধ্য অক্ষরানুবাদ করাই বিধেয়। অক্ষরানুবাদদ্বারা সর্ব্বত্র বাক্যার্থ বিশদ রূপে প্রকাশ হয় না, কিন্তু বিজাতীয় ভাষার প্রথম শিক্ষা সহজ হয়। অপর যে ভাষা হইতে অনুবাদ করা হয়, স্বকৃত অনুবাদ সেই ভাষাতেই প্রত্যনুবাদ করণান্তর মূলের সহিত তুলনা করিয়া দোষগুণ বিচার করিলে অনেক উপকার হয়, এবং তদ্দ্বারা উভয় ভাষাতেই পরিপক্ক সংস্কার জন্মে। কখন কখন শিক্ষক বালকদিগের নিকট যে ভাষায় যে যে বাক্য পাঠ করিবেন, বালকেরা সেই ভাষাতে সেই সেই বাক্য না লিখিয়া, এককালে ভাষান্তরে অনুবাদ করিয়া যদি লিখিতে শিখে তাহা হইলে বিশেষ উপকার হয় সন্দেহ নাই।

অগ্রে মুখে মুখে অঙ্ক ও রচনা শিক্ষা করিলে যেমন অঙ্ক ও রচনা শিক্ষার অনেক সুবিধা হয় অনুবাদের পক্ষেও সেই রূপ, অগ্রে বাচনিক অনুবাদ করিতে শিক্ষা করিলে পরে অনুবাদ করিয়া লেখা সুতরাং সহজ হয়।

১০। ভাষা শিক্ষা সম্বন্ধে এস্থলে আর একটী কথার উল্লেখ করা উচিত। যেমন যে গ্রন্থে অশ্লীল কথা থাকে, যাহা অধ্যয়ন করিলে বালকদিগের নীতি শিক্ষার ব্যাঘাত জন্মে, তাহা বালকদিগের পাঠ্য

বলিয়া নির্দ্দিষ্ট করা উচিত নয়; তেমনি যে গ্রন্থের রচনা রীতি উত্তম নয়, যাহা পাঠ করিলে ভাষা শিক্ষার ব্যাঘাত হয়, সে গ্রন্থও বালকদিগের পাঠের যোগ্য হইতে পারে না; কেননা বালকেরা সর্ব্বদা যাহা দেখে ও শুনে তাহাই শিক্ষা করে। কুৎসিত গ্রন্থ পাঠ আর কুসংসর্গে বাস উভয়ই তুল্য; উভয়ই বহু অনর্থের আকর। কেহ কেহ বলেন যে, কোন গ্রন্থের রচনা উত্তম না হইলেও যদি তৎপ্রতিপাদ্য বিষয়টী উত্তম হয়, এবং তদপেক্ষা উত্তম গ্রন্থান্তরের অভাব থাকে তবে তাদৃশ গ্রন্থ বালকদিগের পাঠ্য গ্রন্থ মধ্যে নিবেশিত হইতে পারে। যাঁহারা এই কথা বলেন তাঁহারা এই বিবেচনা করেন যে, উৎকৃষ্ট খাদ্য দ্রব্য না থাকিলে অপকৃষ্ট খাদ্য ভোজন করা বিধেয়, কিন্তু যাহাতে সেই খাদ্য উদরস্থ হইয়া অনিষ্ট না করে তদুপায় বিধান করাও সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য; শিক্ষকদিগের পক্ষে সে উপায় বিধান করা কঠিন। সংস্কৃত ভাষা এক প্রকার কল্পতরু তুল্য; কারণ এক এক বাক্য বা সমাসনিষ্পন্ন পদদ্বারা ভিন্ন ভিন্ন অর্থ, কখন বা বিপরীত অর্থ বোধ হয়; এবং অস্মদ্দেশের লোকের শাস্ত্রে পূর্ব্বাপর সাতিশয় শ্রদ্ধা আছে। এই দুই কারণ বশতঃ কেহ কোন গ্রন্থের রচনাদোষ দৃষ্টি করেন না, দোষ দৃষ্টি করিলেও সহসা তাহা প্রকাশ করেন না। দোষ পরিহার পূর্ব্বক গুণ গ্রহণ করাই মহতের লক্ষণ। অপিচ

"খলোঽবলোকতে দোষান্ গুণপূর্ণেষু বস্তুষু।
"বনে পুষ্পফলাকীর্ণে পুরীষমিব শূকরঃ।"

কিন্তু উপদেশ দানকালে উক্ত লক্ষণের অনুসরণ করা শিক্ষকের উচিত নয়। ছাত্রেরা পাঠ্য গ্রন্থের দোষ গুণ বিচারে তাদৃশ সমর্থ হয় না, সুতরাং তাহাদিগের শিক্ষার উন্নতিসাধন জন্য গ্রন্থের দোষগুণ প্রকাশ করিয়া উপদেশ দেওয়া কর্ত্তব্য। কিন্তু এই কর্ত্তব্যটী সম্পাদন করা তৃপ্তিকর নয়। এরূপ স্থলে সাধ্যানুসারে গ্রন্থকারদিগের গৌরব রক্ষা করিয়া রচনার দোষ গুণ উল্লেখ করাই বিধেয়। কোন কোন স্থানে শিক্ষকদিগকে এত পরিমাণে পড়াইতে হয় যে তাঁহারা

পড়াইবার সময়ে পুস্তক লিখিত বাক্যের দোষ গুণ পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচার করিয়া উপদেশ দিবার অবসর প্রাপ্ত হন না, সুতরাং বালকেরা কোন কোন সময়ে সদোষ বাক্য নির্দোষ বলিয়া গ্রহণ করে এবং পরে তদনুকরণেও প্রবৃত্ত হয়। অতএব যাহাতে এরূপ না ঘটে তাহা করাই অতি কর্ত্তব্য।

১১। রচনার দোষগুণ বিচার করা অপেক্ষা অনুবাদের দোষগুণ বিচার করা সহজ। বালকেরা আপনারাই মূলের সহিত মিলাইয়া অনুবাদের দোষগুণ বিচার করিতে সক্ষম হয়। অনেক শিক্ষক বালকদিগের অসাক্ষাতে রচনা ও অনুবাদের দোষ সংশোধন করিয়া কাগজগুলি তাহাদিগকে দেখিতে দেন। এরূপ না করিয়া যদি তাঁহারা আপনাদিগের সন্মুখে বালকদিগের দোষ তাহাদিগেরই দ্বারা কৌশলক্রমে কারণ দর্শাইয়া সংশোধিত করিয়া লন তাহা হইলে অনেক উপকার হয় সন্দেহ নাই। এরূপ করিতে অনেক সময় ব্যয়িত হয়, অতএব অনেকে ইহার অনুসরণ করেন না কিন্তু আমাদিগের মতে বালকদিগের অসাক্ষাতে ২৫ বা ৩০ টী বালকের লেখার দোষ সংশোধন করা অপেক্ষা উক্ত প্রকারে ৩ বা ৪ জন বালকের লেখার দোষ সংশোধন করা ভাল, তাহাতে অপেক্ষাকৃত অধিক উপকার হইবারই সম্ভাবনা। অবশিষ্ট বালকদিগের লেখার দোষ শিক্ষক স্বয়ং বালকদিগের অসাক্ষাতে সংশোধন করিয়া দিতে পারেন। কিন্তু অবশিষ্ট বালকদিগের অনুবাদের দোষ শোধন না করিলেও চলে, কারণ এক বিষয় ও ভাব ঘটিত তিন চারি জনের অনুবাদে যে দোষ ঘটে অপরের অনুবাদে তদ্ভিন্ন নূতন দোষ ঘটিবার তাদৃশ সম্ভাবনা থাকে না।

শিক্ষাপ্রণালী।

পরিশিষ্ট।

সপ্তম প্রকরণ।

নীতিশিক্ষা

"শ্রুতেন কিং যো ন চ ধর্ম্মমাচরেৎ।"

যে ব্যক্তি ধর্ম্মাচরণ না করে তাহার বেদাধ্যয়নে কি ফল।

১। সহস্র সহস্র গুণের আধার হইয়াও যে ব্যক্তি ধর্ম্মবিহীন হয় সে সম্পূর্ণ অসার। সহস্র সহস্র সদুপদেশ প্রাপ্ত হইয়াও যে ব্যক্তি কার্য্যকালে তদনুষ্ঠান না করে সে অতিশয় মূঢ়। অতএব যাহাতে ছাত্রদিগের সুনীতি অভ্যাস হয় তাহার প্রতি শিক্ষকের সর্ব্বক্ষণ বিশেষ দৃষ্টি রাখাই কর্ত্তব্য। ছাত্রগণের চরিত্রের নির্ম্মলতা সম্পাদন করাই অধ্যাপকের একটী প্রধান কর্ম্ম। বিদ্যালয়ে থাকিয়া বালকেরা যে যে কারণে যে যে দোষ করে সেই সকল দোষ ও তন্নিবারণ উপায়, মূলগ্রন্থে সংক্ষেপে উক্ত হইয়াছে। বালককৃত কোন দোষের তত্ত্বানুসন্ধান পূর্ব্বক তাহাদিগকে তদুপযুক্ত উপদেশ দিতে যে সময় ব্যয়িত হয়, সে সময়ে দুই পাত ব্যাকরণ পড়াইলে অধিক ফল হইবে, অনেকে এই বিবেচনা করিয়াই বালকদিগের কোন দোষ দর্শন বা শ্রবণ করিলে তাহাতে প্রায়ই উপেক্ষা করেন। এরূপ করা কোন ক্রমে শিক্ষকের উচিত নয়; বরং ব্যাকরণাদি পাঠের ক্ষতি স্বীকার করিয়াও বালকদিগের দোষ দর্শন বা শ্রবণান্তে তাহার তত্ত্বানুসন্ধান করা এবং যাহাতে বালকেরা পুনর্ব্বার তাদৃশ দোষ না করে এরূপ চেষ্টা করা শিক্ষকের সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য; এবং এ নিমিত্ত সময় ব্যয়ে ও পরিশ্রম স্বীকারে কাতর হওয়া প্রকৃত শিক্ষকের ধর্ম্ম নয়। যাহাতে

ছাত্রগণের সত্যবাদিতা, (পিতা মাতা, শিক্ষক প্রভৃতি গুরুজনের) বশীভূততা, সরলতা, নম্রতা, ভব্যতা, শ্রমশীলতা, দয়া, গুরুজন-ভক্তি ও ঈশ্বরভক্তি প্রভৃতি সদ্গুণ জন্মে সর্ব্বদা তাহার চেষ্টা করাই অবশ্য কর্ত্তব্য। বালকেরা বিদ্যালয়ে, ক্রীড়া ভূমিতে, গৃহে বা অন্য স্থানে যে রূপ আচরণ করে তাহা অবগত হইয়া তাহাদিগকে আবশ্যকমত নীতি উপদেশ দান করা উচিত। বালকেরা বিদ্যামন্দিরে ও ক্রীড়াভূমিতে যে রূপ আচরণ করে শিক্ষক স্বয়ং তাহা দর্শন করিবেন এবং তদ্বিষয়ে যাহা লিখিয়া রাখা আবশ্যক তাহা এক খান স্বতন্ত্র বহিতে লিখিয়া রাখিবেন। বালকেরা গৃহে যে রূপ আচরণ করে তাহা অবগত হইবার জন্য তাহাদিগকে অভিভাবকের নিকট হইতে প্রতিমাসে স্ব স্ব চরিত্রের বিবরণ লেখাইয়া আনিতে আদেশ করাই ভাল। শিক্ষক সেই লেখা পাঠ করিয়া তাহার মর্ম্মটী এক খান স্বতন্ত্র বহিতে লিখিয়া রাখিবেন। উক্ত দুই খানি বহি দর্শন করিলেই বালকদিগের চরিত্র উত্তরোত্তর কি রূপ হইতেছে শিক্ষক তাহা অনায়াসে জানিতে পারিবেন এবং তাহাদিগকে কখন্ কোন্ বিষয়ের কি রূপ উপদেশ দিতে হইবে তাহাও স্থির করিতে পারিবেন। অপর, সপ্তাহের মধ্যে এক দিন এক সময়ে সকল বালককে একত্র করিয়া তাহাদিগের আচরণগত দোষগুণবিচার-পূর্ব্বক নীতি উপদেশ দিবেন। এরূপ করিলে ছাত্রদিগের সুন্দর নীতিশিক্ষা ও শীঘ্র শীঘ্র চরিত্রদোষসংশোধন হয়।

২। নীতি বিষয়ক উপদেশ দান কালে শিক্ষককে যে ক্রম অবলম্বন করিতে হইবে তাহা পশ্চাল্লিখিত চারিটী পাঠ দ্বারা জানা যাইতে পারিবে।

প্রথম পাঠ।

এই পাঠে বালকেরা কোন্ কর্ম্মের কি নাম কেবল তাহাই শিক্ষা করিবে। যথা, সত্য কথন কাহাকে বলে, মিথ্যা কথন কাহাকে বলে,

কি করিলে দয়া করা হয়, কি করিলে পিতা মাতার বশীভূত হওয়া হয় ইত্যাদি।

দৃষ্টান্ত। রাম শ্যামকে একটী চড় মারিল। শ্যাম ক্রন্দন করিতে করিতে হরির নিকটে গিয়া রামের নামে অভিযোগ করিল। হরি রামকে জিজ্ঞাসা করিলে, রাম বলিল যে সে শ্যামকে চড় মারিয়াছে। রাম যাহা করিয়াছিল তাহাই স্বীকার করিল, অতএব রাম সত্যকথা কহিল, এ জন্য রামকে সত্যবাদী বলা যায়।

দ্বিতীয় পাঠ।

বালকেরা যাহাতে কোন্‌টী ভাল কর্ম্ম, কোন্‌টী মন্দ কর্ম্ম, কোন্‌টী উচিত কর্ম্ম, কোন্‌টী অনুচিত কর্ম্ম, কোন্‌টী কর্ত্তব্য, কোন্‌টী অকর্ত্তব্য, ইহা ভাল রূপে বুঝিতে পারে তাহা করাই এই পাঠের উদ্দেশ্য। যথা, সত্যবলা উচিত, মিথ্যা বলা উচিত নয়; সকলের প্রতি দয়া করা কর্ত্তব্য, কাহার প্রতি নির্দ্দয় হওয়া উচিত নয়; পিতা মাতা ও শিক্ষকের বশীভূত হওয়া উচিত, অবাধ্য হওয়া উচিত নয়; ইত্যাদি। এই পাঠের শেষে কেন এ কর্ম্মটী উচিত, আর কেনইবা ইটী অনুচিত তাহাও বুঝাইয়া দেওয়া আবশ্যক।

দৃষ্টান্ত। রামের পিতা মাতা ও শিক্ষক রামকে যখন যাহা বলেন তিনি তৎক্ষণাৎ তাহা হৃষ্টচিত্তে ও প্রসন্ন বদনে করেন, অতএব তিনি তাঁহাদিগের অতিশয় বশীভূত। পিতা, মাতা ও শিক্ষকের বশীভূত হওয়াই উচিত। কেননা তাঁহারা আমাদিগের পরম বন্ধু, তাঁহারা সর্ব্বদাই আমাদিগের হিত চেষ্টা করেন, তাঁহারা নানাবিধ ক্লেশ সহ্য করিয়াও আমাদিগের মঙ্গলান্বেষণ করেন। মাতা আমাদিগকে দশ মাস গর্ব্ভে ধারণ করিয়াছেন, স্তন্যপান করাইয়াছেন। পিতা আমাদিগের ভরণ পোষণ ও শিক্ষার জন্য কত শত কষ্ট পাইতেছেন। শিক্ষক আমাদিগকে সর্ব্বদাই সদুপদেশ দিতেছেন। আমরা কুপথগামী হইলে তিনি কত কৌশল ও যত্ন করিয়া আমাদিগকে সেই

কুপথ হইতে নিবৃত্ত করেন, তিনি সর্ব্বক্ষণ আমাদিগকে জ্ঞানরূপ অমূল্যরত্ন প্রদান করিতেছেন। আরও দেখ, যখন আমরা মাতৃগর্ব্ভে ছিলাম তখন আমরা সেই অবস্থাতে তাঁহাকে যে কত কষ্ট দিয়াছি তাহার কিছুই এক্ষণে অনুভব করিয়া স্থির কবিতে পারিনা; পরে ভুমিষ্ঠ হইয়া যখন আমরা গমন ও কথন শক্তি বর্জ্জিত থাকিয়া নিতান্ত অশরণ অবস্থাতে একটী মৃৎপিণ্ড প্রায় অবস্থান করিতাম, তখন পিতামাতাই আমাদিগের পরম সহায় ছিলেন; তখন অবধি তাঁহারা আমাদিগকে নানা কৌশলে প্রতিপালন করিয়া আসিতেছেন তাঁহারা আমাদিগকে ভোজন করাইয়া ভোজন করেন, শয়ন করাইয়া শয়ন করেন। ফলতঃ যে কোন রূপে হউক আমরা সুখ সচ্ছন্দে থাকিলেই তাঁহারা পরিতৃপ্ত হন। তাঁহারা আমাদিগের সুখে সুখী, আমাদিগের দুঃখে দুঃখী হন। আমরা এই বয়সের মধ্যে কত শত বার তাঁহাদিগকে কত শত কষ্ট দিয়াছি, তথাপি তাঁহারা আমাদিগের প্রতি কখনই স্নেহশূন্য হন নাই, এবং তাঁহাদিগের স্নেহের খর্ব্বতাও দৃষ্ট হয় নাই। যখন আমরা বুঝিতে না পারিয়া কোন অনিষ্টকর কার্য্য করিতে উদ্যত হই তখন তাঁহারা যে রূপে পারেন আমাদিগকে সেই কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে দেন না। আমরা তাঁহাদিগের স্বার্থশূন্য সুনির্ম্মল অভিপ্রায় বুঝিতে না পারিয়া তাহাতে অসুখিত হই, এবং সেই দুর্লভ সুহৃত্তম মহাজনদিগের প্রতি বিরক্তি ও ক্রোধ প্রকাশ করিয়া থাকি। তাঁহাদিগেরই প্রসাদে আমরা ইহলোকে জন্মলাভ করিয়াছি। আবার আমাদিগের পীড়া হইলে তাঁহারা যত চিন্তিত ও কাতর হন তাঁহাদিগের নিজের তচ্চতুর্গুণ পীড়া হইলেও তত চিন্তিত বা কাতর হন না, এবং যদি আপনাদিগের প্রাণ সমর্পণ করিয়া আমাদিগের প্রাণ রক্ষা করিতে পারেন তবে তাহাতেও পরাঙ্মুখ হন না। অতএব, হে প্রিয়ছাত্রবর্গ! তোমরা বিশেষ প্রনিধান পূর্ব্বক বিবেচনা করিয়া দেখ, যাঁহারা সর্ব্বদাই তোমাদিগের হিতকার্য্যে এ রূপ অনুরক্ত, এবং যাঁহারা তোমাদিগেরই মঙ্গলোন্নতি সাধন জন্য

এত যন্ত্রণা সহ্য করিতেছেন, কায়মনোবাক্যে তাঁহাদিগের বশবর্ত্তী হওয়া তোমাদিগেরযে সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য, তদ্বিষয়ে আর অণুমাত্র-ও সংশয় রহিল না।

তৃতীয় পাঠ।

এই পাঠে বালকেরা আপনাদিগের ও সহচর প্রভৃতির কার্য্যের দোষ গুণ, ন্যায় অন্যায়, নির্ণয় করিতে শিক্ষা করিবে।

দৃষ্টান্ত। শিক্ষক মোহনকে পাঠে মনোনিবেশ করিতে বলিলেন। মোহন পাঠে মনোনিবেশ না করিয়া ইতস্ততঃ, দৃষ্টিপাত করিতে লাগিল। শিক্ষক অন্য বালকদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন তোমরা এক্ষণে মোহনকে কি বলিবে। বা। আমরা মোহনকে অবাধ্য বলিব। শি। তোমরা কেন তাহাকে অবাধ্য বলিবে? বা। তিনি মহাশয়ের আজ্ঞা পালন করেন নাই এজন্য আমরা তাঁহাকে অবাধ্য বলিব। শি। মোহনের কার্য্যটী ন্যায় কি অন্যায় হইয়াছে? বা। মোহনের কার্য্যটী অন্যায় হইয়াছে। শি। কেন অন্যায় হইয়াছে? বা। শিক্ষ-কের আজ্ঞা পালন করাই ছাত্রের পক্ষে ন্যায্য, তিনি শিক্ষকের আজ্ঞা পালন না করিয়া অন্যায় কর্ম্মই করিয়াছেন।

চতুর্থ পাঠ।

যাহাতে বালকেরা নীতি বিষয়ক ভিন্ন ভিন্ন পাঠের ও গল্পের তাৎপর্য্য সংগ্রহ করিয়া নীতি শিক্ষা করিতে পারে তাহাই এই পাঠের উদ্দেশ্য। শিক্ষক গল্প করিবেন বা গ্রন্থ পাঠ করিবেন, তাহা শ্রবণ করিয়া কোন্ ব্যক্তি সৎ কোন্ ব্যক্তি অসৎ, কোন্ কর্ম্মটী ভাল, কোন্ কর্ম্মটী মন্দ, বালকেরা ইহা বিচার করিয়া কাহার সহিত কোন্ সময়ে, কোন্ অবস্থাতে কি রূপ ব্যবহার করা কর্ত্তব্য তাহা অবধারণ করিবে।

দৃষ্টান্ত। একটী রাখাল কোন অরণ্যের নিকটস্থ মাঠে গোচারণ করিতে করিতে 'ব্যাঘ্র আসিয়াছে, 'ব্যাঘ্র আসিয়াছে, এই মিথ্যা কথা বলিয়া মধ্যে মধ্যে চীৎকার করিত, তাহার চীৎকার ধ্বনি শুনিয়া কৃষকেরা ব্যস্তসমস্ত হইয়া তাহার নিকট আসিলে সে তাহাদিগকে উপহাস করিত। কৃষকেরা এই রূপে ২।৩ বার তৎকর্তৃক প্রতারিত হইয়াছিল। পরে এক দিবস ব্যাঘ্র আসিয়া উপস্থিত হইলে সে পূর্ব্বমত চীৎকার করিতে লাগিল, কিন্তু কেহই তাহার কথাতে বিশ্বাস করিয়া সেখানে আসিল না, সুতরাং ব্যাঘ্র নির্ব্বিঘ্নে তাহার প্রাণ সংহার করিল। শিক্ষক বালকদিগের নিকট এই গল্পটী করিয়া তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিবেন, তোমরা বল দেখি এখানে কাহার দোষ হইল? বা। রাখালেরই দোষ হইল। শি। রাখালের কি দোষ হইল? বা। সে মিথ্যা কথা বলিয়া কৃষকদিগের সহিত চাতুরী করিয়াছিল। শি। তাহার চাতুরীর কি ফল হইল? বা। সে তজ্জন্যই ব্যাঘ্র কর্তৃক ভক্ষিত হইল। শি। ভাল, কৃষকেরা দোষী হইল না কেন? বা। তাহারা ২।৩ বার রাখালের মিথ্যা বাক্যে প্রতারিত হইয়াছিল, অতএব শেষে তাহার সত্য বাক্যও মিথ্যা জ্ঞান করিয়া তাহার নিকট আইসে নাই; ইহাতে তাহাদিগের কোন দোষ হইতে পারে না। শি। তোমরা ইহাতে কি উপদেশ প্রাপ্ত হইলে? বা। যে ব্যক্তি মিথ্যা কথা কহে সে সত্য কথা কহিলেও কেহ তাহার কথায় বিশ্বাস করে না। শি। ইহাতে তোমরা আর কোন উপদেশ প্রাপ্ত হইয়াছ কি না? বা। না মহাশয়! আমরা আর কোন উপদেশ প্রাপ্ত হই নাই। শি। দেখ কখন তামাসা বা বিদ্রূপ করিয়াও মিথ্যা বলা উচিত নয়। ঐ রাখাল মিথ্যা বলিয়া কেবল কৃষকদিগের সহিত বিদ্রূপ করিত, তাহার অন্য কোন অভিসন্ধি ছিল না, তথাপি শেষে তাহার সত্য কথাতেও কেহ বিশ্বাস করিল না, তাহাতে সে ব্যাঘ্র কর্তৃক ব্যাপাদিত ও ভক্ষিত হইল। অপর, অনেকে কুকর্ম্ম করিয়া শাস্তি পাইবার

ভয়ে মিথ্যা কথা বলিয়া সেই কুকর্ম্ম গোপন করিবার চেষ্টা করে। নরেন্দ্র! এরূপ করা কি উচিত নয়? নরেন্দ্র। না মহাশয়! শি। কেন এরূপ করা উচিত নয়? নরেন্দ্র। কুকর্ম্ম করাই একটী দোষ, আবার মিথ্যা কহিয়া আর একটী দোষ করা কোন ক্রমে উচিত নয়। শি। হাঁ, যে ব্যক্তি কুকর্ম্ম করিয়া আবার মিথ্যা কথা বলে সে দুই দোষে দোষী হয় এবং তজ্জন্য তাহার দ্বিগুণ শাস্তি পাওয়া উচিত। কিন্তু দেখ তাহার মিথ্যা কথা প্রকাশ না হইলে সে কোন দোষেই দোষী হয় না এবং শাস্তিও পায় না। তবে মিথ্যা বলাতে ত লভ্য আছে। নরেন্দ্র। যদিও প্রথমে ২।১ বার কেহ মিথ্যা বলিয়া ধরা না পড়ে, তথাপি মিথ্যা গোপন করিয়া রাখা অতিশয় কঠিন, এবং এক বার ধরা পড়িলেই ত আর কেহ তাহাকে বিশ্বাস করিবে না। শি। তবে তোমার মতে কি ভাল, কুকর্ম্ম করিয়া মিথ্যা কথাদ্বারা তাহা গোপন করা ভাল, না সেই কুকর্ম্ম স্বীকার করিয়া শাস্তি পাওয়া ভাল? নরেন্দ্র। কুকর্ম্ম স্বীকার করাই উচিত, এবং যদি তাহাতে শাস্তি পাইতে হয় তাহাও ভাল তথাপি মিথ্যা কথা বলা উচিত নয়। শি। মিথ্যা কথা বলাই এতই মন্দ কেন? নরেন্দ্র। মিথ্যাবাদীকে কেহ বিশ্বাস করে না এবং সকলেই ঘৃণা করে। শি। অতএব, বালকগণ! তোমরা সদাই সত্য কথা বলিও, কখন মিথ্যা কথা কহিও না, কোন মন্দ কর্ম্ম করিলে শাস্তি পাইবার ভয়েও মিথ্যা কথা বলিও না, আর পিতামাতাকে ভক্তি করিও, শিক্ষকের উপদেশে মনোনিবেশ করিও, বয়স্যদিগকে স্নেহ করিও, সদা সদ্বিদ্যার আলোচনায় নিবিষ্ট থাকিও, সর্ব্বদা সৎসঙ্গে বাস করিও, শিক্ষক ও ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি রাখিও, সকল লোকের প্রতি দয়া করিও, কদাচ পাপকর্ম্মে রত হইও না।

"সদ্বিদ্যা হ্যনুগম্যতাং নতু বৃথা বাক্যং সমুচ্চার্য্যতাং
"পাপৌঘঃ পরিধূয়তাং জনকৃপাকাপণ্যমুৎসৃজ্যতাং।
"আচার্য্যঃ পরিষেব্যতাং গুরুজনৈর্ব্বাদঃ পরিত্যজ্যতাং
"সঙ্গঃসৎসু বিধীয়তাং ভগবতো ভক্তির্দৃঢ়া ধীয়তাং॥"

কলিকাতার গবর্ণমেণ্ট পাঠশালায় এই মুদ্রাঙ্কিত পত্র খানি ব্যবহৃত হয। শিক্ষকেরা ইহার যথাস্থানে আপনাদিগের অভিপ্রায় লিখিয়া দিলে ইহা অভিভাবকদিগের নিকট প্রেরিত হয়, তাঁহারা ইহা দেখিয়া বালকগণ পাঠশালায় যে রূপ আচরণাদি করে তাহা জানিতে পারেন।

" চরিত্রসূচক পত্র।

বালকেরা বাটীতে থাকিয়া কিরূপ ব্যবহার করে জানিতে পারিলে শিক্ষা দানের অনেক উন্নতি হইতে পারে এই বিবেচনায় অভিভাবক মহাশযদিগের নিকট এই পত্রখানি প্রেরিত হইল। তাঁহারা অনুগ্রহ প্রকাশ পূর্ব্বক বালকেরা গত মাসে বাটীতে যেরূপ আচরণ করিয়াছে তাহা এই পত্রের নিম্নে লিখিয়া এবং আপন আপন নাম স্বাক্ষর করিয়া পত্রখানি আমার নিকট পুনরায় পাঠাইয়া বাধিত করিবেন।

কলিকাতা গবর্ণমেণ্ট পাঠশালা, }
তাং ১৮৬ সাল। } সুপ্রেণ্টেণ্ডেণ্ট

বালকের নাম	গৃহ চরিত্র।		শিক্ষকের মন্তব্য
	লেখা পড়াতে কিরূপ যত্ন	গুরুজন ও অপরের প্রতি কিরূপ ব্যবহার	
শ্রী			
শ্রেণী	শ্রী অভিভাবক		শ্রী শিক্ষক

শিক্ষাপ্রণালী।

পরিশিষ্ট।

৮। অষ্টম প্রকরণ।

ব্যায়াম শিক্ষা।

'শরীরমাদ্যংখলু ধর্ম্মসাধনং'।

শরীরই প্রধান ধর্ম্মসাধন।

১। শরীর ও মনের যেরূপ পরস্পর সম্বন্ধ তাহাতে স্পষ্টই প্রতীতি হইতেছে যে তাহাদিগের একের বল বীর্য্য ও স্বাস্থ্য, অপরের বল বীর্য্য ও স্বাস্থ্য সাপেক্ষ; অতএব শরীরকে বলিষ্ঠ বীর্য্যবান্ ও সুস্থ করিবার উপায় বিধান না করিয়া মনের বল বীর্য্য ও স্বাস্থ্য সাধনের উপায় বিধান করা এক প্রকার বিড়ম্বনা মাত্র।

২। আমাদিগের শরীরের অভ্যন্তরস্থ আমাশয়, হৃদয়, ফুস্‌ফুস্ প্রভৃতি অনেক অঙ্গ সর্ব্বদাই সঞ্চালিত হইতেছে। তাহাদিগের কার্য্যের বিরাম নাই। কি জাগ্রত কি নিদ্রিত আমাদিগের সকল অবস্থাতেই তাহারা কার্য্য করে; তাহাদিগের কার্য্য আমাদিগের ইচ্ছাধীন নয়। অপর আমরা ইচ্ছা করিয়া কার্য্যোপলক্ষে ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গ সঞ্চালন করিয়া থাকি এবং শরীর হইতে মধ্যে মধ্যে স্বেদাদিও বিনির্গত হয়; এই সকল কারণে শরীর নিয়তই ক্ষয় পাইতেছে, সেই ক্ষয় পূরণ জন্য এবং বলবীর্য্য বৃদ্ধির জন্য আহারের প্রয়োজন হয়। আহারের উপযুক্ত দ্রব্য যথাসময়ে যথা পরিমাণে উদরস্থ করিয়া জীর্ণ করিতে হয়; সেই সুজীর্ণ ভুক্ত দ্রব্যের রসদ্বারা শরীরস্থ দূষিত শোণিত শোধিত হয় এবং সেই শোধিত রক্ত হইতে শরীরের সকল অঙ্গ নিজ নিজ প্রয়োজনীয় পদার্থ গ্রহণ করিয়া পুষ্ট বলিষ্ঠ

ও কার্য্যক্ষম হইতে থাকে। অতএব আহারের নানাবিধ সামগ্রীর মধ্যে সুখাদ্য, সুপথ্য ও পুষ্টিকর দ্রব্যই আহার করা উচিত। পরিপাকের শক্তি ও ক্ষুধা অনুসারে ভোজন করাই বিহিত, কখনই অতিরিক্ত ভোজন করা বিহিত নয়। একবারে অধিক ভোজন করা অপেক্ষা বরং ক্ষুধা হইলে অল্প অল্প করিয়া একাধিক বার ভোজন করা শ্রেয়ঃ; কেননা আহার করিয়া পরিপাক করিতে না পারিলে সে আহারে ফল হয় না। এককালে অধিক আহার করিলে অসুখ হয়, শীঘ্র পরিপাক হয় না, এবং তাহাতে অগ্নিমান্দ্য হয়। সকলের পক্ষে বা সকল অবস্থাতে এক প্রকার দ্রব্য সুপথ্য হইতে পারে না; অতএব কখন কাহার পক্ষে কি পথ্য হইবে তাহা লিখিয়া প্রকাশ করা সুকঠিন। সামান্যতঃ ক্ষুধা ও নিজ নিজ প্রবৃত্তির অনুসরণ করিয়া আহার করাই উচিত, অক্ষুধাতে বা অনিচ্ছাপূর্ব্বক আহার করিলে পীড়া হইবারই বিলক্ষণ সম্ভাবনা থাকে।

৩। আমাদিগের দেশের বালকেরা এক্ষণে প্রায়ই সর্ব্বদা লেখাপড়া শিক্ষার জন্য মানসিক পরিশ্রম করিয়া থাকে, অভিভাবকেরাও সন্তানবর্গকে সদা লেখা পড়ায় অভিনিবিষ্ট দেখিলে সন্তুষ্ট হন ইহাতে প্রায়ই অধিকাংশ বালক রুগ্ন ও শারীরিক বলবীর্য্যবিহীন হইয়া অবশেষে এক প্রকার অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে, এজন্য যাহাতে বালকেরা কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ ব্যায়াম শিক্ষা করিয়া আপন আপন শরীরকে সবল ও সুস্থ রাখিতে পারে তদুপায় বিধান করা অভিভাবক ও শিক্ষকগণের অবশ্য কর্ত্তব্য; অতএব এ দেশের প্রত্যেক বিদ্যালয়ে ব্যায়ামশিক্ষার ব্যবস্থা করা অত্যাবশ্যক। জীব শরীরের সঞ্চালন ব্যতিরেকে অবয়বের দৃঢ়তা হয় না, এই নিমিত্ত জগদীশ্বর শিশুদিগকে যে স্বাভাবিক চঞ্চলতা ও অঙ্গসঞ্চালন প্রবৃত্তি প্রদান করিয়াছেন, তাহা তাহাদিগের মঙ্গলের নিমিত্তই হইয়াছে। কিন্তু সেই অঙ্গসঞ্চালনপ্রবৃত্তি অপরিমিত ও অনিয়মিত রূপে চরিতার্থ করিতে চেষ্টা করিলে ইষ্টফল লাভ না হইয়া অনিষ্ট ফল লাভ হইতে থাকে। কেহ

কেহ আপন আপন ব্যায়ামশিক্ষার নৈপুণ্য প্রদর্শন করিয়া দর্শকগণকে চমৎকৃত করিবার উদ্দেশে নিজ নিজ শরীরকে নানাবিধ অস্বাভাবিক বিকৃত অবস্থায় অবস্থাপিত করেন তাহাতে শরীরের সর্ব্বাঙ্গীন মঙ্গল না হইয়া বরং অঙ্গবিশেষের বৈরূপ্য ও বিঘটন ঘটিয়া উঠে। যথা:কেহ কেহ ধরাতলভাবে স্থিত দণ্ডকে পদদ্বয় দ্বারা বেষ্টন করিয়া নতমস্তক হইয়া ঝুলিতে থাকেন: কিন্তু এই অবস্থায় অধিক ক্ষণ থাকিলে শরীরের শোণিত সঞ্চালনের ব্যাঘাত হয়, মস্তিষ্কের সঙ্কোচ ও পীড়া জন্মে এবং হঠাৎ পতন হইলে গ্রীবাভঙ্গ প্রভৃতি দুর্ঘটনা ঘটিয়া উঠে, অতএব ব্যায়ামশিক্ষাকালে যাহাতে এতাদৃশ অনৈসর্গিক কার্য্যে বালকগণের প্রবৃত্তি সঙ্কুচিত না হয় তাহার চেষ্টা করা এবং যাহাতে বালকেরা সদা ব্যায়াম শিক্ষায় ব্যাপৃত থাকিয়া লেখাপড়ায় অবহেলা না করে তদুপায় বিধান করা কর্ত্তব্য। অপর, সকল বালকেই যে সমানরূপে সকল প্রকার ব্যায়াম চর্চ্চা করিবে এরূপ সম্ভবে না; কেননা সকলের শারীরিক অবস্থা ও সাহস সমান নয়। যদি কোন বালক কোন প্রকার ব্যায়ামে ইচ্ছাপূর্ব্বক প্রবৃত্ত না হয় তবে তাহাকে বলপূর্ব্বক সেই কার্য্যে প্রবৃত্ত করান উচিত নয়।

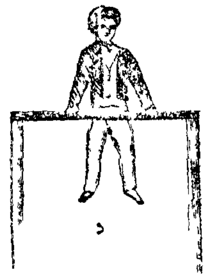
৪। ব্যায়ামশিক্ষায় অনেক উপকার আছে, তাহাতে শরীর পুষ্ট, বলিষ্ঠ ও লঘু হইতে থাকে, ক্ষুধা ও অগ্নি বৃদ্ধি হয়, এই সকল কারণে চিত্ত সদা প্রসন্ন থাকে এবং পীড়া ও জরা শীঘ্র আক্রমণ করিতে সমর্থ হয় না।

"ব্যায়ামোহি সদা পথ্যো বলিনাং স্নিগ্ধভোজিনাং,
সচ শীতে বসন্তে চ তেষাং পথ্যতমঃ স্মৃতঃ।
লাঘবং কর্ম্মসামর্থ্যং স্থৈর্য্যং ক্লেশসহিষ্ণুতা,
দোষক্ষয়োঽগ্নিবৃদ্ধিশ্চ ব্যায়ামাদুপজায়তে।
ব্যায়ামং কুর্ব্বতো নিত্যং বিরুদ্ধমপি ভোজনং,
বিদগ্ধমবিদগ্ধং বা নির্দ্দোষং পরিপচ্যতে।
নচ ব্যায়ামিনং মর্ত্ত্যং মর্দ্দয়ন্ত্যরয়ো বলাৎ।
নচৈনং সহসাক্রম্য জরা সমধিগচ্ছতি।"

৫। প্রথমে সহজ ব্যায়ামশিক্ষার জন্য উপকরণ সামগ্রীর বিশেষ প্রয়োজন নাই। মস্তক উন্নত ও বক্ষস্থল বিস্তারিত করিয়া সরল-ভাবে দণ্ডায়মান হইয়া একাদিক্রমে হস্তপদাদির নিয়মিত সঞ্চালন করা, সরলভাবে দাঁড়াইয়া পূর্ব্বকায়কে সরল রাখিয়া হাঁটু ক্রমশঃ বক্র করিয়া অবনতোন্নত হওয়া, এবং যুগ্মপদে লম্ফ দিয়া অধিক দূর গমন করা, উন্নত স্থান হইতে পতন ও উন্নত স্থানে আরোহণ প্রভৃতি কার্য্য-শিক্ষা করিতে কোন উপকরণের প্রয়োজন নাই। এই সকল কার্য্যানু-ষ্ঠানদ্বারা ভিন্ন ভিন্ন পেশির সঞ্চালন হইয়া হস্তপদাদি অঙ্গের দৃঢ়তা হইতে থাকে।

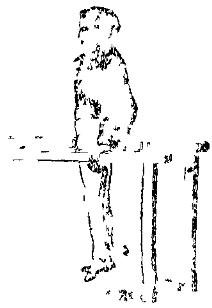
৬। লাঠি ও মুদ্গার অবলম্বন করিয়া ভিন্ন ভিন্ন প্রকার ব্যায়াম শিক্ষা হইতে পারে। লাঠি ভাঁজা, লাঠি অবলম্বন করিয়া লম্ফ দেওয়া ও লাঠির অগ্রভাগ দুই তিন অঙ্গুলিদ্বারা ধরিয়া তাহাকে ক্রমশঃ উন্নত করা, মুদ্গার ভাঁজা ও মুদ্গারের বাঁট ধরিয়া তাহাকে উন্নত করা প্রভৃতি কার্য্য অনুষ্ঠিত হইলে হস্তের ও মণিবন্ধের বলবৃদ্ধি হইতে থাকে এবং বক্ষস্থলের বিকাশ ও স্কন্ধের ভারসহনশক্তির বৃদ্ধি হইতে থাকে।

৭। মৃত্তিকা নিহিত দুইটী খুঁটীর উপর ধরাতলভাবে দৃঢ়বদ্ধ দণ্ডকে ধরাতল দণ্ড বলা যায়। এই দণ্ড এত উচ্চ হওয়া উচিত যে ইহাকে উন্নতবাহুদ্বারা ধরিয়া ঝুলিলে যেন পা মৃত্তিকা সংলগ্ন না হয়। হস্তদ্বারা এই দণ্ডকে ধরিবার সময়ে এক পার্শ্বে অঙ্গুষ্ঠ ও অপর পার্শ্বে আর চারিটী অঙ্গুলি থাকিবে। এইরূপে দণ্ড ধরিয়া প্রথমে সরলভাবে ঝুলিতে হয়; পরে ঝুলিতে ঝুলিতে ক্রমশঃ এক এক মুষ্টি সরাইয়া দণ্ডের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত গতায়াত করিতে হয়; কখন বা দণ্ডটী ধরিয়া সরলভাবে থাকিয়া দুলিতে হয় এবং দুলিতে দুলিতে এক এক সময়ে দণ্ডের সহিত সমান উচ্চ হইয়া সমুদায় শরীরকে ধরাতল ভাবে রাখিতে হয়। ধরাতল দণ্ডকে ধরিয়া ঘুরিতে হইলে, অগ্রে দণ্ডকে পূর্ব্ব-



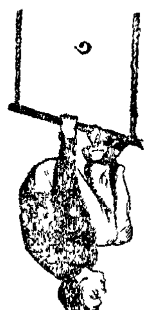
মত ধরিয়া দুলিতে হয় এবং দুলিতে দুলিতে বিশেষ বেগ জন্মিলে পদদ্বয় ঊর্দ্ধ করিয়া দণ্ডকে ঘুরিয়া পার্শ্বে লিখিত চিত্রের ন্যায় দণ্ডের উপর হস্তদ্বয়ের ভর দিয়া দাঁড়াইতে হয়; এবং নামিবার সময়ে শরীরকে সম্মুখে কিঞ্চিৎ নত করিয়া নামিতে হয়।

৮। দুইটী ধরাতল দণ্ড এক হাত অন্তরে সমান্তরাল ভাবে স্থাপিত হইলে তাহাদিগকে সমান্তরাল দণ্ডযুগল কহে। প্রত্যেক ব্যায়াম শিক্ষার স্থানে এইরূপ দুই যোড়া সমান্তরাল দণ্ড থাকা উচিত, এক যোড়া অপর যোড়া অপেক্ষা কিছু উচ্চ হইবে। প্রথমে অল্প উচ্চ দণ্ডে ব্যায়াম অভ্যাস করিয়া পরে উচ্চতর দণ্ডে অভ্যাস করিতে হয়। অগ্রে হস্তদ্বয়দ্বারা সমান্তরাল দণ্ড যুগলকে ধরিয়া মৃত্তিকা ছাড়া হইয়া বাহুদ্বয়ে ভর দিয়া পার্শ্বে লিখিত প্রতিকৃতির ন্যায় সরল ভাবে দাঁড়াইতে হয়। এইটী অভ্যস্ত হইলে এক এক বার এক এক হস্ত তুলিয়া ও অপর হস্তে ভর দিয়া ঐ দণ্ডযুগলের মধ্যে ক্রমশঃ অগ্রবর্ত্তী বা পশ্চাদ্বর্ত্তী হইতে হয়। এই রূপে এক এক হস্তে ভর দিয়া যাতায়াত করিবার সময় পদদ্বয়কে স্থির ও সরলভাবে রাখিতে চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। এইটী অভ্যস্ত হইলে এককালে দুই হস্ত তুলিয়া ও এক কালে দুই হস্তে ভর দিয়া দণ্ডযুগলের উপর দিয়া যাতায়াত করা ভাল। কখন কখন দণ্ডের উপর পূর্ব্বলিখিত প্রতিকৃতির ন্যায় দাঁড়াইয়া দুলিতে হয়, এবং দুলিতে দুলিতে এক দণ্ডের উপর দুই পা তুলিতে হয় এবং পা নামাইয়া দুলিতে দুলিতে অপর দণ্ডের উপর দুই পা তুলিতে হয়, কখন বা এক কালে দুই পা দুই দণ্ডের উপর তুলিতে হয়; অথবা দুলিতে দুলিতে সম্মুখে বা পশ্চাতে দণ্ডের বাহিরে যাইবার



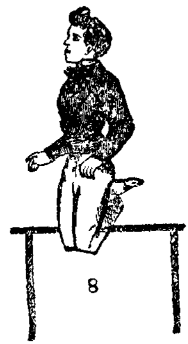
চেষ্টা করিতে হয়; এবং এই রূপে বাহিরে যাইবার সময়ে দণ্ডের অবলম্বে হাঁটু লাগিলে পড়িয়া যাইবার ও হাঁটুতে আঘাত লাগিবার সম্ভাবনা অতএব তৎকালে সতর্ক হওয়া আবশ্যক। কখন কখন দণ্ডযুগলের উপর হস্তের ভর দিয়া সরলভাবে দাঁড়াইয়া কফোণি বক্র করিয়া ক্রমশঃ অবনত হইতে হয় এবং শেষে হস্তের প্রকোষ্ঠ দণ্ড-সংলগ্ন করিয়া তাহার উপর ভর দিয়া সরলভাবে থাকিতে হয়. এবং ক্রমশঃ কফোণি উন্নত করিয়া পূর্ব্বমত সরলভাবে দাঁড়াইতে হয়, কখন বা কফোণিকে কিঞ্চিৎ বক্রভাবে রাখিয়া সমুদায় শরীরকে দুলাইতে হয়, কিন্তু ইহাতে বাহুর পেশির অধিক চালনা হয় অতএব অধিক ক্ষণ এরূপ অনুষ্ঠান করা উচিত নয়।

৯। ঝুলদণ্ড। ঘরের কড়ি কাঠে বা আড়াতে অথবা বৃক্ষের শাখাতে দেড় হাত বা দুই হাত অন্তরে দুই গাছা রজ্জু বান্ধিয়া, তাহাদের লম্বমান প্রান্তে দেড় হাত বা দুই হাত দীর্ঘ একটী দণ্ডের দুই প্রান্ত বান্ধিয়া দণ্ডকে এত উচ্চে রাখিতে হয় যে তাহাকে উন্নতবাহু দ্বারা ধরিয়া ঝুলিলে পা মৃত্তিকা সংলগ্ন না হয়। এই ঝুলদণ্ড অবলম্বন করিয়া নানা বিধ ব্যায়াম শিক্ষা হইতে পারে। দণ্ডটী প্রথমে হাত দিয়া ধরিয়া মৃত্তিকা ছাড়া হইয়া ঝুলিতে হয়; এবং ক্রমশঃ



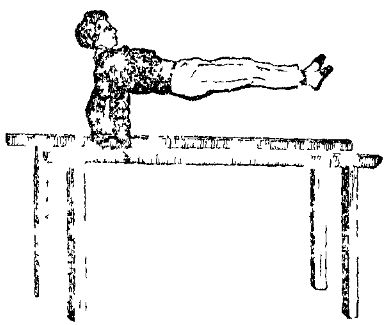
সবলভাবে উন্নত হইয়া দণ্ড অতিক্রম করিয়া মস্তক ও বক্ষস্থল উন্নত করিতে হয়। কখন বা দণ্ড ধরিয়া ঝুলিয়া হস্তদ্বয়ের মধ্যে ও দণ্ডের নীচে পা সঞ্চালিত করিয়া পার্শ্বে লিখিত চিত্র প্রদর্শিত প্রকারে ঘুরিয়া যতদূর হাঁটু নামাইতে পারা যায় তত দূর নামইয়া ক্ষণকাল স্থির থাকিয়া পরে হস্তাবলম্বন ছাড়িয়া ধীরে ধীরে অবতীর্ণ হইতে হয়। কখন বা দণ্ড ধরিয়া ঝুলিয়া ক্রমশঃ উন্নত হইয়া তলপেটে দণ্ড সংলগ্ন করিতে হয়; পরে ক্রমে ক্রমে হস্তদ্বয় বিস্তার করিয়া দক্ষিণ হস্ত দিয়া দণ্ডসংলগ্ন দড়ির প্রান্ত ধরিয়া শরীরকে আধপাক

ঘুরাইয়া দণ্ডের উপরে বসিতে হয়, এবং দক্ষিণ হস্তধৃত দড়ি বাম হস্তে ও অপর দড়ি দক্ষিণ হস্তে ধরিতে হয়, পরে ক্রমশঃ শরীর ও হস্ত অবনত করিয়া উরুর নীচে দিয়া দণ্ড সরাইয়া জানুর নীচে দণ্ডকে ধৃত করিতে হয়, পরে হস্তাবলম্বন ছাড়িয়া পার্শ্বে লিখিত চিত্র প্রদর্শিত প্রকারে ঝুলিতে হয়। অবতরণ-কালে ক্রমশঃ শরীরকে উন্নত করিয়া হস্তদ্বারা দণ্ড ধরিতে হয় এবং ক্রমে ক্রমে দণ্ড হইতে পা ছাড়াইয়া সহজে ভূমিতে অবতরণ করিতে হয়।



৪

১০। সমান্তরাল দণ্ডের উপর হস্তদ্বয়ের ভরদিয়া পার্শ্বে অঙ্কিত চিত্রের ন্যায় সমস্ত শরীরকে সরল রাখিয়া ধরাতল ভাবে স্থির থাকা একটী কঠিন অনুষ্ঠান ; কিন্তু অভ্যাস বলে ইহাও অনেকের পক্ষে সহজ হইয়া উঠে।



১১। লাঠি ধরিয়া যে রূপ লম্ফ প্রদান করিতে হয় তাহা পরে লিখিত হইতেছে। এই সকল কার্য্যের লাঠি অতি দৃঢ় ও কঠিন হওয়া আবশ্যক, নতুবা শরীরের ভারে লাঠি ভাঙ্গিয়া গেলে আঘাত লাগিবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা থাকে। অপর ব্যায়ামানুষ্ঠাতার শারীরিক উন্নতত্ব ও শক্তি ও লম্ফের দৈর্ঘ্যের তারতম্য বিবেচনা করিয়া লাঠির দৈর্ঘ্য অবধারিত করা উচিত। প্রথমে না দৌড়িয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লাঠি লইয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লম্ফ প্রদান করিতে অভ্যাস করাই ভাল। লাঠির এক প্রান্ত ভূমির উপর রাখিয়া লাঠিকে দুই হাতে ধরিতে হইবে। দুইখানি হাত নিকটে নিকটে

থাকিবে এবং মস্তক অপেক্ষা ঈষৎ উন্নত হইবে। পরে উভয় পদ উত্তোলন করিয়া এ রূপে লম্ফ প্রদান করিতে হইবে যে যখন শরীর লাঠির নিকট দিয়া যাইবে তখন কফোণি বক্র হইবে; এবং শরীরের সমস্ত ভার লাঠির উপর দিয়া যত দূর সাধ্য লম্ফ প্রদান করিয়া ততদূর যাইতে চেষ্টা করিবে।

লাঠি ধরিয়া ধরাতলভাবে লম্ফ প্রদান করিতে হইলে লাঠিকে দক্ষিণ হস্তে ধরিয়া অঙ্গুষ্ঠকে ঊর্দ্ধ দিকে রাখিতে হইবে। এই রূপে লাঠির যে স্থান ধৃত হইবে তাহা যেন ব্যায়ামানুষ্ঠাতার মস্তকের কিঞ্চিৎ উপরে হয়। আর লাঠির যে স্থান উরুব সন্নিহিত সেই স্থান বাম হস্তে ধরিতে হইবে এবং অঙ্গুষ্ঠ অধোদিকে থাকিবে। এই রূপে লাঠি ধরিয়া ও লাঠির অধস্তন প্রান্তে দৃষ্টি রাখিয়া কিঞ্চিৎ দূর হইতে দৌড়িয়া আসিতে হয়। যে স্থান লম্ফ দিয়া উত্তীর্ণ হইতে হইবে তাহার নিকটে লাঠির প্রান্ত পার্শ্ববর্ত্তী চিত্র লিখিত প্রকারে ভূমি সংলগ্ন করিয়া ও বাহুর উপর সমুদায় ভর দিয়া যথাসাধ্য লম্ফ প্রদান করিয়া উদ্দিষ্ট স্থান অতিক্রম করিতে হয়। নামিবার সময়ে চরণাগ্রভাগ ভূমিলগ্ন করিতে হইবে এবং তৎকালে জানু কিঞ্চিৎ বক্র করিলে পতনজন্য আঘাত জোরে লাগিবে না। যত অধিক দূর লম্ফ দিয়া যাইতে হইবে লাঠির তত



উন্নত দেশ ধরিতে হইবে এই রূপে লাঠি ধরিয়া প্রাচীর ও বেড়া প্রভৃতি উন্নত দ্রব্য লম্ফ দিয়া পার হওয়া যাইতে পারে। এই রূপে প্রাচীরাদি উল্লঙ্ঘন করিবার সময়ে পদদ্বয় গুটাইয়া তুলিতে হয়, এবং সত্বরে দক্ষিণ হস্ত লাঠির নীচে সরাইয়া লাঠিকেও প্রাচীরাদি ছাড়াইয়া আনিতে হয়।

এতদ্ভিন্ন অনেক প্রকারে ব্যায়াম শিক্ষা হইতে পারে সে সকলের

বিস্তৃত বর্ণনা করিবার তাদৃশ প্রয়োজন নাই। সংক্ষেপতঃ দড়ি ধরিয়া উঠা, হস্তাবলম্বন ত্যাগ করিয়া মইতে উঠা, কাষ্ঠনির্ম্মিত অশ্বে আরোহণ করা, খোলের ন্যায় আকার বিশিষ্ট পিপের উপর দাঁড়াইয়া পদ সঞ্চালনদ্বারা তাহাকে গড়াইয়া লইয়া যাওয়া, নাগর দোলায় দোলা, চড়কগাছে ঘোরা প্রভৃতি কার্য্য ও দাণ্ডাগুলি, চাকু লুঠি, লুকোচুরি, ব্যাটবল প্রভৃতি ক্রীড়া দ্বারাও ব্যায়াম হইতে পারে। অপর অশ্বারোহণ করিয়া ভ্রমণ, জলে সন্তরণ, নৌকা বাহন প্রভৃতি দ্বারা বিলক্ষণ রূপে ব্যায়ামানুষ্ঠান হইতে পারে। কিন্তু সামান্যতঃ শরীর রক্ষার নিমিত্ত বিদ্যালয়ে সহজ ব্যায়ামানুষ্ঠানের উপায় বিধান করাই আবশ্যক। ছাত্রগণকে পরিপক্ক বাজীকর করা উদ্দেশ্য নয়। শরীর রক্ষার উদ্দেশে যে যে ব্যায়াম শিক্ষা হয়, তাহার বিশেষ উপযোগিতা কোন কোন বিপদের সময়ে দেখিতে পাওয়া যায়। অগ্নিদাহের সময়ে যদি অন্য কোন পথের অভাবে দোতলা ঘরের গবাক্ষ দিয়া নামিতে হয় তবে তখন যে ব্যক্তি ব্যায়ামানুষ্ঠান কালে দড়ি ধরিয়া উঠিয়াছে ও নামিয়াছে সে অনায়াসে গবাক্ষের গরাদিয়াতে দড়ি বা কাপড় বান্ধিয়া সহজে নামিতে পারে; কিন্তু যে ব্যক্তি ঐরূপ ব্যায়ামানুষ্ঠান করে নাই, সে হয় ত ভয়ে বিহ্বল হইয়া কোন উপায় অবলম্বন করিয়া নামিতে সাহস করে না, অথবা হয়ত এরূপে নামে যে হস্তপদাদি ভাঙ্গিবারই বিলক্ষণ সম্ভাবনা থাকে। যাহা হউক যখন যে রূপ অনুষ্ঠান কর্ত্তব্য হইবে তখন এক কালে তাহাতে নৈপুণ্য প্রকাশের প্রত্যাশায় সাধ্যাতীত কার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়া উচিত নয়; বরং অল্পে অল্পে সহজ সহজ উপায়দ্বারা প্রথমে ব্যায়ামশিক্ষা আরম্ভ করা ভাল। প্রাতঃকাল

ও সায়ংকালই ব্যায়ামশিক্ষার সুসময়, ভোজনের পরে ব্যায়ামের চর্চা করা উচিত নয়। বিদ্যালয়ের ছুটীর পর ব্যায়ামশিক্ষা ভাল, দশটার সময়ে সে শিক্ষা ভাল নয়; কেননা সে সময়ে বালকদিগের উদর পূর্ণ থাকে।

সমাপ্ত।

---

৩০৩ পৃষ্ঠাতে ৪ চিহ্নিত যে প্রতিরূপ লিখিত হইয়াছে তাহা অনবধান প্রযুক্ত উলটা হইয়াছে ঐ প্রতিরূপ পার্শ্বে অঙ্কিত প্রকার হইবে।



বিদ্যালয়ের ষাণ্মাসিক ও বার্ষিক বিবরণ প্রস্তুত করিবার সময়েই অনেক শিক্ষকের কষ্ট বোধ হয়, সেই কষ্ট দূর করণের জন্য গ্রন্থের শেষে ঐ বিবরণের ডৌল (ফরম) লিখিত হইল। ইহার বিষয় কিঞ্চিৎ উপদেশ পাইলে তাঁহাদিগের আর সে কষ্ট থাকিবে না।

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
যে নামে বিদ্যালয় সাহায্য দেওয়া হইয়াছে।	জেলা।	কোন্ সময় স্থাপিত।	বৎসরের শেষদিনের হাজিরা বহিতে যত ছাত্রের নাম আছে, তাহার সংখ্যা।				মাসিক গড় ছাত্র সংখ্যা।	ছাত্রদিগের [illegible] ও [illegible]হিক হাজিরার গড়।	বৎসর[illegible] ভিন্ন [illegible] থ[illegible]
			হিন্দু।	মুসলমান।	অন্যান্য জাতি।	একুন।			ইঙ্গরাজি।

প্রত্যেক বিদ্যালয়ে যে সকল ভাষার অধ্যয়ন হয়, তাহা ১০ অব অধিকবার লিখিত থাকিবে ; এই জন্য উহাদের একুন হইতে প গবর্ণমেণ্ট বিদ্যালয়ে ২০ ও ২১ ঘরে কোন অঙ্কপাত হইবে না, স্কু ১৬ এবং ১৯ ঘরের আদায় ও খরচের একুন না মিলে, তবে জমা খ সংক্ষেপে লিখিত থাকিবে। ১৯ ঘরের টাকার বার ভাগের এক ভ টাকার ১২ভাগের একভাগ অঙ্ককে ৮ ঘরের অঙ্ক দিয়া হরণ করিবে ছাত্রের নাম হাজিরা বহিতে ছিল, তাহার একুন করিয়া ১২ দিয় ধরিয়া উক্ত কার্য্যের দিনের সংখ্যাদ্বারা ভাগ দিলে এই ঘরের বা অর্দ্ধেকের বেশী হইলে ১ পূর্ণ রাশি ধরিয়া লইতে হয়। অর্দ্ধে

ইঙ্গরাজি প্রতিশব্দ সহিত পারিভাষিক শব্দ।

অন্তঃসংজ্ঞা, চৈতন্য	...	Conscience.
অনন্তর বংশ্যেরা	..	Succeeding generations.
অনুভব	..	Conception.
অনুধ্যান	..	Reflection.
অনুমানাত্মক	..	Inductive.
অনুস্মরণ	..	Recollection.
আক্ষরিক	..	Literal.
আত্মপ্রেম	..	Self-love.
আদেশাত্মক	..	Dogmatic.
আধ্যাহরিক	..	*Elliptical.*
আনুষ্ঠানিকী	...	Training.
ইচ্ছা বা বাসনা	..	Will.
উপমিতি	..	Comparison.
উপযোগিতা	..	Usefulness.
উপশিক্ষক	..	Monitor.
ঔপশিক্ষক	..	Monitorial.
কল্পনা	...	Imagination.
কৌতূহল বা বুভুৎসা	...	Curiosity.
গবেষণা	..	Investigation.
গৌণার্থ	..	Secondary Meaning.
চৈতন্য, অন্তঃসংজ্ঞা	..	Conscience.
ছাত্র শিক্ষক	...	Pupil teacher.
দৃষ্টান্তাত্মক	..	Illustrative.
ধারণা	..	Retention.
ধারা	...	Method.
নীতিবৃত্তি	..	Moral Faculty.
নীতি	.	Morality.
পরিপূর্ণতা	..	Perfection
পদার্থগ্রহ	..	Perception.
পরীক্ষণ বা পরীক্ষা	..	Experiment.
পর্য্যবেক্ষণ	..	Observation.
পারিভাষিক পদ (শব্দ)	..	Technical terms.

পেষ্টালজীয় .. Pestalozzian.
প্রণালী .. System.
প্রতিরূপাত্মক .. Pictorial.
প্রশ্নাত্মক .. Interrogative.
বহুজন সহানুভূতি .. Sympathy of numbers.
বিকাশ .. Development.
বিবেক .. Reason.
বিভাগাত্মক .. Analytic.
বুদ্ধি বৃত্তি .. Intellectual Faculty.
বিষয়াঙ্গ .. Parts or heads of a subject.
বুভুৎসা বা কৌতূহল .. Curiosity.
বৃত্তি .. Faculty.
ব্যক্তিনিষ্ঠ নীতি .. Individual morality.
ব্যাখ্যানিক .. Lecturing.
ব্যষ্ট্যাত্মক .. Individual.
ভাবসংসর্গ .. Association of ideas.
মনোবিজ্ঞান ... Mental Philosophy.
মানসিক বৃত্তি .. Mental Faculty.
মুখ্যার্থ .. Primary Meaning.
যৌগপদিক বা সমকালিক .. Simultaneous.
রসজ্ঞতা .. Taste.
রাজনীতি .. Politics.
বাচনিক প্রতিরূপ প্রদর্শন .. Picturing out in words.
শারীরিক বৃত্তি ... Physical Faculty.
শ্রমবিভাগ .. Division of labor.
সহানুভূতি .. Sympathy.
সমকালিক বা যৌগপদিক .. Simultaneous.
সমষ্ট্যাত্মক ... Collective.
স্মরণ .. Memory.
সংযোগাত্মক .. Synthetic.
সামাজিক নীতি .. Social Morality.
সোপপত্তিক ... Demonstrative.